THE

MERCHANT'S FRIEND.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কল-কারখানা বিষয়ক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল সম্পাদিত।

১ম খণ্ড, বর্ষ ২

(সন ১৩০৭ সালের ফাল্গুন হইতে সন ১৩০৮ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত।)

কলিকাতা

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে

শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দুধর্ম্ম-যন্ত্রে"

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সেন দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল লাগে না।

সংবাদ পত্রের মতামত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সুধা বলেন ;—

মহাজন বন্ধু—শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল সম্পাদিত। "মহাজন বন্ধু" ব্যবসায়ী মহাজনকুলের কীর্ত্তিকলাপের গৌরবস্বরূপ। ব্যবসায়, শিল্প, বিজ্ঞান, কলকারখানা সম্বন্ধীয় বিষয় প্রকাশিত হয়। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" প্রভৃতি মনে করুন; বঙ্গসন্তান অধুনা রাজসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, তাই লক্ষ্মীও তৃতীয়াংশে। পূর্ণাংশ বাণিজ্যে এবং অর্দ্ধাংশ কৃষি বিষয়ে আমাদের উৎসাহ কৈ?—কিন্তু সম্প্রতি যেন শুভযুগের আভাস পাইতেছি। এই যুগপ্রবর্ত্তকের মধ্যে মহাজন বন্ধু অন্যতম। পৌষ, ১৩০৮ সাল।

ফরিদপুর হিতৈষিণী বলেন ;—

মহাজন বন্ধু বাস্তবিকই স্বদেশের বান্ধব। মহাজনবন্ধু পত্রিকার দ্বারা এ দেশে বিলুপ্ত ব্যবসা এবং ব্যবসায়ীর বিশেষ উপকারের আশা আছে। আমরা এ দেশের শিক্ষিত জন সাধারণ বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদিগকে এই পত্র নিয়মিত রূপে পাঠ করিতে এবং যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। ১৫ই পৌষ, ১৩০৮ সাল।

বঙ্গবাসী বলেন ;—

মহাজন বন্ধু। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল সম্পাদিত। কলিকাতার ১নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা। "মহাজন বন্ধু", ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রবন্ধ-বহুল মাসিক পত্র। ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ছাড়া জীবনী-শিল্পাদির কথা থাকে। সম্পাদক অভিজ্ঞ সুলেখক। সংগ্রহে বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ কথায় ও সরল ভাষায় জ্ঞাতব্য ব্যবসায় বাণিজ্যের বিষয় ইহাতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন বুঝি অন্য কিছুতেই পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় এরূপ মাসিক পত্রের অভাব ছিল। "মহাজন বন্ধু" প্রকাশক সে অভাব পূর্ণ করিয়া দেশের ধন্যবাদভাজন হইতেছেন। আশা করি, বাঙ্গালী-মাত্রেই ইহার উন্নতিকামনা করিবেন। "মহাজনবন্ধু" দেশের মঙ্গলসাধন করিতেছে এবং উৎসাহ-সাহস পাইলে আরও অধিক মঙ্গল করিবে। ২১শ ভাগ ৫ই মাঘ ১৩০৮ সাল।

প্রথম বর্ষের সূচীপত্র।

সংবাদপত্র প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই বৎসর মহাজন বন্ধুর বিনিময়ে যে সকল সংবাদ পত্র ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ;—

(১) এডুকেশন গেজেট (২) বঙ্গবাসী (৩) হিতবাদী (৪) বসুমতী (৫) মিহির ও সুধাকর (৬) সময় (৭) বঙ্গভূমি (৮) হিন্দুরঞ্জিকা (৯) বিকাশ (বরিশাল) (১০) মেদিনী বান্ধব (১১) নীহার (১২) মানভূম (১৩) রঙ্গালয় (১৪) পল্লীবাসী (১৫) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (১৬) রঙ্গপুরদিক্‌ প্রকাশ (১৭) খুলনা (১৮) ভারতজীবন (হিন্দি সপ্তাহিক পত্র) (১৯) ফরিদপুর হিতৈষিণী (২০) প্রবাসী (২১) নবপ্রভা (২২) সুধা (২৩) সখী (২৪) তত্ত্বমঞ্জরী (২৫) প্রকৃতি (২৬) বিশ্বজননী (২৭) প্রয়াস (২৮) ভিষক্‌দর্পণ (২৯) চিকিৎসক ও সমালোচক (৩০) অন্তঃপুর (৩১) বীরভূমি (৩২) পূর্ণিমা (৩৩) কৃষক (৩৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (৩৫) দারোগার দপ্তর (৩৬) জন্মভূমি (৩৭) কল্যাণী (৩৮) নির্বেদন (৩৯) প্রচারক (৪০) বাসনা।

জমিদার-সভায় চিনি।

"জমিদারী পঞ্চায়ৎ" নামক একটী সভা এ দেশীয় জমিদার মহাশয়-দিগের প্রতিষ্ঠিত। ইহা বহুদিনের সভা। উপস্থিত এই সভা হইতে কাশিমবাজারের শ্রীযুক্ত মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বলিতেছেন যে, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে ইক্ষুর চাষ এবং ইক্ষুচিনির প্রস্তুত-প্রণালী কিরূপ ভাবে করিলে, এ দেশী চিনির কার্য্যে উন্নতি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে উক্ত সভা ২০০৲ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।

আমরা বলি,—বিদেশী কলের চিনি আমদানী বন্ধ না হইলে, এ দেশীয় চিনির কর্ম্ম ভাল চলিবে না। যেমন কলের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া এদেশীয় কাপড়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে, সেইরূপ বিদেশী কলের চিনির জন্য এদেশী চিনির কাট্তি খুব কমিয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা,—এ দেশে চিনির কল হইলে, তবে চিনির কার্য্যে সুবিধা হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যে নির্ভর করিতে গেলে, আমাদিগের মনে হয়, তারপুর এবং চৌগাছার চিনির কল দুইটাই তাহার প্রতিপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ কল দুইটীর অবস্থা দেখিলে, তাহাতে অস্থারক্ষা এক-রূপ অসম্ভব। প্রত্যক্ষতঃ বিদেশী চিনির প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে এদেশী কলের চিনি পারিয়া উঠিল না। কলিকাতার কাশীপুরের কলটিও যে খুব ভাল ভাবে চলিতেছে, তাহা বলা যায় না। খুব কম খরচায় বেশী চিনি উৎপন্ন করাইতে পারিলে, অথবা এদেশী কৃষকদিগকে দিয়া কেবল ইক্ষুর চাষ করাইতে পারিলে, পাট, চা এবং নীলের চাষ এদেশ হইতে তুলিয়া দিয়া, গুড়ের মূল্য যৎসামান্য —একান্ত আশাতীত শস্তা করিতে পারিলে, তবে যদি এদেশী চিনির উন্নতি হয়। দ্বিতীয়তঃ এদেশী চিনির রপ্তানি বন্ধ হইয়া, দেশী চিনির অবনতি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল দেশে ভারতবর্ষ হইতে চিনি যাইত, এক্ষণে সেই সকল দেশ হইতে ভারতে চিনি আসিতেছে। এই জন্য প্রতিযোগিতায় পড়িয়া অনেক দেশী চিনির কারখানার কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে। কারণ, দেশী চিনির ব্যবসায়ে লাভ করার আশা আর কাহারই মনে স্থান পায় না। এই দেশী চিনির রপ্তানি (Shipment) আবার যদি পূর্ব্বের ন্যায় হয়, তাহা হইলে, এ দেশী চিনির ব্যবসায় প্রবল হইবে; ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতায় অভাব হইলে, অথবা দরে

শস্তা হইলেই, আবার দেশী চিনির ব্যবসায় চলিবে; "র সুগার" বা এদেশী দলো চিনি যদি আশাতীত শস্তা হয়, এবং উহাকে কেহ রিফাইন করিয়া যদি বিদেশী চিনির অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে এদেশে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, এক দিন বিদেশী কলের চিনিকে আমরা হঠাইয়া দিতে পারিব, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান অবস্থানুসারে বোধ হয়, সুদূর-পরাহত।

চিনির রসিদ।

১১ই মাঘের "হিতবাদী" পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "রাসবিহারী সরকার নামক এক দালাল সোনাইয়ের এক ব্যবসায়ীর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাহাকে কয়েক শত বস্তা চিনির একখানা রেলওয়ে রসিদ দেখাইয়া বলে যে, যদি তিনি তাহাকে আপাততঃ ৫০০৲ শত টাকা প্রদান করেন, তবে সে তাঁহাকে বাজার অপেক্ষা সুলভ মূল্যে চিনি বিক্রয় করিবে। উক্ত ব্যবসায়ী মহাজন রাসবিহারীর কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে ৫০০৲ শত টাকা প্রদান করেন। অতঃপর অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, আসামী জাল রসিদ দিয়া মহাজনকে প্রতারিত করিয়াছে। বিচারে রাসবিহারীর ছয় মাস কঠোর কারাবাসদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।"

চিনিপটীর মহাজনেরা অনেকে অনেকবার এইরূপ জাল রসিদ দেখিয়া, টাকা দিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত একটি প্রতারকও ধরা পড়ে নাই। এই জাল রেলওয়ের রসিদ কোথা হইতে হয়; এ কথাও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে একবার ইতিপূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়া, আমরা জানাইয়াছিলাম। বহুদিনের কথা হইলেও, যেন মনে হয়, তাঁহারা উত্তর দিয়াছিলেন "যখন রসিদ বহি ছাপান হয়, সেই সময় উক্ত পুস্তকের পাতা কয়েকখানি চুরি গিয়াছিল।" এবারে রাসবিহারী "রেলওয়ের রসিদ" পাইল, বোধ হয়, সেই অপহৃত সন্তর্পণে রক্ষিত গুপ্ত রসিদ বহির পাতা হইতে নিশ্চিতই! প্রত্যেক মহাজনেরই একযোগে নিয়ম করা উচিত যে, মাল না পাইলে, কিছুতেই টাকা অগ্রে দিব না। পূর্ব্বে এরূপ জুয়াচুরী কলিকাতায় হইতেছিল; ক্রমে ইহা মফঃস্বলে গিয়াছে। আমাদের মফঃস্বলের চিনির গ্রাহক মহাশয়েরা সাবধান হইবেন।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

বিগত ৯ই মাঘ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৬ মিনিটের সময় আমাদের মহীয়সী মাতা করুণাময়ী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরত্ব-লাভে অক্ষয় দেহ ধারণ করিয়া এ রোগ-শোক-হর্ষের লীলাভূমির পর-পারে চিরশান্তি-নিকেতনে গমন করিয়াছেন।

ইনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে কেন্‌সিংটন প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম এডওয়ার্ড ডিউক্ অব কেণ্ট; মাতার নাম ভিক্টোরিয়া। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাতের নাম প্রিন্স উইলিয়ম। ইনিই তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন, এবং ইনিই আমাদের মহারাণী জন্মিবার পরে, আদর করিয়া নাম রাখেন, "অ্যালেকজেন্দ্রিনা"। তাহার পর মহারাণীর মাতার নাম ঐ নামের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া, মহারাণীর নাম হইল, "আলেকজেন্দ্রিনা ভিক্টোরিয়া।"

মহারাণী যখন ৯ মাসের বালিকা, সেই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন প্রিন্স উইলিয়ম স্বর্গারোহণ করেন, এবং উক্ত দিবসেই আমাদের মহারাণী সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। তখন মহারাণীর বয়স ১৮ বৎসর মাত্র।

তৎপরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১ বৎসর বয়সে ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর স্বামীর নাম "সাক্‌সী কোবার্গ গথার প্রিন্স আলবার্ট।"

ইহাঁর চারি পুত্র এবং পাঁচ কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক পুত্র, এক কন্যা এবং একটী পৌত্রের মৃত্যু-শোক মহারাণীকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। পরন্ত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার মাতার মৃত্যু হয় এবং সেই বৎসরেই তাঁহার স্বামীও স্বর্গারোহণ করেন। ভিক্টোরিয়া ৪২ বৎসর বয়সে বিধবা হয়েন।

ইনি সমগ্র পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাঁর রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না। কারণ, যখন আমাদের রাত্রি, ইংলণ্ডে তখন দিন; পরন্ত ইংলণ্ডে যখন রাত্রি, তখন কানাডায় দিন।

ইহাঁর নিজ রাজ্যের আয় সাড়ে নয় কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৫ কোটী টাকা। রুষ-সম্রাট্ জারের আয় ২০০ কোটী টাকা। তবে মহারাণীর অধীনস্থ অন্যান্য দেশের আয় ধরিলে, মহারাণীর আয়, জারের আয় অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। রাজ্যের আয় ২৫ কোটী টাকা, খরচ-খরচা বাদে মহারাণীর উদ্বৃত্ত থাকিত ৯০ লক্ষ টাকা; এবং এই ৯০ লক্ষ টাকা হইতে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতেন—১৭ লক্ষ টাকা, অপরাপর পুত্র কন্যা প্রভৃতি নিকট-আত্মীয়দিগকে দিতেন—১৩ লক্ষ টাকা, ভৃত্যদিগের মাহিনা দিতেন, বাৎসরিক ৩৩ লক্ষ টাকা। ইহা বাদে, বাকী টাকা তাঁহার নিকট থাকিত।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয়া মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করা হয়। ঐ দিন জগতের পক্ষে একটি বিশেষ দিন বলিয়া পৃথিবীর গাত্রে অঙ্কিত থাকিবে। ভূমিকম্পে কেবল কতকগুলি দেশ নড়িয়া উঠে, জগৎ বিচলিত হয় না; কিন্তু মহারাণীর মৃত্যু শোকে জগৎ নড়িয়াছে—জগৎ বিচলিত হইয়াছে। মহারাণীর শোকে কেবল জগতের নর নারী দুঃখিত হইয়াছেন, এমন নহে; পৃথিবীর পশু, পক্ষী, এমন কি স্বয়ং প্রকৃতি-দেবী পর্য্যন্ত ভাবে বিচলিত হইয়া, শোকভাব দেখাইয়াছেন।

যখন মহারাণীর মৃতদেহ রক্ষিত বাক্সটি উইণ্ডসর ষ্টেশন হইতে আলবার্ট মেমোরিয়াল চ্যাপলে লইয়া যাইবার জন্য উহা এক কামান শকটে তোলা হয়, সেই সময় উক্ত শকটের অশ্বেরা যেন স্বতঃই জানিতে পারে যে, পৃথিবীর জ্যোতি ঐ বাক্সে রহিয়াছে;—উহার ভার বহন করা অশ্ব-জন্মের কার্য্য নহে; তাই ঘোড়ারা চলিল না, তাহাদের উপর কত কষাঘাত করা হইল, কত সান্ত্বনা করা হইল, তবু তাহারা নড়িল না,—চলিল না; শেষে এক দল নাবিক সেনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দিয়া তাহারাই গাড়ি টানিয়া লইয়া গেল।

তাঁহার মৃতদেহ যে পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেই পথ এমনই

লোকারণ্য হইয়াছিল যে, উক্ত পথের পথিকেরা মহারাণীর সমাধি-যাত্রা দেখিবে বলিয়া, জানালা বারান্দা এবং ছাদের ভাড়া দিয়াছিল। ১০০৲ হইতে ১২০৲ পর্য্যন্ত অল্পস্থান অল্পক্ষণের জন্য ভাড়া হইয়াছিল। মহারাণী মানব-লীলা সম্বরণ করেন,—অস্‌বরণ-প্রাসাদে; উক্ত রাজবাটী ম্যান অব রাইট নামক ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। যে দিন মহারাণীকে ফ্রগমোরে সমাধিস্থ করা হইবে, সেই দিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের অল্পক্ষণ পরেই সাহসা ঘনান্ধকারে মেদিনী সমাচ্ছন্ন হইল,—বৃষ্টি ও বরফপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিল;—যেন জগতের উজ্জ্বল আলোককে চিরতরে মেদিনীগর্ভে প্রোথিত করিতে হইবে বলিয়াই, প্রকৃতি-দেবী শোকে মলিন বেশ ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন! এই ভাবের উপলব্ধি তাৎকালিক উপস্থিত সকলের স্বতই সম্ভবপর; প্রকাশ হইতে লাগিলও তাহাই!

মহারাণীর রাজ্যাভিষেকের দিবস যে পরিচ্ছদে তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই পরিচ্ছদ, সেই মুকুট এবং দণ্ডাদি রাজচিহ্ন সকল দ্বারা তাঁহার কফিন (অর্থাৎ শবধারণার্থক বাক্সটি) সজ্জিত করা হইয়াছিল। সোমবার বেলা ৩টার সময় তাঁহাকে স্বর্গীয় প্রিন্স আলবার্টের কবরের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

ইঁহার সমাধি যাত্রায় নিম্নলিখিত রাজা, মহারাজ, সম্রাট্ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ভারত-সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বা মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং জর্ম্মন-সম্রাট্ বা মহারাণীর প্রথম দৌহিত্র এবং জর্ম্মন সম্রাটের পুত্র যুবরাজ হেন্‌রি, এবং বেলজিয়মের রাজা ইনি মহারাণীর মাতুল, গ্রীসের রাজা ইনি মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধী, ইঁহার পিতা এখনও জীবিত আছেন, অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাই নিজে না আসিয়া, মহীয়সী বৈবাহিকীর শোকে অধীর হইয়া, পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও পর্ত্তুগালের রাজা গিয়াছিলেন,—ফরাসি রাজ্যের রাজা নাই, তথায় প্রেসিডেণ্ট আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও যাইবার যো নাই; কাজেই তিনি প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। ইতালির ডিউক এওষ্টা গিয়াছিলেন। মিশরের রাজপুত্রেরা গিয়াছিলেন, সুইডেন, রুমেনীয়ার, এবং শ্যাম রাজ্যের যুবরাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন; তুরস্কের সুলতান প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ ইউরোপ এবং এসিয়ার অনেক রাজা বা রাজপুত্র কিংবা রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া, মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াকে যেন অশ্বমেধ যজ্ঞের বা রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় এই রাজ-সমাবৃত মহোৎসবময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইংরাজদের শোকচিহ্ন কালফিতা; কিন্তু মহারাণী নাকি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের সমক্ষে বলিয়া যান, "আমার মৃত্যুর পর বেগুণে ফিতার যেন ব্যবহার হয়।" কালবর্ণের ভিতর লালবর্ণের আভা বেগুণে বর্ণে প্রকাশ পায়; লালবর্ণটা ইংরাজদের আহ্লাদের চিহ্ন; কাল এবং উহার ভিতর হইতে লাল আভা উঠিতেছে; এই জন্য কেহ কেহ বলিতেছেন, মহারাণীর বেগুণে বর্ণ ব্যবহার করিতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, একদিকে যেমন মহারাণীর শোকে জগৎ অন্ধকার বা কাল! অপর দিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজা এবং ভারত-সম্রাট্ হইলেন বলিয়া, জগতের লোক আনন্দিত! কিন্তু তাহা কিরূপ বর্ণের আনন্দ? যেমন কালবর্ণের ভিতর লাল আভা! এই জন্য বো হয়, তিনি বেগুণে বর্ণ ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন।

মহারাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতায় গড়ের মাঠে এক বিরাট সভা এবং তৎসঙ্গে বিরাট হরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ-সমিতি দ্বারা এই মহাব্যাপার সংঘটিত হয়; উক্ত সমাজ-সমিতি হইতে চাঁদা করিয়া তাহার পর দিবস সহরে কাঙ্গালী ভোজন এবং কাঙ্গালী বিদায় করা হয়; কলিকাতার সমস্ত দোকানপাঠ বন্ধ হইয়াছিল। ইহাতেই চন্দ্রাংশু-শোভিতা কলিকাতা মহানগরী যেন বিষাদরাহু কবলিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

স্বর্গীয়া মহারাণীর স্মৃতি-চিহ্ন রাখিতে হইবে বলিয়া, উক্ত দিবস কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিলিত হইয়া, এক সভা করেন, উক্ত সভায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ে ৪০ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। এখনো উক্ত সভা সাধারণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন এবং আরো অনেকে অনেক টাকা দিবেন শুনা যাইতেছে। স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর উক্ত সভার সভাপতি হইয়াছিলেন; সভাস্থলেই ৪০ লক্ষ টাকা সহি হইয়াছে। কাশ্মীর-মহারাজ ১৫ লক্ষ টাকা; গোয়ালিয়র-মহারাজ ১০ লক্ষ টাকা, জয়পুর-মহারাজ ৫ লক্ষ, মহীশূর-মহারাজ ৪ লক্ষ, বাঙ্গালাদেশের যত পাটের কল একত্র ৯০ হাজার, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৫০ হাজার, মহারাজ সূর্য্যকান্ত ৫০ হাজার, মহারাজ মুনীন্দ্রনাথ নন্দী ২৫ হাজার, ঢাকার নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ৩৯ হাজার টাকা,—ইত্যাদি প্রকারে অনেকে অনেক টাকা দিয়াছেন এবং দিতেছেন।

এই সকল টাকার দ্বারা "ভিক্টোরিয়া হল" নামক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। উক্ত বাটী এসপ্ল্যানেড রো (গড়ের মাঠের উত্তরে, মনুমেণ্টের দক্ষিণে, গবর্ণমেণ্ট হাউস সংশ্লিষ্ট উদ্যানের পশ্চিমে,

এবং চৌরঙ্গীর পূর্ব্বে এই চতুঃসীমাস্থিত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় নয় শত ফুট এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১১০০ শত ফুট স্থানের মধ্যে চতুর্দ্দিকে উদ্যান-পরিশোভিত হইয়া "ভিক্টোরিয়া হল" নির্ম্মিত হইবে। এই বাটীর ভিতর এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত—রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতির নানাবিধ বিষয়, পরিচ্ছদ, হস্তাক্ষর প্রভৃতি সংগৃহীত হইবে। ১৮৯৭ সালের জুবিলি বৎসরের চাঁদায় নির্ম্মিত মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবে, উহা উক্ত হলের পুরোভাগে রক্ষিত হইবে।

গরুর গাড়ি।

মহাজনী কার্য্যে ইহা এক যন্ত্রবিশেষ। গরুর গাড়ির বিষয়ে আমাদের একটু ভাবিতে হইবে যে, উহাতে মাল বোঝাই দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সময়ে সময়ে হয় ত গরুর-গাড়ি-শুদ্ধ-মাল হারাইয়া গেল। ইহা যে কেবল চিনিপটীর মহাজনদিগের হয়, তাহা নহে; সকল স্থানের মহাজনের এ ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ক্ষতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই "বিশ্বাসের" সৃষ্টি।"

"বিশ্বাস" নামক এক দল লোক আছেন। ইহাঁরা আবার কর্ম্মচারী বা গোমস্তা রাখিয়া কার্য্য চালাইয়া থাকেন। যেমন জীবন-বীমা, অগ্নি-বীমা, নৌকা-বীমা প্রভৃতি কার্য্য আছে, ইহাদের কার্য্যও ঐরূপ। ইহারা দ্রব্য-পূর্ণ গরুর গাড়ি বীমা লয়েন, অর্থাৎ গাড়ি হারাইয়া গেলে, উক্ত গাড়িস্থ দ্রব্যের যে মূল্য হইবে, তাহার দায়ী বিশ্বাস;—অর্থাৎ হারান গাড়ির টাকা বিশ্বাসদের দিতে হয়। উহারা এই দায়িত্বগ্রহণ করে বলিয়া, উহারা গাড়ি পিছু বা বস্তা পিছু কিছু কিছু পয়সা পায়।

আমাদের চিনিপটীর বিশ্বাসেরা, শিয়ালদহের রেল হইতে দেশী চিনির বস্তা যাহা আনে, সেই চিনির বস্তা পিছু /৭৷৷০ সাড়ে পাঁচ পয়সা পায় এবং গাড়িভাড়া উহাদের দিতে হয়। চীন বা অন্যান্য দেশের চিনি কয়লাঘাটা হইতে চিনিপটীতে যাহা আসে, উহার গাড়ি পিছু ৵০ আনা দিতে হয়, এবং ইহার গাড়ি ভাড়া মহাজনে দিয়া থাকেন। তাহার পর, বিট চিনি যাহা

জেটি হইতে চিনিপটীতে আইসে, উহার বস্তা প্রতি /৫ পাঁচ পয়সা হিসাবে বিশ্বাসী লাগে। জেটির গাড়ি ভাড়া বিশ্বাসদের দিতে হয়। পরন্তু জেটি হইতে চিনির বস্তা আসিবার জন্য "গেট পাস" বলিয়া একশত বস্তায় ১৲ টাকা হিসাবে খরচ বিশ্বাসেরা ধরিয়া লয়। এই ত বিশ্বাসদের লাভ। কিন্তু গাড়ি হারাইলে উহাদের অনেক ক্ষতি।

চিনিপটীর গাড়ি হারাইলে, অনেক বিশ্বাসে নগদ উহা দেয় না। মহাজনের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে। কেহ কেহ বা আদৌ কিছু দেয় না, ইহাদের খাটাইয়া টাকা আদায় করিতে হয়; নচেৎ টাকা পাওয়া যায় না। ইহা মহাজনের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কথা। এই অত্যাচার-নিবারণের উপায় এ পর্য্যন্ত মহাজনেরা কিছুই করেন নাই। ঘরের পয়সা দিয়া, বিশ্বাস রাখিয়া, গাড়ি মারা গেলে, যদি আবার সেই ঘরের পয়সা দিয়া শোধ করিতে হয়, তাহা হইলে মহাজনের লাভ কি? এবং বিশ্বাস রাখিবার প্রয়োজন কি? ইহা মহাজনের উপর বড়ই অত্যাচার নয় কি?

এই অত্যাচার-নিবারণের জন্য আমাদের ইচ্ছা এই যে, সহরে যত গরুর গাড়ি আছে, ইহার গাড়ির নম্বর, গাড়য়ানের নাম এবং উহার ঠিকানা মিউনিসিপ্যালিটি আপিশে আছে। সেই সমস্ত গাড়ির নাম নম্বর ঠিকানা উক্ত আপিশ হইতে লিখিয়া আনিয়া উহার নকল সমুদয় মহাজনের ঘরে রাখা উচিত। গাড়ি ছাড়িবার সময়, উহা দেখিয়া মিল করিয়া গাড়িতে মাল বোঝাই দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্যের জন্য মহাজনেরা যেমন অপর লোক মাল ওজনের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া থাকেন, সেই সঙ্গে না হয় আর এক জন লোক যাইবে। তিনি ঐ পুস্তক দেখিয়া গাড়ির নম্বর এবং গাড়োয়ানের নাম মিল করিয়া, অথবা যে নাম পুস্তকে লিখিত আছে, সেই নামের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হইয়া, তবে গাড়ি ছাড়িবেন। কারণ কোন কোন গাড়োয়ান লোক রাখিয়া গাড়ির কার্য্য করে। যাহা হউক, নিজেদের পুস্তকে উক্ত নম্বর এবং গাড়িতে যে নাম লেখা আছে, তাহা নিজেরা অগ্রে না বলিয়া, উহাদের মুখ দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইতে হইবে। এ কার্য্যে কেবল যে মহাজনের সুবিধা হইবে, তাহা নহে, ইহা দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটিরও যথেষ্ট উপকার হইবে; কারণ হয় ত আপনারা এমন নম্বর উক্ত গাড়িতে দেখিবেন যে, যাহা পুস্তকে নাই। অতএব এ সকল গাড়োয়ান যে মিউনিসিপ্যালিটিকে ফাঁকি দিয়া গাড়ির নম্বর

না করিয়া উক্ত কার্য্য করিতেছে, তাহা সহজেই জানা যাইবে; এবং ঐ সকল গাড়ি ধরিয়া পুলিশে দিতে পারিলে, মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উপকার করা হইবে। ইহা দ্বারা যে কেবল চিনিপটীর মহাজনের উপকার হইবে, তাহা নহে; সকল শ্রেণীর সকল মহাজনের অর্থাৎ যে সকল মহাজনদিগের সঙ্গে গরুর গাড়ির সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সকলেই উপকার পাইতে পারেন। অথবা এজন্য বড়বাজার, হাটখোলা প্রভৃতি স্থানের—সহরের সমস্ত মহাজন মহাশয়েরা একত্র একযোগে এক আপিশ করিয়া, এই কার্য্য করিলে, সকলেই লাভ পাইবেন; অথচ অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে?

লাক্ষা।

এই প্রবন্ধটি আমাদের জনৈক চিনির গ্রাহক মহাশয়ের কথামত লিখিত হইল। তাঁহার চিনির কার্য্য আছে এবং তিনি লাক্ষাব্যবসায়ীও বটেন।

লাক্ষার চাষ বৎসরে দুই বার হয়। ইহা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রকীট-বিশেষ। যেমন মানুষের গায়ে দাদ হয়, সেইরূপ ইহাও বৃক্ষের গায়ের দাদ মত কীট। এই কীট পলাশ, অশ্বত্থ এবং কুসুম প্রভৃতি বৃক্ষে জন্মে। বট, শাল, শেগুন প্রভৃতি অপরাপর বন্যবৃক্ষে আদৌ জন্মে না। জন্মে বলিলে, লাক্ষাকীট গাছ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা যেন কেহ না বুঝেন। গাছে বাসা করে মাত্র। দাদও তাই, মানুষের গাত্রে কীটবিশেষ বাসা করে।

কুসুম-গাছের লাক্ষা-কীট হইতে যে গালা হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাজারে উহাকে কুসুমী গালা বলে। অশ্বত্থ গাছের গালা ভাল হয় না। পলাশ গাছের গালা সাধারণ গালা, উহা বাজারে সচরাচর পাওয়া যায়।

পাহাড়ের উপর বন-জঙ্গলের ভিতর এই কীটের আবাদ হয়। পরন্তু ঐ সকল বন-জঙ্গল যে সকল জমিদারের সীমাভুক্ত, তাঁহারা ইহার আবাদের দরুণ বেশ দুই পয়সা পাইয়া থাকেন। যে সকল বৃক্ষে ইহাদের আবাদ করা হয়, ঐ সকল বৃক্ষের প্রত্যেকটীর খাজনা স্বরূপ

জমীদার মহাশয়েরা ৩৲ ৩৷৹ এবং সময়ে সময়ে ৪৲ পর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। বন-জঙ্গলে মানুষ বাস করে না, গাছ থাকে; অতএব গাছেরাও প্রজাদের মত কর দেয়,—বলিলেও চলে!

গাছ হইতে লাক্ষা-কীটকে বৎসরে দুই বার ভাঙ্গিয়া আনিয়া উহা হইতে গালা এবং রং প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার ইহাদের ভাঙ্গা হয় এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে আর এক-বার ভাঙ্গা হইয়া থাকে। লাক্ষাকীট ভাঙ্গিয়া আনিয়া চাষীরা কুটীয়াল-দিগকে বিক্রয় করে। কুটিয়ালেরা উহা হইতে গালা বাহির করে। চাষীরা প্রায় সমুদয় লাক্ষাই বিক্রয় করিয়া ফেলে, তবে কিছু অংশ আবাদের জন্য বীজ-স্বরূপ রাখিয়া দেয়। এই বীজলাক্ষা উহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় করিয়া ঘরে ঝুলাইয়া রাখিয়া দেয়; সময় হইলে, ঐ সকল বীজ বনে বৃক্ষ ভাড়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকে। কীট গাছে অন্ততঃ দুই মাস থাকে, তাহার পর গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

গাছের ছোট ছোট ডালে, বৃক্ষের পত্রের নিকট যে সকল ক্ষুদ্র-শাখা থাকে, সেই সকল শাখাতেই ইহারা বাসা বাঁধে। একটী কঞ্চি কাটির বা যে কোন কাটির গা'য়ে বেশ করিয়া গালার প্রলেপ দিলে, কাটিটীর যেরূপ অবস্থা এবং যেরূপ শোভা হয়, এ কীটেরা যখন বৃক্ষে বাসা বাঁধে, তখন উহারও ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। পরন্তু এই অবস্থায় চাষারা উহাকে গৃহে বীজরূপে রাখে। পরে ঐ গালা-মাখান কাটির (বা বৃক্ষ-শাখার) গাত্রে বিঁধ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে থাকে। কাটিতে ঐরূপ ছিদ্র দু'একটা হইলেই উহা বন্যবৃক্ষে ছাড়িয়া দিবার উপযুক্ত হয়। এই সময়ে চাষারা ঐ গুলি তাড়াতাড়ি বনে লইয়া গিয়া, গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় ঐ সকল কাটি বাঁধিয়া দিয়া আইসে। ৪।৫ দিনের মধ্যে ঐ কাটিতে আরও বেশী বেশী ছিদ্র হইয়া উহার অভ্যন্তরস্থ কীট সকল বাহির হইয়া বৃক্ষ ছাকিয়া ধরে। এক এক গাছে অনেকগুলি করিয়া কাটি বাঁধিতে হয়, তবে গাছ ছাইয়া যায়। তাহার পর দুই মাস ইহারা সেই গাছে থাকে। এই দুই মাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ইহাদের বাসা গাঢ় হয়। এ দিকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে যেমন ইহারা সময়ে স্বীয় স্বীয় আবাস হইতে ফুকিয়া বা ফুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ আবার দুই মাস পরে উহারা আপন আপন বাসা মধ্যে লুক্কায়িত হয়; তখন বাসার দ্বার (ছেঁদা গুলি)

উহারা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেয়। ছেঁদা নাই, বেশ "প্লেন" হইয়াছে, দেখিলেই তখন চাষীরা ঐ সকল লাক্ষা-কীটের আবাস-গুলি শাখার সহিত কাটিয়া বাটীতে লইয়া আইসে। বাটী আসিয়া বৃক্ষ শাখা গুলি (যাহার গাত্রে লাক্ষার বাসা আছে) শাঁড়াসী বা অপর কোন যন্ত্র দিয়া, অৰ্দ্ধাঙ্গুলী পরিমাণে খণ্ড খণ্ড করে; পরে এই সকল খণ্ড খণ্ড কাটীগুলি বস্তায় পুরিয়া কুটিয়ালদিগকে বিক্রয় করিয়া যায়। কুটিয়ালেরা কাটি সমেত লাক্ষা ক্রয় করিবার পর বহুবিধ পাট করিয়া লাক্ষা প্রস্তুত করেন। *

কুটিয়ালেরা এই সকল মালবিশিষ্ট কাটি লইয়া দুই দিন শুখাইয়া, যেমন করিয়া লোকে ভাজা চিনা বাদামের (বা মাট কড়ায়ের) খোলা ছাড়ায়, ঐ মত ভাবে, কাটিগুলি কোন গড়েন শিল বা পাথরের উপর রাখিয়া, অপর পাথর দিয়া ঘষিয়া, কাটি হইতে লাক্ষার বাসা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া কাটি এবং লাক্ষা স্বতন্ত্র করিয়া লয়! শুখাইবার তাৎপর্য্য, বোধ হয়, লাক্ষা-কীট গুলিকে মারিয়া ফেলা।

যাহা হউক, পরে ঐ লাক্ষার গুঁড়াগুলি একত্র করিয়া একটী বৃহৎ জল পাত্রে অর্থাৎ মাটীর গাম্‌লায় ফেলা হয়। এই গাম্‌লার ভিতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দেওয়া থাকে। অৰ্দ্ধ গাম্‌লা প্রস্তর-কুচি এবং অপর অৰ্দ্ধ স্থানে লাক্ষা-কুচি দুয়ে একত্র করিয়া জলদিয়া, বল-পূর্ব্বক দুই জন লোকে ঐ গাম্‌লার দ্রব্য মৰ্দ্দন করিতে থাকে। মৰ্দ্দন করিতে করিতে গাম্‌লার জল লালবর্ণ হয়; তখন সেই জল ছাঁকিয়া, কোন স্থানে রাখিতে হয়। আবার গামলায় পরিষ্কার জল দিয়া, আবার মৰ্দ্দন করিতে হয়। আবার জল লালবর্ণ হইয়া উঠে; তখন আবার উহা ছাঁকিয়া রাখিতে হয়। পুনরায় ভাল জল দিয়া মৰ্দ্দন করিতে হয়,—এইরূপ ভাবে ৩।৪ বার ভাল জল দিয়া ধৌত করিয়া তৎপরে দুই বার জলের সঙ্গে সাজি মাটী দিয়া, ধৌত করিতে হয়। তৎপরে গামলার গালা-কুচির বর্ণ ঠিক সোণার ন্যায় অথবা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ (গালা দুই প্রকারের হয়) হইয়াছে, বুঝিতে পারিলে, তখন ধৌত করা বন্ধ করিয়া, সেই পাথর-কুচি মিশ্রিত গালা-কুচিকে রৌদ্রে লইয়া গিয়া, পরিষ্কার চাতালের উপর ঢালিয়া দেয়।

* কাটি সমেত লাক্ষা ক্রয় করিবার সময় কুটিয়ালেরা ভুষিমালের খাদ কষাই ন্যায় কত কাটি বাদ দিয়া কত মাল পাওয়া যাইবে, তাহা স্থির করিয়া মূল্য নির্ণয় করেন।

গালা চাতালে ঢালা হইলে, তথায় অনেক লোক নিযুক্ত রাখিতে হয়। যেমন জলটী শুখাইবে, তৎক্ষণাৎ উহাকে শীতল স্থানে সরাইতে হইবে, নচেৎ চাতালে রৌদ্রের তাপে লাক্ষা-কুচি গলিয়া গিয়া, প্রস্তর-কুচির গাত্রে আশ্রয় লইলেই মহাজনের ক্ষতি হইবে।

লাক্ষা কুচি শীতল স্থানে আনিয়া, চালুনী বা কুলা করিয়া ঝাড়িয়া, পাথর-কুচি এবং গালার কুচি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিতে হয়। এই পরিষ্কার কুচি-গালাকে, পরে কাপড়ের থলির ভিতর পূরিয়া, অগ্নির তাপ দিতে হয়; এক দিকে অগ্নির তাপ দেওয়া চলিতেছে, অপর দিকে কলাগাছের খোলা বিছাইয়া রাখিতে হয়। গালার কুচি থলির ভিতর চাপ পাইয়া গলিয়া, কাপড়ের ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। বাহির হইয়া পড়ে পড়ে,—এমন সময় সেই কলাগাছের খোলার উপর তাহাকে বাতাসা ফেলার মত ফেলিতে হয়। ইহাই হইল "চাঁচ" গালা। কাপড়ের থলি হইতে কলার বাস্নার উপর না ফেলিয়া, গলা-সরু পেট-মোটা ভিতর-ফাঁপা, কামানের ন্যায় একটি যন্ত্রের সরু দিকে, গালা গলাইয়া ফেলিয়া, এক খণ্ড চামড়া দিয়া ঐ তপ্ত গালা উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাকে ঐ যন্ত্রের গায়ে মাখাইয়া দিয়া, (যন্ত্রটীর প্লেট পর্য্যন্ত চামড়া দিয়া টানিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া) তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া লইতে হয়—যেমন লুচি বেলা হয়। ক্রমাগত এইভাবে ঐ যন্ত্রের মস্তকে উষ্ণ গালা দিয়া চামড়া দ্বারা বেলিতে হয়। এই কাণ্ড করিয়া যে গালা হয়, তাহাকে "পাত" গালা কহে। এই সকল কর্ম্ম, যথা,—গালা তাতান, ঢালা এবং বেলা ইত্যাদি, যে সে লোক দ্বারা হয় না; পারদর্শিতা না থাকিলে, এ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। করিতে গেলে, হয় গালা পুড়াইয়া, না হয় থলী জ্বালাইয়া, না হয় চুলার ভিতর গালা ফেলিয়া দিয়া, মহাজনের ক্ষতি করিয়া বসে।

অগ্রে আমাদের দেশের লোকের জানা ছিল যে, পাত গালা খাঁটি গালা; উহাতে কোন দ্রব্য মিশ্রিত থাকে না; বস্তুতঃ ইহা ঠিক কথা বটে! পাত-গালায় ভেজাল চলে না। চাঁচ-গালায় রজন ইত্যাদি ভেজাল দেওয়া হয়; কিন্তু আজ কাল উক্ত দুই গালাতেই ভেজাল চলিতেছে।

গালা থলির ভিতর হইতে গালাইয়া কলাগাছের খোলা ইত্যাদির উপর ফেলিতে ফেলিতে থলির সমস্ত গালা নিঃশেষিত হইয়া গেলে,

থলি নিংড়াইয়া, কিছু কাট পাওয়া যায়, ইহাও অপরিষ্কার গালা ভিন্ন আর কিছুই নহে; এই কাট বা গাদ ৭।৮ টাকা মণ বিক্রয় হয়; ইহা দ্বারা চুড়ি এবং বিবিধ প্রকারের খেলনা প্রস্তুত হয়। থলির কাপড়ের তারতম্য অনুসারে গালা দরে কম এবং বেশী হয়। মোটা কাপড়ের থলির ভিতর হইতে যে গালা বাহির হয়, উহার দর অপেক্ষাকৃত কম হয়। এতৎসম্বন্ধে সাহেবদের যেমন পছন্দ।

লাক্ষা-কীটের বাসাই প্রকৃত গালা। উহাকেই তাপ দিলে, চাপ বাঁধিয়া গালা হয়। চাষীরা যে গালা কুটিয়ালকে বেচিয়া যায়, তাহার কারণ চাষীরা গালা রিফাইন করিতে পারে না; বা সেই সঙ্গতি তাহাদের নাই। কুটিয়াল মহাজনেরা উহা করিয়া থাকেন। আজ কাল আসাম প্রভৃতি দেশে কলেও গালা রিফাইন হইতেছে। গাঁলার কারখানাগুলি ভারি দুর্গন্ধযুক্ত;—ঐ লাক্ষা-কীটের পচানীর পূতিগন্ধ বাহির হয়। প্রথম প্রথম দুর্গন্ধের জন্য কুটীতে থাকিতে কিছু কষ্ট হয়; পরে সহ্য হইয়া যায়।

গালা ধুইবার সময় লালবর্ণ জল বাহির হয়, ঐ জল একটী চৌবাচ্চায় সংগ্রহ করা হয়। এই চৌবাচ্চায় পর পর গুটি কতক ছিদ্র থাকে। লাল জল গিয়া,—থিতাইয়া, চৌবাচ্চার উপর যে পর্য্যন্ত সাদা জল উঠে, সেই মাপের ছিপি খুলিয়া দিয়া, সাদা জল বাহির করিয়া দিতে হয়। নিম্নে যে সার মত জল থাকে, উহা লইয়া গিয়া, মোটা কাপড়ে ঢালিয়া ছাঁকিয়া লইলে, কর্দ্দমবৎ এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়; ইহার বর্ণ ঘোর লোহিত। এই দ্রব্যকে পূর্ব্বে বাট বা বড়ি বাঁধিয়া রৌদ্রে শুখা-ইয়া বিক্রয় করা চলিত। পূর্ব্বে বিদেশে ইহার রপ্তানিও হইত এবং ইহার দ্বারা এ দেশে বনাত প্রভৃতির রং করা চলিত। এখন বিলাতী মেজেণ্টার প্রভৃতি রং আবিষ্কৃত হইয়া, ইহার রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে। এক্ষণে কুটিয়ালেরা এই রং জল হইতে বাহির না করিয়া ফেলিয়া দেয়; জমীতে দিলে সারের কার্য্য হয়। পরন্তু ইহার দ্বারা আল্‌তা হয়। তূলার পাত করিয়া এই রং জলে ডুবাইয়া তুলিয়া শুখাইয়া লইলেই আলতা হয়।

৺হরিবংশ রক্ষিত।

চিনিপটীতে ইহাঁর বৃহৎ চিনির কারবার আছে। হরিবংশ বাবু যুবা পুরুষ, সন্ ১২৭৯ কি ৮০ সালে ইনি ২৪ পরগণা জেলাস্থ গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট হয়দাদপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আর বর্ত্তমানবর্ষে ইংরাজ-রাজধানীর মধ্যস্থানে চিনিপটীর দোকানে ৭ই ফাল্গুন সোমবার দিন ইনি নরলীলা সংবরণ করিয়া, সকল প্রবৃত্তির অবসান করেন।

৺ধরণীধর রক্ষিতের এক পুত্র ৺কেদারনাথ রক্ষিত। কেদারনাথের দুই পুত্র এবং আট কন্যা হয়। তাঁহার দুই পুত্রের নাম ৺রামগোপাল রক্ষিত এবং ৺নেপালচন্দ্র রক্ষিত। পরন্তু কন্যাগুলির মধ্যে উপস্থিত কেহই বর্ত্তমান নাই। কেদারনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে কুড়ি হাজার টাকা দিয়া যান,—এইরূপ প্রবাদ। তিনি গোবরডাঙ্গায় চিনির কারখানার কর্ম্ম চালাইতেন। তখন চিনিপটীর কারবার ছিল না। পল্লিগ্রামে কার্য্য করিয়া উপায়ের অবশিষ্টাংশ বিশ হাজার টাকা রাখিয়া যাওয়া, বড় সহজ কথা নহে। পরন্তু গ্রাম মধ্যে তিনি একজন মান্য গণ্য বলিয়াই খ্যাতি প্রতিপত্তি পাইয়াছিলেন।

কেদারনাথ স্বর্গারোহণ করিলে পর, তাঁহার পুত্রদ্বয় ৺রামগোপাল রক্ষিত এবং ৺নেপালচন্দ্র রক্ষিত—দুই ভ্রাতায় কিছুদিন পিতার সেই চিনির কারখানা চালাইতে চালাইতে কার্য্যের সৌকার্য্যার্থক কর্ম্ম বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; কনিষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত কারখানা লইয়া থাকিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় চিনিপটীতে আসিয়া, চিনির দোকান খুলিলেন। তখন সামান্য ভাবে কলিকাতায় তাঁহাদের চিনির ব্যবসায়ের প্রারম্ভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কর্ম্মক্রমে যেমন সাধারণের নিকট পরিচিত ও সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপও তেমনি অপূর্ব্ব শ্রীতে সুশোভিত হইল। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতির সহিত তাঁহাদের যশঃ-সৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইল। এই কারবারে কেবল অনেকের প্রতিপালন নহে, যেন ইহাদের আশ্রিত-প্রতিপালন-পুণ্যে ক্রমশঃ ব্যবসায় উজ্জ্বলতর হইয়া জগতে অতুলৈশ্বর্য্যের শুভ ফলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ব্যবসায়ের প্রসার করিতে ৺রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় সূতাপটীতে এক বৃহৎ সূতার কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে অনেক ক্ষতি এবং অনেক লাভও হইয়াছিল। উক্ত রক্ষিত মহাশয়ের সূতার দোকানের জনৈক কর্ম্মকর্ত্তা বলেন,—সূতার কার্য্যে,—১২৯৩ সালে ৫,৫০০ ক্ষতি, ১২৯৪ সালে ২৩,০০০ লাভ, ১২৯৫ সালে ৩৫,৫০০ লাভ, ১২৯৬।৯৭।৯৮ সালে ৫৯,০০০ ক্ষতি, ১২৯৯ সালে ৮০,০০০ লাভ, ১৩০১ সালে ১৮,০০০ ক্ষতি, ১৩০২ সালের ৯,০০০ লাভ।

যুবক হরিবংশ কলিকাতার আর্য্যমিশনে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। পিতা বহুদিন অগ্রে মারা যান, জ্যেষ্ঠতাত রামগোপাল রক্ষিতের মৃত্যুর পর ইনি অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, ১৩০৩ সালে পিতৃব্যবিয়োগে উক্ত সূতার কার্য্যে লাভ ক্ষতির কালবিচারের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, সূতাপটীর কার্য্য তুলিয়া দিয়া, কেবল চিনির কার্য্য এবং গোবরডাঙ্গার পৈতৃক দুইটী চিনির কারখানা নিজের হস্তে রাখিলেন।

৺নেপালচন্দ্র রক্ষিত।—হরিবংশ বাবুর পিতা, দুই বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অগ্রে সন্তান হয় নাই, এজন্য "হরিবংশ" পাঠরূপ ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া, তৎপুণ্যফলে হরিবংশ বাবুর জন্ম হয়। তাই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র অপত্য নহেন; তাঁহার দুইটী সহোদরা ছিল। এখনও এক বিধবা ভগিনী বর্ত্তমান। তাহার পর, রোগবিশেষে হরিবংশ বাবুর মাতার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট হইয়া যায়; অনেক অর্থব্যয় করিয়াও, তাঁহার চক্ষু রক্ষা পাইল না। স্ত্রী অন্ধ হইল বলিয়া, নেপালচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় আবার বিবাহ করিলেন। কিন্তু এই স্ত্রী লইয়া তাঁহাকে বড় ঘর করিতে হয় নাই; অল্পকাল পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। উপস্থিত দুই স্ত্রীই বর্ত্তমান! ইনি অপর কোন সৎকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

৺রামগোপাল রক্ষিত।—ইঁহারও দুই বিবাহ প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা হয় বলিয়া, পুত্রার্থে পুনরায় বিবাহ করেন। এবং বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়া যুবতী ভার্য্যার এক পুত্র-সন্তান হয়। উক্ত পুত্রটির বর্ত্তমান বয়স ৬।৭ বৎসরমাত্র। ভগবান্ ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। পরন্তু প্রথমপক্ষের স্ত্রীর কন্যার উপস্থিত সন্তান বা ৺রামগোপাল রক্ষিত মহাশয়ের ছয় দৌহিত্র বর্ত্তমান। ইহাদের সকলকেই জগদীশ্বর মনের সুখে রাখিয়া, দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট আমরা সর্ব্বদা প্রার্থনা করি।

৺রামগোপাল রক্ষিত মহাশয় অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। অনেক দুঃখীর চক্ষের জল তিনি মুছাইয়াছিলেন; স্বর্গে গিয়াও এখনো তিনি দুঃখীর অশ্রুজল মুছিতে বিরত হন নাই;—এখনো তাঁহার ডাক্তার খানায় বৎসর বৎসর শত শত গরিব দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ জন্য কত দরিদ্রের জীবনরক্ষা করা হইতেছে। এই কীর্ত্তিতেই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গোবরডাঙ্গার ষ্টেশনের নিকট এক সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সৎ-কার্য্যের জন্য একদিন গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; এবং অনেক সংবাদপত্রে তাঁহার জয় জয়কার বিঘোষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন দুর্গোৎসব ইত্যাদি পূজা পার্ব্বণে তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। শত শত ব্রাহ্মণ এক স্থানে বসাইয়া, এক পংক্তিতে ভোজন করাইবার বাসনায়, তিনি এক সুবৃহৎ "হল" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হায়! এখন সেই হলের দিকে চাহিলে, ব্যর্থবোধে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়!

হরিবংশ বাবু পিতৃব্যের সমুদয় কীর্ত্তিই বজায় রাখিয়াছিলেন; একটিও নষ্ট করেন নাই; বরং কিছু কিছু বাড়াইতেছিলেন। ইহাঁর যত্নে হয়-রাদপুরে হরি-সভা স্থাপিত হইয়াছে; তথায় প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে কত সুবক্তা লইয়া গিয়া, বক্তৃতা করাইয়া দেশের লোকদিগকে কত ধর্ম্মকথা, কত মুনি ঋষির কথা শুনাইতেন। নিজেও খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। ধনী যুবকেরা নিজের হস্তে বিষয় পাইলে, যে পথে সহজে গমন করে, ইনি সে পথে যান নাই। জন্মের পূর্ব্বেই হরিবংশ ইত্যাদি ধর্ম্মক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানের ফলে যিনি মাতৃ অঙ্কের শোভা-বর্দ্ধন ও পিতার আনন্দ-বর্দ্ধন করেন; তাঁহার সে জীবন যে অমৃতময় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? শুনিয়াছিলাম, হরিবংশ আর্য্যমিশনের গুরু পঞ্চাননের শিষ্য; ইহার সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন! তবে আমরা তাঁহার শিরে শিখা দেখিয়াছি। ধর্ম্ম-জীবনে যাহা হওয়া প্রয়োজন, তাহা তাঁহাতে ছিল। নামাবলী, মালা, শিখা-ধারণ, হবিষ্যান্ন-ভোজন ইত্যাদি সমুদয় ছিল। শুনিতে পাই, তাঁহার চিনির কারবারে যে সকল গোমস্তা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শিখা রাখিতেন, নিরামিষ ভোজন করিতেন, তাঁহার বেতন অপরাপর গোমস্তার বেতন অপেক্ষা বেশী ছিল। হরিবংশ বাবু প্রখ্যাত ধনী এবং মানী ৺নীলকমল কোঁচ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ধর্ম্মাত্মা হরিবংশের দুই পুত্র এবং এক কন্যা বর্ত্তমান; কন্যাটীর বয়স ৭।৮ বৎসর। প্রথম পুত্রটীর বয়স ৫ বৎসর এবং ছোট ছেলেটী প্রায় ২ বৎসরের। স্ত্রী বর্ত্তমান,—অন্ধমাতা বর্ত্তমান! আহা! আজ অন্ধের যষ্টি ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধমাতা এতদিন পার্থিব চক্ষু হারাইলেও, এক হরিবংশের জন্য, তিনি ঐ চক্ষে স্বর্গের পবিত্র আলোক দর্শন করিতেন,—বস্তুতঃ এতদিন তাঁহার যেন চক্ষের তারা ছিল। আজ সেই তারা নষ্ট হইয়াছে—আজ সেই তারা খসিয়া পড়িয়াছে—আজ সেই তারা স্বর্গে উঠিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! আজ হয়দাদপুরের দিক্ অন্ধকার! এ শোকের শান্তি আর কি হইবে? কাল মসূরিকা বা বসন্তরোগই তাঁহার প্রাণ বায়ুর শেষ করিল। মঙ্গলময় হরিবংশের বংশরক্ষা করুন!!

"মহাজনবন্ধু" পত্র সম্বন্ধে তিনি এই মত দিয়াছিলেন যে, "অত খাটিবে কে? খাটিতে পারিলে, বরাবর লিখিতে পারিলে, এ কাগজ অচল হইবে না; টাকার জন্য কখনই উঠিয়া যাইবে না,—কাগজের সদুদ্দেশ্য বুঝিলে, তখন সকলেই উহাকে ভালবাসিবে। প্রথমটা কে কি বলিবে,—বলিতে পারি না। ফলে, বরাবর লিখিতে পারিলে, কাজ হইবে। আপনি ভাবিতেছেন, টাকার জন্য উঠিয়া যাইবে! আমি ভাবিতেছি, খাটিবার জন্য উঠিয়া যাইবে! তাহাই করুন, চলিতে পারে। * * * আচ্ছা আমার জেঠা মহাশয়ের (৺রামগোপাল রক্ষিতের) ফটোগ্রাফ বাড়ীতে (হয়দাদপুরে) আছে। এই শনিবারে গিয়া আনিব এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত যাহা বলিলেন, তাহা চিটীর ভাবে মোটামুটি ঘটনাগুলি লিখিয়া দিব। আমি বেশী লিখিতে পারিব না। তাহা হইলে হইবে ত?"

আমাদের সঙ্গে ইহাই তাঁহার শেষকথা এবং শেষ দেখা, তৎপরে আর দেখা হয় নাই। কোথায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের জীবনী তিনি লিখিয়া দিবেন! তাহা না হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াই, মহাজনবন্ধুকে এই নিদারুণ শোক-সংবাদ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইল, ইহা কি কম দুঃখের কথা! ইনি জাতীতে তাম্বুলী ছিলেন। অল্প বয়সে ইহাঁর যেরূপ ধর্ম্মে মতি গতি হইয়াছিল, তাহাতে পরিণামে ইহাঁর দ্বারা কুশদহস্থ তাম্বুলি-সমাজ আরও উপকার পাইত নিশ্চিতই!

কুকুরে সংস্কার।

সংস্কার কি জানেন? দৃঢ় বদ্ধ জ্ঞান বা ধারণা। যেমন জুতা পায়ে দিলে পায়ে কড়া হয়, প্রত্যহ কাপড় পরার জন্য কোমরে দাগ আছে, সেইরূপ আমাদের বহুদিন যে কার্য্য করিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার একটা দাগ মনে পড়িয়া থাকে; ইহা কিছুতেই উঠে না। এই জন্য নিজের অভ্যাস ছাড়িয়া, ইহাঁরা কথা বলিতে পারেন না। নিজেদের যে কার্য্য করা অভ্যাস নাই, তাহা হাজার ভাল কার্য্য হইলেও, যদি বলা যায়, মহাশয়! ইহা করুন! তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন, "ও করা কেন?" "উহা করিয়া লাভ কি?" আবার প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, এই বলিয়া হয় ত কেহ কেহ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বসেন। এইরূপ, আমাদের দেশে কুকুরে-সংস্কার-বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক আছেন।

কুকুরে-সংস্কার কি জান? খেউ খেউ করা। তৎপরে কুকুর মানুষ চিনিলে আর খেউ খেউ করে না। যখন এ দেশে নূতন কপি প্রচলিত করা হয়, তখন অনেকেই ঐরূপ কুকুরে-সংস্কার দেখাইয়াছিলেন; "উহা খাইতে নাই, বিষ্ঠা হইতে জন্মে, শাস্ত্রে হস্তিকর্ণ শাক ভক্ষণ করা নিষেধ আছে"—ইত্যাদি অনেক কথা অনেকে বলিয়াছিলেন। তৎপরে যখন উহা চলিয়া গেল, তখন নিজেরাও খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঐরূপ গোলাপফুল যখন এ দেশে পারস্য হইতে আইসে, তখনও বলা হইয়াছিল, উহা মুসলমান দেশের ফুল, উহা লইতে নাই, উহা ম্লেচ্ছ দেশের ফুল, উহাদ্বারা দেবতা-পূজা হইবে না! এখন এ সংস্কার অনেকটা কাটিয়াছে। তবে শুনা যায়, এখনো অনেক বাড়ীতে নারায়ণপূজায় গোলাপ ফুল ব্যবহার হয় না।

যখন এ দেশে কলের চিনি নূতন আইসে, তখন ইহার জন্য স্বতন্ত্র বোমা হইয়াছিল, উহা হস্তে করিয়া গ্রাহকদিগকে দেখাইয়া পরে হস্ত ধৌত করা হইত; এখন সে সংস্কার গিয়াছে। এখন তাঁহারাই বা তাঁহাদের বংশধরেরা অবাধে কলের চিনি খাইতেছেন এবং উহা দেখাইবার জন্য আর স্বতন্ত্র বোমার আবশ্যক নাই বলিয়া, রাখেন নাই।

কুকুরে সংস্কার বরং কাটিয়া যায়, কিন্তু আদত সংস্কার কিছুতেই যায় না। ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়া গিয়াছেন, যেমন নারিকেল, তাল বা পেঁপে গাছের শাখা ঝরিয়া পড়িয়া গেলেও, তবু উহার একটা দাগ থাকে, সেই রূপ সংস্কার কাটিলেও, উহার একটা দাগ মনে থাকিয়া যায়। এই জন্যই আমাদের দেশের উন্নতি সহজে হয় না। জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণীর লোকেরা নূতন চায়, অপর শ্রেণীর লোকেরা পুরাতন যাহা আছে, তাহার এদিক ওদিক করিতে নারাজ—শেষোক্ত দলই সংস্কারের বশীভূত এবং প্রথমোক্ত দলই সংস্কারক।

আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি প্রথমোক্ত দল, তাঁহাদের দেশে সংস্কারকের সংখ্যা বেশী। আমাদের দেশে সংস্কারের বশীভূত লোক অধিক। এই জন্য ঐ দেশে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি নাই। আজ হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় পিচ গাছ আদৌ ছিল না; কিন্তু এক্ষণে উক্ত মহাদেশের জার্জিয়া নামক স্থানের এক জন চাষার দশ লক্ষ কুড়ি হাজার পিচ গাছ আছে। মনে করুন, সে দেশে এখন পিচ গাছের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমেরিকায় আদৌ তরমুজের অস্তিত্ব ছিল না, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অল্প পরিমাণে উহার চাষ হয়। কিন্তু ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উহার চাষ এত বৃদ্ধি পায় যে, তরমুজের জন্য দেড় হাজার মাল-গাড়ি চলিয়া ছিল। তিন বৎসরে দেখুন, কত উন্নতি! কিন্তু উক্ত দেশের লোকেরা যদি আমাদের দেশের লোকের মত বলিত, উহার দরকার কি? ওচাষে লাভ হইবে না, উক্ত ফল খাইলে সর্দ্দি হইবে,—এইরূপ গোটা কতক বায়না ধরিলেই, কখন তিন বৎসরে তরমুজের এত উন্নতি নিশ্চয়ই হইত না। কিন্তু এই আমেরিকায় যখন প্রথম তামাক চাষ হয়, তখন উক্ত দেশে অনেক কুকুরে সংস্কারের লোক বাহির হইয়াছিল। এই বৎসর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে আমাদের দেশ হইতে কতকগুলি আম্র এক সাহেব লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় উহা প্রত্যেকটি ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। এই ত ইংলণ্ডে প্রথম আম্র গেল, তাহার পর এই বার কিছু দিন পরে শুনিবেন যে, ইংলণ্ডে কত আম্র গাছ হইয়াছে। হয় ত বা কালে ইংলণ্ড আপনাদের চাষের "বিলাতী আম্র" আনিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া যাইবে। আবার যদি উহাদের দেশে "কুকুরে সংস্কারের" লোক থাকে, তবে, শীঘ্র আম্র চাষে উন্নতি হইবে না।

বেশী দিনের কথা নহে, ভারতবর্ষের চিনি জর্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে যাইত। ইংরাজী বিবাদে মধ্যে উক্ত প্রদেশে ভারতের চিনি রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তৎপরে তাঁহারা বীট-পালন শাক হইতে চিনি বাহির করিয়া দেশরক্ষা করিলেন এবং শেষে ঐ চিনি ভারতকেও খাওয়াইয়া গেলেন এবং এখনও খাওয়াইতেছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর, আমাদের দেশের লোকের মন্দ সংস্কারগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া, উৎকৃষ্ট সংস্কারে সংস্কৃত করুন, এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

বৈজ্ঞানিক।

পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয়কে বিজ্ঞান বলা যায়। বিজ্ঞান অর্থে—সূক্ষ্মজ্ঞান। যাঁহার সূক্ষ্মজ্ঞান হয়, তিনিই বৈজ্ঞানিক। সাধারণ লোকে এবং বৈজ্ঞানিকে কিছু প্রভেদ আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ভিন্ন বিশ্বাস করেন না। পরীক্ষাই বিজ্ঞানের প্রধান সহচর। তুমি একখানা চাদরে রং দিয়া আনিয়া বলিলে, "দেখুন! কেমন সুন্দর রেশমী চাদর।" এ কথায় বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস না করিয়া, তিনি পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। চাদর সূতার কি রেশমের তাহা পরীক্ষার জন্য এক থাই সূতা লইয়া, আগুনে পোড়াইয়া যদ্যপি সূতাদাহগন্ধ বাহির হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক বলিবেন, "ইহা সূতার" আর যদ্যপি রেশম-দাহের অর্থাৎ দগ্ধ-লোম-গন্ধবৎ চুল পোড়ার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, "ইহা রেশমের।"

বিজ্ঞান হীরা ও কয়লাকে এক বলিবে, কারণ উক্ত দুই বস্তু দগ্ধ করিলে কার্ব্বণিক ডাই-অক্সাইড বাষ্প পাওয়া যায়; কিন্তু কাচ দগ্ধ করিলে, উক্ত বাষ্প পাওয়া যায় না; সেই জন্য বিজ্ঞান কয়লাকে আর হীরাকে এক বলে; তবু কাচকে হীরা বলে না।

দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকদিগের আর একটী স্বভাব এই যে, ইহাঁরা চারিটী কারণ ভিন্ন কোন কার্য্য করেন না; অর্থাৎ যে কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইহাদের চিন্তা সেই চারিটী কারণের উপর অগ্রে পতিত হয়; এই জন্য ইহারা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা চিন্তা-শক্তির অধিক পরিচয় দিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকেরা যে চারিটী কারণ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এক্ষণে তাহার কথা বলি। ১ম, উপস্থিত কারণ; ২য়, উত্তেজক কারণ; ৩য়, পরবর্ত্তী কারণ; এবং ৪র্থ, সমবর্ত্তী কারণ।

"উপস্থিত কারণ" অর্থাৎ অভাব বোধ করা,—তাই ত ইহা আমাদের নাই! এইরূপ চিন্তা করা, অথবা বৈজ্ঞানিককে কোন বিষয় প্রশ্ন করা অর্থাৎ যাহা আমাদের নাই, তাহার বিষয় জানান। খুব সরল ভাবে একটী উদাহরণ দিতেছি।

ধরুন যখন দেরাজ, বাক্স প্রভৃতির সৃষ্টি হয় নাই, তখন লোকেরা গৃহ সামগ্রী গৃহমধ্যে অথবা গর্ত্ত মধ্যে রাখিতেন। তাহাতে অসুবিধা হইতে লাগিল, গৃহস্বামীর গৃহদ্রব্য নষ্ট বা চুরী হইতে লাগিল। অভাব দাঁড়াইল। ইহাই উপস্থিত কারণ। পরন্তু এই অভাবের কথা তখনকার সময়ে যিনি বিজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাঁহাকে ইহা জানান হইল।

তৎপরেই "উত্তেজক কারণ" অর্থাৎ কৌশল বাহির করা। বিজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কারণ শুনিয়া কহিলেন, "জিনিস গুলো পাতা চাপা দিয়া রাখগে না।" উত্তরে গৃহস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "আপনার দ্রব্য চুরি যায় নাই, তাই এখন অভাব বোধ করিতে পারেন নাই; আমার প্রাণে যাহা লাগিতেছে, সে অভাব আমিই বুঝিতেছি। পাতা চাপা দিলেও দ্রব্য চুরি যায়।"

এই বার বৈজ্ঞানিকদিগের "পরবর্ত্তী কারণ" অর্থাৎ থাকা বা না থাকা; অথবা দ্বিতীয় চিন্তা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কথা বলিলাম, তাহা থাকিল না বা রক্ষা হইল না, সে কৌশল নষ্ট হইল, কাজেই নূতন কৌশল উদ্ভাবনা করাই হইল, পরবর্ত্তী কারণের সৃষ্টি। এই কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, "তাইত হে! তবে এক কার্য্য কর,—ছয় খানি কাষ্ঠ দিয়া, একটী ক্ষুদ্র ঘরের মত কর, তাহার ভিতর দ্রব্যাদি রাখ।"

গৃহস্বামী বাটী আসিয়া তাহাই করিলেন। তাহাতে কীট পতঙ্গ হইতে দ্রব্যাদি রক্ষা হইতে লাগিল এবং অপহরণ ক্রিয়াও কতক কমিল অর্থাৎ নিঃশব্দে চুরী বন্ধ হইল। এখন চুরি করিতে গেলে, ক্ষুদ্র ঘররূপী বাক্সের ছাদ খুলিতে হয়, কাজেই শব্দ হয়, অতএব গৃহস্বামী বা তাঁহার আত্মীয়গণ জানিতে পারেন,—চোর ধরা পড়ে। এই যে বাক্স তৈয়ারী হইল, ইহাই বৈজ্ঞানিকদের "সমবর্ত্তী কারণ।"

[ক্রমশঃ।

সংবাদ।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মৌমাছি দ্রুত উড়িতে মিনিটে ২৬৪০০ বার পাখা নাড়ে।

আমাদের এ দেশে বার ঘণ্টা রাত্রি এবং বার ঘণ্টা দিন, কিন্তু ইহার ভিতর কম বেশী হইয়া, সময় মতে অর্থাৎ আষাঢ় মাসে সাড়ে তের ঘণ্টায় দিন হইয়া থাকে। লণ্ডন এবং প্রুসিয়া রাজ্যের ব্রীমেন নগরে, কোন কোন সময়ে সাড়ে ষোল ঘণ্টায় দিন হয়, জর্ম্মাণীর হ্যামবর্গে নগরে সাড়ে সতের ঘণ্টা, সুইডেন ষ্টক্‌হল্‌ম নগরে সাড়ে আঠার ঘণ্টা, রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গে ও সাইবেরিয়াতে উনিশ ঘণ্টায় দিন হয়। আরো মজা এই যে, সেণ্টপিটার্সবর্গের ছোট দিনের মাপ পাঁচঘণ্টা মাত্র,—আমাদের যেমন পৌষের ছোট দিন ১০ ঘণ্টামাত্র! আবার নরওয়ের বড় দিন খুব লম্বা—তথায় ২১ শে মে, সূর্য্যোদয় হইয়া একটি দিন আরম্ভ হইয়া, ২২ শে জুলাই সূর্য্যাস্ত গিয়া আমাদের হিসাবে দুই মাসে দিনটীর শেষ হয়। স্পীট্‌জ্‌বর্গেন নামক স্থানে বড় দিন আরও বড়—পরিমাণ সাড়ে তিন মাস!

জেনোয়া নগরে এক বেহালা আছে, তাহার মূল্য ৬৮ হাজার টাকা।

সম্ভবতঃ আগামী জুন মাস হইতে কলিকাতায় তাড়িত ট্রাম চলিবে।

জর্ম্মণী হারকাল্‌জিস্ নামে এক ব্যক্তি এক প্রকার "লেন্স" প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা চারি মাইল দূরের দ্রব্যের ফটোগ্রাফ তোলা যাইবে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, "বাচ্ছা মাকড়সাদের ৪০ লক্ষ সূত্র একত্র পাকাইলে, তবে মানুষের এক গাছি চুলের সমান হয়।

অর্দ্ধসের কর্ক এক জন মানুষকে জলের উপর ভাসাইতে সমর্থ।

ব্রেজিল রাজ্যের নৌসেনা বিভাগের ক্যাপ্‌টেন বরটু একটি "ক্যামেরা" তৈয়ারী করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা সমুদ্রের তল-দেশের "ফটোগ্রাফ" লইয়া যাইবে। বরটু সাহেব জাহাজের মাঝীগিরি কর্ম্মে থাকিয়াও, বিদ্যা-চর্চ্চা ছাড়েন নাই। তাহার ফলে, বরটুর এই আবিষ্কারে ব্রেজিল দেশ ধন্য হইল! পরন্তু জলের ভিতর হইতে ফটোগ্রাফ লইবার ক্যামেরা যে এই নূতন তাহা নহে, বরটুর পূর্ব্বেও ঐ শ্রেণীর ক্যামেরা ছিল, কিন্তু উপস্থিত বরটুর ক্যামেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইল।

১ম বর্ষ।]　　　চৈত্র, ১৩০৭।　　　[২য় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীহরি

MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

বড়বাজার-চিনিপটির স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে

শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা।　　　প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

মহাজনবন্ধু সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। মহাজনবন্ধুর—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রই ১৲ টাকা মাত্র; ডাক মাশুল লাগে না।

২। নমুনা—চাহিলে, দুই আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে। পত্রের উত্তর চাহিলে, রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ এবং বিনিময়ের কাগজ সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অপরাপরবিষয়ক পত্র এবং টাকা কড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার একবারের জন্য প্রতি লাইনে ৵৹ আনা, এবং এক বারের জন্য এক পেজ বিজ্ঞাপন ৩৲ টাকা। অধিক দিনের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত।

শ্রীসত্যচরণ পাল—কার্য্যাধ্যক্ষ।

১ নং চিনিপটি, বড়বাজার, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পত্র, পত্রিকা এবং পুস্তক ইত্যাদির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

১। এডুকেশন গেজেট। ২। সময়। ৩। হিন্দুরঞ্জিকা। ৪। বিকাশ। ৫। বীরভূমি—পৌষ সংখ্যা। ৬। প্রয়াস—৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৭। বীণাপাণি—আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা। ৮। শিল্পসখা—১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা হইতে ১২শ সংখ্যা পর্য্যন্ত। ৯। শতশ্লোকী। ১০। বাঙ্গালী-বৈশ্য ক্রোড়পত্র। ১১। দারোগার দপ্তর। ১২। পি, এম, বাক্‌চির সিট্‌পঞ্জিকা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।
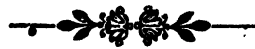
"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] চৈত্র, ১৩০৭। [২য় সংখ্যা।

চিনির শুল্ক।

আমাদের দেশে বিদেশী আমদানী চিনিমাত্রেই ডিউটী বা শুল্কের বরাবরই অধীন ছিল,—এখনও আছে; মধ্যে কেবল বিট্ চিনির উপর অতিরিক্ত মাশুল বা শুল্ক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল চিনি বলিয়া নহে, জাহাজী আমদানী দ্রব্যমাত্রেরই উপর শুল্ক-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

য়ুরোপের সকল দেশেই অবস্থাবিশেষে পণ্যবিশেষের উপর শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ইহা দ্বারা সকল দেশের যে কেবল রাজকীয় আয়ের সংস্থান হয়, তাহা নহে; এই কৌশল দ্বারা দেশের হিতকল্পে বিদেশী আমদানী দ্রব্যের দর-সমান রাখা যায়; অথবা ইচ্ছা করিলে পাকে-প্রকারে অতিরিক্ত শুল্ক বা ডিউটী বসাইয়া, অপর রাজ্যের মাল আমদানী বন্ধ করিয়া দেশীয় শিল্পের বা শিল্পিগণের কল্যাণ-সাধন করা যায়। এক রাজ্যের মাল অপর রাজ্যে ঐ প্রকার অতিরিক্ত শুল্কের আরোপ দ্বারা বন্ধ করিলে, উক্ত রাজ্যদ্বয়ের প্রত্যক্ষতঃ কোনরূপ বিরূপভাব দেখা না গেলেও, উদ্দেশ্যের বোধে উহাদের কাহারই ত্রুটী ঘটে না। ইহা কার্য্যতঃ রাজনীতিক দুর্ব্বিপাক-বিশেষ বলিয়া, অনেকের ধারণা; আর তাই ইহার নিরাকরণ করিতে মধ্যে মধ্যে দেশে দেশে উদ্যোগ অনুষ্ঠান দেখা যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্ব্ব-প্রথমে আমেরিকাতে গোল উঠে।

তৎপরে ১৩০১ সালের শ্রাবণ মাসে তথাকার এই সংবাদ পাওয়া গেল যে, "আমেরিকার সেনেট সভা শুল্কআইনের যে সংশোধন করিবেন, প্রতিনিধি-সভা পুনরায় তাহাতে মত দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন"। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সভা হয়, সেই সভায় যাঁহারা সভ্য ছিলেন, এবারেও তাঁহারা সেই সকল সভ্যকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। আইনের উদ্ভাবক উইলসন্ সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট ক্লীবল্যাণ্ড একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রে বলিয়াছেন যে, সুবিধা যাহা দেওয়া হইয়াছে, তদতিরিক্ত সুবিধা আর দেওয়া যাইতে পারে না। শিল্পেতর-বাণিজ্য দ্রব্যগুলির উপর শুল্ক বসিবে না বলিয়া, প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী দল যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা তাঁহারা এক্ষণে রক্ষা করিতে বাধ্য।" এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই তার-যোগে যে সংবাদ আসিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ যে, কন্‌ফরেন্স কমিটী শুল্ক-আইনে সম্মত হইতে পারেন নাই। চিনির উপর শুল্ক লইয়াই, প্রধানতঃ মতভেদ হইয়াছে।

আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে শুল্ক লইয়া এইরূপ মতবাদ চলিতে লাগিল। এ দিকে ফরাসি নিজের ঘর অগ্রে সাম্‌লাইয়া বসিলেন। ফরাসি-প্রেসিডেণ্ট বাহাদুর এই নিয়ম করিলেন যে, "ফ্রান্সে বৈদেশিক চিনির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল;—কিন্তু ফরাসির নিজের অধিকার হইতে যে মাল আসিবে, তাহার উপর বর্দ্ধিত মাশুল লওয়া হইবে না।" ইহার দেখাদেখি, অষ্ট্রীয়া রাজ্যে ৫৬ সের চিনির উপর ১৫ শিলিং (এখন ১৩৲ টাকা), জর্ম্মাণিতে ১৮ শিলিং, ইটালীতে ৩২ শিলিং এবং রুষ-রাজা ২ পাউণ্ড হারে বৈদেশিক চিনির উপর মাশুল বসাইয়া দিলেন। এত মাশুল দিয়া উক্ত সকল প্রদেশে বৈদেশিক চিনির আমদানী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভারত বা ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তখনও উদাসীন বা আল্লা ভাবে রহিয়াছিলেন। এক ফ্রান্সে চিনি পরিষ্কারের যে সকল কারখানা আছে, তাহাতে প্রতিবৎসর গড়ে ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টন গুড় পরিষ্কৃত হয়।

যাহা হউক, এই গোলযোগ-ব্যাপারের মধ্যে চীন-গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন, "আমিই বা কেন বসিয়া থাকি?" তিনি বলিলেন যে, বাটা-বিভ্রাটে চীনের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; একারণ তিনি য়ুরোপীয়দিগের সম্মতিক্রমে শুল্ক বাড়াইতে ইচ্ছা করেন। ফলে, চীনদেশটা অনেক দিন হইতে প্রায় সমগ্র য়ুরোপীয় রাজাদের একরূপ ভাগাভাগির মধ্যে পতিত হইয়াছিল। তবে নামে মাত্র

চীনে একটা রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বে এরূপ সর্ত্ত ছিল যে, বৈদেশিক মাল তাঁহার রাজ্যে আসিলে, তিনি প্রথামত শুল্ক লইতে ছাড়িবেন না। এবার এই শুল্ক-বিভ্রাটে চীনীয়-গভর্ণমেণ্টের বাক্য শুনিয়া আমাদের অধিরাজ-মন্ত্রিপ্রবর লর্ড সলিসবেরি বাহাদুর উত্তরে বলিলেন "তাই বটে, যখন সকল রাজ্যেই আত্মরক্ষার চেষ্টা হইতেছে, তখন চীনইবা বিরত থাকিবে কেন? কিন্তু সাঙ্ঘাইয়ের বণিক্-সমিতির সহিত একবার পরামর্শ না করিয়া, এ বিষয়ে চূড়ান্ত মত দিতে পারিলাম না।"

সাঙ্ঘাই চীনদেশের এক স্থানের নাম। তথাকার বণিক্-সমিতিতে কেবল ইংরাজেরা আছেন। পরন্তু তখন চীনদেশে রুষ, জর্ম্মণ প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের স্ব স্ব দেশে শুল্ক বাঁধা হইয়া গেলেও, তাঁহারা তখন চীনকে বাঁধেন নাই। কারণ চীনদেশটা ভাগাভাগির রাজ্য কিনা! এই জন্য, তথাকার অনেকে গ্রেটব্রিটনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি যাহা করিবেন, আমরাও তাহাই করিব। পিকিনের ফরাসিরা কিন্তু একটু আদব-কায়দায় রহিলেন; তাঁহারা ফরাসিস্-মন্ত্রীর মতের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ওদিকে আমাদের মহামন্ত্রী লর্ড সলিসবেরি চীনের বণিক্-সমিতিকে চিনির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা উল্টা উত্তর দিলেন; তাঁহারা বলিয়া বসিলেন, "চীন-রাজ ডিউটী বৃদ্ধি করিবেন কি, জর্ম্মণ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির চিনির জন্য চীনের চিনির কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। ভারতে চীনের চিনি বিক্রয় করা আর চলে না। মরিশ-চিনিও ভারতে আর যাইবে না। এক যব-দ্বীপের চিনি চীন দেশে যাহা আমদানী হয়, তাহার ডিউটী বৃদ্ধি করিলে, নিজের হস্ত নিজে কাটা হইবে। ইংরাজ-রাজ্য ভিন্ন অপর রাজ্যের চিনির উপর ডিউটী বৃদ্ধি করিলে, তবে ইংরাজরাজ্যে চিনির কার্য্য ঠিক থাকিবে।"

ইহার ফলে, ইংরাজ-রাজ-মহাসভার চমক্ ভাঙ্গিল! চীনের রাজাকে আর উত্তর দিতে হইল না। তখন নিজেদের ঘর সন্ধান আরম্ভ হইল। মরিশের চিনিব্যবসায়ী ইংরাজেরাও ঐ চীনে সাহেবদিগের মতে পোষকতা করিলেন। তখন ভারত-গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের উপর ভারতের চিনির অবস্থার কথা অনুসন্ধান করিবার জন্য ভার পড়িল। ইহার ফলে এদেশী কুলগুলিও ঐ মতে যোগ দিল, ভারতে চিনির সন্ধান হইতে লাগিল। ভারতব্যাপী একটা গোলযোগ বেশ চলিতে লাগিল, কলিকাতার টর্ণার মরি-

লেন কোম্পানীর বাটী হইতে এক বৃহৎ দরখাস্ত বাহির করিয়া, উহা চিনি-পটীর প্রত্যেক মহাজনের গদীতে সহি করান হইতে লাগিল। এই আবেদনে সকলেই স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু ইহার অবস্থার কথা অনেকে বুঝিলেন না। অধিকাংশ সহি গমস্তারা করিল, তাহাদের মনিবেরা হয় ত তখন ইহা জানিল না। অনেকে বুঝিল, দেশী চিনির উন্নতি হইবে, কলের চিনির উপর ডিউটি-বৃদ্ধি হইলে, উহার আমদানী কমিবে। এই দরখাস্তে দেশী-সওদাগর-প্রধান মহারাজ-বাহাদুর লাহা প্রভৃতি দেশের মান্য গণ্য সকলেই সহি করিয়াছিলেন; এইরূপ শুনা যায়। ১৩০৫ সালের ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে এই দরখাস্ত হইয়াছিল। সে সময়ের এদেশী সংবাদপত্রগুলিও, দেশী চিনির উন্নতি হইবে, ক্রমে চিনির পর বিদেশী বস্ত্রেরও ডিউটি বৃদ্ধি করিয়া, দেশী বস্ত্রের উন্নতি হইবে, এইরূপ নানাবিধ শুভ আশায়, দুই হস্ত তুলিয়া, ইংরাজরাজকে আশীর্ব্বাদ—উচ্চকণ্ঠে তাঁহারই যশোগানও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আমরা, পত্রান্তরে দেশী-চিনির উন্নতি হইবে, এ মতের পোষকতা সে সময় করি নাই, বহুধা বহুপত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। প্রধানতঃ বিখ্যাত এডুকেশন গেজেটে প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমাদের মত ছিল, দেশী চিনির যদি উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে, বিদেশী চিনিমাত্রেরই উপর ডিউটি অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়া উক্ত সকল চিনির আমদানী একবারে বন্ধ করিতে হইবে; তবে এ দেশী চিনির উন্নতি হইবে;—ইত্যাদি অনেক বিষয় ধারাবাহিকরূপে এডুকেশন গেজেটে লিখিত হইয়াছিল। ইহার ফলে, গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর এই উত্তর দিলেন "দেশী চিনি বলিলে, আমরা চীন, মরিশ প্রভৃতি ইংরাজ অধিকারভুক্ত দেশগুলিকেও আমাদের দেশ ধরিয়া উক্ত সকল দেশের চিনিকেও দেশী চিনি ধরিতে হইবে";—ইত্যাদি অনেক কথা বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছিলেন।

এই উত্তর শুনিয়া আমরা অদৃষ্টে ঘা' দিলাম; সেই ফরাসিপ্রভৃতি রাজ্যের মত ব্যবস্থা যে ইংরাজরাজ করিবেন অর্থাৎ ইংরাজ-অধিকারভুক্ত দেশগুলির চিনিতে যে ডিউটী বসিবে না; তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। এইবার সন্দেহ দূর হইল, দেশী চিনির যে কিছুই উপকার হইবে না, তাহা বুঝা গেল; এখন আমরা এই বুঝিলাম যে, মরিশ-চিনি এবং চীন-চিনির উপকার হইবে; কারণ ঐ সকল চিনি জর্ম্মণ, অষ্ট্রেলিয়া চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে; কেবল দরের তারতম্যের জন্য উহা এতাবৎকাল হটিতেছিল।

"বিট্-চিনির ডিউটি হইলে, উহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ভারতের "র সুগার" বা কাঁচা চিনি অর্থাৎ দলো গোঁড় চিনি যে আঁধারে—সেই আঁধারে !! এ সকল কথা কিন্তু তখনকার এদেশীয় লোকে ভাল বুঝিল না ; সকলেই বলিল যে, ডিউটি হইলে, দেশী চিনির নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে। কিন্তু ইংরাজ-রাজা যে কাহাকে দেশ বলিল,—যে ইংরাজরাজের বসুন্ধরা-ব্যাপ্ত রাজ্যে কখন সূর্য্য অস্ত যায় না, এমন একটী ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যে "দেশ" বলা হইল, তাহা সে সময়ের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ভাল করিয়া বুঝিলেন না।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে আর এক ধূয়া আসিল যে, জর্ম্মণ প্রভৃতির চিনির বাউণ্টি আছে, তাই উহা এত শস্তা ! পরন্তু ইংলণ্ডের আরও কয়েকটি সভা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অপরাপর বৈদেশিক মাল এত শস্তা হয় কেন ! বোধ হয়, উক্ত সকল দেশের কারাগারের কয়েদীরা উহা করে ; অতএব আইন করা হউক, কারাগারের শস্তা দ্রব্য ব্রিটিশরাজ্যে প্রবেশ করিবে না। যদিও এ সকল কথা আমাদের ইংরাজরাজ গ্রাহ্য করেন নাই বটে ; কিন্তু বাউণ্টি থাকিলে উহার ডিউটি করিব, এইরূপ একটা ওজর ধরিয়া ফলে য়ুরোপের অপরাপর রাজারা যে পথে গিয়াছিলেন, আমাদের রাজপুরুষগণও সেই পথে গমন করিলেন। লাভের মধ্যে একটা অছিলায় বাউণ্টি কথাটা লইয়া এদেশে খুব গোলযোগ তুলিয়া দিলেন। বাউণ্টি অর্থে দাদন ; উহা এদেশে দিবারও প্রথা আছে এবং দেওয়া হয়। "মেত্তি" এবং কাশীপুরের কলের চিনির কমিসনী প্রভৃতিও ঐ বাউণ্টির পর্য্যায়ে পড়িয়া যায়। তাহা সে সময় রাজাদের কেন,—কাহারও খেয়ালে আসিল না। কার্জ্জন বাহাদুর এ দেশের বড়লাট হইয়া আসিয়াই, সতেজে বিট্-চিনির শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

জর্ম্মণীর বিট্-চিনির ভাল মন্দ অনুসারে ১।৵০ হইতে ৷৶৫ ডিউটি প্রতি হন্দরে বৃদ্ধি হইল ; ফ্রান্সের বিট্-চিনিতে হন্দর প্রতি ৩০ হইতে ৩।৵০ বৃদ্ধি হইল ; ডেনমার্ক, অষ্ট্রীয়-হঙ্গেরীর বিট্-চিনিতে হন্দর প্রতি ৷৵০ হইতে ১।৴০ ডিউটি বৃদ্ধি হইল। ১৩০৫ সালের চৈত্র মাসে এই ডিউটি বা বিট্-চিনির বর্দ্ধিত শুল্ক বসান হইল।

ইংরাজ-রাজ যদিও বৈদেশিক বিট্-চিনির উপর ডিউটী বসাইলেন বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে উক্ত চিনির আমদানী বন্ধ হউক বা এদেশী ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হউক, অথবা ইংরাজ-বণিকের অসুবিধা হউক,

এসকল কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সদুদ্দেশ্যে সকল দিক্ বজায় রাখিয়া, চীন ও মরিশ দ্বীপের চিনির সঙ্গে দর বাঁধিয়া দিবার জন্য উক্ত চিনি অপেক্ষা বিট্‌চিনি যেটুকু শস্তা, ঠিক সেইটুকু ডিউটি ধরা হইল। অর্থাৎ বোধ হইল এবং এক্ষণে কার্য্য-ক্ষেত্রেও প্রকাশ যে, উক্ত তিন চিনির দর সমান রাখিবার জন্য ডিউটি করিয়া ছিলেন। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের রাজারা যেমন অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া উক্ত সকল প্রদেশে বৈদেশিক চিনি আমদানী একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন, ইংরাজ-রাজ তাহা করেন নাই, অর্থাৎ খুব অতিরিক্ত ডিউটি বসান নাই। আমার দ্রব্যটী নষ্ট না হয়, এজন্য যাহা করিবার তাহা করিলেন; কিন্তু হিংসাবশে কোন কার্য্য করেন নাই। তাহাও আবার এত সন্তর্পণে যে, তাঁহারা বাউণ্টি তুলিয়া দিলে, আমরা ডিউটী তুলিয়া দিব, ইহাও বলিয়াছিলেন। যে দেশের চিনির যত বাউণ্টি, সেই দেশের চিনির উপর তত ডিউটী হইয়াছিল। পরন্তু ইংলণ্ডের অনেক অনেক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এই ডিউটী যাহাতে না হয়, তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্যার জন ফাউলার প্রভৃতি মহোদয়েরা এই জন্য পার্লামেণ্টে অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহাদের বক্তৃতা শুনিয়া, অনেকে ভাবিয়াছিল, ডিউটী বুঝি, আর থাকিবে না। তাই, সে সময় আমাদের দেশের কয়েকখানি সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে, যাহাতে ডিউটী থাকে, তজ্জন্য নাকি চিনিপটিতে সভা হইয়াছিল।

ফলে, বৰ্দ্ধিত শুল্ক কেবল বিট্‌-চিনির উপর যাহা বসিল, অথচ যে সময় উহা বসে, সে সময়ের সিপে এদেশে যাঁহারা উক্ত চিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উক্ত বৰ্দ্ধিত শুল্ক দিতে হইয়াছিল। কারণ আইনে আছে, যখন নূতন কোন ডিউটী গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর বসাইবেন, তখন প্রথমটা গ্রাহককে দিতে হইবে, এবং যদি কোন ডিউটী উঠিয়া যায় বা কমবেশী হয়, তাহাও গ্রাহক ধরিয়া পাইবেন। মার্কিণের তন্তুবায়দিগের বিভ্রাট নিষ্পত্তির সময় হইতে নাকি এই ধারা বসিয়াছিল। অতএব বিট্‌-চিনির ডিউটী হওয়াতে প্রথমটা ইংরাজরাজ্যের প্রজারাই উহা দিল। উপস্থিত, উক্ত চিনির ডিউটী কিছু কিছু কমিয়াছে, এবং শুনিতেছি, উহা গ্রাহকে পাইবে বলিয়া, আপিশওয়ালারা আশা দিয়াছেন। কোথাও বা কিছু কিছু কেহ কেহ ফেরত পাইয়াছেন, ইহাও শুনিতেছি।

যাহা হউক, এই ডিউটী করিয়া আমাদের দেশের চিনির কার্য্যে কি

সুবিধা হইল, তাহাই এখন জিজ্ঞাস্য। বলিতে কি, কিছুই সুবিধা হয় নাই। ইংরাজ-রাজ যদ্যপি ফরাসি, অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজাদের মত বিদেশী চিনিমাত্রেই অতিরিক্ত ডিউটী করিতেন, তাহা হইলে, কি হইত? স্ব স্ব দেশীয় চিনির কার্য্যগুলি প্রবল হইয়া উঠিত; অন্ততঃ ভারতের "র সুগারের" কার্য্য বৃদ্ধি হইত। কিন্তু ইহাতে ইংরাজবণিকের তত সুবিধা হইত না, দেশীয় লোকের কার্য্য বাড়িত মাত্র। পরন্তু দেশী চিনির কার্য্য বাড়িলেই, এদেশী চিনিকে আর বিদেশে লইয়া যাওয়া হইত না; কারণ সে সকল দেশেই অতিরিক্ত ডিউটি! তাঁহারা বিদেশী চিনি দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না, নচেৎ অষ্ট্রেলিয়া ৫৬ সৈর চিনির উপর ১৩৲ টাকা ডিউটি করিবেন কেন? দ্বিতীয়তঃ ভারতে বৈদেশিক চিনি প্রবেশ করিতে দিব না, এই ভাবে অতিরিক্ত ডিউটি করিলে মরিশ প্রভৃতি দেশীয় চিনি মারা পড়ে; অথচ ডিউটী বৃদ্ধি না করিলেও, মরিশ এবং চীন দেশীয় চিনি মারা পড়ে! কাজেই যেন বাধ্য হইয়া ইংরাজরাজকে ডিউটী বসাইতে হইয়াছে। তবে, ডিউটি বসাইবার সময় যে একটা ফাঁকা কথা বলা হইয়াছিল, —"দেশী চিনির উন্নতির" জন্য ইহা করা হইতেছে; সেটা কেবল দেশের অবোধদিগকে বুঝাইয়া প্রতিবাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই! রাজ্যে কোন একটা কর বৃদ্ধি করিবে বলিলে প্রতিবাদে দেশের লোক খেউ খেউ করিবেই করিবে! অতএব অত কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই,—কুকুর-গুলার মুখে মাংস দিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘরে গেলেন! জলের মত এ দেশী লোকদিগকে বুঝান হইল,—"তোমাদের দেশের চিনির উন্নতির জন্য" এই ডিউটি হইতেছে। এ দেশের লোক তখন তাই বুঝিয়া গেল! কিন্তু রাজা নিশ্চয়ই বুঝিলেন "দেশ বলিতে কেবল ভারত নহে; ইংরাজ অধিকারভুক্তমাত্রেই ইংরাজের দেশ।" তোমাদের গোবরডাঙ্গা, চাঁদপুরের কারখানার কথা গভর্ণমেন্টের বা ইংরাজ বাহাদুরের মস্তিষ্কে উঠে নাই! তাঁহাদের মস্তিষ্কে উঠিয়াছিল,—চীন মরিশ প্রভৃতি দেশের চিনির কথা

নাইট্রিক এসিড।

সাধারণতঃ তিন প্রকার মূল বায়ুকে যৌগিক নিয়মে মিশ্রণ করিলে, পাঁচটী যৌগিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্রব্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুইটী অম্লধর্ম্ম বিশিষ্ট। অদ্য যে নাইট্রিক এসিডের কথা বলা হইবে, তাহা অম্লধর্ম্ম বিশিষ্ট যৌগিক বাষ্প মাত্র। ভূবায়ুতে ২১ ভাগ অক্সিজেন এবং ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।* উহা মূল পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত। পরমাণু কি?

দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশের নাম পরমাণু। একমন লৌহকে নানা প্রকারে অংশ করা যায়। সের দিয়া অংশ করিতে পারি; পোয়া দিয়া অংশ করিতে পারি; ছটাক দিয়া অংশ করিতে পারি; ক্রমে কড়ি ইত্যাদি দিয়া নানা প্রকারে অংশ করিতে পারি; কিন্তু উহা স্থূল অংশ। বৈজ্ঞানিক নিয়মে কোনও দ্রব্যকে অংশ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহাকেই পরমাণু বলে। রূঢ় দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক অংশের নাম পরমাণু এবং যৌগিক দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক অংশের নাম "অণু"। ইংরাজীতে ইহাকে "মালকুল" কহে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ডেকডম সাহেব সর্ব্ব প্রথমে পরমাণু-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে ইংরাজেরা পরমাণু-তত্ত্ব জানিতেন না। কিন্তু হিন্দুরা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে পরমাণু-তত্ত্ব জানিতেন। হিন্দুদের "বৈশেষিক তত্ত্ব" নামক পুস্তকে পরমাণু সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। বৈশেষিক তত্ত্ব নামক পুস্তক যে কতদিনের, তাহার স্থিরতা নাই। মিষ্টার ডেকডমের বহুপূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক, মিষ্টার ডেকডমের পরমাণু-তত্ত্ব এবং বৈশেষিক তত্ত্ব প্রায় এক। সর্ব্বমতেই পরমাণু অবিনাশী ও নিত্য বস্তু।

হাইড্রোজেনের ১টী পরমাণু অর্থাৎ এক ভাগ, নাইট্রোজেনের ১টী পরমাণু অর্থাৎ এক ভাগ এবং অক্সিজেনের ৩টী পরমাণু অর্থাৎ তিনভাগ একত্র মিশ্রণে যে যৌগিক বস্তুর দুইটী অণুর সৃষ্টি হয়, তাহাকেই "নাইট্রিক এসিড" কহে।

---

* সন ১২৯৯ সাল, ১২ই বৈশাখ, বিজ্ঞান-সভার বক্তৃতা। বিজ্ঞান সভার বক্তৃতায় যে কোন বক্তাকে যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেখাইতে হয়। বক্তা ইহার সমুদয় অংশ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও এসিড ছিল। কবিরাজেরা হীরাকস এবং সোরা বকযন্ত্রে পুরিয়া চোলাই করিয়া যাহা প্রস্তুত করিতেন, তাহাই নাইট্রিক এসিড। কবিরাজেরা ইহাকে দ্রাবক বলিয়া থাকেন, এবং সালফিউরিক্ এসিডকে তাঁহারা "মহাদ্রাবক" বলেন। অতএব নাইট্রিক এসিডের বাঙ্গালা নাম দ্রাবক। কিন্তু দ্রাবক প্রস্তুতির সঙ্গে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতির কিছু প্রভেদ আছে। কবিরাজেরা সোরা এবং হীরাকস দেন, আমরা এক্ষণে তাহার স্থানে সালফিউরিক এসিড এবং সোরা দিয়া থাকি। সালফিউরিক এসিড এবং হীরাকস উভয়েরই গুণ প্রায় সমান, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সোরা এবং সালফিউরিক এসিড রিটর্ডে পুরিয়া উহার নিম্নে জাল দিলে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই নাইট্রিক এসিড। রিটর্ডকে বাঙ্গালায় বক যন্ত্র বলে। নাইট্রিক এসিড তরল পদার্থ। ইহাকে দেখিতে জলের ন্যায়। ইহা আলোকে রাখিলে হরিদ্রাবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়, রৌদ্রে রাখিলে লোহিত বর্ণ হয়। এই জন্য ইহাকে সবুজ বোতলে রাখিতে হয়, এবং শিশি খুলিয়া রাখিলে, বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। অনেকেই অবগত আছেন, বিশুদ্ধ অক্সিজেন অতিশয় দাহ্যবস্তু। তাহা দ্বারা চিনি, গুড়, লবণ প্রভৃতি পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। জান্তব অঙ্গারের ভিতর বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায় বলিয়াই, হাড়পোড়া কয়লা দিয়া চিনি, গুড় রিফাইন করা হয়। কিন্তু উক্ত অক্সিজেন অপেক্ষা নাইট্রিক এসিড আরও দাহ্য বস্তু। ইহা উদ্ভিজ্জ বা জান্তব দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলে অগ্নি উৎপাদন করে।

তার্পিন তৈল উদ্ভিজ্জ হইতে প্রাপ্ত। ইহার সঙ্গে নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে উহা জ্বলিয়া উঠে। কেশ বা বালামচি জন্তু হইতে প্রাপ্ত। নাইট্রিক এসিডে বালামচি ডুবাইয়া দিলে উহা জ্বলিয়া উঠে।

কিন্তু এই ভয়ানক দাহ্য বস্তুর সহিত অর্থাৎ নাইট্রিক এসিডে জল মিশ্রিত করিলে, ইহার স্বভাব নম্র হইয়া যায়। তখন ইহা ঔষধের জন্য ভোজন করা যায়। পরন্তু জল-মিশ্রিত নাইট্রিক এসিডে যদি শুভ্র পশমী বস্ত্র ডুবাইয়া, তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ঐ বস্ত্রকে এমোনিয়ার পাত্রে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ শুভ্র পশমী বস্ত্রের বর্ণ হরিদ্রা হইয়া যায়। এই হরিদ্রা বর্ণের পশমী বস্ত্রকে "মেরুণা" কহে। মেরুণা অর্থে জল-মিশ্রিত নাইট্রিক এসিড দিয়া পশমী বস্ত্র রং করা মাত্র।

পাথুরিয়া কয়লা হইতে বেন্জোন নামক তৈল পাওয়া যায়। উক্ত

বেন্‌জোনে নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে, এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

বন্দুকের জন্য এক প্রকার তুলা প্রস্তুত হয়, তাহাকে গান কটন কহে। ইহা বারুদ অপেক্ষা অগ্রে দগ্ধ হয়। সম ভাগ জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিডে তুলা ভিজাইয়া তাহাকে জলে ধৌত করিয়া লইলেই গান কটন হয়।

সাবানের কারখানায় এক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে গ্লিসিরিন কহে। ইহার সঙ্গে নাইট্রিক এসিড একত্র মিশ্রণ করিলে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে "ডাইনামাইট" কহে। ডাইনামাইট ভয়ানক বস্তু। ইহা দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতকে ভূতল-শায়ী করা যায়। কিন্তু ডাইনামাইটে অগ্নি দিলে উহা বারুদের মত ফুস্ ফুস্ করিয়া পুড়িয়া যায়। আঘাতের দ্বারা অথবা সজোরে নাড়া চাড়া করিলেই ডাইনামাইট ভীষণ শব্দে দুর্ঘটনা ঘটায়। ভীষণ শব্দ দ্বারা স্থানীয় বায়ু সরিয়া যায়, তাহাতেই পাহাড় এবং বাড়ী ঘর পড়িয়া যায়।

যাহা হউক, পূর্ব্বে বলিয়াছি, উগ্র নাইট্রিক এসিড ভয়ানক দাহ্য-বস্তু!—এই জন্য ইহাতে ধাতুদ্রব্য নিক্ষেপ করিলেও নাইট্রিক এসিড উহাকে গালাইয়া দেয়; কিন্তু অক্সিজেন ইহা পারে না। বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিডে তাম্র অর্থাৎ পয়সা ফেলিয়া দিলে উহা দগ্ধ হইয়া লোহিত ধূম নির্গত হইয়া পাত্রের নিম্নে যাহা থাকে, তাহাকে "তুঁতে" বলে। পরন্তু রৌপ্য বা টাকা নাইট্রিক এসিডে নিক্ষেপ করিলে, উহা দগ্ধ হইয়া শুভ্রধূম নির্গত হইয়া পাত্রের নিম্নে যাহা থাকে, তাহাকে "কাষ্টিকি" বলে। কিন্তু বিশুদ্ধ স্বর্ণকে নাইট্রিক এসিড দগ্ধ করিতে পারে না। স্বর্ণের খাদ থাকিলে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু স্বর্ণ দগ্ধ হয় না। অতএব বিশুদ্ধ স্বর্ণ পরীক্ষা করিবার প্রধান উপায় বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড।

কুচিলার ছালে ব্রসিয়া হয়। ইহা বড়ই বিষাক্ত পদার্থ। এই ব্রসিয়ার সঙ্গে নাইট্রিক এসিড যোগ করিলে উহার বর্ণ রক্তের মত হয়। নীল রঙ্গের সহিত নাইট্রিক এসিড যোগ করিলে উহার বর্ণ বিকৃত হইয়া যায়। জান্তব পদার্থের সহিত নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিলে পিক্‌রিক্ এসিড হয়।

ছোট আদালত।

মফস্বলে ডিক্রিজারি।

ভারত-রাজধানী কলিকাতা, বাঙ্গালার মধ্যে কেন—সমগ্র ভারতের মধ্যে একটী প্রধান স্থান। ইহা বাণিজ্যের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া, সকল দেশেরই বণিকসম্প্রদায়ের এইস্থানে অধিষ্ঠান। আর তাঁহারাই "মহাজন-বন্ধুর" প্রধান লক্ষ্যের বিষয়ীভূত বলিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগ আমাদিগের দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য। তজ্জন্যই আমরা মহাজনদিগের ধর্ম্মাধিষ্ঠানের বিচারবিভ্রাটগত অসুবিধাদির বিষয় লইয়া সাধারণের ও বিচারক ব্যবস্থাপক রাজপুরুষগণের গোচরীভূত করিতে উদ্যত হইলাম।

বণিক্‌সম্প্রদায়ের ব্যবসায়কার্য্যে প্রায়ই বিনিময়ের জন্য আদান-প্রদানে অনেক সময় অনেক টাকার বাকী বকেয়া চলে; আর তাহার সদ্বিধান জন্য আদালতের আশ্রয়ও লইতে হয় অনেক সময়। এই ব্যাপারে ১০০০৲ টাকার পর্য্যন্ত মোকদ্দমা ছোট আদালতে হইয়া থাকে; পরন্তু হাজার টাকা হইতে দুই হাজার টাকার মোকদ্দমা ফরিয়াদী ইচ্ছা করিলে কলিকাতা হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইডে অর্থাৎ আদিম বিভাগে অথবা কলিকাতা ছোট আদালতে করিতে পারেন। হাইকোর্টের মোকদ্দমায় ব্যয়-বাহুল্য ও সময়ের আধিক্য ঘটায়, দুই হাজার টাকার পর্য্যন্ত মোকদ্দমা ফরিয়াদীর ইচ্ছামতে ছোট আদালতে সচরাচর দায়ের হইয়া থাকে। এক্ষণে মহাজনগণের দেখা উচিত, কিরূপে এই বিচার-কার্য্য ছোট আদালতে নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং যদি তাহাতে কোনরূপ অসুবিধা থাকে, তবে কি রূপেই বা তৎসংক্রান্ত অসুবিধা নিবারিত হইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট কিন্তু বিচারবিভাগের সংশোধন জন্য অনেক দিন হইতে অনুরুদ্ধ; আর তাই বিচারবিভাগের—বিশেষতঃ কলিকাতা ছোট আদালতের রীতি-নীতি আইন-প্রণালীর সংশোধনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু বিচারপ্রার্থিগণ যদি বিচার সংক্রান্ত অন্তরায়-অভাব-গুলির বিষয় গভর্ণমেণ্টের গোচর করিতে—বিচার-ব্যপদেশে অবিচার-সংঘটনের প্রতি কারণগুলি প্রকাশ করিতে ব্রতী না হন, তাহা হইলে, গভর্ণমেণ্ট কিরূপে ইহার সংশোধন করিতে পারিবেন? অতএব

মহাজনগণের উচিত, সকলে একমত হইয়া, বিচার-সংক্রান্ত অভাবগুলি গভর্ণমেণ্টের বিদিত করিতে বিহিত উদ্যোগ-অনুষ্ঠান করা।

আমরা স্থানীয় মহাজন-সম্প্রদায়ের হিত-কামনায় মধ্যে মধ্যে এই আদালত-সংক্রান্ত দোষগুলির প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকিব। সঙ্গে সঙ্গে এরূপও আশা করা যায়, যে, মহাজনগণ ছোট আদালতের বিচার-সম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্ব স্ব ব্যাপারঘটিত বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিতে আমাদিগকে বিদিত করিবেন। সম্প্রতি আমরা একটী অসুবিধার বিষয় প্রকাশ করিতেছি।—

কলিকাতা ছোট আদালতের কোন ডিক্রী মফস্বলে পাঠাইতে হইলে, এক্ষণে তাহা যে স্থানে ডিক্রিজারী করিতে হইবে, তাহার জেলায় পাঠাইতে হয়। মনে করুন, সাতক্ষীরার এলাকাভুক্ত কোন স্থানে জারী করিতে হইবে; তাহা হইলে, সাতক্ষীরা যে জেলার অধীনে, তথায়—অর্থাৎ খুলনা জেলায় পাঠাইতে হইবে। এইজন্য, ডিক্রীদারকে প্রথমতঃ খুলনা জেলায় লোক পাঠাইতে হইবে। ঐ লোক পাঠাইতে ডিক্রীদারের যে পাথেয় ব্যয় হইবে, ডিক্রীদার তাহা দায়িকের নিকট পাইবেন না; আবার ঐ স্থানে দরখাস্ত করিয়া ঐ ডিক্রী সাতক্ষীরা মুন্‌সেফীতে লইয়া যাইতে হইবে; অর্থাৎ ঐ ডিক্রিজারীর জন্য, আবার সাতক্ষীরায় লোক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডিক্রীদারকে পাথেয়াদি জন্য অনেক অতিরিক্ত ব্যয় সহ্য করিতে হয়, অথচ তাহার জন্য কিঞ্চিৎ পাইবারও আশা করিতে পারেন না। অথচ এইরূপ করাতে গভর্ণমেণ্টেরও কোন প্রকার লাভ নাই। কোন কোন স্থলে এই জন্য এই ডিক্রিজারী করা অসম্ভব হইয়া উঠে, এমন কি শেষ "ঢাকের কড়িতে মনসা বিক্রয়ের" সম্ভাবনায় মহাজনেরা ঐরূপ মোকদ্দমা দুঃখের সহিত ছাড়িয়া দেন। ইহার প্রতীকারকল্পে সাধারণের চেষ্টা-চরিত্র আবশ্যক।

শুনা যায়, মফস্বলে কোন কোন লোক এমনই প্রবল-প্রতাপান্বিত যে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ডিক্রিজারীর কার্য্য করিতে, জেলার বা স্থানীয় আদালতের কোন উকীলই প্রায় সম্মত হন না; কারণ ইহাতে লাভও তত নহে; অপরন্তু তাঁহাদিগের যেন অনুরোধ-উপরোধ জন্য অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়।

এই সকল অভাব-অভিযোগের নিরাকরণ জন্য, গভর্ণমেণ্টের উচিত, কলিকাতার বিচারপ্রার্থী অভিযোক্তাদিগের বিচারসৌকর্য্যার্থক কলিকাতার

ছোট আদালতের ডিক্রী একবারে মফস্বলে জারী করিবার বিধান ব্যবস্থাপিত করা। কলিকাতা ২৪ পরগণার প্রধান স্থান না হইলেও, ২৪ পরগণার কোন মুন্‌সেফীতে—যেমন সিয়ালদহের মুন্‌সেফ আদালতে—ডিক্রিজারী করিতে হইলে, ২৪ পরগণার প্রধান স্থান আলীপুরে ডিক্রিজারী না করিয়া একায়েক তথায় পাঠান যায়, তেমনই অন্যান্য জেলার মুন্‌সেফী আদালতে ডিক্রী একায়েক জারী না হয় কেন? ইহার কারণ এখনও আমাদিগের অবোধ্য। এই অসুবিধার নিরাকরণ জন্য বিচার-সংক্রান্ত দুর্নীতির প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। আর আমাদিগের বিশ্বাস, স্থানীয় মহাজনগণও সমবেত হইয়া, এই দুর্নীতির নিরাকরণকল্পে গভর্ণমেণ্টের নিকট মিনতির সহিত প্রার্থনা করিতে উদাসীন থাকিবেন না। ইহার উদ্যোগ-অনুষ্ঠানে শুভ ফলের সম্ভাবনা।

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ, বি এল।

কলিকাতায় প্লেগ।

বসন্ত কালে অনেক বৃক্ষেরই যেমন পুরাতন পত্রের স্খলন আরম্ভ হয়,—অর্থাৎ নীরবে বৃক্ষপত্র দু'একটী করিয়া ঝরিতে থাকে; তদনুরূপ প্লেগের জন্য এই বৎসর মানুষ ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এ বৎসর গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কোনরূপ পীড়াপীড়ি আইন হয় নাই; তাই হাস্যময়ী কলিকাতায় ব্যবসায়-বাণিজ্য এখনও পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে, অথচ প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক প্লেগের হস্তে জীবন দান করিতেছে। অদ্য জ্বর হইলে, কল্য বা দুই তিন দিন পরে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শব-সৎকারের পর কেবল মিউনিসিপ্যালিটীর নিযুক্ত ডাক্তারেরা আসিয়া মৃতব্যক্তির গৃহ ধৌত এবং কিছু কিছু বস্ত্রাদি দগ্ধ করিয়া দিয়া প্লেগ-প্রতিষেধের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যাইতেছে,—ইহা ভিন্ন টীকা দেওয়া, সিগ্রিগেসন এবং আইসলেসন ক্যাম্প, আম্বুলেন্স কার্ট ইত্যাদির আর কোন

হাঙ্গামা সহরে নাই;—হাসিতে হাসিতে মরিবার পথ খুব প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—সহরে যেমন জনতা-স্রোত, সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃতের স্রোত যেন চলিয়াছে! ইহা অনেকে বলিতেছে;—কিন্তু সন্ধ্যার পর পাড়ায় পাড়ায় গিয়া দেখ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। সহরের অনেক মহাজন বা ধনবান্ ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই মফস্বলে পলায়ন করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। অপরাপর বর্ষে নিম্নশ্রেণীর লোক বেশী মরিয়াছিল, এইরূপ অনেকের ধারণা। কিন্তু এ বৎসর অনেকের ধারণা হইয়াছে, মধ্যবিত্ত, ধনবান্ এবং শ্রীমান্ ব্যক্তিরাও এই রোগের হস্তে পড়িতেছেন; এ বারেও গরীব দুঃখী লোকও যে অনেক মরিতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য! এ বারেও দুঃখী লোকে পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া আছে, নিকটে উহার কেহ নাই—সকলেই পলাইয়াছে; এরূপও ২।১টা সহরের স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে।

প্লেগ অর্থে মড়ক। মড়কের ভিতর বিবিধ ব্যাধিসঙ্কট থাকিলেও একটী যেন কি সার্ব্বদেশিক বিকার দেখা দিয়াছে যে, সেই বিকারকেই সকলে "প্লেগ" বলিতেছে। প্লেগের কারণ-নির্ণয় নিদান-নির্দ্দেশ লইয়া নানা মুনির নানা মত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

প্লেগ-রোগীর মোটামুটি এই লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যে, বাহ্যতঃ রোগীর আকৃতি চক্ষুর দৃষ্টি দেখিলে, কোনরূপ মাদক সেবনে মত্ততার ঘোর, বা নেশার চাহনীর ন্যায় বোধ হয়, তৎপরে জ্বরের অবস্থাতেও রোগী বেহুস ভাবে পড়িয়া থাকে। একপার্শ্বে বহুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকে। শরীর কোনরূপে কৃশ হয় না। শ্রুতিপথ রোধ হয়; প্রথমতঃ ডাকিলে সাড়া পাওয়া গেলেও শেষ আর কোন বাক্যের বোধ-সামর্থ্য থাকে না। স্থল-বিশেষে রোগের শেষাবস্থায় দেহের যে কোন স্থানের গ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ হইয়া থাকে। আন্ত্রিক প্রদাহ হইলে, মলিন বর্ণের ভেদ হয়। কোন কোন স্থলে এই রোগের উপসর্গে নিউমোনিয়া রোগও প্রকাশ পাইয়াছে। সকল স্থলেই প্রাতঃকালে জ্বর বেশী থাকে, মস্তিষ্ক-প্রদাহ থাকে, চক্ষুর্ভঙ্গ ও অর্দ্ধনেত্র,—যাহাকে সাধারণে শিবনেত্র বলে, তাহা হয়। এই সান্নিপাতিক রোগ-বিশেষকে প্লেগ রোগ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এ রোগে প্রায় কোন ঔষধ কার্য্যকরী হয় নাই। তবে যেমন কলেরা প্রভৃতি রোগ স্বতঃই আক্রমণ করে এবং উহা অপাক অজীর্ণ রোগের দাস্ত হইতে—

কলেরার সময় হইলে উহাতেই রোগ জন্মিয়া যায়,—ইহাও সেইরূপ দেখিতেছি। যে সকল ক্ষেত্রে স্বতঃই রোগের আক্রমণ হয়, তথায় কোন ঔষধ খাটে না; আবার সামান্য জ্বর হইতে ক্রমে প্লেগে গিয়া দাঁড়াইতেছে, এ গুলিতে প্রায়ই রক্ষা না হইলেও এই শ্রেণীর রোগীরা দিন লইয়া অর্থাৎ ৮।৯ দিন বা ততোধিক দিনে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এই এক মাসের প্লেগ ব্যাপারে চিনিপটীর অনেক বোড়ে মারা পড়িয়াছে। ইঁহারাই কালে মন্ত্রী ইত্যাদি বিশিষ্টবল হইতেন নিশ্চয়ই—এইরূপ অনেক "বল" সহরের অনেক পল্লী, পাড়া এবং পটী হারাইতেছে! ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগকে ভীত এবং বড়ই শোকসন্তপ্ত হইতে হইয়াছে। আমরা বিশেষ শোকোত্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, চিনিপটির বিখ্যাত ধনী ৺সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মুসারীমোহন প্লেগরোগে পরলোক গমন করিয়াছেন এবং চিনিপটির স্বনাম-ধন্য-পুরুষ বিখ্যাত মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্তচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের খুল্লতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাঁ মহাশয় প্লেগ রোগ না হইলেও অল্প বয়সে তিনিও এই শকট সময়ে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। চিনিপটির স্বদেশহিতৈষী ৺রামকৃষ্ণ রক্ষিত মহাশয়ের কারবার হইতে প্রাত্যহিক সন্ধ্যায় হরি সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়।—এই হরিনামের কেল্লাতেও প্লেগ দেখা দিয়াছে! ইত্যাদিরূপে আরও কয়েকজন গমস্তা চিনিপটী হইতে প্লেগরোগ লইয়া গিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সকল বিশেষ শোকের জন্য আমাদিগকে মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছে; এবং এই কারণেই এবার অন্য জীবনী "মহাজনবন্ধু"তে প্রকাশিত হইল না।
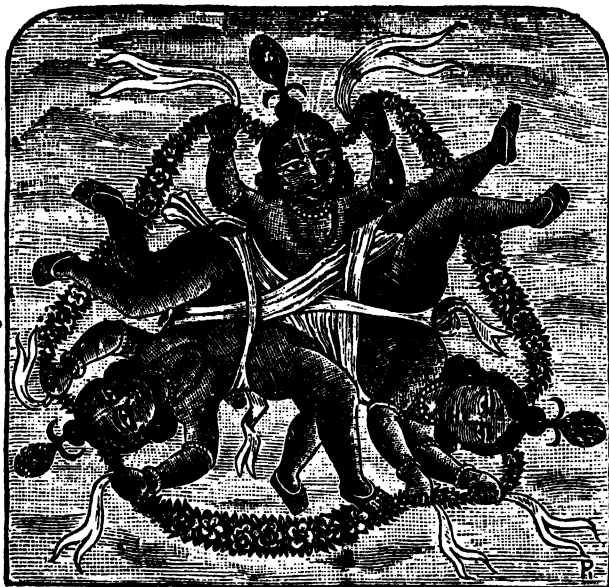
জ্ঞান ও বিশ্বাস।

ছবি খানিতে তিনটি কৃষ্ণকে একটি ফিতার দ্বারা বাঁধা হইয়াছে।— তিনটি কৃষ্ণ অর্থাৎ ছবিতে দেখিবেন যে, মস্তক তিনটি এবং তিন জনের জন্য ছয় হস্ত ও ছয় পদ ঠিক আছে। যথার্থ তিন কৃষ্ণই অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা স্থির ;—এই স্থির জ্ঞান বা বুদ্ধিকেই বিশ্বাস বলে।

বিশ্বাস স্থির।

তৎপরে ঐ ছবি খানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবেন যে, ইহার হস্ত উহার পদ লইয়া মিলাইয়া মিশাইয়া উহাতেই সাতটা কৃষ্ণ দেখা যাইবে। জ্ঞানের কার্য্যই ঐ রূপ।

মনকে স্থির করিতে কখনই জ্ঞান পারে না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটা নূতন কিছু করিয়া বসে। স্থির বিশ্বাসকেও জ্ঞান ঘুরাইতে পারে,— অর্থাৎ বিশ্বাসের উপর সন্দেহ আনিয়া দিয়া থাকে।

আমাদের জড় দেহ যেমন, শীতোষ্ণ, আঁধার, আলোক, জল, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা পুষ্টিলাভ করে, সেইরূপ জড়ের নিরাকার অংশ বা অবস্থা যাহা আমাদের চৈতন্য বা প্রাণ,—মন তাহাও ঐরূপ জ্ঞান বিশ্বাস, সুখ দুঃখ, ভয় হর্ষ প্রভৃতির দ্বারা পুষ্টিলাভ করে।

অদ্যকার ছবি খানিতে এক পক্ষে বিশ্বাস এবং অপর পক্ষে জ্ঞানের সাকার ভাবটী দেখান হইল।

আদমস্থমারী।

এ বৎসর ভারতের লোক গণনা করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে ২৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭০০ শত ১ জন স্থির হইয়াছে। মুসলমানদিগের বহু-শতাব্দী-পরিচালিত ভারতে লোকগণনা করার পারস্যভাষানুযায়ী চলিত কথা আদমস্থমারী; ইংরাজীতে ইহাকে "সেন্‌সস্" কহে। পৃথিবীর সকল রাজ্যেই "সেন্‌সস" আছে।

ভারতবর্ষে ১৮৯১ সালে একবার লোকগণনা হইয়াছিল। উক্ত গণনাতে জানা যায়, ভারতবর্ষে তখন ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৬ জন লোক ছিল। পরন্তু ইহার পূর্ব্বে ১৮৮১ সালে যে গণনা হয়, তাহাতে জানা গিয়াছিল যে, তখন ভারতবর্ষে ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮ আট শত ৪৫ জন লোক ছিল, অর্থাৎ ১৮৮১ সাল হইতে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত এই ১০ বৎসর মধ্যে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ২ শত ১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এবারও ১৮৯১ সালে যে গণনা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ৭০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬ শত ৫৫ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

সন ১২৯৯ সালে অর্থাৎ ১৮৯১ সালের আদমস্থমারীর জন্য ২৯০ টন কাগজ লাগিয়াছিল, এবৎসরও বোধ হয়, কাগজ ব্যয় ঐরূপ হইবে; কিন্তু বিগত আদমস্থমারীতে ২৫ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের ব্যয় হইয়াছিল, এবৎসর বোধ হয়, বেশী ব্যয় হইবে না। কারণ এ বৎসর কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে; বেতন কম লাগিয়াছে।

যাহা হউক, ভারতের কোথায় কত লোকগণনায় স্থির হইয়াছে, নিম্নলিখিত তালিকাটী দ্বারা তাহা জানা যাইবে।

আজমীঢ় মাড়োয়ার প্রদেশে ৪৭৬৩৩০ জন লোক আছে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। আসাম প্রদেশে ৬১২২২০১ জন; বাঙ্গালা দেশে ৭৪৭১৩০২০ জন; বেহার প্রদেশে ২৭৫২৩১৮ জন; বোম্বাই প্রদেশে ১৮৫৮৪৪৯৬ জন; ব্রহ্মদেশে ৯২২১১৯৬১ জন; মধ্য প্রদেশে ৯৮৪৫৩১৮ জন; কুর্গ প্রদেশে ১৮০৪৬১ জন; মান্দ্রাজ প্রদেশে ৩৮২০৮৬০৯ জন; উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং অযোধ্যায় ৪৭৬৯৬৩২৪ জন; পঞ্জাব প্রদেশে ২২৪৪৯৪৮৪ জন; বেলুচিস্থানে ৮৯০৮১১ জন; অণ্ডমান দ্বীপে ২৪৪৯৯ জন; মোট ইংরাজাধিকৃত ভারতে ২৩,১০,৮৫,১৩২ জন।

* দেশীয় রাজ্য।—হায়দরাবাদে ১১১৭৪৮৯৭ জন; বরদায় ১৯৫০৯২; মহীশূরে ৫৫৩৮৪৮২; কাশ্মীরে ২৯০৯১৭৩; রাজপুতানায় ৯৮৪১০৩২; মধ্য-ভারতবর্ষে ৮২০১৮৮৩, বোম্বাইরাজ্যে ৬৮৯১৬৯১; মান্দ্রাজ রাজ্যে ৪১০০৩২২, মধ্যবিভাগের-রাজ্যে ১৯৮৩৪৯৬; বাঙ্গালারাজ্যে ৩৭৩৫৭১৪; উত্তরপশ্চিম বিভাগ-রাজ্যে ৭৯৯৬৭৫; পঞ্জাব রাজ্যে ৪৪৩৮৮১৬; ব্রহ্ম রাজ্যে ১২২৮৪৬০ জন; মোট দেশীয় রাজ্যে ৬,৩১,৮১,৬৫৯ জন লোক আছে।

পরন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে ২৯,৪২,৬৬,৭০১, জন লোক হইলেও তন্মধ্যে বাঙ্গালাস্থ জেলাগুলির লোকসংখ্যা পূর্ব্ব আদমসুমারীতে অর্থাৎ ১৮৯১ সালের গণনায় কত ছিল এবং এ বৎসর কত হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে;—

জেলা	১৮৯১ সাল	১৯০১ সাল
ঢাকা জেলা	২৩৯৫৬০২	২৭৬০৬৩১ জন,
মজঃফরপুর সহর	৪৯১৯২	৪৫৪৪৯ ,,
মজঃফরপুর জেলা	২৭১২৮৫৭	২৭৪৫৯৫৯ ,,
সাহাবাদ জেলা	২০৬০০৯৭	১৯৬৩৭৬২ ,,
বিহার সহর	৪৭৭২৩	৪৪৯৪৮ ,,
পাবনা জেলা	১৩৬১২২৩	১৪২০৩৫২ ,,
বীরভুম ,,	৭৯৮২৫৪	৯০১২২৩ ,,
পুরী বা কটক জেলা	৯৪৪৯৯৮	১০১৭২৮৬ ,,
রাজসাহী জেলা	১৩১৩৩৩৬	১৪৬০৬৪৪ ,,
চট্টগ্রাম ,,	১২৯০১৬৭	১৩৫২৭২১ ,,
দ্বারবঙ্গ ,,	২৮০১৯৫৫	২৯১৪৫৭৭ ,,
ফরিদপুর ,,	১৮২৩৫৪৩	১৯৩৬৩৯৬ ,,
গয়া সহর	৮০৩৮৩	৭১১৮৬ ,,
পাটনা সহর	১৬৫১৯২	১৩৫১৭২ ,,
গয়া জেলা	২১৩৮৩৩১	২০৬৪০৭৭ ,,
দিনাজপুর জেলা	১৫৫৫৮৩৫	১৫৬৯০৩০ ,,
জলপাইগুড়ি ,,	৬৮০৭৩৬	৭৮৭৯৫৪ ,,
সারণ ,,	২৪৬৬০৬৫	২৩৬১০৭৯ ,,
বাঁকুড়া ,,	১০৬৯৬৬৮	১১১৪১৮৫ ,,

যাহা হউক, চিনিপটির সুশিক্ষিত সদাশয় মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়, ইতিমধ্যে এক কার্য্য করিয়াছেন। কুশদহস্থ তাম্বুলি-সমাজের লোক যে স্থলে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা করিয়া, তিনি একটি তালিকা আমাদের দিয়াছেন, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল ;—

স্থান	পুরুষ	স্ত্রীলোক	বালক	বালিকা
বরাহনগর পালপাড়া	৬৩	৭৩	২২	১৯
কলিকাতা	৯০	১০১	২২	২৮
খাঁটুরাও হয়দাদপুর	১৯৮	২৪৪	১১২	৮৭
শান্তিপুর	৫	৫	২	২
গোবরডাঙ্গা	৪২	৪৬	১১	১১
সমিষ্টি	৩৯৮	৪৬৯	১৬৯	১৪৭

মোট—১১৮৩ জন ; সপ্তগ্রামের তাম্বুলী বা কুশদহস্থ তাম্বুলী বর্ত্তমান আছেন।

দুর্গাচরণ বাবুর ন্যায় স্ব স্ব সমাজের সকল মহোদয়েরা যদি আপনাপন সমাজের ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে, অন্ততঃ আদমসুমারী গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর প্রদত্ত যাহা হয়, তাহার একটা মিল সহজে করা যাইতে পারিবে ; এইরূপ অনেকে আশা করেন। তাহা না হইলেও ইহা দ্বারা যে সমাজের উন্নতি অবনতির মূল সহজে জানা যাইতে পারিবে ; তাহা স্থির। দুর্গাচরণ বাবু এই কার্য্যের জন্য সাধারণের নিকট না হইলেও,— অন্ততঃ উক্ত তাম্বুলি-সমাজের নিকট ধন্যবাদার্হ হইবেন, নিশ্চয়ই।

ভারতে শিল্পশিক্ষা।

শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যেন একটু সুবাতাস বহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এ দেশে কয়েকজন স্বদেশ-হিতৈষী মহোদয়গণের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের স্বকর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক, কেবল দেশের জন্য মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে ২।১ ঘণ্টা, শিল্পবিষয়িণী বক্তৃতা করিতেন মাত্র। ইহার ফলে কিছুদিন মধ্যেই কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এতদনুকূলে কার্য্যসাধনপর কয়েকটী সভা-সমিতি গঠিত হইল। পরন্তু এই সভা-সমিতিগুলির

মূলধন পূর্ব্ব-অনুষ্ঠাতৃগণের মূলধনের অনুরূপ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়—বক্তৃতামাত্রেই পর্য্যবসিত রহিয়া গেল; অর্থাৎ কথায় কার্য্যে পরিণতি না হইয়া, স্বরূপেই প্রকাশ রহিল! শূন্য ভাণ্ডের শব্দই যেমন অধিক হয়,—ফল প্রথমতঃ তাহাই হইতে লাগিল, অবশ্য ইহা শ্রোতাদের সংস্কারের দোষ নহে কি? তৎপরে ভারতীয় কয়েক জন রাজাও এজন্য সাহায্য করিতে লাগিলেন; কার্য্যতঃ অনুকূল উদ্যোগ-অনুষ্ঠানও হইতে লাগিল,—বিবিধ প্রকারে ভারতের চারি ধারে। যাহা হউক, যে কোন কার্য্য রাজাদের সাহায্য ব্যতীত সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন কোন কালেই হয় নাই।

এইবার এতৎপ্রতি ইংরাজ-রাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভারতের রাজধানী কলিকাতা এবং অপরাপর প্রধান প্রদেশগুলিতে, ইংরাজ-রাজ শিক্ষা-সম্বন্ধের তারতম্য করিয়া দিয়া, শিল্প-বিষয়ক শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন; ইহার ফলে ইঞ্জিনিয়ারীং, বোটানিক ইত্যাদি বিষয়িণী শিক্ষা এ প্রদেশে উচ্চশিক্ষার অঙ্গীভূত হইয়া রহিল,—এজন্য প্রত্যক্ষতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্থলবিশেষে ইহার ফল তাদৃশ্য ভাল বলিয়া উপলব্ধি কাহারই হয় নাই। তাই বোধ হয়, নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাবিভাগে কিণ্ডারগার্টিনের পথাবলম্বিনী ব্যবস্থার অনুকূল মতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট-বাহাদুরের পক্ষপাত দেখা যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ভারত-গভর্ণমেণ্ট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষভাবে যেরূপ উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় শিল্পক্ষেত্র বলিয়া পূর্ব্বে যেমন প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল, আবার সেই খ্যাতিরই যেন পুনর্লাভ হইবে বলিয়া এরূপ আশা,—মনে স্বতই জাগিয়া উঠে। অধিকন্তু রাজাদের সাহায্যে এ দেশীয় লোকের চেষ্টাও স্বতই বলবতী হওয়া স্বাভাবিক। পরন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের চেষ্টা চরিত করা সাধারণের পক্ষে এখন প্রধান কর্ত্তব্য;—আর কর্ত্তব্যের পর্য্যায়ে ইহার স্থান হইয়াছে বলিয়াও, যেন অনেকে মনে করেন। এক্ষণে উদাসীন থাকিলে, এজন্য পরিণামে অনেককে অনেক প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে কেন;—হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। আধুনিক ভাবগতি দেখিয়া বোধ হয়, এখনই বা কি সুখ আছে? তোমরা যেমন রাজ্য সংক্রান্ত "বুনোওল" হইয়া দাঁড়াইয়াছ; তেমনই বাঘা তেঁতুলের প্রয়োজন। অর্থাৎ মনে কর, গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সরকারী আপিশে অথবা অন্য কোন আপিশে একটা নকুরী

বা চাকুরী পাইলেই "বাদ্‌সাই কুড়ের চালে" আয়াসের পরিবর্ত্তে. অনেকেই কেবল বিলাসে দিন যাপন করিবে, দেশের কথা ভাবিবে না; কিন্তু ক্রমে আর এ ভাবটির উপর যেন অলক্ষ্মীর স্থিরদৃষ্টি থাকিলেও, নিরাকরণ আবশ্যক। তাই কর্জ্জন বাহাদুর অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য-পরায়ণ "বাঘা-তেঁতুল" হইয়াছেন। শিক্ষা ত দেশকালপাত্রের উপযোগিনী হওয়া চাই। সরকারী কর্ম্মের যে দেশকালের অনুরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, এবং তাহার অনুরূপ কর্ম্ম পাইবার জন্য হয়—তোমাদিগকে সেইরূপ উপ-যোগী হইতে হইবে, নচেৎ ক্রমেই তোমাদিগকে অন্তর্হিত হইতে হইবে;—হইতেছেও তাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, এক টাইপ-রাইটারের জন্য সরকারী আপিশ ইত্যাদির কার্য্যে অনেক নকল-নবীশের অন্ন উঠিয়াছে। কাহার কাহারও মতে বৈদ্যুতিক পাখার সৃষ্টি হইয়া, অনেক কুলির অন্ন মারা গিয়াছে! আবার বড় লাটের আদেশ হইয়াছে, যত সরকারী আপিশ আদালতের রিপোর্ট প্রভৃতি কমাইয়া দিয়া,—শত পৃষ্ঠার কাজ দশ পৃষ্ঠায় করিতে হইবে। এইরূপ রাজাদের ব্যয় নিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনে-কের রুটীর নিকাশ পথও প্রকাশ পাইবে! অর্থাৎ অনুমানে এই বুঝা যাইতেছে যে, পাকে প্রকারে রাজা তোমাদিগকে এক পক্ষে স্বসেবায় বিরত রাখিয়া,—যেমন শুনা যায়, ইংলণ্ডের স্বভাব-ভিখারীকে ভিক্ষা দিলে, দেশে নাকি আলস্যপ্রিয় ব্যক্তির বৃদ্ধি হয়,—সেইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ ইঙ্গিতে করিয়া, রাজা তোমাদিগকে শিল্পক্ষেত্রে লইয়া গিয়া উপস্থিত করি-বেন,—ইহা যেন পরোক্ষতঃ চেষ্টা করিতেছেন; পরন্তু প্রত্যক্ষতঃ পরিচয়ও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। তাই বলিতেছিলাম, সময় থাকিতে তোমরা নিজেদের পথ পরিষ্কৃত কর। বড়ই আহ্লাদের কথা, অনেকেই সে পথ ইতিমধ্যে অন্বেষণ করিতেছেন।

যাহা হউক, ভারতের চারিদিকে এখন যে সকল শিল্প বজায় আছে, লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর যাহাতে সেইগুলি বজায় থাকিয়া উন্নতির পথ পায়, সে বিষয়ে অদম্য উৎসাহে বিশেষ চেষ্টা-চরিত করিতেছেন; এইজন্য মান্দ্রাজ—ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজের আলফ্রেড চেটার্টন সাহেবকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন। শুনিতেছি, তাঁহার সঙ্গে আমাদের বড়লাট শিল্প-শিক্ষা-সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন এবং আর ও শুনিতেছি যে, উক্ত চেটার্টন সাহেব তিন বৎসর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানা স্থানীয় শিল্পের উন্নতি

করিবার পন্থা দেখাইয়া দিবেন। আমাদের ভারত-গভর্ণমেণ্ট যখন একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন অচিরাৎ এ দেশ শিল্প-বিষয়ে অপূর্ব্ব শ্রীতে সুশোভিত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অধিকন্তু এদেশী লোকদিগেরও উদ্যোগে এবং চেষ্টায় এ বিষয়ে দুই দশটী করিয়া সময়ে সময়ে শিল্প-শিক্ষার্থীও কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিতেছেন। যাঁহারা এ বিষয়ের জন্য উত্তেজিত হইয়া, বিদেশে শিল্প-শিক্ষার্থে গমনের উদ্যোগী হয়েন, এবং যাঁহারা ইঁহাদের উদ্যোগী করিয়া দিয়া থাকেন,—এই উভয় সম্প্রদায়ই দেশের কল্যাণ-প্রার্থী; অতএব এই উভয় সম্প্রদায়ই এ দেশের যথার্থ হিতৈষী।

শুনিতেছি, বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় শিল্পশিক্ষার জন্য জাপানে বা আমেরিকায় গমন করিবেন। ইঁহার পাথেয়াদির ব্যয়ভারবহন সন্তোষের বিখ্যাত জমিদার কুমার মন্মথনাথ রায়চৌধুরি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত বলিয়া রাষ্ট্র হইয়াছে। সন্তোষের জমিদার অবশ্যই দেশকে সন্তোষ্‌ করিবেন। কিন্তু বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় তাঁহার অনেক সম্পত্তি বিবিধ লোক-হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবেন বলিয়া, উইল-সূত্রে দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত দানের অধিকাংশই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই টাকার ভিতর হইতে পাশ্চাত্য ব্যাব-হারিক শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া, য়ুরোপে প্রেরিত হইবে,—এইরূপ ইচ্ছাও দাতার অভিমতিতে প্রকাশ বলিয়াই জানা গিয়াছে।

যাহা হউক, জাপানে শিল্পশিক্ষা করিতে যাওয়াই এখন ভারতবাসীর পক্ষে প্রশস্ত হইয়াছে। হিন্দুস্থান হইতে কতকগুলি হিন্দুস্থানী যুবক এবং কয়েকটি বাঙ্গালি যুবকও তথায় গিয়া শিল্প-কার্য্য-শিক্ষা করিতেছেন। উপস্থিত বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জাপান হইতে উড্‌পেন্‌সিল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। পরন্তু তিনি ছয় সহস্র টাকা পাইলে, এ দেশে উড্‌পেন্‌সিলের কারখানা খুলিতে পারেন, জানা-ইয়াছিলেন। তৎপরে শুনিলাম, বর্দ্ধমানের বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে উক্ত টাকা দিবেন বলিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর শিল্প-বিদ্যালয়ে লেড পেন্‌সিল প্রস্তুত হইতেছে, অনেক দিন হইতে। কিন্তু উক্ত পেন্‌সিল তত কার্য্যকর হয় নাই; উহার উপকরণ প্লাম্‌বেগো (সীসক) ধাতু এবং শ্বেত দেবদারু কাষ্ঠ, যাহা এ দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা দিয়াই

হইত। এই পেন্‌সিল ৩।৪ টি ৭ পাই মূল্যে বিক্রয় করিলে, তবে কিছু কিছু লাভ থাকে। হরিপদ বাবুর পেন্‌সিল জার্ম্মণি বা আমেরিকার পেন্‌সিলের মত কার্য্যকর হইবে। ইহা গ্রাফাইট এবং পঞ্জাবের হিমালয় প্রদেশ হইতে এই পেন্‌সিলের উপযোগী কোমল ও সরস কাষ্ঠ সংগৃহীত হইবে। অধিকন্তু গ্রাফাইটের খনি পৃথিবীতে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে,—সিংহলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

আরও সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন, এলাহাবাদ-হাইকোর্টের একজন উকিল উত্তর-পশ্চিমের উজ্জ্বল-রত্ন শ্রীযুক্ত বাবু রতনচাঁদের সদিচ্ছায়, পরিশ্রমে ও উদ্যোগে দেশীয় ষ্টিলপেন প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক কলমের দাম তিন পয়সা। নিবগুলির দাম প্রত্যেকটী এক পয়সা করিয়া, এবং উহা জর্ম্মাণ শিল্‌ভারের প্রস্তুত বলিয়া, এক একটীতে কাজ চলে অনেক দিন—শীঘ্র খারাপ হয় না। ইহাদের হোল্ডার বা কলমের বিশেষ একটু গঠনের বৈচিত্র্য-হেতু কালীও অনেকটা উঠে, এজন্য সর্ব্বদা কালী তুলিয়া লইতে হয় না। যাঁহারা ষ্টিলপেন ব্যবহার করেন, তাঁহাদের সকলেরই উচিত, এই স্বদেশীয় কলম এবং নিব ব্যবহার করা। তাঁহার কারখানার ঠিকানা "সাউথ রোড, এলাহাবাদ; মেটাল ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী।"

আহমেদাবাদ ভারতের মধ্যে একটি অতি সমৃদ্ধ ও ধনশালী নগর। বর্ত্তমানে এই নগরে যত রকম শিল্প আছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিতেছি। এই নগরে ৩০টি কল আছে, তন্মধ্যে ধাতুদ্রব্যের কারখানা ১টি, ক্যাম্বিস কোমর-বন্ধ ও বাতির কারখানা ১টি, কার্পেটের কারখানা ১টি, এবং বরফের কারখানা একটি আছে। দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের খাতা-পত্র লিখিবার জন্য সেই সাবেক "সাহেব খালি" কাগজ কেবল আহমেদাবাদেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাবেক ধরণের চামড়ার কারখানাও অনেক গুলি আছে। দেশীয় খাতা-পত্রের উপরের চামড়ার লাল মলাট আহমেদাবাদেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চামড়া "সাফ্ সুতরা" করিবার কারখানা আহমেদাবাদে ১টি, চাউল প্রস্তুত করার কারখানা ১টি, ময়দার কল ২টি, লৌহের কারখানা ২টি, এবং একটি রঙ্গাই কল আছে। পরন্তু আহমেদাবাদের কিছু দূরেই পুণ্যপত্তন বা পুণা; শিল্পবিষয়ে কিন্তু পুণাবাসিগণ আহমেদাবাদের দৃষ্টান্তে ততটা প্রোৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে বরং মান্দ্রাজ ভাল। ক্রমশঃ।

সংবাদ।

সুমাত্রা নামক এক প্রকার তৈল। ইহা কেরাসিন তৈলের মত, দামে কিন্তু কেরাসিন অপেক্ষা শস্তা। সুমাত্রা আমদানী হইয়া চীনে এই তৈল সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতের মান্দ্রাজেও ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। সুবিধা-জনক হইলে এবং কোনরূপ আপত্তি না থাকিলে অন্যত্রও ক্রমশঃ ইহার চলন হইতে পারিবে।

ইলাশাপেল নামক স্থানে সূচী (ছুচ)—নির্ম্মাণের কারখানা আছে। তথায় প্রতি সপ্তাহে ৫ কোটী সূচী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮৮০ হইতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে জর্ম্মাণীর প্রস্তুত সকল রকমের সূচী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের অন্যত্র রপ্তানী হইয়াছিল।

পৃথিবীতে সেলাইকল যত প্রস্তুত হয়, তাহার শতকরা ৯০টা ইউ-নাইটেড রাজ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর তথায় ৫ লক্ষ সেলাই কল প্রস্তুত হয়। এই কারবার হইতে প্রায় ১ লক্ষ লোকের উপজীবিকা সংগ্রহ হয়।

১২৯৮ সালে কলিকাতায় ২২ লক্ষ ৮১ হাজার ৪ শত ১৮ টা ছাতা বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল, উহার জন্য ২১ লক্ষ ২২ হাজার ৬ শত ৯৪ টাকা ভারতকে মূল্যস্বরূপ দিতে হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতায়ও ছাতির কার-খানা অনেক হইয়াছে। কিন্তু দেশী ছাতা অনেকে পছন্দ করেন না। চিরকাল বিদেশীরা ছাতা দিয়া আমাদের মাথা রাখিবেন কি?

কাণপুর, মিরাট, অম্বালা, লক্ষ্ণৌ, পেশবার, কোয়েটা এবং কম্বল-পুর, এই কয়টী স্থানে সৈনিক বিভাগ হইতে দধি-দুগ্ধাদির কারখানা খোলা হইয়াছে।

৺কুমার ইন্দ্র চন্দ্র সিংহের উইল প্রোবেট লইবার জন্য শতকরা ২৲ টাকা হারে ৫৬ হাজার ৮ শত ৯৪ টাকার কোর্টফি ষ্ট্যাম্প দিতে হইয়াছিল।

সমগ্র পৃথিবীতে ১০ লক্ষ ৬২ হাজার ৭ শত মাইল টেলিগ্রাফের তার বসান আছে। তন্মধ্যে আমেরিকায় ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬ শত মাইল। য়ুরোপে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৭ শত মাইল। এসিয়াতে ৬৭ হাজার ৪ শত মাইল। আফ্রিকায় ২১ হাজার ৫ শত মাইল এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৪৭ হাজার ৪ শত মাইল।

১ম বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩০৮। [৩য় সংখ্যা।

THE
MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

বড়বাজার-চিনিপটির স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ আনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩০৮। ৩য় সংখ্যা।

ইক্ষু চাষের কথা।

কলিকাতা "Indian Industrial Association." হইতে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় M. A. M. R. A. C, F. H. S. মহোদয়ের বক্তৃতা "Improvement of the Sugar-Growing Industry of India." নামে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে কৃষি-বিষয়ক একটী প্রবন্ধে ইক্ষুর চাষ ইত্যাদির কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার বিষয় সংক্ষেপে এস্থলে বলা যাইতেছে। পরন্ত এই পুস্তিকা খানি উক্ত শিল্প-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার যথোচিত ধন্যবাদ করিতেছি।

উক্ত পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন ;— ভারতে প্রতিবৎসর বৈদেশিক চিনি ৩০ লক্ষ মণ আমদানী হয়, পরন্ত ইহার অধিকাংশ চিনি মরিশ দ্বীপ হইতে আইসে। কিন্তু মরিশের জমী উর্ব্বরা করিবার জন্য উহার সার ভারত হইতে গিয়া থাকে। আবার ঐ সকল চিনির উপর আমাদের গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর শতকরা ৫৲ হারে ডিউটী করিয়াছেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উহারা

আসিয়া আমাদের দেশে চিনি বিক্রয় করিয়া যায়; আর আমাদের এই চিরকালের চিনির দেশ ভারতভূমি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে উহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠে না, ইহা কি কম দুঃখের কথা!

কাশীপুর টরনর মারিসন কোম্পানীর চিনির কলের অধ্যক্ষের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ মণ গুড় জাবা হইতে আমদানী করেন। সম্প্রতি তাঁহাদের ৩ জাহাজ গুড় জাবা হইতে আসিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক চিনির কুঠি আছে, যাহারা বেশী গুড় লইবার জন্য প্রার্থনা করেন।

আবার, অন্যান্য চাষে অর্থাৎ নীল, রিয়া-ঘাস, কাপি, চা এবং ভেনিলা প্রভৃতির জন্য জমি দেখিতে হয়, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের পন্থা দেখিতে হয়; কিন্তু ইক্ষুচাষে এ সকল কোন ভাবনার প্রয়োজন নাই। বরং ইক্ষু চাষ করিবার জন্য ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। কারণ কুঠিয়ালেরা ২০০।১০০ বিঘা চাষে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ২০০০।৫০০০ বিঘা চাষ না করিলে, তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা-জনক হইবে না; কারণ কুঠিয়ালদিগের নানা প্রকার ব্যয়-বাহুল্য আছে, কাজেই অল্প চাষের অল্প লাভ তাঁহাদের দ্বারা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, নীল, চা ইত্যাদির চাষ অধিক জমীতে করিলে, উহা চুরি যাইবার ভয় থাকে না; কারণ ক্ষেত্র হইতে চা কিম্বা নীলের পাতা লইয়া গিয়া চাষারা কি করিবে? উহা দ্বারা রং বা চা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদি তাহাদের নাই, কিন্তু অতিরিক্ত জমীতে বা প্রদেশ-ব্যাপী ভূমিতে ইক্ষুচাষ করিলে, কৃষকেরা বা কুলি মজুরেরা উহা অনায়াসে চুরি করিতে পারিবে, ইহাও কুঠিয়ালদিগের ভাবনার বিষয়। তৃতীয়তঃ, এ দেশী গরিব দুঃখী কৃষকেরা নিজেদের আবাদের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিবে, সাহেবদিগের বেতন-ভুক্ত হইলে, তাহারা কখনই সেরূপ পরিশ্রম করিবে না। এই সকল আপত্তি কুঠিয়াল সাহেবদিগের পক্ষ হইতে শুনা যায়। কিন্তু আমি বলি, নীলও চুরি হয় না, তাহা কিরূপে বলিব? তবে সস্তায় বেণের দোকানে নীল কোথা হইতে পাওয়া যায়? পরন্তু ইক্ষুক্ষেত্র চুরি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কানুনগুয়ের মত ব্যবস্থা করিলে চলিতে পারিবে। প্রতিবৎসর এক জমিতে ইক্ষু রোপণ করা কর্ত্তব্য নহে, এই জন্যই ইক্ষুতে পোকা লাগে। ১০০ বিঘা জমিতে ইক্ষু রোপণ ইত্যাদির ব্যয় হয়,—

দুই সহস্র টাকা; পরন্তু এই উৎপন্ন ইক্ষুতে গুড় পাওয়া যায়,—ছয়শত মণ। উক্ত ছয়শত মণ গুড়ের মূল্য অন্ততঃ তিন সহস্র টাকা। অতএব হিসাব করিয়া দেখুন,—ইক্ষু চাষে টাকায় আট আনা লাভ।

বঙ্গের সমুদয় জেলাতেই ইক্ষু আবাদ হইতে পারে। বিশেষতঃ যেস্থলে ৩ ফুট জলের নীচে ইক্ষু মাসাবধি থাকিতে পারে, তথায় নানাবিধ ইক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে;—এরূপ ক্ষেত্র ফরিদপুর জেলা। অদ্যাপিও বঙ্গের জেলাগুলিতে প্রতিবৎসর ২ লক্ষ বিঘা আন্দাজ ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে রংপুর জেলাতেই অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১ লক্ষ বিঘা আন্দাজ জমি ইক্ষুচাষে লাগিয়া থাকে। ইহার এত আবাদ হইলেও, ব্যবসার উপযোগী করিয়া এ দেশী কৃষকেরা ইহার চাষ করে না। যাহা করে, তাহা উহাদের খাইবার মত।

ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ইক্ষু চাষের সময়। এ চাষে সারের জন্য সোরা দেওয়া যাইতে পারে, ১০ বিঘা জমিতে আড়াই মণ সোরা ছড়াইয়া দিতে হয়। পরন্তু সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত যে, সোরা বা নাইট্রাস্ সকল চাষের পক্ষেই উৎকৃষ্ট সার। ইহা ব্যতীত, ইক্ষুক্ষেত্রে রেড়ির খোল দেওয়া যাইতে পারে, এ সারও মন্দ নহে; কিন্তু ইহাতে য়ুরোপীয় কৃষকেরা আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে হাড়ের সার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাজারিবাগ জেলায় অভ্রের আকর হইতে উত্থিত ফাস্ফটিক মিনারেল, খনিজ অভ্র মল-বিশেষ। ইহার অপর নাম য়্যাপাটাইট্—এই দ্রব্যেরও সার দেওয়া হইয়া থাকে। ১০ বিঘা জমিতে য়্যাপাটাইট্ ৫ মণ ছড়াইতে হয়।

কোন্ ইক্ষুতে কত ফলন অর্থাৎ কোন্ ইক্ষুতে গুড় বা চিনি বেশী হয়, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ, এমন ইক্ষু আছে, যাহা হইতে শতকরা ৩০/০ মণ গুড় হয়, আবার কোন ইক্ষুতে শতকরা ১০/০ মণও গুড় হয় না। ইহার পরীক্ষা এই যে, এক মাপের দুইটি পাত্রে, মনে করুন, উহার একটী পাত্রে সামসাড়া ইক্ষুর গুড় রাখা হইল, এবং অপর পাত্রে খাঁড়ি ইক্ষুর গুড় রাখিয়া, উক্ত পাত্রদ্বয়ের তলদেশ অল্প ছিদ্র করিয়া দিয়া, দুইটি ঘটী বা অপর কোন পাত্রের উপর ঐ গুড়পূর্ণ পাত্রদ্বয় রাখিয়া দিলে, ২।১ দিন পরে দেখা যাইবে যে, সমপরিমাণ পাত্রে, সমপরিমাণ গুড় রাখিয়াও উহার মাৎ ঝরিয়া গিয়া শ্যামসাড়া গুড়ের পাত্রে /৩০ সের

এবং খাঁড়ি গুড়ের পাত্রে /২॥০ সের গুড় রহিয়াছে। কারণ খাঁড়ি গুড়ের মাৎ বেশী, এবং খাঁড়ি ইক্ষু চাষে খরচাও কম। কোন গুড়ে শতকরা ১০৶০ মণ মাৎ, আবার কোন গুড়ে শতকরা ৩০/০ মণ মাৎ হয়।

মাৎ গুড়ের দাম কম, উহার মণ অন্ততঃ ১॥০ টাকা। ইক্ষু-গুড়ের মণ অন্ততঃ ৬৲ টাকা। মাৎ বেশী হইলে গুড়ের দানা কম হয়। চট্ট-গ্রামের এক প্রকার ইক্ষুকে পাটনাই কুসর (Patnai Kusur) বলে, এই ইক্ষু বোরবোঁ ওটাহাইট্ (Otaheite) নামক ইক্ষুর মত। এই সকল ইক্ষু-গুড়ের দানা ভাল হয়।

গভীর খাদ বা নর্দ্দামা কাটিয়া তাহার ভিতর ইক্ষু-বীজ পুতিয়া মাটী চাপা দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে ইক্ষু দুই ফুট উচু হইলে, নিড়ান করিতে হয়। এ দেশী চাষারা বসিয়া নিড়ানের কার্য্য করে; ইহাতে পরিশ্রম এবং অনেক সময় ব্যয় হয়, কাজেই একটার স্থানে ১০টা জন দিতে হয়। ইহাতে খরচ বেশী লাগে। আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে এই কার্য্যের জন্য "হণ্টার হো" নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইহা চাকা-সংযুক্ত এবং উহার মুখটা খুরপির মত। একজন লোক দাঁড়াইয়া এই যন্ত্র-সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে দুই তিন ক্রোশ ভূমি নিড়াইয়া দিতে পারে। পরন্তু ইক্ষু-চাষের জন্য হণ্টার হো, চওড়া লাঙ্গল এবং প্ল্যানেট জুনিয়ার এই তিনটি যন্ত্র বিশেষ আবশ্যক। উক্ত যন্ত্রত্রয়ের মূল্য ১৫০৲ টাকা মাত্র। অবশ্য, সামান্য চাষের জন্য অথবা ১০০।১৫০ বিঘা চাষের জন্য এই সকল মূল্যবান্ যন্ত্রাদি ক্রয়ের কথা বলা হইতেছে না; কারণ তাহা হইলে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইয়া কার্য্যের ক্ষতি হইয়া যাইবে। অধিকন্তু ইক্ষু চাষ প্রবলভাবে করিলে, ইহার জন্য সুগার-কটিং মেসিন্ অর্থাৎ আককাটা কলের প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান সময়ে গুসিল র‍্যাণ্ড সাহেবের কৃত সুগার-কটিং যন্ত্র উৎকৃষ্ট বলিয়া আমেরিকায় ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মাটীর ভিতরের ইক্ষু পর্য্যন্ত কাটিয়া লওয়া যায়। এ কারণ ১০০ বিঘায় ৪০৲ টাকা সুবিধা হয়।

ইহা ভিন্ন ইক্ষুমাড়া কলের আবশ্যক হয়। "বিহিয়া" নামক ইক্ষুমাড়া কল সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কল দ্বারা শতকরা ৫০ হইতে ৬০ মণ রস পাওয়া যায়। কিন্তু সচরাচর ইক্ষুতে শতকরা ৯০ মণ রস থাকে। এই কল ভিন্ন ইক্ষুকে Decorticating করিয়া দিলে, অর্থাৎ

ছাল ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে, অন্ততঃ আরও শতকরা ১০ মণ রস বেশী পাওয়া যায়। পরন্তু কলিকাতার বিখ্যাত নীল-মার্চ্চাণ্ট জুল্স কার পেলেস্ সাহেবের ফারম হইতে এই স্থির হইয়াছে যে, উক্ত ডিকর্টি-কেটিং করিয়া ইক্ষুকে ষ্টীমের বলে রস বাহির করিয়া লইলে, শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ মণ রস পাওয়া যাইবে। পরন্তু এই সকল নীলকর সওদাগর মহোদয়েরা বিহারাঞ্চলে ইতিমধ্যেই প্রবলভাবে ইক্ষু-চাষ আরম্ভ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ইক্ষু-রসে এলকলিক বা ক্ষার না দিয়া জ্বাল দিয়া, গুড় করা হইয়াছিল। তাহাতে সে গুড় দেখিতে কাল এবং মাৎ বেশী হইয়াছিল। কেবল জ্বাল দিয়া রস করিলে, ভাল ইক্ষুতেও মন্দ গুড় হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কৃষকেরা তাজারস সোডা, দুগ্ধ এবং ক্যাষ্টর অয়েল দিয়া জ্বাল দিয়া, সামসাড়া ইক্ষুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করে। রস গাঁজিয়া গেলে, গুড়ে দানা বান্ধে না। পাটনাই ইক্ষু-গুড় অপেক্ষা খাঁড়ি ইক্ষু-গুড় কারখানা-ওয়ালারা ব্যবহার করিলে, ভাল হয়। যদিও পাটনাই গুড়ের রং ভাল, কিন্তু উপকারিতায় উহা ভাল নয়। রস হইতে গুড় করিবার জন্য একটী সহজ সঙ্কেত বলা যাইতেছে। ইহা চিনির কারখানা-ওয়ালারা আমাদের দেশের কৃষকদিগকে শিখাইয়া দিবেন, অথবা তাঁহারা ইহার জন্য সকলে মিলিয়া এক কারখানা খুলিবেন। এরূপ হইলে, চিনির ফলন বেশী হইয়া ভারতের চিনির কার্য্যের সুবিধা হইবে। এ দেশী কারখানা-ওয়ালারা কোন্ গুড়ে কত মাৎ হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন না। গুড়ের মাৎ কমাইবার চেষ্টা করা, অগ্রে সর্ব্বতোভাবে প্রধান কর্ত্তব্য। এক্ষণে রস হইতে গুড় না করিয়া একবারে চিনি করিবার উপায় বলা হইতেছে,—

তাজারস গভীর মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া, উহা অগ্নিতে বসাইবেন, তৎপরে ১০ ফোটা ফস্ফরিক এসিড (বৃটিশ ফর্ম্মাকোপিয়ার মতে ১ পয়েণ্টে ৫. অংশ ভার যুক্ত) ৪ ঔন্স জলে গুলিয়া, উক্ত ৪ ঔন্স ফস্ফরিক এসিডের জল, প্রতি অর্দ্ধ মণ রসে দিতে হইবে। এই হিসাবে পাত্রস্থ রসের পরিমাণে ইহারও পরিমাণ করিয়া লইবেন। তৎপরে রস জ্বাল দিতে থাকিবেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাম্রকেসের থার্ম্মমিটর উত্তপ্ত রসে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেখিবেন,—কত তাপ হইয়াছে। ১৩০ ডিগ্রী তাপ হইলে, গুঁড়া চুণ ১ তোলা অর্দ্ধ পাইণ্ট জলে গুলিয়া, সেই জল প্রতি অর্দ্ধ মণ উত্তপ্ত

রসের উপর ছিটাইতে থাকিবেন ;—অল্প অল্প করিয়া ছিটাইবেন। ১৩০ হইতে ১৬০ ডিগ্রী তাপ পর্য্যন্ত উহা ক্রমে ক্রমে ছিটাইবেন, এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবেন। পরন্তু এই সময়ের মধ্যে লিটমাস কাগজ দিয়া মাঝে মাঝে অম্ল এবং ক্ষারের পরীক্ষা করিবেন ; অপিচ গুড় সমক্ষারাম্ল হওয়া চাহি। পরন্তু ইক্ষু-রসে ২০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দেওয়া চলিবে।

এই গুড় নামাইয়া রাখিবার জন্য মান্দ্রাজ আর্টস্কুলে এলুমিনিয়ম ধাতুর নির্ম্মিত (ফট্‌কিরির ধাতব উপাদানে গঠিত) এক প্রকার পাত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। এই পাত্রে পূর্ব্বোক্ত উত্তপ্ত গুড় অগ্নি হইতে নামাইয়া ঢালিয়া দিয়া, শীতল করিয়া লইলে, গুড়ের মাৎ কম হইবে। এই পাত্র মান্দ্রাজ হইতে এদেশী চিনির কারখানা-ওয়ালারা আনাইয়া লইবেন। কারণ ইহাতে চিনির ফলন বেশী হইবে। এই পাত্র দ্বারা প্রায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ মণ মাৎ কমান যায়। পরন্তু ফস্ফরিক্ এসিড ২ ড্রাম এবং ১০ তোলা চুণের মূল্য ৫ পয়সা মাত্র ; তাহা ভিন্ন লিটমাস কাগজের খানকতক পুস্তক এবং একটা তাম্র কেসযুক্ত থার্ম্মমিটরের মূল্য ৩৲ বা ৪৲ টাকা মাত্র। এই সামান্য খরচে শত শত মণ ভাল রস হইতে গুড় না হইয়া একেবারে চিনি তৈয়ারী হইবে।

যাহা হউক, নৃত্যগোপাল বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উপরে বলা হইল। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু মতামত আছে, এইবার তাহা আমরা বলিতেছি,—

নৃত্যগোপাল বাবু একস্থানে বলিয়াছেন, কাশীপুরের কলে জাবা হইতে গুড় আমদানী হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে ; উক্ত কলে জাবা হইতে "র-সুগার" বা কাঁচা চিনি আমদানী হয় এবং উক্ত ইক্ষু-চিনি রিফাইন করিয়া, "গ্রে" মার্কা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। অপরাপর চিনি যথা,—১ নং কাশীপুর, স্মলগ্রেণ ইত্যাদি অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার চিনি এদেশীয় খেজুরে চিনি হইতে হইয়া থাকে। এই খেজুরে চিনি ক্রয় করিবার জন্য তাঁহারা যশোহর জেলাস্থ চাঁদপুর নামক স্থানে আজ দুই বৎসর হইল, লোক রাখিয়াছেন। এক্ষণে সেই লোকেরাই তথা হইতে খেজুরে চিনি ক্রয় করিয়া, কাশীপুর কলে পাঠাইয়া থাকেন। নচেৎ তাঁহারা পূর্ব্বে উক্ত চিনি কলিকাতার বড়বাজার

চিনিপটি হইতেই প্রচুর পরিমাণে লইতেন। এখনও সময়ে সময়ে সুবিধা হইলে লইতে পারেন। পরন্তু এই খেজুরে চিনিই এদেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। এই খেজুরে চিনিই পূর্ব্বে এদেশ হইতে য়ুরোপের প্রায় সমুদয় স্থানে রপ্তানি হইয়া যাইত। সিপ্‌মেণ্টে ইক্ষুচিনি এদেশ হইতে কখনই রপ্তানি হয় নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কাশীর চিনি এবং এদেশী সামসাড়া চিনি, এই চিনিদ্বয় ভারতীয় ইক্ষু হইতে জন্মে সত্য, এবং বহুপূর্ব্বে কাশীর চিনি প্রচুর আমদানী হইত, ইহা শুনিয়াছি মাত্র; কিন্তু আমাদের আমলে এদেশী ইক্ষু-চিনি অপর্য্যাপ্ত আমদানী দেখি নাই। ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে ইক্ষুচিনির আমদানী অতি সামান্য—এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের চিনির কার্য্য বলিলে আমরা খেজুরে চিনিকেই বুঝিয়া থাকি। নৃত্যগোপাল বাবু খেজুরে চিনির উন্নতির উপায় কিছু বলিয়া দিলে, যথার্থ এদেশীয় চিনির কিছু উপকার করিতে সমর্থ হইতে পারিতেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। কারণ এখনও চাঁদপুর এবং শান্তি-পুর প্রভৃতি স্থানে চিনির যে কারখানাগুলি জীবিত আছে, তাহা কেবল খেজুরে চিনির কারখানা। ইক্ষুচিনির কারখানা এদেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, কিন্তু এক্ষণে কোথায় কত আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। পরন্তু তাঁহার ধারণা যে, কাশীপুর চিনির কল ছাড়া, আরও অনেক চিনির কুঠি আছে, যাঁহারা বেশী গুড় লইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বস্তুতঃ বঙ্গে ঐ কাশীপুর কল ছাড়া উপস্থিত আর চিনির কুঠি নাই। তারপুরে রায় ধনপতি সিং বাহাদুরের একটী চিনির কল এবং চাঁদপুর ও চৌগাছায় মিষ্টার আলেকজাণ্ডার নিউ হাউস এবং ইঁহার ভগিনী মিস্ ই, সি, নিউ হাউসের যে কল ছিল, তাহাও বন্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উক্ত কল গুলিতেও কেবল খেজুরে চিনিই রিফাইন হইত।

ফলে, নৃত্যগোপাল বাবুর ইক্ষু-চাষ সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় কিংবা কোন কোন কথার উপর আপত্তি থাকিলেও, আমাদের পক্ষে উহা দেশীয় শিল্পের হিতৈষণামূলক হওয়াতে বেশ সুন্দর বলিয়া আমাদিগের নিকট বোধ হইয়াছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইক্ষুচিনিকে আমাদের দেশে সাচী চিনি বলে।

টিন।

কলাই করা লৌহ-পাতকেই টিন বলে। টিন প্রথম আবিষ্কার হয়—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কর্ণওয়াল প্রদেশে। অদ্যাপিও তথায় ইহার অনেক কারখানা আছে। ইহা ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের নিকটবর্ত্তী বাঁকাবিলিটন এবং মালয় প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে টিনের কারখানা অনেক আছে।

শুনিয়াছিলাম, কলিকাতায় ইহার কারখানা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনুসন্ধানে ইহার কিছুই সন্ধান পাই নাই; বস্তুতঃ হয় নাই,—মিথ্যা কথা শুনা হইয়াছিল। তবে, সহরে ইহার কাটতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার কারখানা খুলিতে ইচ্ছা করিলে এ জন্য সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি যাহা আবশ্যক, তাহা কলিকাতাস্থ লৌহপটীর মহাজন মহাশয়দিগকে জানাইলে, তাঁহারা ইহার সমস্ত দ্রব্য আনাইয়া দিতে পারিবেন। অধিকন্তু টিনের কারখানার জন্য আমাদের ইচ্ছা, এ কার্য্যটী লৌহপটীর মহাজন মহাশয়েরা যদ্যপি করেন, তাহা হইলে ইহার অভাব জন্য বিদেশে যাইতে হয় না। পরন্তু তাহা হইলে ভারত-শিল্প-ইতিহাসে লৌহপটীর মহাজনদিগের নামও স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের এ ক্ষুদ্র কথায় লৌহ-মহাজনদিগের মন কি টিনের মত সহজেই দুম্‌ড়াইবে? ইহার আশা করা যায় না।

যাহা হউক, ভারতের মধ্যে বহু স্থানে আজ কাল লৌহ প্রস্তুত হইতেছে। রাণীগঞ্জের লৌহ-কারখানার ক্রমোন্নতি হইতেছে। ভারতে টিনের উপযুক্ত লৌহপাত যাহাতে প্রস্তুত হয়, তাহার কৌশল বাহির করা উচিত। উপস্থিত টিনের কারখানা খুলিতে হইলে, বিলাত হইতে লৌহপাত আনাইতে হইবে।

অধিকন্তু টিনের কারখানার কার্য্যকারক লোক চাই, এবং এদেশীয়-দিগকে ঐ কার্য্যের মত উপযুক্তরূপে সুশিক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। যে-সে কারিগরে এ কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত কুলি-মজুরের উপর নির্ভর করিয়া এ কার্য্য হয় না। এ কার্য্যের জন্য লেখাপড়া-জানা বিদ্বান হইতে কুলি পর্য্যন্ত সকল প্রকার লোক চাই। ইংরাজেরা রাংকেই টিন বলেন, অর্থাৎ লৌহপাত বা লৌহ চাদর রাঙ্গ দ্বারা কলাই করিলে উহা

দেখিতে, রাঙ্গের মত শুভ্র হয় বলিয়া, ইংরাজেরা উহাকে আয়রণ না বলিয়া বোধ হয়, "টিন" এই নামটী আদর করিয়া দিয়াছেন।

টিন আমাদের এখানে দুই প্রকার পাওয়া যায়;—দস্তা-মণ্ডিত পাতলা লৌহ-চাদরের এক প্রকার এবং করগেট টিন এক প্রকার। এই করগেট টিনের প্রস্তুত-প্রণালী সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণেরা উদ্ভাবিত করেন। ইহা অত্যন্ত মোটা লৌহ-চাদর দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাতলা টিন যেমন রজন ও রাং দিয়া খুব সূক্ষ্মের উপর জোড়া দেওয়া যায়; করগেট টিনে সেরূপ দেওয়া যায় না। ইহাতে জোড় দিতে হইলে ছিদ্র করিয়া প্রেক্ মারিয়া জোড় দেওয়া যায়। পরন্তু লৌহ-চাদর যত পাতলা হইবে, তত পালিস ভাল হয়; করগেট মোটা লৌহ-চাদর হইতে হয় বলিয়া উহার পালিস ভাল নয়।

টিন-কারখানাওয়ালারা পাতলা লৌহ-চাদরগুলিকে একটী বড় বাক্সের মাপে কাটিয়া লয়। এই বাক্সই হইল, টিন-কারখানার প্রধান যন্ত্র। বাক্স লৌহ নির্ম্মিত,—সিন্দুক বিশেষ। এই সিন্দুকে রীতিমত রাং রাখিয়া জাল দিতে হয়। রাঙ্গকে অতিরিক্ত উত্তপ্ত করিলে, ইহা সাধারণ বায়ুর অক্সি-জেনের সঙ্গে মিলিয়া উপিয়া বা উড়িয়া অথবা নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যায়; এই জন্য উক্ত সিন্দুকের ঢাকনি বন্ধ করিয়া, উহার উপর এক পোঁচ মাটি দিয়া, জ্বাল দিতে হয়।

টিনের জন্য যে রাং ব্যবহৃত হয়, তাহা বাজারে রাং নহে,—অর্থাৎ রাঙ্গকে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। চুন, কয়লা ইত্যাদির দ্বারা রাঙ্গকে বিশুদ্ধ করা হয়। যাহা হউক, সিন্দুকের মধ্যে রাং গলিয়া শুভ্র ধূমাকার তরল শিশির-বিন্দুর মত হইয়া পড়ে। এই রাং জ্বাল দিবার পূর্ব্বে লৌহ-চাদরগুলি লইয়া আর একটী কার্য্য করা হইয়া থাকে।

লৌহ সাধারণ বায়ুতে থাকিলেই বায়ুস্থ অক্সিজেন লাগিয়া মরিচা ধরিয়া যায়। এই জন্য লৌহ-চাদরগুলিকে কারখানাওয়ালা ছাই কিম্বা বালির দ্বারা বেশ করিয়া মাজিয়া লয়; অর্থাৎ কারখানার কুলিরা উক্ত চাদরের উপর বালি কিম্বা ছাই দিয়া ক্রমাগত ঘসিতে থাকে। ইহাতে লৌহ-চাদর-গুলি রৌপ্যবৎ উজ্জ্বল হয়। পরন্তু এই উজ্জ্বলতা রাখিবার জন্য এবং সহজে রাং ইহাতে লাগান যাইবে, ও পালিস ভাল হইবে বলিয়া, এই পরিষ্কৃত লৌহ-চাদরগুলি অন্ততঃ একদিন সালফিউরিক এসিডে বা গন্ধকদ্রাবকে ভিজাইয়া রাখা হয়। গন্ধকদ্রাবকে একদিন ভিজিলে পরে, তাহাকে তুলিয়া, করাতের গুঁড়া

দিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সেই রাঙ্গ-পূর্ণ উত্তপ্ত সিন্দুকের ঢাক্‌নি খুলিয়া, এই লৌহ-চাদরগুলির এক এক খানা চাদর সাঁড়াশী দিয়া ধরিয়া, তাহাতে এক পোঁচ তৈল মাখাইয়া,—উত্তপ্ত রাঙ্গের বাক্‌সে নিমজ্জিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া, পরে শীতল স্থানে রাখিয়া, পালিস্ করিতে হয়। এই হইল মোটামুটি ভাবে টিন প্রস্তুতের কথা।

ইহার কারখানা করিতে হইলে, প্রথমেই একজন রসায়ন-বিদ্যা-পারদর্শী ব্যক্তির প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত কয়েক জন কুলি ও রাং গালাই করিবার একজন মিস্ত্রী চাই। অন্ততঃ দুই হাজার টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় ইহার কারবার খুলিলে, তৎপরে এই কার্য্যে যত টাকা ইচ্ছা তত টাকা খাটাইতে পারা যায়। টিনের কাট্‌তি কলিকাতায় অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ঘৃত এবং তৈলের কানেস্ত্রা জন্য এবং নানাবিধ বাক্স, নল ও কৌটার জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদেশিক টিন কলিকাতায় আসিয়া, উহা দ্বারা কানেস্ত্রা প্রস্তুত হইয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ঘৃতের মোকাম-গুলিতে রাশি রাশি চালান যায়। অতএব ইহা বিদেশ অপেক্ষা স্বদেশে প্রস্তুত হইলে, কানেস্ত্রার দাম অনেক শস্তা হইয়া যাইবেক।

ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গল্প।

ঠাকুর বলিতেন, "ফোঁস করিও ক্ষতি নাই, কিন্তু কাহাকেও দংশন করিও না।" এইটির প্রসঙ্গে তিনি একটি গল্প বলিতেন, তাহা এই—

কোন পথ দিয়া এক ব্রাহ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, একটি সর্প তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কিরে! কাম্‌ড়াবি নাকি?" সর্প কহিল; "আজ্ঞে না! আমি আপনার শিষ্য হইব।"

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের শিষ্য হইতে হইলে আমিত্ব অভিমান নষ্ট করিতে হয়। লজ্জা, ঘৃণা এবং ভয় পরিত্যাগ করিতে হয়। হিংসা, দ্বেষ করিতে বা কাহাকেও দংশন করিতে পাইবে না। এইরূপ অনেক নিয়ম পালন করিলে, তবে ব্রাহ্মণের শিষ্য হওয়া যায়; নচেৎ নয়।"

ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন "অদ্য আমি বেশী কথা তোমাকে বলিব না। তুমি আমার শিষ্য হইতে পারিবে কি না, পরীক্ষার জন্য, তোমাকে একটি কার্য্য করিতে হইবে; কার্য্যটি সহজ, চেষ্টা থাকিলে অবশ্য পারিবে।"

সর্প কহিল "কার্য্যটী কি বলুন, আমি তাহা অবশ্য করিব।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন "দংশন করা অভ্যাসটি তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

সর্প কহিল "যে আজ্ঞে। অদ্য আমি চন্দ্র, সূর্য্য এবং আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে আমি দংশন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলাম।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন "যদি পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে, ইহার পরীক্ষা গ্রহণ করিব।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সর্প চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে সর্প আর কাহাকেও দংশন করে না। গ্রাম্য পথের ধারে একটি গর্ত্তে বাস করিতে থাকে। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা তাহার শান্তস্বভাব অবগত হইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করায়, সর্প ঐ আবাস পরিত্যাগ করিয়া এক পর্ব্বতের উপর গিয়া উঠিল।

একদিন পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে, সে তাহার গুরুর দর্শন পাইয়া বলিল, "প্রভো! দেখুন দেখি, আমার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে কি না! আমি বুঝিয়াছি, আপনার শিষ্য হওয়া, আর জীবিতাবস্থায় শব হওয়া, একই জিনিস। দয়াময়! এই দেখুন, দংশন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করায় আমাকে নানা লোকে নানা রূপে নির্য্যাতন করিয়াছে। কিন্তু আমি কাহাকেও কিছুই বলি নাই।"

ব্রাহ্মণ সর্পের অবস্থা দেখিয়া এবং তাহার বাক্য শুনিয়া কহিলেন "এইরূপ তোমাকে আরও অনেক উপদেশের পরীক্ষা দিতে হইবে।" সর্প বলিল "যে উপদেশের পরীক্ষা আমি দিয়াছি, উহা বিধিমতে পালন করিতে গেলে লোকের নির্য্যাতনে প্রাণে মরাই অবশ্যম্ভাবী।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "তা কেন, দংশন করাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তোমার নিকট "ফোঁস" ছিলত? ফোঁস করিতে ত নিষেধ করা হয় নাই।"

বস্তুতঃ ফোঁস করা এবং দংশন করা এক জিনিস নহে। অমুকের সহিত কলহ হওয়ায় তাহাকে তিরস্কার করা হইল, ইহাই "ফোঁস"। পরন্তু ঐরূপ তিরস্কার ভিন্ন রাগ বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিশোধ লওয়াই প্রকৃত দংশন। মহাজন

মহাশয়েরা গোমস্তাদের কর্ম্মে কোন ত্রুটী দেখিলে, তিরস্কার করিতে পারেন, ইহাই ফোঁস! কিন্তু উহার রুটি মারা অথবা উহাকে কোন কঠিন শাস্তি দেওয়া প্রকৃত দংশন,—ইহা করা মহাজনোচিত ধর্ম্ম নহে। ঠাকুর বলিতেন "সৎ জনের রাগ, জলের দাগ।" অর্থাৎ উহা শীঘ্র মন হইতে উপিয়া যায়। কিন্তু সৎ জনের রাগটাই "ফোঁস" করা।

মতান্তরে অন্যান্য মহাজনেরা বলিয়াছেন "আমরা কর্ম্মের জন্য সকলকে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু রাগের জন্য একটী পিপীলিকাকেও নষ্ট করিতে পারি না।" এ সম্বন্ধেও একটী গল্প আছে। এক সাধু এক তস্করের বুকের উপর বসিয়া ছিলেন, তস্কর সাধুর গাত্রে থু থু দিল। এই জন্য সাধু তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সকলে বলিল "ইহা কি করিলেন?" সাধু বলিলেন, "কর্ম্মের জন্য উহাকে ধরিয়া শাস্তি দিতেছিলাম, কিন্তু থু থু দেওয়াতে আমার রাগ হইল, কাজেই ছাড়িয়া দিলাম। কারণ রাগের জন্য উহাকে বিনাশ করা আমার ধর্ম্ম নহে।" বস্তুতঃ কর্ম্মের জন্য "ফোঁস" চাই; নচেৎ কার্য্য করা চলে না। বিশেষতঃ বালকদিগের প্রতি ফোঁস বা তিরস্কার না করিলে, তাহাদের সৎস্বভাব গঠিত হয় কি না সন্দেহ।

৺গঙ্গাধর সেন।

—*:*—

সন ১২৫৩ সালের ফাল্গুন মাসে সহরতলী বরাহনগর পালপাড়া নামক স্থানে গঙ্গাধর সেন মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺মধুসূদন সেন। গঙ্গাধরবাবু যখন গর্ভস্থ, সেই সময়েই তাঁহার পিতা মধুসূদন স্বর্গারোহণ করেন। অতএব তাঁহার মাতার নিদারুণ শোকের সময়েই গঙ্গাধর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। গঙ্গাধর মধুসূদনের শেষ সন্তান হইলেও, তাঁহার আরও দুইটী পুত্র এবং চারিটী কন্যা হইয়াছিল। তিনি এই সাতটী সন্তান-সন্ততি রাখিয়া, স্বর্গারোহণ করেন। বস্তুতঃ, তাঁহার সেই সন্তান-সন্ততিগণের পোষণে সংসারটীর অবস্থা সুখকর না হইয়া বরং কষ্টের আকর হইয়াছিল। গঙ্গাধরের মাতামহী ধাত্রীদেবীর সাহায্যে এবং মধুসূদনের সামান্য উপায়ে অতি-কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পরন্তু মধুসূদনের

পরলোক-গমনের পর কেবল তাঁহাদের মাতামহীর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত কষ্ট হইলেও একরকমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ইনি জাতিতে তাম্বুলী।

দরিদ্র-গৃহের বালকদিগের উদরচিন্তা যেন কিছু স্বতন্ত্র রকমের। এই জন্যই ইহারা শীঘ্র "কাজের লোক" হইয়া পড়ে। অভাবই দরিদ্রের কর্ম্ম-সাধন-চেষ্টার প্রধান জনক; আর অভাবের মোচন করিতে চেষ্টা থাকে বলিয়াই, দরিদ্র সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। তবে পাত্রাপাত্রভেদে, সাহস, ধৈর্য্য, বুদ্ধি প্রভৃতির তারতম্যে, কেহ কাজে প্রবৃত্ত হইয়া মহাজন হইয়া উঠেন, কেহ বা অভাজন হইয়া সমাজের কণ্টক-স্বরূপে বিরাজ করেন! বালক গঙ্গাধর সর্ব্বপ্রথমে বিষয়-বুদ্ধিমান্-শিরোমণি, বিষয়াসক্ত-আত্মা ৺উত্তমচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের, চিনিপটীর গদীতে শিক্ষানবিশী কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়েন। ক্রমে এই গদীতে দুই টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত কারবারের অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে গঙ্গাধরের কাজকর্ম্মে মতান্তর হওয়ায়, ইনি উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, উক্ত চিনিপটীতেই ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ ধনী মহাজন শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের চিনি এবং ঘৃতের ব্যবসায় প্রবেশ করেন। এইস্থানে গঙ্গাধরের অনেক লীলাখেলা হইয়াছিল। এই দোকানে ইনি অনেক দিন ছিলেন। এই দোকানে অবস্থান-কালে—গঙ্গাধরের বয়স যখন আন্দাজ ২০।২৫ বৎসর, তখন—গঙ্গাধর সেন স্বীয় অবস্থার হীনতা জন্য, তাম্বুলি-সমাজের অবজ্ঞেয় পণ্যবিবাহে ৩০০৲ টাকায় দরিদ্র পূর্ণচন্দ্র রক্ষিতের অপূর্ণ তৃতীয় বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু দীনতায় হীনতা চিরদিন কাহারই থাকে না;—সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শীর্ষস্থানে ইহাঁর মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইয়াছিল। ইনি স্বনামধন্য পুরুষ হইয়া, স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে অতুল-শ্রীসমৃদ্ধির অধিকারী ও উত্তরোত্তর গৌরব-গরিষ্ঠ হইতে লাগিলেন; এমন কি শেষে উক্ত রক্ষিত বাবুদের কারবারের দুই আনা অংশীদার হইয়া, স্বীয় ভাগ্যোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। কার্য্যক্রমে তাঁহাদের সঙ্গেও ইহাঁর মতান্তর ঘটায়, উক্ত ব্যবসায়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, ইনি স্বীয় ভগিনীপতি উমাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে চিনিপটিতে ঘৃত-চিনির দোকান খুলিলেন। কিন্তু হায়! এই দোকান খুলিবার

কয়েক মাস পরেই চিনিপটিতে আগুন লাগিয়া কয়েকখানি দোকান নষ্ট হইয়া যায়, সেই সঙ্গে গঙ্গাধর বাবুর দোকানও অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল।

শ্যামাচরণ রক্ষিত মহাশয়ের দোকান হইতেই গঙ্গাধর বাবু কমিস্যারিয়েটের কার্য্যটী ভাল বুঝিয়াছিলেন। গঙ্গাধর বাবুর এই কার্য্যের শিক্ষাগুরু যে-কে ছিলেন, তাহা অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সেই গুরু যিনিই হউন, এক্ষণে শিষ্য-বিদ্যা গরীয়সী! এই কার্য্যে গুরুর প্রসার-প্রতিপত্তির তাদৃশ পরিচয় না পাওয়া গেলেও, ইহার অবস্থা-ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণে গঙ্গাধর বাবু যে এই কার্য্যে বড়লোক, তাহা স্বতঃই প্রকাশ।

গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কমিস্যারিয়েট বিভাগ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক সংশোধিত হইয়াছে; নচেৎ পূর্ব্বে ইহা একটী জঘন্য বৃত্তির উত্তেজক ব্যবসায় ছিল বলিয়া, অনেকের ধারণা। কেহ কিছু কাল কমিস্যারিয়েটের গোমস্তার কার্য্য করিলে, অনেকে তখন মনে করিতেন যে, এইবার ইহার পাঁজা পুড়িবে—মৃণ্ময় কুটীর সৌধ-অট্টালিকায় পরিণত হইবে। অপরতঃ তাঁহাদিগের কর্ম্মের সাধক সরবরাহকারিগণ ব্যবসায়-ব্যপদেশে করিতেনও বেস। চাতুর্য্যের হাটে স্বার্থের নাটে ব্যাপৃত হইয়া ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করিতে আর তাঁহাদের সাহসে কুলাইত না—তাই "যেন তেন প্রকারেণ ধনং গৃহ্নাতি পণ্ডিতঃ"—মূল মন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমশঃই রাজপুরুষদিগের চক্ষুর উন্মেষ হওয়ায়, এই কার্য্যবিধির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

যাহা হউক, গঙ্গাধর বাবু উমাচরণ কুণ্ডু মহাশয়ের সঙ্গে যে কারবারের সূত্রপাত করেন, তাহাতেও ঐ কমিস্যারিয়েটের সরবরাহকার্য্য প্রবলরূপে চলিতেছে বলিয়া, পর্য্যাপ্ত স্থান আবশ্যক হওয়ায়, ও কর্ম্ম-রহস্যের প্রচারের ফলে, কর্ম্মহানির আশঙ্কায়—নিজ সাম্প্রদায়িক ব্যবসার স্থান চিনিপটি হইতে ময়দাপটিতে পরিবর্ত্তিত করেন। এখন পর্য্যন্ত সেই ময়দাপটিতেই ইঁহাদিগের ব্যবসায়ের অধিষ্ঠান আছে। এইস্থানে কিছুদিন পরে উক্ত কুণ্ডু মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে, গঙ্গাধর বাবু তাঁহাদের সহিত ব্যবসায় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, নিজেই ঐ কার্য্য করিতে থাকেন। এমন কি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ঐ কমিস্যারিয়েটের কার্য্য তিনি চালাইয়া গিয়াছেন। ১৩০৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইঁহার শ্বাসরোগ (Asthma) বা হাঁপানী পীড়া ছিল। রোগ-ভোগ কালের মধ্যে ইনি কবিরাজী ঔষধ অনেক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং ঐ সকল ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া, অসংখ্য দেশী হাঁপানী-রোগী-দিগকে বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিন্ন, অনেকেই হয়ক স্কুলের ছাত্রদিগকেও ইনি অন্ন বস্ত্র দিয়াছেন। তারকেশ্বরের গাত্রেয় ইঁহার শ্বেত প্রস্তরে ইঁহার নাম খোদিত করা হইয়াছে, উহাতেক পর যদি অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীধামে ইনি বাটী ও মন্দির নির্ম্মাণ দের ইয়া, তথায় শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ । দি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কথক-মুখে শ্রবণের অনুষ্ঠানে ইনি অ ভ ধন্যবাদার্হ হন। বহু ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়া জীবন-পুণ্যব্রত সার্থক করিয়াছিলেন। দেব দ্বিজে ইঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল; মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও একদিনের জন্য ইনি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে ভুলেন নাই।

এক শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস যে, দেবদেবীর নিকট অর্থ আছে, অতএব তাঁহাদের পূজা প্রভৃতি দ্বারা তোষামোদ করিতে পারিলে, দেবতারা অর্থ দিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, দেবতা-গণ অর্থদান করেন, কিন্তু তাহা পরমার্থ। তবে তাঁহারা বাঞ্ছা-কল্পতরু! লোকে বলে গঙ্গাধর বাবু এ পক্ষে একজন বিচক্ষণ মহাপুরুষ ছিলেন। কমিস্যারিয়েটের টেণ্ডারের পূর্ব্বেই ইনি না কি বলিতেন "মা কালী! এইটা পাস করাইয়া দাও মা! তোমায় সোণার বালা দিব মা!" এইরূপ মানস পূর্ণ হইলেই, যথার্থই ইনি কালীঘাটের কালী এবং নিমতলার আনন্দময়ীকে অনেক টাকার উৎকোচ প্রদানে নিজের বিশ্বাস অটল রাখিয়াছিলেন। আর একটী হিন্দু-দেবতার নাম গদাধর; ইনি নকুল পীঠস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুণ্যময় দেব-পূজায় সুপীঠ স্থান সৎক্ষেত্র বলিয়া মনে স্থির বিশ্বাস রাখিতে না পারায়, গঙ্গাধর বাবু এই গদাধরজীকে স্বকুলের অধিষ্ঠানে আনিয়া, নিজের গদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাধরের সৎ কীর্ত্তিতে তাঁহার মহত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলেও, বিশেষ পর্য্য-বেক্ষণে চন্দ্র-মধ্যস্থ মৃগাঙ্কের অভাব ছিল না। আর তাহা না থাকাও অস্বাভাবিক।

যাহা হউক, কমিস্যারিয়েট বিভাগে ইঁহার প্রশংসা অদ্যাপিও যথেষ্ট আছে। এক বৎসর ইনি উক্ত বিভাগে চাউল দিবেন বলিয়া, কণ্ট্রাক্ট

লয়েন। তৎপরে সেই বৎসর ভারতে প্রবল দুর্ভিক্ষ হওয়াতে চাউল দুর্ম্মূল্য হইয়া যায়। ইহাতে ইহার অনেক টাকা ক্ষতি হয়; কিন্তু তাহাতে গঙ্গাধর মহাজনে[illegible] অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এইজন্য তাৎকালিক বেঙ্গল, গভ[illegible]র্ণমেণ্ট এই ক্ষতির কথা শুনিয়া, ধন্যবাদের সহিত দেড় হাজার [illegible] টাকা ক্ষতিস্বরূপ দিয়া যথার্থ ইংরাজ-রাজোচিত উচ্চ মনের পরিচয় [illegible]য়াছিলেন। অকাল-কুষ্মাণ্ড অপরাপর ফড়িয়া মহাজনের ন্যায় লেখা পড়া[illegible]র উপর কুভাব প্রকাশ করিতেন না। লেখা পড়া না জানিলেও, ইঁ[illegible] পড়া ভালবাসিতেন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহার পুত্রগণ উন্নতমনা হইয়া, দেশের হিতকর কার্য্যে যেন জীবন উৎসর্গ করিয়া, দীন দুঃখীর পোষণ এবং সাহিত্যের সেবায় দেশের জ্ঞানবর্দ্ধন করিতে ব্রতী থাকেন। ৺গঙ্গাধর বাবুর পুত্রগণও অদ্যাপি পিতৃ-অনুসৃত সেই কমিস্যারিয়েটের কার্য্যে পিতৃ-পরিচালিত পূর্ব্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিচালন করিতেছেন দেখিয়া, আমরা সবিশেষ সুখী।

সিসাল।

ইহা ঘৃতকুমারী জাতীয় উদ্ভিজ্জ। সিসাল গাছ ২।৩ প্রকারের দেখা গিয়াছে। বহুদিন হইতে উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডা প্রদেশে "আগেভ" (ইহা এক প্রকার সিসাল গাছ) সিসালের চাষ হইতেছে।

এই গাছের পাতা হইতে পাটের বা শোণের ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। পরন্তু উক্ত শোণের নাম "সিসাল।" এখন লণ্ডনে উত্তম সিসালের দর প্রতি টনে ৩০ পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৬ টাকায় এক মণ।

ইংলণ্ডের বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব বাহামায় নামক স্থানে, ইহার চাষ করিয়াছেন। কারণ মেক্সিকো অপেক্ষা বাহামায় সিসাল উৎকৃষ্ট হয়। পরন্তু ভারত-গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের চেষ্টায় ইহার চাষ ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছে, পুনাতেই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইতেছে। ইহার জন্য উচ্চ ভূমির প্রয়োজন। সাহারণপুরেও বৃদ্ধি মন্দ হয় নাই। পরন্তু এইবার এ চাষ গোয়ালিয়র, আসাম ও রাঁচিতে করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ২।৩ বৎ-

সরেই পাতা কাটিতে পারা যায়। পুনায় ৬০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা আঁস পাওয়া গিয়াছে। সিসালের কাঁচা পাতার ওজন যত মণ হয়, তাহার ২০ ভাগের এক ভাগ শোণ পাওয়া যায়। আমদানী বেশী হইলেও মাঝারি জিনিস সিসালের মণ ৮৲ টাকার কম কিছুতেই হয় না। বীরভূম, বাঁকুড়া, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার আবাদের চেষ্টা করা উচিত। বাগানের ধারে উচ্চ আইলের উপর যদি লাগিয়া যায়, সাহরণপুর বা পুনা হইতে এখানে আনাইয়া ভাগ্যবান্‌দের ইহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। ৫ ফুট অন্তর পুতিয়া পুনায় সুবিধা হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে আরও অধিক নিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা ১৮৯৯ সালের ৫ নং বুলেটিন দেখিতে পা ' বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট বুকডিপোয় এই পুস্তক পাওয়া যায়।—মূল্য ॥০

বাণিজ্য।

প্রধানতঃ দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-শিল্পেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে; তৎপরে দেশে শিল্পজাত দ্রব্য বাড়িলেই বাণিজ্যও সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃ বাড়িয়া থাকে। ফুল বাড়িলেই পুজা বাড়ে,—মাল বাড়িলেই উহার কাটাইবার উপায় বাড়ে,—কাজেই বাণিজ্য যেন স্বতঃই আসিয়া পড়ে।

একশত বৎসর পুর্ব্বে অর্থাৎ ১৮০০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ৬৪ কোটি লোক ছিল। তখন পৃথিবীতে স্বর্ণ ছিল—১৮ কোটি টাকার। তৎপরে ১৮৫০ সালে জগতের লোকসংখ্যা হইল—১,০৭,৫০,০০,০০০ জন; এবং স্বর্ণও পৃথিবীতে বাড়িল প্রায় আড়াই গুণ অর্থাৎ ৪৫ কোটি টাকার। বাণিজ্যের অবস্থাও—১৮০০ সালে সমুদয় পৃথিবীতে ৪,৪৩,৭০,০০,০০০৲ টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৫০ সালে যেমন লোক বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যও বাড়িয়া উঠিল. অর্থাৎ ১২,১৪,৭০,০০,০০০৲ টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। তৎপরে ১৮৯৮ সালে (এখন ১৯০১ সাল চলিতেছে) জগতের লোক সংখ্যা হইল ১,৫০,০০,০০,০০০ জন। এই

সঙ্গে স্বর্ণও পূর্ব্বাপেক্ষা ৫ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। পরন্তু উক্ত সালে পৃথিবীতে বাণিজ্যও ৫৯,৭৪,৫০,০০,০০০৲ টাকার হইয়াছিল। তবেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধনের সঙ্গে জনের সম্বন্ধ প্রধানতঃ, এবং প্রথমতঃ বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা-সূত্রেই গ্রথিত।

দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যের সঙ্গে পরিশ্রমের সম্বন্ধ। কায়িক পরিশ্রম—গমনাগমন, ইহার প্রধান সহায়। এই গমনাগমন দূর-দূরান্তরে যাইতে হইলে, মানুষের পা'য়ের দ্বারা কত টুকু সংকুলান হয়? মানুষ একটা মোট ৫ ক্রোশ পদব্রজে লইয়া যাইতে হইলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অতএব কেবল পা'য়ের উপর নির্ভর করিলে, ব্যবসায় [illegible]তঃ বাণিজ্য কার্য্য চলে না; কাজেই উহার অভাব মোচন করিতে [illegible]। প্রথমতঃ মানুষ পশুবলের সাহায্য লইয়াছিল। পরন্তু তখন জ[illegible] লোকসংখ্যা এখনকার মত ছিল না; কাজেই মানুষের বল· [illegible]শল, পশুবলের অর্থাৎ—গো, মহিষ, হস্তী, উষ্ট্র ইত্যাদির—সাহায্য লইয়া চলিতেছিল, এখনও চলিতেছে;—যেমন গরুরগাড়ি, ঘোড়ারগাড়ি, অথবা নৌকা, পাল্কী ইত্যাদি। কিন্তু জগতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সকল "বলে" আর ততদূর সংকুলান, বা সুশৃঙ্খলারূপে হইতে লাগিল না, কাজেই মানুষকে নূতন পথে দাঁড়াইতে হইল। নৌকার পরিবর্ত্তে জাহাজ এবং গরুর গাড়ির পরিবর্ত্তে রেলের গাড়ি বাহির করিতে হইল। বিশেষতঃ সমুদ্র-পথে নৌকা দ্বারা আদৌ বাণিজ্য হইতে পারে না। পরন্তু জাহাজ এবং রেলের গাড়িতে পূর্ব্বের নৌকা এবং গরুর গাড়ি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে মাল বেশী বোঝাই হইতে লাগিল এবং ভাড়া ইত্যাদি খরচাও অনেক কমিয়া গেল! ফলে এক দেশ হইতে অপর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবার প্রধান যন্ত্র জাহাজ; এবং এই জাহাজের পর, কলের জাহাজ, তৎপরে স্থলপথের দূর-দূরান্তরে বাণিজ্যের জন্য প্রধান অবলম্বন হইতেছে—রেলের গাড়ি।

১৮০০ সালে কলের জাহাজ ছিল না। তখন পাইলের জাহাজ ছিল। ১৮২০ সালে সমগ্র জগতে কলের জাহাজে ২, ৪০, ২[illegible], ০০০ মণ মাল বোঝাই হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালে কলের জাহাজে ৩৬, ৫২, ৬০, ০০০ মণ মাল বোঝাই হইয়াছিল। পরন্তু পালতোলা জাহাজে (যখন কলের জাহাজ ছিল না) সেই ১৮০০ সালে, বাণিজ্যের জন্য ১১, ২৭, ২৮,০০০ মণ মাল বোঝাই হইয়াছিল। এখনও পালতোলা জাহাজ আছে; কিন্তু উহার গমনা-

গমন ততদূর সুবিধাজনক নহে অর্থাৎ এক বৎসরে একখানা কলের জাহাজ যথায় চারিবার যাইবে, পালতোলা জাহাজ তথায় বৎসরে একবার যাইবে মাত্র। এই জন্যই প্রতিবৎসর ইহার মাল-বোঝাইয়ের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু ১৮০০ সালে যখন এই জাহাজ ছিল, তাহাপেক্ষা অদ্যাপিও ইহাতে মাল বোঝাই বেশী হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ ১৮৫০ সালে পালতোলা জাহাজে ৩২, ১১, ৬০, ০০০ মণ মাল উঠিয়াছিল, যদিও এক্ষণে কমিয়া গিয়া ১৮৯৮ সালে ৩০,৯২, ৬০, ০০ মণ মাল বোঝাই হইয়াছিল বটে, তবু ১৮০০ সালে এই শ্রেণীর জাহাজে ১১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার মণ ছিল, ইহার কারণ কি? অর্থাৎ তখন কলের জাহাজ ছিল না, অথচ এখন কলের জাহাজ সত্ত্বেও ৩২ কোটি ১১ লক্ষ ৬০ হাজার মণ মাল উঠিল কেন? তাই বলিতেছিলাম, জগতের লোক বৃদ্ধি এবং ঐ সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে নিশ্চয়ই।

তাহার পর রেলের গাড়ি। সর্ব্ব প্রথম ১৮২৫ সালে ইংলণ্ডে এবং ১৮৩০ সালে আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সে রেলের গাড়িতে মাল বোঝাই হয়। সমগ্র পৃথিবীতে ১৮৩০ সালে দুইশত মাইল মাত্র রেল-পথ ছিল। পরন্তু ঐ দুইশত মাইল রেলপথে উক্ত বৎসরে ৫,৯৪,৩০,০০,০০০৲ টাকার বাণিজ্য হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এই দশ বৎসরে ২৩,৯৬০ মাইল রেলপথ হইল। বাণিজ্য-ব্যাপারেও এই দশ বৎসরে রেলগাড়িতে ১২,১৪,৭০,০০,০০০৲ টাকা হইয়া উঠিল। অর্থাৎ পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় এই দশ বৎসরে শতকরা ৪৫৲ টাকা বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর ১৮৬০ সালে ৬৭,৩৫০ মাইল রেল সমগ্র পৃথিবীতে হইল। বাণিজ্যও শতকরা ৭০৲ টাকার হিসাবে বাড়িয়া উঠিল। বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চপলাদেবীকেও অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। মানুষের গমনাগমনের পথে জাহাজ বা রেলের গমনাগমন দ্রুত হইলেও, কথাবার্ত্তার জন্য "মানুষকে" প্রয়োজন হয়; একজন লোক বাণিজ্যের জন্য কতদূর যাইবে? কাজেই কর্ম্মের অসুবিধা হইতে লাগিল। তাই টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হইল।

১৮০০ সালে আদৌ টেলিগ্রাফ জগতে ছিল না। ১৮৫০ সালে ৫ হাজার মাইল তার জগতে জড়ান হইল। পরন্তু ইহার মধ্যে ২৫ মাইল তার সমুদ্রের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইল। ১৮৯৮ সালে ১,৬৮, ০০০ মাইল

তার সমুদ্রের ভিতর দেওয়া হইয়াছে, এবং পৃথিবীর বাহিরে ৯,৩৩,০০০ মাইল তার টাঙ্গান হইয়াছে।

যাহা হউক, এ প্রবন্ধে এই বুঝা গেল যে, লোকসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বাণিজ্যের এবং বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। অনেকে বলিবেন, "আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কেন?" এজন্য একটু ভাবিবার বিষয় এই যে, অনেক দার্শনিক পণ্ডিত মহাশয়েরা বলিয়াছেন, এবং বলিয়া থাকেন যে, "বহু সন্তান উৎপাদন, দরিদ্রতার কারণ।" এই জন্য তাঁহাদের মতে সন্তান-উৎপাদন ব্যাপারটা নিজের সিন্দুকের টাকার পরিমাণ অনুসারে হওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ যেমন টাকা থাকিবে—যে কয়েকটি সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিতে পারিবে,—সেই পরিমাণে সন্তান উৎপাদন করিবে। জগতে এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন, সন্তান উৎপাদন ক্রিয়াটী যেন মানুষের হস্তে! বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রতিবাদও করিয়াছেন। ফলে যাহাই হউক, আমরা অনেক সংসারে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, এক দরিদ্র পিতার কতকগুলি সন্তান হইলে প্রথমটা অতি কষ্টে উহাদিগকে প্রতিপালন করা হয়। তৎপরে সেই সংসার উন্নতির পথ পায়। দরিদ্রের দশটা সন্তান হইলে উহার একটা কাজের লোক হইলেই সে সংসারের কষ্ট-বিমোচন হইয়া যায়। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থের সন্তান-সংখ্যা বেশী হইলে যেমন তাহার উন্নতির কারণ হয়, সেইরূপ জগতের লোকসংখ্যা বেশী হইলেই বাণিজ্যের সংখ্যা বেশী হয়, তাহা স্পষ্ট এই প্রবন্ধে জানা যাইতেছে। আবার যিনি যে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যে যদি, "আমি একাই সব করিব, বাহিরের লোক রাখিয়া এক পয়সাও দিব না" এই সংকল্প করা হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যবসায়-প্রসার তাহারই মত হইয়া থাকে; অর্থাৎ উন্নতির পথ পাইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু যিনি দশ জন বা তদূর্দ্ধ লোকসংখ্যা লইয়া কর্ম্মের বা ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন, তাঁহার কারবার শীঘ্রই উন্নতির পথ পায়। দেশের বড়লোকদিগের অপেক্ষা সাধারণ লোকসংখ্যা বেশী, ইহা সর্ব্বদা দেখা গিয়া থাকে। দশজনকে প্রতিপালন করাই বড়লোক হইবার সহজ উপায়। এ দেশের সাধু-সন্ন্যাসীরাও ভিক্ষা করিয়া দশজন শিষ্য প্রতিপালন করেন, কাজেই তাঁহারাও বড় লোক। লোক, টাকা এবং বাণিজ্য এই তিনটাই এক দ্রব্য। স্বদেশের বাণিজ্য দেখিতে হইলে

অগ্রে লোক দেখা কর্ত্তব্য। এই জন্যই রাজারা লোক বাঁচাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন। যে দেশেই যাও, সে দেশের লোকসংখ্যা দেখিলেই, উহাদের সিন্দুকের টাকার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। এই জন্যই আমরা বিগত মাসে আমাদের শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আদম-সুমারীর কথা বলিয়াছিলাম। কারণ, বাণিজ্যের বিষয় বুঝিবার পূর্ব্বে দেশের লোকসংখ্যা দেখিতে হয়।

পণ্যদ্রব্য।

লৌহ।

১৮০০ সালে সমগ্র জগতে ১,২৮,৮০,০০০ মণ লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে সমুদয় পৃথিবীতে ১,৭৯,৩৭,৫০০ মণ লৌহ প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎপরে, ১৮৯৮ সালে জগতে ৯৬,০২,০৯,০০,০০০ মণ লৌহ জন্মাইয়াছিল। এই ত গেল জগতের হিসাব। তাহার পর, আমাদের ভারতে বিদেশ হইতে যে সমুদয় দ্রব্য আইসে,—বিশেষতঃ ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত এই দশ বৎসর ভারতে যত দ্রব্য আসিয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লৌহ-ই বেশী। ১৮৮৭—৮৮ সালে ভারতে ৪৬ লক্ষ হন্দর বিদেশী লৌহের আমদানী হইয়াছিল। ১৮৯৯—১৯০০ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ হন্দর বিদেশী লৌহের আমদানী হইয়াছিল। উপস্থিত ইহার আমদানী ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে,—তাহার কারণ, ভারতে রাণীগঞ্জ, বরাকর প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখানার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ফলে, ভারতে রেলের সাজ-সরঞ্জামের জন্যই বিদেশ হইতে লৌহ অতিরিক্ত আমদানী হইয়াছিল। অদ্যাপিও ভারতে লৌহ-কারখানা সত্ত্বেও রেলের সাজ-সরঞ্জামের জন্য ১৯০০ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫ শত টাকার লৌহ আসিয়াছে। অধিকন্তু ভারতে বিদেশ

হইতে কল কব্জা এবং ইঞ্জিন প্রভৃতি যাহা আইসে, তাহাও লৌহ-আমদানী-পর্য্যায়ে ধরা হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই এখন বিদেশ হইতে ভারতে অনেক লৌহের আমদানী হইবে, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার পর,—

পাথুরে কয়লা।

১৮০০ সালে সমগ্র জগতে ৩২,৪৮,০০,০০০ মণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে পৃথিবীতে কয়লা জন্মিয়াছিল, ২,২৭,০০,০০০ মণ মাত্র। ১৮৯৮ সালে জগতে ১৭,০৮,০০,০০,০০০ মণ কয়লা হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতে কয়লার খনি অনেক আবিষ্কার হওয়াতে ভারতে কয়লা আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াছে। উপস্থিত ভারতে ১৪৫ টা খনিতে পাথুরিয়া কয়লার কার্য্য চলিতেছে। পরন্তু কয়লাও ক্রমে অধিক উঠিতেছে। বিগত ১৮৯১ সালে ভারতবর্ষে ২৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৭৭ টন কয়লা উঠিয়াছিল। তৎপরে ১৮৯৭ সালে ৪০ লক্ষ ৬৩ হাজার ১২৭ টন কয়লা উঠিয়াছে। বিগত বৎসরে ৬০ লক্ষ টন কয়লা ভারতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর,—

তুলাজাত দ্রব্য।

এই জাতীয় দ্রব্যের আমদানী এবং রপ্তানী ভারতে প্রায় সমান ভাবে থাকে। কারণ, ভারত হইতে কার্পাস রপ্তানি হয় এবং বিদেশ হইতে সুতা বা বস্ত্র ইত্যাদি রূপে ইহা পুনরায় ভারতে আইসে। যাহা হউক, ১৮০০ সালে জগতে ৬৫ লক্ষ মণ তুলাজাত দ্রব্য ছিল। ১৮৫০ সালে উহার পরিমাণ ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ মণ হইয়াছিল। তাহার পর, ১৮৯৮ সালে তুলাজাত দ্রব্য সমগ্র জগতে ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫০ হাজার মণ হইয়াছিল। অধিকন্তু ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর কার্পাস-শিল্পের অবস্থা বড়ই মন্দা গিয়াছিল। এক্ষণে অনেকটা সুফল হইয়াছে। বিগত ১৯০০ সালে ভারতে ২১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৩০ গাঁইট তুলা জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে বিদেশে রপ্তানি হয়—১৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৮৪ গাঁইট। তৎপরে,—

পাট।

১৮৬১—৬৫ সালে গড়ে প্রতিবৎসর সাড়ে সতর লক্ষ হন্দর পাট ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ সালে প্রতি

বৎসর ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার হন্দর পাট রপ্তানী হইয়াছিল। প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই পাটের "পাট" বেশী হইয়া থাকে। তাহার পর,—

চা।

পূর্ব্বে ভারতে চা ছিল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এখন যেমন কুইনাইনের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ চা'র চাষ প্রথমে ভারত গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। পরন্তু তখন দেশের লোকদিগকে বিনামূল্যে চা'র বীজ, চারা প্রভৃতি বিতরণের ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহার পর ভারতের উৎপন্ন চা;—১৮৬১ সালে সাড়ে বারো লক্ষ পাউণ্ড কেবল মাত্র ইংলণ্ডেই রপ্তানী হইল। তৎপরে ১৮৯৯—১৯০০ সালে সাড়ে সতর কোটি পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল কলিকাতা হইতে গিয়াছে,—৯৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৮৮ পাউণ্ড। পরন্তু চা'র কাট্তি ভারতেও কিছু কিছু হইয়াছে, কারণ ভারত-সন্তান অনেকেই চা' ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, এবং শিখিতেছেন। তৎপরে,—

আফিম।

১৮৫৯—৬০ সালে ৫৯ হাজার বাক্স আফিম—মূল্য ৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা—ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পরন্তু ১৮৭৯—৮০ সালে ভারত হইতে ১ লক্ষ ৫ হাজার বাক্স আফিম, বিদেশে রপ্তানী দিয়া, মূল্য ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। এইবার,—

স্বর্ণ।

বিগত ৫ই এপ্রেল (১৯০১ সাল) ইউনাইটেডষ্টেট হইতে ৩৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার স্বর্ণ ভারতে আসিয়াছে। পরন্তু পোর্ট সৈয়াদ হইতে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার স্বর্ণ ভারতে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ই এপ্রেল ২২ লক্ষ ৫ শত টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছে। এ দেশে সুবর্ণ-মুদ্রার প্রচলিত হওয়াতেই ভারতে স্বর্ণের আমদানী এবং রপ্তানী দুই বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সংবাদ।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও তৎপুত্র দিলীপ সিংহের ধনরত্নাদি অর্থাৎ বহুমূল্য রত্ন-খচিত অলঙ্কারাদি যাহা ছিল, তাহা বিলাতে চারি কোটি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

উপস্থিত ভারতবর্ষে পোষ্টাপিসের সংখ্যা ১২,৩৯৭টী এবং ডাক-বাক্সের সংখ্যা ২৪,০০৬টী।

ড্রেস্‌ডেনের একজন ঘড়ী-ওয়ালা কেবল মাত্র কাগজের দ্বারা "ওয়াচ" বা পকেট ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন।

পরীক্ষা করিয়া নাকি জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৬৭ জন লোকের মৃত্যু হয় এবং ৭০ জনের জন্ম হইয়া থাকে। এ হিসাবে বৎসরে পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ করিয়া বাড়িতেছে।

এভি. নামক একজন আমেরিকা-বাসী "ভিটা-স্কোপ" নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অতিবৃহৎ বস্তুকে খুব ক্ষুদ্র দেখা যায়।

আমেরিকা-বাসী এডিসন সাহেবের ফনোগ্রাফ বা স্বরযন্ত্র আজকাল কলিকাতায় প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এই যন্ত্র যখন ১৮৯০ সালে উক্ত সাহেব প্রথম আবিষ্কার করেন, তখন উহা অন্য প্রকার ছিল, অর্থাৎ ছেলে-ভুলান ভাবে উহা পুতুলের ভিতর দিয়া পুতুলকে কথা কওয়ান হইত। পরন্তু এই আশ্চর্য্য পুতুল তখন অনেক বিক্রীত হইয়াছিল; এমন কি, উহা বিক্রয়ের জন্য একটি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল। পুতুলের ভিতর এই যন্ত্র পুরিয়া এক দফা লাভ করিয়া লইয়া, শেষে উহাকে পুতুল হইতে বাহির করিয়া "ফনোগ্রাফ" নাম দিয়া জগৎময় দেখান এবং বিক্রয় করিবার পন্থা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে এডিসনের পার্থক্য এক চুল মাত্র বলিয়া বোধ হয়। এডিসন অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহার আবিষ্কার সবই অদ্ভুত!

আমেরিকাবাসী ডাক্তার হো সাহেবের আবিষ্কৃত মুদ্রাযন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, উক্ত যন্ত্রে কাগজ ছাপা হয়, কাটা হয় এবং ভাঁজা হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। এত কাজ করিয়াও কিন্তু উক্ত প্রেসে ঘণ্টায় ২৫ হাজার কাগজ ছাপা হয়।

১ম বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। [৪র্থ সংখ্যা।

THE

MERCHANT'S FRIEND.

মহাজন বন্ধু।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"

শ্রীরাজনারায়ণ লাহা দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

দরিদ্রভাণ্ডার ঔষধালয়।

ম্যানেজার—শ্রীঅখিলচন্দ্র শীল।

১৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

যাবতীয় মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ। যাঁহারা কোন ঔষধে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই ঔষধ সেবন করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন। মূল্য ২৲ দুই টাকা ডাক মাশুল ।০ চারি আনা।

অম্লনাশক চূর্ণ।

এই ঔষধে অম্ল, অম্লশূল, অম্ল উদ্গার, অজীর্ণ প্রভৃতি সকল প্রকার অম্ল রোগ আরোগ্য হয়। অম্ল রোগের এরূপ মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ।০।

শীতল পেইন কিলার।

সকল প্রকার বাত ও বেদনা নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। মূল্য ১ শিশি ১৲ ডাঃ মাঃ ।০।

উপদংশ বা গর্মির ঘায়ের মহৌষধ।—এই ঔষধ সাত দিন লাগাইলে সকল প্রকার নূতন এবং বহুদিনের পুরাতন কঠিন গর্মির ঘা নিশ্চয় নির্দোষরূপে আরোগ্য হয়। এই ঔষধে পারা নাই। মূল্য ১৲ ডাঃ মাঃ ।০ চারি আনা।

চম্পক কুসুম তৈল।

A. C. S.

CHAMPAK KUSUM

OIL
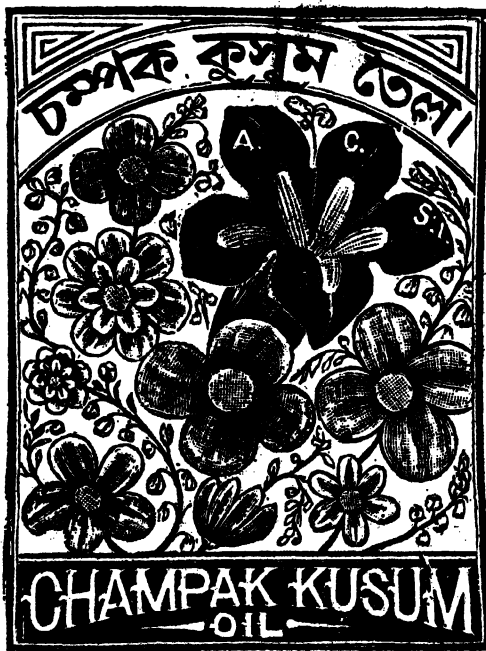
বিশুদ্ধ জলপাই তৈল হইতে প্রস্তুত।

৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেহে সুগন্ধ থাকিবে। এই তৈল বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ নাশক। মূল্য ১শিশি ১৲ টাকা, ডাক মাঃ ।০ আনা, ৩ শিশি ২৸৵০, ডাঃ মাঃ ৸০।

দদ্রুনাশক বা সকল প্রকার দাদের মহৌষধ।—৩ দিন লাগাইলে একেবারে নির্দোষরূপে আরোগ্য হইবে এবং সে স্থানে আর কোনকালে দাদ হইবে না। মূল্য ১শিশি ।০ আনা, ডাঃমাঃ ।০ আনা, ৩শিশি ১৵০ আনা, ডাঃমাঃ ।০ আঃ
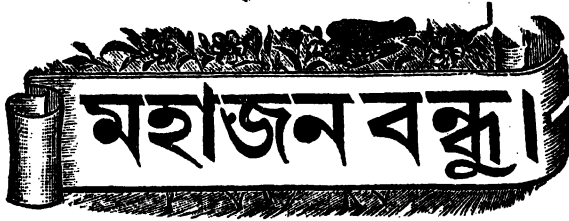
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। [৪র্থ সংখ্যা।

রঙ্গপুরের চিনির কল।

কলিকাতা-কাশীপুর টর্ণার মরিসনের চিনির কল এবং চৌগাছা, তার-পুর, কোটচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে সাহেবদিগের এবং রায় ধনপৎসিংহের যে চিনির কল ছিল বা আছে, তাহা আমাদিগেরও বিদিত। ঐ সকল কলে খেজুরের গুড় অথবা আখের গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদিও কাশীপুরের কল আধুনিক-বিজ্ঞান-সম্মত প্রকরণের উপযোগী বা উন্নত-বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পন্ন। সুতরাং উৎকৃষ্ট; কিন্তু ঐসমস্ত কল পাশ্চাত্য উন্নত প্রথায় সংরচিত কলের অনুরূপ নহে; তাহাতে যেমন কার্য্য হয়, এসকলে সেরূপ কার্য্য হয় না। এখানকার কলে কেবল গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য লাভ অতি কমই হইয়া থাকে। কোটচাঁদপুর প্রভৃতি স্থানের কলগুলি পুরাতন ধরণের অর্থাৎ আধুনিক-বিজ্ঞান-সম্মত নহে; সুতরাং প্রতিযোগিতার কার্য্যে অটল থাকিবে কেমন করিয়া? এই সকল কারণে দেশ হইতে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুতের ত কথাই নাই। সাহেবদিগের দ্বারা পরিচালিত কলে চিনি প্রস্তুত হওয়াও একপ্রকার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং ফ্রান্স, জর্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া, মরিশস

ভিন্ন দেশ হইতে বহু চিনি এক্ষণে এদেশে আসিতেছে, এবং বহুধন দেশ হইতে বিদেশে—দেশ দেশান্তরে বাহির হইয়া যাই-[illegible]। ঐ সকল দেশ হইতে জাহাজ ভাঁড়া ইত্যাদি দিয়া, এতদূর পথে আনিয়াও, অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। অথচ এ দেশের [illegible]ত চিনি প্রতিযোগিতায় তাহাদিগের সঙ্গে দাঁড়াইতে না পারায়, উত্তরো-[illegible] হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ঐ সকল বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পন্ন কলের দেশের দৃষ্টান্তে এবং তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত আধুনিক বৈজ্ঞা-নিক উপায়ে, এ দেশে সুলভ মূল্যে চিনি প্রস্তত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার লাভের আশা করা যাইতে পারে না। এই সকল বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া, আমরা রঙ্গপুরে যে চিনির কল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ ও চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে আখের অথবা খেজুরের গুড় হইতে চিনি প্রস্তত হইবে না; কেবল মাত্র আখ হইতে এক প্রক্রিয়াতে এবং একবারে চিনি প্রস্তত হইবে। এজন্য বহুপরিমাণ জমিতে আখের আবাদ করা আবশ্যক এবং উপযুক্ত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আখ উৎপন্ন করার প্রয়োজন। ইহাতে গুড়ের মূল্যে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তত করিতে পারা যাইবে। আমরা এখনও কোন কল ইত্যাদি আনাই নাই, যৌথকরিবারের আবশ্যক অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় আছি। অর্থ সংগৃহীত হইলেই, উপযুক্ত কল আনা-ইয়া কার্য্য আরম্ভ করিব। আমরা যে প্রকার কল আনিব স্থির করি-য়াছি, তাহাতে সকল শ্রেণীর চিনিই প্রস্তত হইবে। একটী কল হইতে বহু শ্রেণীর চিনিই প্রস্তত হইয়া থাকে। গ্রোসারি, হোয়াইট কৃষ্টাল সুগার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর দানাদার চিনিও হয়, এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর মোলাসেস্ সুগার বা পিটি অর্থাৎ পেষা চিনিও হয়। আমাদের কলেও সকল শ্রেণীর চিনি জন্মিবে। কোন কল হইতে কেবল মাত্র এক শ্রেণীর চিনি প্রস্তত করা সুবিধাজনক নহে; করিলে অনেক লোকসান হয়। বৈদেশীক কোন কলেই একবিধি চিনি প্রস্তত হয় না। প্রথম ইক্ষুরস হইতে প্রথম নম্বরের বড় কিম্বা ছোট, যে প্রকার ইচ্ছা, দানাদার অর্থাৎ কৃষ্টাল চিনি হয়। তৎপরে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর মোলাসেস চিনি হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল চিনির কলে রম প্রস্ততের যন্ত্রাদি থাকে, (ভিন্ন দেশে প্রায় সমস্ত কলেই রম প্রস্তত হইয়া থাকে)—তথায় প্রথম ও দ্বিতীয় মোলাসেস চিনি করিয়া, তৎপরে মোলা-

সেস দ্বারা রম প্রস্তুত হয়। অথবা এককালীন মোলাসেস্ চিনি প্রস্তুত না করিয়া, কেবল এক দানাদার চিনি প্রস্তুত করিয়া, সমস্ত মোলাসেস দ্বারা রম প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা যে কল স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছি, তাহাতে রম প্রস্তুতির কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না। সুতরাং আমরা প্রথম দানাদার অর্থাৎ ক্রুষ্টাল চিনি করিয়া, তৎপর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মোলাসেস. চিনি অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেণীর চিনি প্রস্তুত করিয়া, তৎপর যাহা অবশিষ্ট মোলাসেস থাকিবে, তাহা মদ-ওয়ালাদিগকে বিক্রয় করিব। আমরা যে আয়তনের কল প্রতিষ্ঠা করিব মনঃস্থ করিয়াছি, এবং তাহাতে বার্ষিক যে পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইবে, তাহা বিক্রয় করিতে আমাদিগকে অধিক উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না; তাহার সমস্তই এই উত্তর-বঙ্গেই কাটতি হইবার সম্ভাবনা; আমরা চিনি অস্থ্যঙ্গার বা (Animal bone chercol.) সহযোগে পরিষ্কার করিব না। আমরা মেধ্য উপায়ে চিনি পরিষ্কার করিব। সুতরাং হিন্দুপ্রধান এই দেশে আমাদের চিনির যে বিশেষ আদর ও কাটতি হইবে, তাহা নিঃসংশয়। যদি সমস্ত চিনি উত্তর-বঙ্গে সহসা কাটতি না হয়, তাহা হইলে, বিক্রয়ার্থক কলিকাতায় পাঠাইব। সংক্ষেপতঃ আমাদের চিনি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলেই আমাদের বিশ্বাস, আমাদের কারখানা হইতেই চিনি কাটতি হইয়া যাইবার সম্ভব। সমস্ত চিনি যদি কারখানা হইতে কাটতি হইয়া না যায়, তাহা হইলে, উদ্বৃত্ত চিনির কাটতির জন্য, সার্ব্বদেশিক বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণের —বিশিষ্টরূপ পসার বৃদ্ধির চেষ্টা চরিত করিব। এ সমস্তই কিন্তু ভবিষৎ-কল্পনা-মাত্র। আপাততঃ এই প্রস্তাবিত কলস্থাপনের জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছি মাত্র। এতৎসহ আমাদিগের প্রস্তাবিত কলের একখানা অনুষ্ঠান-পত্র এবং ক্রোড়পত্র পাঠাইলাম। মহাশয়গণ! ইহা অবহিত চিত্তে পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।*

আমাদিগের নিত্য আবশ্যক চিনি যাহাতে এদেশে, দেশীয় লোক-দ্বারা মেধ্যভাবে প্রস্তুত হয়, এবং দেশের অর্থ যত বিদেশে কম বাহির হইয়া যায়, তাহার আবশ্যকতা সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

* আগামী সংখ্যা হইতে তাহা মন্তব্যের সহিত কতক কতক অংশে প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে সমুদয় প্রকাশিত হইবে। ইনি বিশিষ্ট জমিদার। মঃ সং।

সেই জন্য ভরসা করি, কারবারের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মহোদয়গণ আমাদিগের প্রস্তাবিত কলের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

তাহার পর, আপনাদিগকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই চিনির কলসম্বন্ধে প্রতিদিনই অনেক স্থান হইতে অনেকের অনুগ্রহ-পত্র পাইতেছি; কেহ বা অংশের ফরম্ চাহিতেছেন, কেহ বা টাকা পাঠাইতেও চাহিতেছেন। এইরূপে যাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিতেছি।

আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগের ও অন্যান্যের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা জানাইতে ইচ্ছা করি ;—

কোম্পানী এখনও রেজিষ্টারী করা হয় নাই, কাজেই কাহারও টাকা এখনও লওয়া হইতেছে না এবং অংশের ফরমও ছাপান হইতেছে না। দেশের লোকের এ বিষয়ে কিরূপ উৎসাহ আছে, কে কত অংশ লইতে চাহেন এবং উপযুক্ত অংশ সহজে উঠিতে পারে কি না, প্রথমতঃ ইহারই অনুসন্ধান লইয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছেন।

কোন কোন কোম্পানী মূলধনের টাকা উঠিবে কি না, তাহার উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া, একবারেই অংশের টাকা উঠাইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অংশীর অভাবে, টাকার অভাবে এবং আরও ২।১টী ত্রুটীতে, কৃতকার্য্য হইতে না পারায়, কেবল লোকের মনে যৌথ ব্যবসায় সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জন্মাইয়াছেন। যাহাতে এই সকল ত্রুটী এ কোম্পানীর ভাগ্যে না ঘটে, সেজন্য উল্লিখিত বিষয়ে সতর্কতা লওয়া হইতেছে। আপাততঃ আমাদিগের জানা আবশ্যক, কে কত অংশ গ্রহণে অভিলাষী। আমাদিগের অনুরোধ, যাঁহারা যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক অগ্রে তাহা লিখিয়া জানাইবেন। কোম্পানী রেজিষ্টারী হইলেই, তাঁহাদিগের নিকট অংশের ফরম্ পাঠান হইবে। বলা বাহুল্য যে, যাঁহারা অগ্রে অংশপ্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবে। নির্দ্দিষ্ট অংশ পূর্ণ হওয়ার পর এইরূপ কোন প্রার্থনা আসিলে, তাহা আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

অনেকেই কোম্পানীর অনুষ্ঠান-পত্র এবং নিয়মাবলী চাহিয়া পাঠাইতেছেন। কোম্পানীর অনুষ্ঠান-পত্র এক্ষণে পাঠান হইতেছে। নিয়মাবলী এখনও ছাপান হয় নাই; কোম্পানী রেজিষ্টারী হইবার সময় ছাপান হইবে এবং সাধারণে প্রচার করা যাইবে।

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে উপরোক্ত ভাবে অংশীদিগের স্বাক্ষর লইবার কথা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, সভাস্থলেই ১৮,১০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তাহার পর এই কয়েক দিন মধ্যেই সহরে প্রায় ৪০,০০০৲ টাকার অংশ স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তৎপরে স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যেও হাজার, দুই হাজার, পাঁচ হাজারের জন্য স্বাক্ষর পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় লোকের যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে এবং ভিন্ন জেলার রাজা, মহারাজ, এবং সাধারণ ভদ্রমণ্ডলীর নিকট হইতে যে সমু-দয় উৎসাহপূর্ণ পত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা হইতেছে যে, ৫ পাঁচ লক্ষ টাকার অংশ অতি সহজেই এবং সত্বরেই সংগৃহীত হইবে।

সেক্রেটারী,
শ্রীরাধারমণ মজুমদার।
রঙ্গপুর চিনির কল।

ব্যবসায়।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই কথাটী বহুদিন হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে বাণিজ্যরত ভারতীয় বণিগ্‌গণ যখন মিশ্র হূণ আঙ্গল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থক গমন করিতেন, তখন উহার মর্য্যাদা বুঝিতেন ভাল। এখন প্রত্যক্ষতঃ পাশ্চাত্য-বাসী ইউরোপীয় বণিগ্‌গণ এই কথার মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন; এ জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, বাণিজ্যের সাধনে ইউরোপীয়গণ সকল জাতির আদর্শস্থানীয়—অগ্রণী হইয়া, সমৃদ্ধ ও সুখ সম্পদের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; অর্থাৎ চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষে পারসী জাতির সংখ্যা অতি অল্প; কিন্তু বাণি-জ্যের বলে ইহারা হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা অনন্যমুখপ্রেক্ষায় লক্ষ্মীর সাধ-নায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। যখন আমরা কলিকাতার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই যে, মাড়বারী জাতি বাণিজ্যের বলে মসীজীবি বাঙ্গালী ও মুসলমান অপেক্ষা অধিক ধনশালী এবং ইষ্টকর্ম্ম-সাধনক্ষম

বাঙ্গালীর মধ্যে তৈলী, তাম্বুলী, গন্ধবণিক্ প্রভৃতিও ব্যবসায়বলে দেশ মধ্যে উক্ত সম্প্রদায় মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য।

ব্যাবসায়িক হইতে হইলে তত্তৎকর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজন। মূলধন লোককে ব্যবসায়ী করিতে পারে না। যেমন আইন বা ব্যবহারশাস্ত্র পাঠে উকিল বা ব্যবহারজীবি হওয়া যায় না,—যেমন চিকিৎসাগ্রন্থ পাঠে চিকিৎসক হওয়া যায় না, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টকর্ম্মা হইতে হয়; সেইরূপ হাতে কলমে কাজ করিয়া পূর্ব্বাপর দৃষ্টিসঞ্চালনের শক্তির অর্জ্জন না করিয়া, ব্যবসায়ী হইতে পারে না।

আমাদের দেশেই অনেকেই স্ব স্ব প্রধান। ব্যবসায়িগণের মধ্যে দেখা যায়, তাঁহারাও স্ব স্ব প্রধান হইয়া, ব্যবসায়কার্য্য করিতে থাকেন। অবশ্য এরূপ ভাবে ব্যবসায় করিলে, স্ব স্ব কার্য্যের উপর অধিক যত্ন ও চেষ্টা হয় সত্য, এবং অল্প টাকা মূলধন লইয়া একজন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধি করিতে করিতে মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক টাকা রাখিয়া যাইতে পারেনও বটে; কিন্তু তাহা দৃষ্টকর্ম্মা, দূরদৃষ্টির পূর্ণ অধিকারীদিগের পক্ষে যেমন বহুশই দেখা গিয়া থাকে, অদৃষ্টকর্ম্মাদিগের পক্ষে তাহা সাময়িকভাবে দেখা গেলেও, দূরদৃষ্টির অভাবহেতুক হঠাৎ বিপরিণাম সম্ভাবনা, অকস্মাৎ বিপর্য্যয়ে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে "নিজের চোখে সোনা ফলে", এ কথা অনেক দিন প্রচলিত আছে এবং ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। কিন্তু আপন বুদ্ধিতে ফকীর হওয়ার কথাও চিরপ্রসিদ্ধ।

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সূতার, বা চিনির কল করিতে হইলে, একজন লোক বিশেষ ধনী হইলেও, ঐ কার্য্য একা করিতে পারেন না; কেন না, এই কার্য্য করিতে হইলে, যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, তাহা একজন লোকের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নহে। যেমন বাটীর ছাদে কড়িকাষ্ঠ উঠাইতে হইলে, একজন লোক যতই বলবান্ হউন না কেন, একা উত্তোলন করিতে পারেন না, অনেক লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন, সেইরূপ কতকগুলি ব্যবসায় আছে, একজন লোকের চেষ্টায় ত উহা হইতেই পারে না। এরূপ কার্য্য করিতে হইলে, অনেক লোকের সমবেত চেষ্টা ও সাহায্য আবশ্যক। আমাদের দেশীয় লোকের মধ্যে এরূপ সমবেত ব্যবসায় অত্যন্ত অল্প। এরূপ ব্যবসায় বিদেশীয় বণিগ্‌গণ একরূপ একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন,

এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে সময়ে সময়ে এরূপ ব্যবসায়ের উদ্যোগ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে চেষ্টা হইতেছে, এবং হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সকল ব্যবসায় বিশেষ ফলপ্রদ বা কার্য্যকারী হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বে কার্য্যকারী হয় নাই বলিয়া, যদি আমরা হতাশ্বাস বা নিরুদ্যম হই, তাহা হইলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যেমন সন্তরণ শিক্ষা করিতে গেলে, পূর্ব্বে অনেকবার হাবুডুবু খাইতে হয় এবং পরিশেষে আমরা সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারি, সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বের উদ্যম সকল বিফল হইলেও, আমরা চেষ্টা করিলে, এই কার্য্যেও সফল-প্রযত্ন হইতে পারিব। ফলতঃ যেখানে বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় কোন কার্য্য করিতে হইবে, সেখানে সকলে স্ব স্ব প্রধান হইলে চলিবে না।

এরূপ কার্য্য করিতে হইলে, উপযুক্ত নায়ক বা পরিচালকের প্রয়োজন ; যদি আমাদের দেশীয়দিগের মধ্যে নায়ক না পাওয়া যায়, তবে বিদেশীয় নায়ক রাখিয়া, তাহার অধীনে কার্য্য শিখিতে হইবে। তবে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিদেশী পরিচালকের অধীনে যৌথকারবার করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। সুসভ্য ফরাসী দেশে এতৎসংক্রান্ত লীলা ভীষণতর। পরন্তু বোধ হয়, চেষ্টা করিয়া আমাদের দেশীয়দিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, অনেক নায়ক পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে কথা হইতে পারে, যে, যখন এরূপ ব্যবসায়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আমরা সম্পূর্ণ অবগত নহি, পক্ষান্তরে পূর্ব্বে কলিকাতায় ঐ রূপ ব্যবসায়ের যতগুলি উদ্যম বা চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই বিফল হইয়াছে, তখন এ বিষয়ে আমরা কেমন করিয়া টাকা দিতে পারি। তাহার উত্তর এই যে, কলিকাতার মহাজনপটিতে প্রতিবৎসর বারইয়ারী উপলক্ষে অনেক টাকা সংগৃহীত হয়, এক্ষণে যদি প্রত্যেক মহাজন উক্ত উদ্বৃত্তটাকা হইতে কতক টাকা দিয়া এই যৌথ কারবারের অংশ খরিদ করেন, তাহা হইলে অচিরেই যৌথ কারবারগুলি যথেষ্ট ধনশালী হইয়া উঠে। আমাদের দেশের অবস্থা এক্ষণে যেরূপ শোচনীয়, আমরা অন্যান্য জাতিগণের তুলনায় যেরূপ নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছি, বল-বীর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আমরা যেরূপ অপদার্থ, তাহাতে এক্ষণে আমাদের বৃথা অর্থব্যয় করিবার সময় নাই। বৃথা আমোদ করিয়া অর্থব্যয় করিলে, এক্ষণে পাগল বা বাতুলের ন্যায়

কার্য্য করা হইবে। যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা ইউরোপীয়দিগের কার্য্য-কলাপ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিসে তাহারা এত উন্নত হইতেছে, তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হইতেছি, তখন যদি ব্যবসায়কার্য্যে আমরা তাহাদের অনুকরণ করিতে না পারি, তাহাদের ন্যায় উদ্যমশালী না হই, তাহা হইলে, আমাদের আর কোন কালে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরূপ নিরুদ্যম না হইলে, আমাদিগের চিরকালই গোলামের জাতি বলিয়া জগতে নিন্দার মুকুট মাথায় ধরিতে হইবে। আমাদের প্রধান দোষ এই যে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহার কারণও আছে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই জাতীয়-জীবন, জাতীয়-সততা, জাতীয় সহানুভূতি কাহাকে বলে, বিদিত নহে; আমাদের মধ্যে অনেকেই এত নীচাত্মা যে, কতকগুলি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে, ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। যদি নিজের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়ে জাতীয় মঙ্গল হয়, তাহা করিতে হইবে; এবং সকল বিষয়েই নিজের কৃতকার্য্যের সহিত জাতীয় উন্নতির কথা ভাবিতে হইবে। এরূপভাবে কার্য্য করিলে, অনেক দিনের পর আমরা জাতীয় উন্নতি দেখিতে পাইব। চীন ও জাপান দেশের অধিবাসিগণ অনেক বিষয়েই পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধ যে, ঐ দুই জাতিকে এক জাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু জাতীয় জীবনে জাপান চীন অপেক্ষা এত উন্নত যে, এক্ষণে জাপান ইউরোপীয় কোন জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; অথচ চীন ইউরোপীয় জাতির ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়াছে।

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, B. A. B. L.

দুগ্ধ।

আমরা যাহা আহার করি, পাঁচ প্রকার রস দ্বারা তাহার পরিপাক হয়। পরিপাক হইলে তদ্দ্বারা দেহে তিন প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, অস্থি ও মাংস বৃদ্ধি; দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক ও মানসিক শ্রম

জনিত যাহা ক্ষয় হয়, তাহার ক্ষতি-পূরণ; তৃতীয়তঃ, শরীরে উপযুক্ত উত্তাপ-জনন।

এক্ষণে পাঁচ প্রকার রস কি, তাহা বলা যাইতেছে। (১) লালারস, (২) পাকরস, (৩) পিত্তরস, (৪) ক্লোমরস, (৫) অন্ত্ররস।

প্রথমতঃ খাদ্য দ্রব্য লালারসে অর্থাৎ জিহ্বায় যে রস থাকে, তাহাতে সিক্ত হয়, পরে কণ্ঠনালী দিয়া পাকস্থালীতে গিয়া উপস্থিত হয়। পাকস্থালীতে যে রস আছে, তাহা তেজী অম্ল-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ঐ রসকেই "পাকরস" বলা হয়। পাকরসে খাদ্যদ্রব্য কতক পরিপাক হইয়া, ক্রমে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। অন্ত্র দুই প্রকার, "ক্ষুদ্রান্ত্র" এবং "বৃহদন্ত্র"। প্রথমতঃ, খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং উক্ত স্থানে উহা তিন প্রকার রস পায়—'পিত্ত রস' 'ক্লোমরস' এবং 'অন্ত্র-রস'; পরন্তু এই স্থান হইতে ভক্ষ্য বস্তুর পুষ্টিকর পদার্থ রক্তের সহিত মিলিত হয়; পরে যাহা অসার ভাগ থাকে, তাহা বৃহদন্ত্র মধ্যে গিয়া মলদ্বারে উপস্থিত হয়।

আমরা যে দুগ্ধ পান করি, তাহা লালারসে মিশ্রিত হইয়া ক্রমে পাকস্থালীতে যায়। যে দ্রব্য আহার করা যায়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে লালারসে মিশে! চোঁ চোঁ ভাবে খুব তাড়াতাড়ি জল খাইলেও, সঙ্গে সঙ্গে উহাতে লালারস মিশিবেই মিশিবে। দুগ্ধ পাকস্থালীতে গিয়া পাকরস—অর্থাৎ তেজী অম্লরসে পতিত হইয়া দধি হয়। পরিপাক শক্তির হ্রাস হইলে, দুগ্ধ পাকস্থালী হইতে অন্ত্রগৃহে যাইতে বিলম্ব করে। উক্ত বিলম্ব-সময়ের মধ্যে গা' বমি বমি করে; পরন্তু অল্পবয়স্ক শিশুরা তাহা তুলিয়া ফেলে। শিশুর দুধতোলা সকলেই দেখিয়াছেন; তাহা যে দধিবৎ, তাহাও সকলে জানেন। শিশু দুধ তুলিলে—বুঝিতে হইবে যে, শিশুর অম্ল হইয়াছে,—অর্থাৎ শিশুর পাকস্থালীর পাকরস স্বভাবতঃ অম্ল হইলেও, উহার পরিমাণ বাড়িয়াছে; তাহাই ধরা হয়। শিশু দুধ তুলিলে কিছুক্ষণ তাহার পাকস্থালী খালি রাখিয়া, তৎপরে দুধের সঙ্গে চুণের জল দিয়া খাইতে দিতে হয়। ফলে, যে সকল শিশুর দুগ্ধ তুলিয়া ফেলা রোগ দাঁড়াইয়াছে, তাহাদিগকে কদাচ শুধু দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ, ৬।৭ মাসের শিশুকে গোদুগ্ধ কিম্বা অপর কোন দুগ্ধ একেবারেই দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগকে স্তন্য দুগ্ধ পান করান উচিত। ইহা প্রকৃতিদেবীর

স্থির মত! এবং বৈজ্ঞানিকদিগের কথাও তাহাই। কিন্তু ইহা শুনে কে? আঁতুড় হইতেই শিশুকে গোদুগ্ধ (অবশ্য অল্প জল মিশাইয়া, কিন্তু এ জল মিশান কত দিন থাকে?) দেওয়া হয়। গরীব দুঃখী লোকের দুগ্ধক্রয়ের সঙ্গতি নাই, তাই আঁতুড়ে গোদুগ্ধ না দিয়া স্তন্যদুগ্ধই বাধ্য হইয়া দিতে হয়; এমন কি ইহারাই যথার্থ ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগকে স্তন্যদান করে। তাই গরীব দুঃখী লোকের শিশুদের ব্যাধি কম, এবং উহাদের শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল। একথা ত সকলেই জানেন।

ব্যারামী ও বৃদ্ধের পরিপাক শক্তি স্বভাবতঃ নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহাদের শুধু দুধ দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। দুধের সঙ্গে চুণের জল, সাগু কিম্বা বার্লি মিশাইয়া দেওয়া উচিত। বার্লি ৩।৪ ঘণ্টা না ফুটাইলে, উহার ষ্টার্চ বা শ্বেতসার নষ্ট হইয়া লঘু পাক খাদ্য হয় না; ইহা যেন মনে থাকে। যাহা হউক, দুগ্ধ কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে, পরিপাক হইতে সময় লাগে না; নচেৎ শুধু দুগ্ধ পরিপাকে সময় লইয়া থাকে। এজন্য দুধে ভাতে মিলাইয়া খাওয়া ভাল। গাই দুধ মনুষ্য দুগ্ধ অপেক্ষা ঘন; এজন্য ছোট ছোট ছেলেরা প্রায় গাই দুধ সহ্য করিতে পারে না।

দুগ্ধ দেখিতে শুভ্রবর্ণ; কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে, দেখা যায়, উহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ মেদঃকণা ভাসিতেছে। বস্তুতঃ ঐ মেদঃকণাগুলির জন্যই দুগ্ধকে শুভ্রবর্ণ দেখায়।

দুগ্ধের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মেদঃকণাগুলি প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ। যখন দুগ্ধ হইতে মাখন উঠান হয়, তখন প্রবল সঞ্চালনের জন্য মেদঃকণার প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া যায়; তাহাতেই মেদোময় পদার্থ বা মাখন ভাসিয়া উঠে।

মাখন তুলিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র আছে; পরন্তু নানা প্রকার আরক দ্বারাও মাখন বাহির করা হয়। দুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে মাখন বাহির করা যায় না। মাখন বাহির করিয়া লইলে, অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার জলের ন্যায় দেখায়। ঐ জলবৎ পদার্থের মধ্যে দুগ্ধের ছানা, অণ্ডলাল, শর্করা ও লবণ প্রভৃতি থাকে। ঐ জলকেই "ঘোল" বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায় থাকে বলিয়া, ঘোল পুষ্টিকর এবং লঘুপাক খাদ্য।

জন্তুগণের বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্যের গুণ ও পরিমাণ এবং ঋতুর বিভেদে দুগ্ধের উপাদান দ্রব্যের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। জন্তুর দুগ্ধের

রাসায়নিক নির্ম্মাণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। কোন্ জন্তুর দুগ্ধে কি পরিমাণ ভৌতিক পদার্থ থাকে, তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল,—

	নাইট্রোজেনাস	নবনীত	শর্করা	জল
মনুষ্য	৩.৩৫	৩.৩৩	৩.৭৭	৮৯.৫৪
গাভী	৪.৫৫	৩.৭০	৫.৩৫	৮৬.৪০
ছাগ	৪.৫০	৪.১০	৫.৮০	৮৫.৬০
মেষ	৮.০০	৬.৫০	৪.৫০	৮১.০০
গর্দ্দভ	১.৭০	১.৪০	৬.৪০	৯০.৫০
ঘোটকী	১.৭২	০.২০	৮.৭৫	৮৯.৩৩

উক্ত তালিকানুসারে দেখা যায় যে, ঘোটকীদুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শর্করা আছে; এই জন্য তাতার দেশে ঐ দুগ্ধদ্বারা এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়। সেই সুরা তথাকার লোকের পুষ্টিকর খাদ্য। উহা অজীর্ণ এবং গর্ভাবস্থায় বমন প্রভৃতি রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গোদুগ্ধে মনুষ্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক নবনীত পদার্থ আছে। মনুষ্য দুগ্ধে শর্করা কম। এই জন্য সময় বিশেষে গোদুগ্ধ হইতে মনুষ্য দুগ্ধ করিতে হইলে, যত গোদুগ্ধ তাহার অর্দ্ধেক গরম জল মিলাইয়া, উহার সের প্রতি অর্দ্ধ কাঁচ্চা ইক্ষু শর্করা মিশ্রিত করিলে কৃত্রিম মনুষ্য দুগ্ধ হইতে পারে।

গবাদির প্রসবের পর যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহা অত্যন্ত পাতলা। উহাকে (কলষ্ট্রম) কাঁচুটে কহে। ঐ কলষ্ট্রম কখন কখন অধিক আটাল, পীতাভ ও অত্যন্ত অস্বচ্ছ দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ, তখন ঐ দুগ্ধে ছানা অপেক্ষা অণ্ডলাল অধিক থাকে; এই জন্য উহাকে উষ্ণ করিলে জমিয়া যায়। গাদড়া বা কাঁচুটে মনুষ্যের ব্যবহারযোগ্য দুগ্ধ নহে, সেবন করিলে উদরাময় হয়; উহা হইতে এক প্রকার গন্ধও বাহির হয়। ঐ গন্ধ কেহ কেহ বলেন, একমাস আবার কেহ বা বলেন, ২১ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই জন্য বোধ হয়, আমাদের দেশের লোকে গবী প্রসবের পর ২১ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ ব্যবহার করেন না। পরন্তু ঐ গাদড়া বা কাঁচুটে দুগ্ধ আমাদের অস্বাস্থ্যকর হইলেও, গোশাবকের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর নহে। ইহাই প্রকৃতির আশ্চর্য্যকর কৌশল!

আকৃতি প্রকৃতি জাতি ও শৃঙ্গাদির গঠন ভেদেও, গো দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাঁহাদের বর্ণ কাল, তাঁহাদের দুগ্ধই সন্তানের স্তনপান পক্ষে অধিক উপযোগী।

প্রাতঃকালে গোদুগ্ধে যে পরিমাণ ছানা ও নবনীত পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অধিক নবনীত ও ছানা বৈকালের দুগ্ধে থাকে। খাদ্য দ্রব্যের তারতম্যেও গো-দুগ্ধের গুণের ইতর বিশেষ হয়। (ক্রমশঃ)

ক্রাষ্টফুড-মেশিন।

ক্রাষ্টফুড অর্থাৎ অশ্বের ব্যবহারোপযোগী খাদ্য,—মেশিন অর্থাৎ কল। যে কলে অশ্বের ব্যবহারোপযোগী খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে "ক্রাষ্টফুড মেশিন" বলে। ইহার দাম ৫০৲ ৬০৲ টাকামাত্র।

আমাদের খাদ্য-দ্রব্য অর্থাৎ আলু, পটোল প্রভৃতি শাক সব্জি যেমন কুটিয়া বাছিয়া রন্ধনোপযোগী করা হয়, য়ুরোপখণ্ডে অশ্বের খাদ্যও ঐরূপ প্রণালীতে অশ্বের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেওয়া হয়। এ দেশে এখনও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বড়লোকেরা অশ্বের জন্য, ছোলা বা দানা ভিজাইয়া দিয়া, উহাদের খাইতে দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিদিন এরূপ ভিজান ছোলা আহার করিলে, অশ্বেরা উদরাময় অজীর্ণ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য, উহাদের সময়ে সময়ে ইক্ষুগাঁইট, ছাতু, যব, যই ইত্যাদি খাওয়াইতে হয়। আহারের রুচিপরিবর্ত্তন সকল জীবেই দেখা গিয়া থাকে; অতএব অশ্বের রুচিপরিবর্ত্তনের জন্য, সময়ে সময়ে আহারের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। এই সকল বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে, অশ্বেরা যই, যব, ছোলা এবং ভুষি এই চারি দ্রব্য আহার করিলে, অশ্বের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পরন্তু যই, যব এবং ছোলা খাইলে উহাদের পরিপাক শীঘ্র হইবে বলিয়া, ক্রাষ্টফুড মেশিন দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যকে চেপ্টাইয়া, উহাদের খাদ্যোপযোগী করিয়া দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে কুক কোম্পানী, হার্ট ব্রাদার্শ প্রভৃতি এতদিন এই কার্য্য করিতেছিলেন; কিন্তু কলিকাতার বাঙ্গালীটোলার মধ্যে এই যন্ত্রের ব্যবহার এতদিন যথেষ্ট না হইলেও, যৎসামান্য দেখা গিয়াছিল। এ দেশীয় বাঙ্গালী মহাশয়েরা,—যাঁহাদের অশ্ব আছে, তাঁহারা কুক্ প্রভৃতির ফারম

হইতে এই অশ্ব-খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতেন। শেষে এতদ্দেশীয় কতিপয় উদ্যোগী পুরুষ এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কৃতোদ্যম হইয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যবসায়ের প্রবল প্রসার হইবার সুযোগ সুবিধার সুলক্ষণ এখনও দেখা যায় না। পরন্তু দেশের লোকের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির আশা করা যায় বলিয়া, এখন দুই একটী স্থানে এই প্রকারের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা পরিচালনা-চেষ্টা হইতেছে। আমাদিগের পরিচিত দুই একটী বন্ধু বান্ধবও এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রাষ্টফুড মেশিন একটির দাম ৫০৲ ৬০৲ টাকা, এবং ঘর ভাড়া একটি ৭৲ টাকা আন্দাজ; একজন কুলির বেতন ৭৲ টাকা; কিন্তু উপস্থিত নগদা কুলি প্রাত্যহিক ।০ আনা দিলেও পাওয়া যায়। এক জন লোকে এক দিনে ৫ হইতে ৭ মন ক্রাষ্টফুড প্রস্তুত করিতে পারে। তাহার পর, ছোলা, যই, যব এবং ভুষি বাজার দরে ক্রয় করিয়া পড়তা করিয়া দেখা গিয়াছে, ক্রাষ্টফুডের ব্যবসায়ে বেশ লাভ হয়; মনকরা ।৵০ আনা হিসাবের কম নহে। খরচ খরচা বাদ দিলেও ৵০ আনা লাভের হানি বা ব্যত্যয় হইবেই না। আবার অশ্ব খাদ্য সরবরাহ করিয়া দেখা গিয়াছে,—অশ্ব প্রতি, প্রতি মাসে ১৲ একটী টাকা লাভ কখনই ঘুচিতে পারে না।

এখন ধরুন, ৫ শত অশ্বের খাদ্য সরবরাহ করিতে পারিলে, মাসে ৫ শত টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হওয়া যায়। যখন বিদেশী ক্রাষ্টফুড-ওয়ালা সাহেবদিগের ক্রাষ্টফুড ব্যবসায় আমাদিগের দেশে চলিতে পারে, তখন স্বদেশীয় বাঙ্গালীর অনুষ্ঠিত ক্রাষ্টফুড ব্যবসায়ই বা ভালরূপ চলিবে না কেন? মনে হয়, যদি বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীকে রক্ষা না করেন, তবে কে রক্ষা করিবে? বিদেশীয়দিগের নিকট যে দ্রব্য লইতে হয়, তাহা স্বদেশীয় দিগের নিকট লইতে বোধ হয়, দেশীয় ধনীদিগের আপত্তি থাকিতে পারে না। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ মমতা দয়া স্নেহ না হইলে, বিদেশীয় প্রেমে মজিলে, কখনই এদেশের জন্য হিতকামনা স্থির থাকিবে না। এ দেশীয়দিগের উপকার করিলে, এদেশের যথার্থই উপকার করা হইবে। এখন আমাদের দেশের ধনীদিগের একটু মনের গতি ফিরাইতে হইবে, নচেৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধি কিছুতেই হইবার আশা নাই।

উপস্থিত বাজার দর লইয়া ক্রাষ্টফুডের পড়তা করিলে, দেখা যায়, প্রতিমন ৩৵০ করিয়া দিলেও, মনকরা ছয় আনা লাভ থাকে; অর্থাৎ

২৸৹ আনা মনে দ্রব্য উতরাইয়া থাকে। বাজারের দর ইতরবিশেষ হইলে, উক্ত দরের ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভবপর। ইহাতে থাকে :—

যই ⁄৫ সের, যব ⁄৫ সের, ছোলা ।।৫ সের, ভুষি ⁄৫ সের।

যাহা হউক, উক্ত সকল ক্রাষ্টফুড মিশ্রগুলি জল দিয়া মাখিয়া অশ্বকে খাইতে দিলেই, উহা তাহাদের ব্যবহারোপযোগী হয়। এ সকল দ্রব্য অধিকক্ষণ ভিজাইতে হয় না। পরন্তু ভিজা ছোলার মধ্যে পোকা ইত্যাদি থাকে; উক্ত পোকা খাইলে অশ্বেরা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই মেশিনে প্রস্তুত চেপ্টা ছোলার ভিতর পোকা ইত্যাদি থাকিবার উপায় নাই, কারণ উহারা মেশিনের প্রেসে মরিয়া যায়। অধিকন্তু দেশীয় পশু খাদ্য সহিত খড়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় বলিয়া মনে হয়; তাই এই কারবারের সঙ্গে "ষ্ট্র-মেশিন" অর্থাৎ বিচালিকাটা কলও রাখা সঙ্গত। এই কলের সাহায্যে গোরুদিগের আহার্য্য বিচালী অতিপরিষ্কাররূপে আহারোপযোগী করিয়া কাটিয়া দেওয়া হয়।

এই সকল কার্য্যের জন্য ১৫০৲ ২০০৲ শত টাকা মূলধন লইয়া কারবার খুলিলে, তদ্দ্বারা একজন লোকের খরচ খরচা বাদে অন্ততঃ প্রত্যহ ১২ মন মাল বিক্রয় হইলেই, ১৲ ১।।৹ টাকা উপায় হইতে পারে। প্রবলভাবে কার্য্য চালাইলে, ইহা দ্বারা স্বর্ণ-ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা।

৺মহেশ্বর দাসের জীবনী।

'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।' উদ্যোগীপুরুষ গুণরাশিনাশিনী দরিদ্রতার ক্রোড়াশ্রয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেও, ভগবদনুকম্পায় স্বভাবসিদ্ধ গুণে, অবিচলিত অধ্যবসায়ে, অটল সাহসে, অদম্য উদ্যমে, অব্যাহত উৎসাহে, কঠোর পরিশ্রমে—সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠায়, অকপট ব্যবহারে, এবং চিরসহচরী মিতব্যয়িতার সস্নেহবিস্তৃত অঙ্কের নির্ভরে লক্ষ্মীর প্রসাদার্জ্জনে সমর্থ হইতেছেন, এরূপ লোকও মানব-দৃষ্টির বহির্ভূত নহে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ পরে একটী সাধুচরিতের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত কীর্ণাহার গ্রামে সাধুচরণ দাস নামে একজন দরিদ্র বণিক্ বাস করিতেন। ইনি গন্ধব্যবসায়ী বণিক্,—সজ্জাতি সদ্বংশীয় ছিলেন। প্রথমে তাঁহার তিন চারিটী পুত্র জন্মিয়া, অতিশৈশবেই কালের করাল কবলে নিপতিত হয়। এই অসহনীয় দুঃখে সাধুচরণের পত্নী সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণা থাকিতেন। শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে কীর্ণাহারের নাতি-দূরস্থ শিববাড়ীতে—শিবমন্দিরে একটী সামান্য মেলা বসিয়া থাকে। এক বৎসর উক্ত মেলাতে একজন বিভূতি-ভূষণ সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। সাধুচরণের স্ত্রী সন্ন্যাসীর শ্রীচরণ-প্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সকাতরে মৃতবৎসাদোষের কথা জানাইয়া, এক কবচলাভ করেন; এবং সেই কবচ-প্রভাবে ১১৯৮ সালে একটী কুলতিলক পুত্ররত্নের জন্ম হয়। অদ্য সেই মহাপুরুষের আদেশানুসারে তাহার নামকরণ হইল, "মহেশ্বর"। এবং তাঁহারই অপর নিদেশানুসারে এই শিশু মহেশ্বরের গলায় সেই সন্ন্যাসীদত্ত মাতৃলব্ধ কবচটী লম্বমান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহা তাঁহার জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল।

মহেশ্বর অতি সামান্য লেখা পড়া শিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, তিনি পত্রাদি পর্য্যন্ত শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিতেন না; অনেক স্থলে দস্তখত করিয়াই অব্যাহতি পাইতেন। পিতার অনুজ্ঞায় বাধ্য হইয়া ১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি দার-পরিগ্রহ করেন; দরিদ্রসন্তানের বৈবাহিকী ক্রিয়ায় সম্পন্নের সম্পর্ক-সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব; হইয়াছিলও তাহাই; দরিদ্র-কন্যার সহিত মহেশ্বরের বিবাহ হয়। সুতরাং শ্বশুরের অবস্থাও নিতান্ত অস্বচ্ছল ছিল। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহেশ্বর পিতৃহীন হন। অতি অল্প বয়সেই মহেশ্বরের স্কন্ধে সংসার-ভার নিপতিত হয়। সেই গুরুভারের বহন করিতে করিতে ইতিপূর্ব্বেই তিনি তাম্বুল-ব্যবসায়ের আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, ১০।১১ বৎসর কাল সেই ব্যবসায়ে অবস্থার কোন-রূপ উন্নতি করিতে পারেন নাই।

৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহেশ্বর কীর্ণাহারনিবাসী ৺রামানন্দ রায়ের গুদাম হইতে এক এক পাটা তূলা ধারে লইয়া, ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুপুরের হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেন। দৈন্য জন্য বিবিধ কষ্টভোগ করিতে করিতে এই স্বল্প ব্যবসায়ে অতিকষ্টে জীবনাতিপাত করিয়া, ক্রমসঞ্চয়ে উন্নতির পথে অগ্রসরণ করিতে লাগিলেন।

মহেশ্বর দাসের অনেকগুলি গুণ ছিল। তিনি যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, সেইরূপ মিতব্যয়ীও ছিলেন। এত ক্ষুদ্র কাপড় পরিতেন যে, কখনও হাঁটুর নীচে কাপড় নামিত না; আহার বিষয়েও ঐরূপ সংযত ছিলেন। তিনি এইরূপ সরল-প্রকৃতি ও নিরহঙ্কার ছিলেন যে, যখন তিনি প্রচুর ধনের অধিপতি, তখনও নিজের ঐ সামান্য ব্যবহারের কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পিতৃশ্রাদ্ধে তৈজসপত্রের অভাবে একটী ভাঙ্গা ঘটিদান করিয়াছিলেন, একথাও অম্লানবদনে বলিতেন এবং স্বীয় অধ্যবসায়গুণে ঐরূপ হীনাবস্থা হইতে যে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিয়া পুত্রপৌত্রদিগকে বিষয়কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিতেন। সত্যবাদিতা মহেশ্বরের চরিত্রগঠনের প্রধান ধাতু। সত্যই স্বভাবতঃ অস্থিমজ্জাগত ছিল বলিয়া, তাঁহার সমসাময়িক মহাজনগণ স্বীকার করিতেন, শুনা যায়। এই মহৎ-গুণ-প্রভাবেই তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও, লক্ষপতি হইতে পারিয়াছিলেন। কারণ, সত্যই ব্যবসায়ের মূল, সত্য ও সদাচরণ ব্যতীত ব্যবসায় স্থায়ী হইতে পারে না। আবার তাহার সহিত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সংযোগ হইলে, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা অবিচলিত থাকে। ইহাঁর ব্যবসায়ে এই সকল উন্নতি-বিধায়িনী বৃত্তির অধিকার প্রসৃত হওয়ায়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কেও স্বাধিকারপ্রসারের পথ প্রশস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে দিন ধার শোধ করিবার কথা থাকিত, যেরূপেই হউক, মহেশ্বর ঠিক সেই দিনেই টাকা দিতেন। এইরূপ সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া, উক্ত ধনী তাঁহাকে একত্র ১০।১২ পাটা করিয়া তূলা ধারে দিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ং বহন করিতে না পারিয়া, বলদের পৃষ্ঠে তূলা চাপাইয়া, পূর্ব্বোক্ত হাটে বিক্রয় করিতে যাইতেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। এক সময় রামানন্দ রায় তূলা খরিদ করিবার জন্য, মহেশ্বরকে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জিয়াগঞ্জে প্রেরণ করেন। তথায় ৮৲ টাকা দরে তূলা খরিদ করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন-কালে হঠাৎ তূলার দর ১৬৲ টাকা হয়, এবং একজন সাহেবের নিকট সেই তূলা বিক্রয় করিয়া, সমস্ত টাকা আনিয়া মহাজনকে প্রদান করেন। ইনি সত্যনিষ্ঠা এবং অকপট ব্যবহারে মহাজন রামানন্দ রায়কে সন্তুষ্ট করিলে, ২০০০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করেন; ও তাহাই মূলধন লইয়া মহেশ্বর নিজেই তূলার কারবার আরম্ভ করেন।

১৪।১৫ বৎসর তূলার ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিলে পর উক্ত রামানন্দ রায়, ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য, মহেশ্বরকে বিনা-সূদে ৩০,০০০ টাকা ধার দেন। মহেশ্বর উক্ত টাকার সাহায্যে চাউল ক্রয় করিয়া, সুপুরের বাজারে রাখিয়া দেন। কিন্তু দৈবাৎ চাউলের গুদামে আগুণ লাগিয়া কতক চাউল নষ্ট হইয়া যায়; তখন দগ্ধাবশিষ্ট চাউল পুনরায় বান্ধাই করিয়া, রাখিয়া দেন। লক্ষ্মী যখন সুপ্রসন্না হন, তখন দৈবদুর্ব্বিপাকেও অনিষ্ট করিতে পারে না। পরবৎসর চাউলের দর দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাওয়ায়, উক্ত চাউল বিক্রয় করিয়া, এককালে ৩০,০০০ হাজার টাকা লাভ হয়।

তৎপরে উক্ত মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া, লাভের ৩০,০০০ হাজার টাকা ও পূর্ব্বসঞ্চিত টাকা অবলম্বন করিয়া, অটল উৎসাহে পুনরায় তূলার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। মুরসিদাবাদ ও কীর্ণাহারে তূলা বিক্রয়ের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। এইরূপে ৮।৯ বৎসর কারবার করিয়া, অনেক টাকা সঞ্চিত করেন। এক বৎসর সাহসে বুক বাঁধিয়া মুরসিদাবাদের সমস্ত তূলা সওদা (বায়না) করেন। সৌভাগ্যক্রমে তূলার দর ৮৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকায় উঠে। এবং সেই তূলা বিক্রয় করিয়া, একবারে ৬০,০০০ টাকা লাভ হয়। তৎ পর বৎসর আবার ঐরূপ সওদা করিয়া ৫০,০০০ টাকা লাভ করেন; কিন্তু তৃতীয় বৎসর ২৫,০০০ টাকা লোকসান হয়।

ইতিমধ্যে সুপুর, আমোদপুর, বোলপুর, সিস্থিয়া, দুবরাজপুর, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে মোকাম নির্দ্দেশ করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, চাউল, কলাই, সরিষা, লবণ, গুড়, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বিবিধ জিনিসের কারবার আরম্ভ করেন। লবণ ও চাউলের কারবারেই অধিক টাকা খাটিত। এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার লবণ ক্রীত হইত। এক বৎসর কলিকাতায় চাউল চালান দিয়া, একবারে ৮৬,০০০ টাকা লাভ হয়।

এই সময় খাতার নালিশ করিবার জন্য পরোটা নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মজুমদার নিযুক্ত হন। তিনি কারবারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু করিয়া জমিদারী খরিদ করিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু জমিদারীতে তাঁহার অভিজ্ঞতা না থাকায়, প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করেন। পরন্তু উত্তরোত্তর জমিদারী ক্রয়ের পরামর্শে মন টলিল; অবশেষে জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য, প্রতি বৎ-সর ১৫,০০০ টাকা মাত্র দিতে সম্মত হন। তৎপরে উক্ত মজুমদার মহাশয় প্রায়

৫০,০০০ টাকা লাভের জমিদারী ক্রয় করিয়া দিয়া—লাটকুর্ণারের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়াতে, বাড়ীর সদর মোকামে কীর্ণাহার নিবাসী ৺গোপাল চন্দ্র রায় প্রধান তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই দুই জন কর্ম্মচারী এবং মহেশ্বরের মধ্যম পুত্র ৺রাধাবল্লভ দাস একত্র পরিশ্রম করিয়া অনেক জমিদারীর সত্বক্রয় ও পত্তনি গ্রহণ, লাখেরাজ, এবং স্বীয় আবাস সন্নিধানে বাগান ও পুষ্করিণী ক্রয় করেন। এই মহাজন-পরিবার শেষে ভূম্যধিকারীর শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছেন।

এক্ষণে মহেশ্বরের ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি কারবারস্থলে অনেক লোককে অন্নদান করিতেন। তিনি গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেখানেই যাইতেন, বিষয়কর্ম্ম ভুলিতে পারিতেন না। বৃন্দাবন যাওয়ার সময়, পথে তুলার ব্যবসায় সুবিধাজনক দেখিয়া, সঙ্গের ৪০০০৲ টাকা দিয়া তূলা ক্রয় করেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয়, তদ্দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্ম ও বিষয়কর্ম্ম একাধারে সম্পন্ন করিয়া, যে টাকা লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই টাকাই সঙ্গে করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে নীচ-জাতীয় লোকের সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাইয়া, বহুতর ব্রাহ্মণভোজন করাইয়াছিলেন। তবে দোষের মধ্যে এই ছিল যে, বিষয়গত-প্রাণ বলিয়া, তিনি একাগ্র-চিত্তে পূজা করিতে পারিতেন না—সন্ধ্যাহ্নিককার্য্যে উপবেশন করিয়াও, বৈষয়িক-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহেশ্বরের সহধর্ম্মিণী বিচক্ষণা, বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মপরায়ণার সাহচর্য্যে ধর্ম্মসাধনের বেশ সহায়তা পাইতেন। পতিব্রতা সতী স্বামীর পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বিগত ১২৮৯ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে ৯১ বৎসর বয়সে স্বনাম-ধন্য পুরুষ মহেশ্বর দাস পুত্রকন্যা, পৌত্রদৌহিত্র, প্রপৌত্র-প্রদৌহিত্র প্রভৃতি সম্বলিত বৃহৎ পরিবার, বিস্তৃত জমিদারী ও পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারবার অক্ষুণ্ন রাখিয়া এবং ;—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

এই মহাজন-বাক্যের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়া, মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াগিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

মহেশ্বর দাসের রাধারমণ, রাধাবল্লভ ও রাধাবিনোদ নামে তিন পুত্র এবং দুই কন্যা হয়। পুত্রত্রয় লোকান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ জীবিতা আছেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এক বিধবা কন্যা বর্ত্তমানা; অপরা কন্যা নাই, তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি আছে। জ্যেষ্ঠ ৺রাধারমণ দাসের দুই পুত্র,—৺কৃষ্ণদাস দাস ও শ্রীযুক্ত কালিদাস দাস। কালিদাস বাবু বর্ত্তমান সময়ে কীর্ণাহারের অন্যতম প্রধান জমিদার। মধ্যম ৺রাধাবল্লভ দাস নিঃসন্তান। কনিষ্ঠ ৺রাধাবিনোদ দাসের পাঁচ পুত্র; ৺গঙ্গানারায়ণ দাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত বনবিহারী দাস ও শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ দাস। উক্ত সাতজনের মধ্যে ৺কৃষ্ণদাসের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবদাস দাস বয়ঃপ্রাপ্ত। ৺গঙ্গানারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় অল্পদিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। অপর সকলেরই সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছে।

মহেশ্বর দাসের লোকান্তর গমনের পর, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ মহেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় কিছুকাল চালাইয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহারা মহেশ্বর দাসের ব্যবসায়-সম্ভূত সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম-ব্যবসায়-বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার জীবন-সহচরী সহিষ্ণুতার আসনে বিলাসিতাকে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং দায়িত্বহীন কর্ম্মচারীর হস্তে ব্যবসায়ের ভার ন্যস্ত করিয়া, ভোগলালসার উত্তেজনায় স্ববৃত্তি-সেবায় নিরত ছিলেন। বিলাসিতার সহিত ব্যবসায়ের চিরকালই অহি-নকুল সম্বন্ধ। সুতরাং বিলাসিতার প্রতিপত্তি দেখিয়া ব্যবসায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। যাহা হউক, ব্যবসায় গিয়াছে বটে, কিন্তু জমিদারী যায় নাই; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

মারিশ চিনি।

ভারত মহাসাগরের আফ্রিকার প্রান্তবর্ত্তী মরিশস দ্বীপে উৎপন্ন চিনিকে এতদ্দেশে "মারিশ চিনি" বলে। ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের রোধ হইলেও, কোন কোন সম্প্রদায়ে কিন্তু ইহার প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অবস্থানুসারে

ব্যবস্থা সকল কালেই ছিল এবং স্বভাবতঃ হইয়াও থাকে। যেমন ভারত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের ক্ষুদ্র অর্ণবযান বা হুড়ীর আমদানী রপ্তানীর পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ সওদাগরী জাহাজে বৈদেশিক মাল আমদানী রপ্তানীর পরিচয়ও পাওয়া গিয়া থাকে।

যাহাহউক, বর্ত্তমানক্ষেত্রে "মারিশচিনির" আমদানী কলিকাতার লাখোদার মহাজনগণ করিয়া থাকেন; তৎপরে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যে দেশে ইহার প্রসার বাড়িয়া যায়। লাখোদারদিগের নিকট হইতে আমাদের চিনিপটির মহাজনেরা ইহা ক্রয় করিয়া বঙ্গের সকল জেলারই চিনি-ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয় করেন; আর তাঁহারা দেশের মোদক প্রভৃতির সাহায্যে দেশময় ছড়াইয়া দেন।

লাখোদারগণ কিরূপ ভাবে, কি প্রণালীতে, কি দরে তথায় ইহার ক্রয় করেন, এ স্থানে বিক্রয়েই বা তাঁহাদিগের লাভ কিরূপ হয়, তাহার কোনরূপ সংবাদ-সন্ধান চিনিপটির মহাজনদিগের বিদিত নহে। আর এতদিন অন্তর্ব্বাণিজ্যে তুষ্ট থাকায়, তাহার প্রতি চেষ্টা-চরিত করাও আমাদিগের আবশ্যক বোধ হয় নাই। এক্ষণে অবশ্য আমাদিগের সামাজিক উপচারে উপেক্ষা করিয়া, ব্যবসায়ের হিতকল্পে দৃষ্ট দিয়া ইহা বলিতে হইতেছে যে, এরূপ ঔদাস্য নিতান্ত অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। লাখোদারীর ব্যবসায় চলিতেছে,—মারিশচিনি কলিকাতায় আসিতেছে,—অবশ্যই তাহাদিগের লাভও হইতেছে; কিন্তু তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি উপেক্ষা করায় বাণিজ্যের পণ্যগত রহস্যের আর উদ্ভেদ হইতেছে না; ঠিক যেন,—"আসে যায়, গুলিখায়, কিন্তু তাহার মাথা দেখি নাই।" বস্তুগত্যা আমাদিগের পরিচিত মারিশ চিনির ব্যবসায়-ব্যবহারাদি সবই চলে, কেবল গূঢ়তত্ত্ব যে অজ্ঞাত, সেই অজ্ঞাত। যে মারিশ চিনির সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়ে ঘনিষ্টতা আছে, তাহার গূঢ়তত্ত্ব বুঝি না, বা জানি না বলিলে, বর্ত্তমান বাণিজ্যকুশল পাশ্চাত্য-সমাজে কি বিড়ম্বিত হইতে হয় না?

এই বিষম নিশ্চেষ্টতার নিরাকরণোদ্দেশে,—বাণিজ্য ব্যাপ্তির অন্তরায় দূর করিতে,—যথার্থ প্রতিকারকল্পে—আমাদিগের নিশ্চেষ্টত্বের অভীষ্ট পণ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব বুঝিতে—বিহিত বিধানের ব্যবস্থাপন করা অচিরাৎ আবশ্যক হইয়াছে।

অপরতঃ মারিশ চিনির তিনজন দালাল একযোগে লাখোদার-পটিতে দালালী করিয়া, স্বাধিকার প্রসারে,—ইহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন।

ইহারা লাখোদার পক্ষের লোক—জাতিতে মুসলমান। "স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ" ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। এই দালালদিগের স্বজাতির টানটা অবশ্যই অধিকতর না হইবে কেন? তাহা একান্তই স্বাভাবিক বলিয়া সে পক্ষে কোন কথা বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই,—আর তাহা উদ্দেশ্যের অনুরূপ নহে। তবে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলে, বলিতে হয়, এইরূপ একপক্ষানুকূল ব্যবসায়ের ফলে, চিনিপটির মহাজনদিগকে প্রায়ই বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইহারাও সুযোগ পাইলে, স্বকার্য্যসাধনের জন্য, চিনিপটির গ্রাহক লইয়া গিয়া লাখোদারপটী হইতে খুচরা হিসাবে তাঁহাদিগকে চিনি বিক্রয় করিতে ক্রুটী বা ইতঃস্ততোবোধ করেন না।

এইরূপ নানাবিধ উপসর্গের জন্য, চিনিপটির কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার করিবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য যৌথ-কারবারের অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয়; এবং ঐক্য-সাধনও সবিশেষ আবশ্যক। কারণ "যেখানে ঐক্য সেইখানেই লক্ষ্মী" ইহা আমাদিগের ঘরে বাহিরে কেবল শুনিতেই পাই; কিন্তু কার্য্যতঃ বোধ হয়, তাহা মুখের কথা,—অনুশীলনের বা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য নহে। সুতরাং কথার কার্য্যে-পরিণতি অসম্ভব। অতএব এখন ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, যাহা হইবার নয়, তাহা বলা অন্যায়। ইতিপূর্ব্বে বিট্‌চিনির জন্য একবার এরূপ অসাধ্য-সাধনের উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের ফলে বিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া, যৌথকারবার কথার সার্থক্য যেন তাহাতেই প্রকাশ! আমাদের দেশে যূথ অর্থে পশুর দল; তাহাদের অনুষ্ঠিত কারবারকে যৌথকারবার বলাই সঙ্গত। তবে পাশব-ব্যবহারে মানবোচিত ঔদার্য্য বা স্বার্থত্যাগ সম্ভবপর নহে। তাই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা—অনৈক্য আমাদিগের চিরসহচর! সুতরাং এবার আর পুনরায় যৌথ কারবার করিতে অনুরোধ করি না, কিংবা কাহাকেও ২০০০।১০০০ টাকা দিয়া নূতন উদ্যোগ-অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে হইবে না,—আপনারা এখনও যেমন স্ব স্ব প্রধান আছেন, পরেও তেমনি থাকিবেন; অথচ আমাদিগের ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উন্নতির অন্তরায় ঘুচাইবার উপায় কি?—ইহাই বিবেচ্য—অনুসন্ধিতব্য!

এই বাণিজ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়া, আমরা যেরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার পরিচয় পাইলে, অনেকের পক্ষে ধৃষ্টতা বোধ করিতে পারেন সত্য,—কিন্তু আমা-

দের পক্ষে আবার সত্যমূলক তত্ত্বেরও সচেষ্টভাবে গোপন করা সহজসাধ্য নহে। তাই বলি, আমাদের উচিত—মরিশস দ্বীপে একজন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ লোক ও একজন চিনিপটীর চিনি-ব্যবসায়-কুশল লোক পাঠাইয়া দেওয়া। ইহাদের বেতন-পাথেয়াদি যদি আমাদের চিনিপটির মহাজনদিগের সমবেত সাহায্যে নির্ব্বাহিত হয়, ভালই; নচেৎ আমরা তাহা দিতে স্বীকৃত আছি। পরন্তু আমরা প্রায় দেখিতে পাই, বর্ত্তমান কালে ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিতে অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ যখন বিজ্ঞাপন বিতরণ হেতুক লক্ষাধিক টাকাও একরূপ বৃথা ব্যয় করিতে পারেন, তখন আমাদিগের একটী প্রধান পণ্য সংক্রান্ত বাণিজ্যপ্রধান বন্দরের সংবাদ সংগ্রহ জন্য—বিশিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিতে মাসিক ২।১০ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ কি? ভবিষ্যৎ শুভের আশায় মাসিক ২।১০ টাকা ব্যয় করা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কথা নহে কি?

চিনিপটি হইতে প্রেরিত লোকদ্বয় তথায় গিয়া, কলের অবস্থা, কার্য্যপ্রণালী, দর ইত্যাদি আবশ্যকীয় তথ্যাদি প্রত্যহ পত্র দ্বারা লিখিয়া জানাইবেন। তৎপরে ইহাতে সুবিধা বিবেচনা হইলে, এখন যেমন আমরা লাখোদার-পটী হইতে মারিশ চিনি নিজেদের অবস্থানুরূপ ক্রয় করিয়া থাকি, তখন এইরূপ মরিশসে পত্র লিখিয়া আমরা উহা আনাইব। যিনি যত বস্তা লইবেন, তাঁহাকে তথা হইতে তত বস্তার চালান দেওয়া হইবে, এবং পরস্পরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিবেন—যৌথের কার্য্য নহে। যেমন অনেকের ঘৃতের মোকাম আছে, ইহা সেইরূপ চিনির মোকাম হইবে। চিনিপটীর মত পাইলেই, আমরা এই কার্য্যের ব্যবস্থা-প্রণালী অর্থাৎ "কার্য্যের নিয়মাবলী" পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীহরিপ্রিয় কোঁচ।

সহজ শিল্প।

টীন বাক্সের বার্ণিস।

(১) আগুনের তাপে কতকটা রজন এবং গর্জ্জন তৈল গলাইয়া লও। ইহাই হইল টীন বাক্সের প্রকৃত বার্ণিস। তবে ইহাকে রঙ্গিন

করিতে ইচ্ছা করিলে, এই বার্ণিসে সিন্দুর দাও, লাল রং হইবে, হরিতাল চূর্ণ দাও, হরিদ্রাবর্ণ হইবে ইত্যাদি। বার্ণিস অধিক ঘন হইলে তারপিণ তৈল দিয়া পাতলা করিবে।

কাষ্ঠ বার্ণিস।

(২) পাতগালা চূর্ণ এক পোয়া লইয়া তাহার সহিত নেপ্‌থা আড়াই পোয়া মিলিত কর। যে পর্য্যন্ত উহা দ্রব না হইবে, সেই পর্য্যন্ত বোতলের ছিপি বন্ধ করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। নেপ্‌থা অত্যন্ত দাহ্য বস্তু, এজন্য অগ্নির সম্পর্কে লইয়া যাইও না। ইহা দ্বারা কাষ্ঠ রঞ্জিত করিলে, তাহাকে "ফ্রেঞ্চ পালিস" কহে।

(৩) এক পোয়া মঞ্জিষ্ঠা ও ৫ ভরি ওজনের বকম্‌ কাষ্ঠ এই দুই দ্রব্য একটী হাঁড়িতে করিয়া, পরিষ্কার জল দিয়া কিছুক্ষণ ফুটাইলে যে রং হইবে, সেই রং রঞ্জিত করিবার কাষ্ঠে ২।৩ বার মাখাইয়া দিয়া শুষ্ক করিয়া, তৎপরে অর্দ্ধভরি আন্দাজ কার্ব্বনেট অব পটাস, একসের জলে গুলিয়া, পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক কাষ্ঠে মাখাইয়া দিলে মেহগিনি কাষ্ঠের ন্যায় বার্ণিস হয়।

(৪) খুনখারাপি এক ভরি; এলকানিরুট অর্দ্ধভরি; মুশর্ব্বর চারি আনা ওজনের এবং মেথাইলেটেড স্পিরিট অর্দ্ধসের—এই চারি বস্তু একত্র করিয়া দ্রব করিলে উৎকৃষ্ট বার্ণিস হয়; ইহা ব্রস কিম্বা স্পঞ্জ দিয়া কাষ্ঠে মাখাইতে হয়।

মেপ বা ছবি বার্ণিস।

একটুকু আইজিং গ্লাস (ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়) একটুকু জল দিয়া ফুটাইলে, ঠিক ভাতের ফেণের মত হইবে। উক্ত ফেণ বা মণ্ড মেপের উপর এক পোঁচ মাখাইয়া, মেপ খানি শুষ্ক করিতে দাও। তাহার পর এক ভাগ কেনেডা বালসাম এবং এক ভাগ তার্পিণ তৈল, এই দুই বস্তুকে একটি শিশি মধ্যে রাখ এবং মুখটী ভাল করিয়া কাক দ্বারা বন্ধ কর। এইবার আইজিং গ্লাসের মণ্ড মাখান শুষ্কমেপে এই বার্ণিস এক পোঁচ বা আবশ্যক হইলে দুই পোঁচ মাখাও, পরিষ্কার মেপ বার্ণিস হইবে। বিলাতী চক্‌চকে ছবি যাহা দেখিতে পাও, তাহাও এই বার্ণিসে হইয়া থাকে।

সংবাদ।

১৭১০ সালে ইটালীতে সর্ব্ব প্রথম "পাইনাফোর্ট" নামক বাদ্য যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। এই যন্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলে আজ-কালের "হারমোনিয়ম।"

পুণা সহরে ছুঁচ, আলপিন, কাঁটাপেরেক প্রভৃতির একটী কল বসিবে। তজ্জন্য একটী কোম্পানী গঠিত হইতেছে। কোম্পানীর মূল-ধন হইবে ১ লক্ষ টাকা। এক একটী অংশের মূল্য হইবে ১ শত টাকা।

বিগত বৈশাখ মাসে কলিকাতায় বৈদেশিক চিনি যাহা আমদানী হইয়াছে; তাহার তালিকা এই;—

অষ্ট্রীয়া হইতে বিট্‌চিনি প্রতিবস্তা আন্দাজ ২৸০ সের করিয়া ওজনের ৩,৪৪০ বস্তা; জর্ম্মণি হইতে বিট্‌চিনি উক্ত ওজনের ১৭,৮০০ বস্তা আসিয়াছে। ইহা ভিন্ন, মরিশস্‌দ্বীপ হইতে এক জাহাজে ২৯,০০০ বস্তা; চীন হইতে গ্রেহাম কোম্পানীর ১নং চিন পিটি ৪২০ বস্তা; ২নং চিন পিটি ৮৪০ বস্তা। জার্ডিন স্কিনার এণ্ড কোম্পানীর ২নং চিন পিটি ১,২৫০ বস্তা; জে, এস, পিটি চিনি ১,৭০০ বস্তা। পিনাংচিনি ২,৪০০ বস্তা। লিবারপুল পিটিচিনি ২৫০ বস্তা আসিয়াছে। তৎপরে মান্দ্রাজ হইতে আর্কট পিটি-চিনি ১,৫৪০ বস্তা; মান্দ্রাজ পিটি চিনি ৫০০ বস্তা; মান্দ্রাজ দানাদার চিনি ৫০০ বস্তা আসিয়াছে। এই সকল চিনির মধ্যে কেবল চিন পিটি চিনি গুলির ওজন ১৷৹ মন আন্দাজ, নচেৎ প্রায় সবই ২/০ মনী বস্তা।

আগ্রার জেল হইতে দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট গালিচা প্রস্তুত হইয়া, এক খানি ভারত-সম্রাট এবং অপরখানি জর্ম্মণ-সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রতি বস্তায় ৭ পাউণ্ড টেয়ার বা করতা হইলে উহার বাঙ্গালা নিট ওজন হয় ১ বস্তায় /৩৷৵১০; ২ বস্তায় ৭ পাউণ্ড হিসাবে /৬৶৹; এইরূপ ৩ বস্তায় ।০৶১০; ৪ বস্তায় ৩৷৵০; ৫ বস্তায় ।৭৲১৫; ১০ বস্তায় ৶৪/১০ ২০ বস্তায় ১৷৮৶০; ৩০ বস্তায় ২৷২।০; ৪০ বস্তায় ৩৬৷৵০; ৫০ বস্তায় ৪।০।৶৫; ৬০ বস্তায় ৫/৪৷১৫; ৭০ বস্তায় ৫৶৮৷৵১০; ৮০ বস্তায় ৬৶২৶০; ৯০ বস্তায় ৭৷৬৶০; ১০০ বস্তায় ৮৷০৶৵১০; এই হিসাবে এক্ষণে যত বস্তা ইচ্ছা ৭ পাউণ্ড হারের করতা শীঘ্র কসা যাইবে।

বিগত খৃষ্টাব্দে পারিসে যে মহামেলা হইয়াছিল, উক্ত মেলায় এক অদ্ভুত যন্ত্র দেখান হইয়াছিল। উক্ত যন্ত্র তাড়িত-সাহায্যে প্রস্তুত। উহা দ্বারা শত শত মাইল দূরে যে সমুদয় লোকের বাস, তাহা দেখা গিয়াছিল। যন্ত্রের নাম হইয়াছে "টেলিলেক্টো"।

প্রাপ্তি স্বীকার।

—*—

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পত্র, পত্রিকা এবং পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। স্থানাভাব বশতঃ বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। সময়মতে, বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অবকাশ লহরী। শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিক প্রণীত। ইনি আমাদিগের সুপরিচিত স্বর্গীয় যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ধনকুবের সন্তানের এরূপ চেষ্টা একান্তই প্রশংসা যোগ্য সন্দেহ নাই। গ্রন্থ রচিত কবিতা-গুলি বেশ প্রাঞ্জল ও ভাবব্যঞ্জক।

সাপ্তাহিক পত্র।

১। এডুকেশন গেজেট। ২। সময়। ৩। হিন্দুরঞ্জিকা। ৪ বিকাশ-বরিশাল হইতে প্রকাশিত। ৫। খুলনা। ৬। মিহির ও সুধাকর। বঙ্গভূমি। ৮। নিবেদন।

মাসিক পত্র।

৯। নবপ্রভা,—বৈশাখ সংখ্যা। ১০। প্রয়াস,—বৈশাখ সংখ্যা। ১২। ছায়া ১ বর্ষ ৮ সংখ্যা। ১৩। চিকিৎসক ও সমালোচক ৭ বর্ষ চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যা। ১৪। প্রকৃতি ১বর্ষ,—পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুণ সংখ্যা। ১৫। কৃষক ২য় খণ্ড বৈশাখ সংখ্যা। ১৬। বীণাপাণি; গত বর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যা। ১৭। দারোগারদপ্তর ১০৭ নম্বর। ১৮। বিকাশ (কলিকাতার) গত বর্ষের পৌষ ও মাঘ সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আজ চারি মাস হইল, মহাশয়দিগের সমীপে এই দীনহীন মহাজন-বন্ধু গমন করিতেছে। কিসের জন্য দেশের গরীব দুঃখীরা আমাদের দ্বারস্থ হয়; তাহা একটু ভাবা উচিত। দুঃখীরা বিশেষতঃ ভদ্রলোক দরিদ্র হইলে, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না; "বলি বলি আর বলা হয় না।" এই ব্যবস্থা ভগবান্ ভদ্র দরিদ্রের ভিতর দিয়াছেন! আবার তিনিই প্রবঞ্চকের ভিতর প্রলভনের ব্যবস্থা দেখাইয়া ফণে উপহার সংহার প্রভৃতি নানা প্রকারের উপসর্গের

হার দিয়া, টাকা আদায় করিবার পন্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। সংবাদপত্রের উপহার যিনি দেন, তিনি ঠকেন,—ধর্ম্মের নিকট; এবং যিনি উহা লয়েন তিনিও ঠকেন, কর্ম্মের নিকট। গরীব মহাজনবন্ধুর টাকা নাই, অতএব উপহার দিবে কি? আরও আমাদিগের বিশ্বাস, খুচ্‌রা দোকানে যে ফাউ দেয় তাহাও দোকানদার লোক্‌সান করিয়া দেয় না। আপনারা ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখুন,—আপনাদের—দেশের দশের মহাজনবন্ধু বার্ষিক এক টাকা বেতনের চাকরমাত্র।

মহাজনবন্ধু ৪ মাসে চারি সংখ্যায় আপনাদের করতল গত হইয়া, স্বকর্ম্ম করিয়াছে; আশা, এক্ষণে বিহিতবিধানের। সাধারণের সাহায্যাদির অভাবে ইহার শরীর রক্ষা হইলেও পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। মহাজনগণ যদি ইহার পুষ্টিবিধান কল্পে বদ্ধপরিকর না হন, তবে ইহার উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট চেষ্টা ও সুফল ফলিতে পারে না। আমরা প্রথমেই ইহার মূল্য অগ্রিম দেয় বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু আমাদের সেই বিধান কেবল পত্রেই থাকিয়া না গেলেও সাধারণের নিকট হইতে তাহার অনুকূল ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কৈ? পরন্তু মহাজনবন্ধুর গ্রাহকেরা সকলেই "মহাজন" মহাজনগণের সাহায্যাদির জন্য আমাদিগের একবার স্মরণ করিয়া দিতে হয় বলিয়া এই কথার অবতারণ। আমাদের বিশ্বাস ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়ী নষ্ট করেন না। দাতা মহাশয়গণ! ইহার বার্ষিক দেয় দিয়া, ইহার জীবন রক্ষা করিতে ব্রতী এবং পৃষ্ঠপোষক হইবেন।

মহাজনবন্ধু সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

১। মহাজনবন্ধুর—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রই ১৲ টাকা মাত্র, ডাক মাশুল লাগে না।

২। নমুনা—চাহিলে, দুই আনার টিকিট পাঠাইতে হইবে। পত্রের উত্তর চাহিলে, রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার একবারের জন্য প্রতি লাইনে ৵০ আনা, এবং একবারের জন্য এক পেজ বিজ্ঞাপন ৩৲ টাকা; অধিকদিনের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। মলাটে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, দাম বেশী লাগে।

৪। কলিকাতার গ্রাহক মহোদয়েরা আমাদের ছাপান বিল লইয়া, টাকা দিবেন, নচেৎ টাকা অন্য কাহার হস্তে দিলে, তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি।

মফঃস্বলের গ্রাহক মহোদয়েরা টাকা পাঠাইবার জন্য বুকপোষ্টের টিকিট কিম্বা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাইতে পারেন। আমাদের চিনির গ্রাহক মহোদয়েরা পত্র দ্বারা সম্মতি জানাইলেই তাঁহাদের হিসাবে খরচ লিখিয়া টাকা লইতে পারি।

৫। প্রবন্ধ এবং বিনিময়ের কাগজ সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অপরাপর বিষয়ক পত্র এবং টাকা কড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইতে হইবে। শ্রীসত্যচরণ পাল—কার্য্যধ্যক্ষ। ১ নং চিনিপটি, বড়বাজার, কলিকাতা।

সংবাদপত্রের মতামত।

আমরা নিজেদের সুখ্যাতি নিজেরা করিতে চাহি না; দেশের বহুবিধ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা যাহা বলিয়াছেন বা বলিতে-ছেন, তাহাই জানাইব মাত্র। পরন্তু এবার স্থানাভাবে অপরাপর বহুপত্রের মতামত জানাইতে পারিলাম না। বিগত বৈশাখ মাসের বীরভূমি নামক সুবিখ্যাত পত্রিকা দেখুন কি বলিতেছেন।

মহাজন বন্ধু। মাসিক পত্র। কলিকাতা, বড়বাজার, ১ নং চিনি পটী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাহিত্যালোচনার জন্য অনেক মাসিক পত্র আছে। কিন্তু ব্যবসায়িগণের কোনরূপ পত্রিকা ছিল না। আমাদের বীরভূমির পাঠকবর্গের সুপরিচিত রাজকৃষ্ণ বাবু সেই অভাব দূর করিবার জন্য এই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এই পত্রের তাহাই উদ্দেশ্য। বলিতে দুঃখ হয়, আমরা ব্যবসায় আদৌ বুঝি না। ব্যবসায় কেমন করিয়া অর্থের নিয়োগ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না। আবার স্বদেশজাত দ্রব্যের কেমন করিয়া প্রচার করিতে হয়, সে কৌশলও আমাদের অজ্ঞাত। এই দেখুন না, এখনও ত অনেক শিল্পজাত দেশীয় দ্রব্য রহিয়াছে; আবার নিব, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যেও ত আমরা প্রস্তুত করিতেছি, কিন্তু বাজারে কয়টা দেশী নিব পাওয়া যায়, বা দেশীয় কলের কাপড় কয় থান দেখিতে পাওয়া যায়? "মহাজনবন্ধু" যদি ব্যবসায়িগণের মধ্যে একটা একতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি ও দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন করিতে পারেন, তবে বড়ই উপকার হয়। প্রথম দুই সংখ্যা "মহাজনবন্ধু" দেখিয়া অনেকটা আশা

হইয়াছে। লেখা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও মধুর। সহজ কথায় কঠিন বিষয় বুঝাইতে রাজকৃষ্ণ বাবু সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য ভরসা হইতেছে, রাজকৃষ্ণ বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা "মহাজনবন্ধু" দ্বারা দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে।

"মহাজন বন্ধু" নামক মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এডুকেশন গেজেটের লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ পাল ইহার সম্পাদক। অন্যান্য সংখ্যা পাইয়া পত্রিকাখানির স্থায়িত্ব দেখিলে সুখী হইব।—নিবেদন ১৩ই চৈত্র সন ১৩০৭ সাল।

মহাজনবন্ধু। ব্যবসায়ীদের উন্নতি কল্পে এই ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছে; বঙ্গদেশ দিন দিন যেরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে তাহাতে ব্যবসায়ের সুপন্থা নির্ণয় করিয়া দেশের লোকের চিত্ত ক্রমে ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে, দেশের একটি মহদুপকার সাধন করা হইবে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকাখানিতে সাহিত্য বিষয়ক কোনরূপ আলোচনা না করিয়া কেবল ব্যবসায় বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইলে এবং কিরূপ ভাবে নূতন নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহাতে লাভবান হইতে পারা যায় তৎবিষয় আলোচিত হইলে পত্রিকা খানির দ্বারা দেশের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইবে।—হিন্দুরঞ্জিকা, ২৮এ চৈত্র ১৩০৭ সাল।

মহাজন বন্ধু—মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বড়বাজার চিনিপটি হইতে প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা; ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। এই চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর দেশে স্বাধীন ব্যবসায়ের কথা বলিবার লোক বড় বেশী নাই। যাহাতে দাসত্বপ্রিয় বাঙ্গালী স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। তদুদ্দেশ্যেই এই নবীন সহযোগীর আবির্ভাব! উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। সহযোগীর চেষ্টায় যদি একটি বাঙ্গালীও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে তবে তিনি দেশের মহদুপকার সাধন করিবেন। সমালোচ্য সংখ্যায় কয়েকটি সারবান্ প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, সহোযোগী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের উপকার করিবেন।—বরিশাল—বিকাশ ২৭শে চৈত্র ১৩০৭ সাল।

ইয়া সালসা প্রস্তত করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের এই সালসায় সে প্রকার পারদঘটিত কোন অনিষ্টকর পদার্থ নাই।

২। ইহা খোস, পাঁচড়া. চাকা চাকা ঘা পায়ার ঘা, বাগীর ঘা নালী ঘা, চুল্‌কানি, কাউর, গণ্ডমালা এবং যে কোন প্রকার ঘা, হউক না, নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ও ব্যবস্থানুসারে আমাদের "লিটন অয়েল" বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

৩। গৃর্ম্মি ও মেহের পীড়ায় যাহাদের শুক্রের হ্রাস হয় ও সেই কারণ-বশতঃ যাহাদের সন্তানাদি হয় না, তাহাদের পক্ষে ইহা অব্যর্থ উপকারী মহৌষধ।

৪। এই সালসা ব্যবহারে গাত্রের কর্কশ চর্ম্ম কোমল ও মসৃণ হয় এবং চর্ম্মের উপরিস্থিত সকল প্রকার দাগ বিনষ্ট হয়। যাহাদের হাতে কিম্বা গাত্রে কাল কাল দাগ হয় (বাত কর্ত্তৃক)। তাহারা সালসা সেবনের সঙ্গে আমাদের "চালমুগরা তৈল" দিবসে ২।৩ বার মর্দ্দন করিলে উহা এবং গাঁটে গাঁটে যেরূপ বেদনা হউক না কেন, একবারে সকলেই নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

৫। বাত কর্ত্তৃক যাহাদের হস্ত পদাদিতে বেদনা ও কন্‌কনানি হয়, শরীরে শিথিলতা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে, অজীর্ণতা রোগ ঘটে, যাহাদের অধিক মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয় ও মাথা ঘোরে,তাহাদের পক্ষে এই সালসা বিশেষ ফলপ্রদ।

৬। এই সালসার প্রধাণ গুণ এই যে, ইহা সেবনে শরীরাভ্যন্তরের প্রত্যেক স্থানে প্রবেশ করিয়া রোগের মূল বিনষ্ট করে। যাহারা একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহারা ইহার অভাবনীয় আশ্চর্য্য গুণ কখনই ভুলিতে পারি-বেন না।

৭। যাহাদের শুক্রক্ষয়জনিত ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়াছে, তাহারা আমাদের সালসা দিবসে দুইবার এবং আমাদের "ড্যামিয়ানা" নামক পীল দুইবার সেবন করিলে তাহাদের শুক্র বৃদ্ধি হয়, এমন কি বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হয়।

৮। সালসা সেবনে সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়, তাহারা সালসা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের "সালসা প্যারিলা বটিকা" সপ্তাহে একবার করিয়া খাইবেন; শরীরের অবস্থানুসারে দুইবার করিয়াও খাইতে পারেন, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিবেক।

সেবন বিধি ৮ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ৩০ ফোটা তদূর্দ্ধ ৬০ ফোটা করিয়া দিবসে দুইবার।

মূল্য প্রতিশিশি ১৸০ সাত সিকা।

মফঃস্বলে ডাঃ মাঃ ॥০, ভিঃ পি কমিশন ৵০, প্যাকিং ৵০ আনা।

পাইকারদিগকে কমিশন দেওয়া যায়।

১২০।১২১ নং খোঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, চিনাবাজার,—কলিকাতা।

THE MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈবী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"

শ্রীরাজনারায়ণ লাহা দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মুল্য ৵০ আনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩০৮। [৫ম সংখ্যা।

বিট্ চিনির কার্য্য।

অতি অল্পদিনের কথা,—বৈদেশিক চিনি যাহা কলিকাতায় আমদানী হইত, তাহা চিনিপটির ব্যবসায়ীরা আপিশওয়ালাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, তৎপরে ইহাঁরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে এবং বঙ্গের প্রায় সমুদয় জেলাস্থ "চালানী খরিদ্দার" এবং মিছিরিওয়ালা, মোদক প্রভৃতি গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন। এখনও তাহাই করেন, কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অপরাপর বিদেশীয় চিনি সম্বন্ধে যদিও বিশেষভাবে কোন পরিবর্ত্তন-প্রণালী চিনিপটির ভাগ্যে এখনও তত কিছু সংঘটিত হয় নাই সত্য, কিন্তু এক বিট্ চিনির কার্য্যে চিনিপটির (কেবল চিনিপটির কেন, সর্ব্বপ্রদেশের চিনির কার্য্যে বিশেষ হানি হইয়াছে এবং এই জন্যই বিট্‌চিনির উপর এক্সট্রাডিউটি হইয়াছে।) বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে এবং এখনও হইবার পথ প্রশস্তই রহিয়াছে।

চিনিপটি হইতে বিট্‌চিনির ব্যবসায়ের পূর্ব্ব-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবার প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য বৈদেশিক চিনি—যথা, চীন, মরিশস

প্রভৃতি স্থানের চিনি অন্ত সওদা করিলে অর্থাৎ কনট্রাক্ট বা মাল ক্রয় করিলে, ১৫।২০ দিন মধ্যে উক্ত সকল দেশ হইতে মাল কলিকাতায় আসিয়া পড়ে; কিন্তু জর্ম্মণ প্রভৃতি দেশের বিটচিনি অন্ত সওদা করিলে ৩ মাস পরে মাল কলিকাতার বন্দরে উপস্থিত হয়। অতএব এই দীর্ঘ-কালব্যাপী সময়ের জন্য অনেক নির্ধন ব্যবসায়ী টাকার সঙ্গে বড় একটা সম্বন্ধ না রাখিয়া এই কার্য্যের খরিদ ও বিক্রয় করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন,—কনট্রাক্ট সহি করিয়া মাল লইয়া তিন মাসের মধ্যে বাজার দর বুঝিয়া উক্ত কনট্রাক্ট বিক্রয় করিবার অবসর পাইয়া থাকেন। এই কনট্রাক্ট খরিদ বিক্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র এক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব ইহা যেন অহিফেনের খেলার মত এককার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সুতরাং যে সে, যিনি তিনি, ইনি উনি, দেশের অনেকেই এই কার্য্য করিতেছেন। পরন্তু একটা ভূয়া কথার মত শুনা যায় যে, আপিশে যাঁহারা একবার বিটচিনির কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম লেখা থাকে। এই পরিচিত নাম ভিন্ন যে সে নামে একার্য্য হয় না; কিন্তু তাহা কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই দেখা যায় না,—অবশ্যই যে সে যিনি তিনি এই চিনির কনট্রাক্ট করিয়া মাল ক্রয় করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। এই জন্যই পশ্চিমের হিন্দুস্থানী ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ের প্রসার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং স্থানীয় ব্যবসায়ের বিক্ষিপ্তিতে এক পক্ষে আপিশ-ওয়ালাদিগের গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছে—এখন কেবল চিনিপটির গ্রাহকগণই প্রধান অবলম্বন নহে, এখন তাঁহারা ভিন্ন অন্য অনেক লোকের অভ্যুত্থান হই-য়াছে। কাজেই একমুখী বিটের বৃত্তি "শতমুখী" হইয়াছে!

অতএব এখন যে কেবল চিনিপটিতে বিটচিনি পাওয়া যায়, তাহা নহে; এখন অনেক পটি এবং "তালী" কিম্বা ব্যাণ্ডেজের ভিতর হইতে বিটচিনির দাগ দেখা যায়। এমন কি চিনিপটির গোমস্তারা পর্য্যন্ত নিজেদের দায়িত্বে বিটচিনির কনট্রাক্ট করিয়াছেন। কিন্তু হায়! গোমস্তারা কোথায় মনিবের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবে, তাহা না করিয়া মনিবের বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক নিজেদের স্বার্থ-সাধনে তৎপর! —ইহাও হতভাগ্য চিনিপটির কর্ত্তৃপক্ষেরা তলাইয়া বুঝেন না! অবশ্য ইহা যে সে মহাজনের গোমস্তারা করিতে পারেন না। নিতান্ত ভালমানুষ মহাজনের কর্ম্মচারীরা ইহা করিয়াছেন।

তাহার পর ঐ সকল কারণে বিট্‌চিনির গ্রাহক যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রাহক দালাল মহাশয়দিগেরও অনুগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে! আগুণ লাগিলে স্বভাবতঃ যে কারণে বাতাসের তেজ হয়, মরা পড়িলে স্বভাবতঃ যে কারণে শকুনির আমদানী হয়, ঠিক সেই কারণে স্বভাবতঃ গ্রাহক বৃদ্ধি হইলেই দালালদিগের কৌশলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব দালাল মহাশয়েরাও বিট্‌চিনির গ্রাহক আরও বৃদ্ধি হউক—এই ভাবিয়া ইঁহারাও অনেক অস্থান কুস্থান হইতে বিট্‌চিনির গ্রাহক অনুসন্ধান পূর্ব্বক বাহির করিয়া দিতেছেন। অতএব বিট্‌চিনির ব্যবসায় চরম শ্রীবৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহাহউক, আবার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ধী-শক্তি-সম্পন্ন, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্, দালাল মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন, চিনিপটির কার্য্যপ্রণালী চিনিপটির মহাজনগণ কর্ত্তৃক নষ্ট হইতেছে। তাঁহারা অনেক স্থলে পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ দেশের অবস্থার বিষয় ইঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বা ৯৮ জন ভাবিতে পারেন না। ইঁহারা যেমন আপিশে মাল লইবার সময় পূর্ব্বে টাকা জমা দিয়া, পরে মাল লইয়া থাকেন, সেই প্রথা ইঁহারাও পুরাতন চিনিপটির গ্রাহকদিগের মধ্যে স্বতঃই প্রবেশ করাইতে উদ্যত; "নগদ টাকা দিলে এক পয়সা দর সুবিধা" ইহাই হইল,— দোকানদারদিগের মূলমন্ত্র! ফলে, বাণিজ্য ব্যাপারে যথেষ্ট টাকা না থাকিলেও ব্যবসায়ী হইলে তিনি কখন সুলভ দরের আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন না; বা পারিলেও তাঁহাদের স্বভাব মহাজনেরা মনে মনে বুঝিয়া লয়েন। কাজেই স্বল্প ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সুলভ দর পাইবার প্রার্থনায় যে স্থান হইতে হউক, টাকা নগদ মিটাইয়া দিয়া, মহাজনের ঘর পরিস্কার রাখাই সঙ্গত—আর রাখিতেও হয় তাহাই। আবার যে সকল ধনী গ্রাহকের টাকা আছে, তাহাদের ত কথাই নাই। নগদ টাকা দিলে ঋণ অপেক্ষা সুবিধা দর হইবে শুনিলে, তাঁহারা অগ্রে টাকা দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে চিনিপটীতে "ধারের গ্রাহক" বেশী ছিল, অথচ আপিশাঞ্চলে "ধার প্রথা" ছিল না, সেইজন্যই তাঁহাদিগকে মহাজনের বশীভূত থাকিতে হইত, —দুই পয়সা, চারি পয়সা বাজার দর অপেক্ষা বেশী লইলেও তাহারা কেবল ঐ কারণে—কাজ-কি! মহাজন আমার নিকট দুই হাজার বা পাঁচ হাজার টাকা পাইবে, আমার হস্তে টাকা নাই, দুই পয়সা দর বেশী

লইলে, বা এখন এ কথা বলিতে গেলেই, মহাজন যদি টাকা চাহিয়া বসেন, কোথা হইতে দিব, কাজ নাই—যেমন ক্রয় করিব, সেইমত বিক্রয় করিব,—এই বলিয়া আর কোন কথা বলিতেন না। এখন এ প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কলের চিনি প্রায়ই নগদ মূল্যে বিক্রয় হওয়াতে, সেই আপিশের প্রথা দেশময় চলিয়াছে। এখনও যদিও ধার আছে বটে, কিন্তু তাহা পাঁচ সাত দিন অথবা "খারা টাকা" দশ দিন মুদ্দত—ইহাও অসমর্থ পক্ষে। সমর্থ পক্ষের গ্রাহকেরা দেখিল যে, যখন আমাদের নগদ মূল্যে মাল লইতেই হইবে, তখন আমরা আর একটু "এগিয়ে" দেখি না কেন। ইহারা ত আপিশ হইতে মাল ক্রয় করিয়া আমাদের বিক্রয় করেন,—তথায় নগদ মূল্য; এবং আমরাও নগদ মূল্য দিব, তবে আপিশের দিকে যাইব না কেন? তাই ক্রমেই অনেকের এই-ব্যবসায়-চেষ্টা আপিশমুখী হইয়া পড়িল। পরিণামে ইহাতে চিনিপটিও বলহীন হইতে লাগিল। এস্থলে চিনিপটির মহাজনেরা অন্তর্ব্বাণিজ্যের পক্ষপাতী অর্থাৎ বিদেশে যাইব না, দেশে বসিয়া ব্যবসায় করিব;—এইরূপ অন্তর্ব্বাণিজ্যের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবিদ্যা লইয়া, আপিশওয়ালাদের বহির্ব্বাণিজ্য প্রথা অবলম্বন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র নহে কি? অগ্রে আমাদিগের বহির্ব্বাণিজ্য করিবার শক্তি হউক, তখন আপিশের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিব, ইহা মহাজন-পক্ষে বিবেচনা করা উচিত,—অতএব ইহাতে দালালের দোষ কি?

আর এক কথা। বিট্‌চিনি যে সকল আপিশে আমদানী হয়, তন্মধ্যে অনেক আপিশে কাপড় ইত্যাদি আমদানী হয়। চিনির টাকা গ্রাহকদিগের নিকট ছিট্‌পয়সাটী পর্য্যন্ত লইয়া তবে মাল ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সেই আপিশে কাপড়ের টাকা এদেশী গ্রাহকদিগকে "ধারে" ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চিনির টাকা নগদ এবং কাপড়ের টাকা ধার কেন? এই প্রশ্ন আমরা কোন আপিশের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কাপড়ের দালালেরা রীতিমত টাকা জমা দিয়া দালালী করে এবং উহাদের দায়িত্বে কাপড় ধার দেওয়া হয়। উহারা যে গ্রাহককে দিতে বলিবে, আমরা তাহাকেই দিব; নূতন গ্রাহকের ৩ বার মাল লওয়া পর্য্যন্ত উহারা জামিন থাকে, তৎপরে পরিচয় হইয়া গেলে, গ্রাহক পূরাতন হইলে, তজ্জন্য আর উহারা দায়ী থাকে না। চিনির দালালেরা সে দায়িত্বে যায় না। তাহা হইলে চিনিও আমরা ধারে দিতে পারি।"

উত্তরে আমরা বলিলাম "তাই বটে; এই দেখুন না কেন, টর্ণার মরিসন কোম্পানীর হাউসে চিনির কার্য্যে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ পাল এই দালালদ্বয় রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কালীবাবু ঐ বাটী হইতে ২।৪ গাড়ি চিনি ধর্ম্মতলায় নিজের দায়িত্বে বিক্রয় করেন, কাজেই ধর্ম্মতলার গ্রাহকেরা ধার পায়। কিন্তু ঐ বাটীতে যোগেন্দ্র বাবু লক্ষ মন, দুই লক্ষ মন চিনি এমন কি মুদ্দত-মত কল কন্ট্রাক্ট করিয়া অপর্য্যাপ্ত চিনি "এক মহাজনকে" বিক্রয় করেন; কিন্তু দুইটা পয়সা বাকী রাখিয়া কখন মাল ডেলেভারি দেন না। অগ্রে ছিট্ পয়সাটি দাও, তৎপরে মাল উঠাও। সে পিরীত চিনির দালালদিগের কাছে নাই। আপনারা যতই কেন চিনির দালালদিগের রূপে গুণে মুগ্ধ হউন না,—ভবী ভুলিবার নহে—তাঁহারা বিনা-সম্বলে অর্থোপার্জ্জন করিবেন,—আপনি লক্ষপতি কোটীপতি হউন না কেন, তাঁহারা জামিন থাকিবেন না,—সে ভালবাসার পাঠশালায় তাঁহারা নাম লেখান নাই। তাঁহারা একাঙ্গী প্রেমের পক্ষপাতী।—একাঙ্গী প্রেম কেমন জানেন,—যেমন পুকুর হাঁসকে চায় না, হাঁস পুকুরকে চায়,—একেই বলে একাঙ্গী-প্রেম বা একাঙ্গী ভালবাসা। অর্থাৎ একপক্ষ ভালবাসে, অপরপক্ষ সে ভালবাসা চায় না। একাঙ্গী প্রেমেই চিনিপটি ডুবু ডুবু!! উপস্থিত দালালেরা জামিন হইলে, এই হাবু ডুবু খাওয়াটার কতক নিবারণ হইয়া, বিট চিনির কার্য্য কূলপ্রাপ্ত হয়। দালাল-মহাশয়েরা কৃপা করিয়া অনুকূল হইলে নিশ্চয়ই আপিশ হইতে চিনিরও ধার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা হইলে কার্য্যেরও সুযোগ-সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত আপিশে ধার-প্রথা না হইলেও বিট্‌চিনি সম্বন্ধে যদি চিনিপটির মহাজনেরা এই নিয়ম করেন যে, যাঁহার নামে আপিশের কন্ট্রাক্ট আছে, তাঁহাকে টাকা দিয়া মাল বাহির করিয়া দিতে হইবে, তৎপরে তিনি টাকা পাইবেন; অর্থাৎ আমাদের ডাইরেক্ট আপিশের নামে কন্ট্রাক্ট হইলে, আমরা আপিশে টাকা জমা দিয়া মাল লইব। নচেৎ অমুকের দরুণ কন্ট্রাক্টের টাকা আমরা আপিশে দিব না, মাল পাইলে, পরে টাকা দিব। এই নিয়ম করিলেই বোধ হয়, শতমুখী বিট্‌চিনির ব্যবসায়ের গোড়া শক্ত হইয়া যাইতে পারে।

এবৎসর আবার অতিরিক্ত বিট্‌চিনি আমদানী হইতেছে। ইহাও ভারতের পক্ষে শুভ-লক্ষণ নহে। এই সময় হইতে আবার যাহাতে বিট্‌চিনির

এক্সট্রা-ডিউটি বৃদ্ধি হয়, সে পক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে জানাইয়া ইহার প্রতিকার করা উচিত।

ভারতের কল।

সূতা।

সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৮৯ সালে কাপড়ের এবং সূতার কল ১১৪টা ছিল, তৎপরে ১৮৯৯—১৯০০ সালে ১৮৬টী হইয়াছে। এই ১৮৬টী কলের এইরূপ হিসাব পাওয়া যায় যে, উহার মধ্যে সূতার কল ১০৪টী; কাপড়ের কল ৩টী এবং তুলা-পেঁজা ও সূতা-তৈয়ারী প্রভৃতির কল ৭৯টী,—সমষ্টিতে হইল ১৮৬টী।

তৎপরে, সমগ্র-ভারতের এই ১৮৬টী সূতার কলের মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বিগত বৎসর ১১৮টী ছিল, এবৎসর তথায় ১৪টী নূতন হইয়াছে। অতএব মোট এক্ষণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৩২টী সূতা এবং কাপড়ের কল হইল, বলিতে পারা যায়। পরন্তু বিগত বৎসর বোম্বাই বিভাগের সূতার কল-গুলিতে ৩৭ কোটী ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ৯ শত ৫৬ পাউণ্ড মাত্র সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত কলগুলির মূল-ধন মোট ১৬ কোটী টাকা।

অতএব আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আজ বোম্বাই প্রদেশে এক সূতার কলে ১৬ কোটী ভারতীয় মুদ্রা খাটিতেছে! কিন্তু উক্ত প্রদেশে এমন একদিন ছিল যে, তথায় সূতার কার্য্যে একপয়সাও খাটে নাই! সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে দাবর কাবাশাজী নামক একজন স্বদেশ-হিতৈষী, ধনবান্, বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান মহাপুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৮৫১ সালে তথায় সূতা এবং কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসে তাঁহার নাম হীরকাক্ষরে খোদিত করিয়া দিয়াছেন। কেবল বোম্বাই বলিয়া নহে, পরন্তু তখন ভারতে কেহই সূতা বা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন নাই; অতএব ইনি ভারতে সূতা ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রর্বর্ত্তক। ধন্য মহাপুরুষ তুমি! আজ তোমার পদানুসরণে কেবল বোম্বাই প্রদেশ সূতার কার্য্যে ১৬ কোটি কেন,—ভারতের অপরাপর স্থানের সূতা

এবং কাপড়ের কলে আরও কত কোটী কোটী টাকা খাটিতেছে! ভগীরথ যেমন ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাকে নামাইয়া আনিয়া কত পাপী-তাপীকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তুমিও তেমনই পাশ্চাত্যভূমির কর-কমণ্ডলু হইতে সূতার কল বাহির করিয়া আনিয়া ভারতীয় কত দীন দরিদ্রের পরিশ্রমের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া কোটী-কোটী ভারত-বাসীর আশীর্ব্বাদ-ভাজন এবং পূজনীয় পদে বরণীয় রূপে বিরাজ করিতেছ। অতএব আবার বলি—ধন্য-তুমি,—ধন্য-তুমি—মহাজন! এবং ধন্য তোমার বোম্বাই প্রদেশ! কেন না, আজ বোম্বাই প্রদেশে সমষ্টিতে ১৩২টি সূতা এবং কাপড়ের কল হইয়াছে, পরন্তু সমগ্র ভারতে আজ ১৮৬টী কাপড় এবং সূতার কল হইয়াছে। অধিকন্তু উক্ত ১৮৬র মধ্যে বোম্বাইয়ের ১৩২টী বাদে বাকী থাকে, ৫৪টী; ইহার মধ্যে ৪৬টী সূতার কল ভারতের অপরাপর স্থানে এবং ৮টী বাঙ্গালায় আছে। উহার মধ্যে ঘুসুড়িতে ১টী, ৫৭ নং কটনষ্ট্রীটে ১টী, মেটেব্রুজে ১টী, বজবজেতে ১টী, শ্যামনগরে ১টী, ৪২ নং গার্ডনরিচে ১টী, বাউড়িয়া বা হাবড়ায় ১টী, মাহেশ-শ্রীরামপুরে ১টী, এই হইল মোট বঙ্গের সূতার কল ৮টী। এই বার,—

পাট।

১৮৭৯-৮০সালে ভারতে চট এবং পাট কলের সংখ্যা ছিল ২২টী; এখন হইয়াছে, ৩৪টী। ইহার মধ্যে কলিকাতার সহর-তলীতেই ২৯টী, কেবল মাত্র ৫টী পাটের কল ভারতের অপরাপর স্থানে আছে। সহর-তলীর কলগুলি কোথায় কয়টী আছে, তাহার হিসাব এই,—

আলিপুরে ১টী, সিয়ালদহে ১টী, শ্রীরামপুরে ৩টী, গর্ডনরীচে ২টী, কামারহাটীতে ১টী, কাঁকনড়ায় ১টী, খড়দহে ১টী, হাবড়া ও ঘুসুড়িতে ৪টী, গৌরীপুরে ১টী, টিটেগড়ে ১টী, বেলেঘাটায় ১টী, বজবজেতে ১টী, বরাহনগরে ১টী, শ্যামনগরে ১টী, কেওড়াপাড়াঘাট-শিবপুরে ১টী, সুড়ায় ১টী; ইহা ভিন্ন, আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ ১টী, গর্ডন মিল্‌স্ ১টী, চাঁপদানীতে ১টী, ন্যাশনালজুট-মিল ১টী, ফোর্টগ্লাস্‌টার জুট ম্যানুফাক্‌চারিং কোম্পানী ১টী, ভিক্টোরিয়া জুট ফ্যাক্‌টারী ১টী, শালিমার জুট মিল্‌স ১টী, মোট ২৯টী মাত্র। তাহার পর,—

চিনি।

ভারতের চিনির কল ৫টী। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজে ১টী, যশোহরজেলায় ২টী, এবং কলিকাতার কাশীপুরে ১টী; কিন্তু যশোহর জেলার কল ২টী বন্ধ। রংপুরে আর একটি চিনির কল বসিবে শুনা যাইতেছে। তৎপরে,—

ময়দা।

ময়দার কল কলিকাতা সহর এবং সহর-তলীতে ৬টী এইরূপ হিসাব পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে হাবড়ায় ২টী, ৬৬ নং ক্রশষ্ট্রীটে ১টী, মাণিক-তলা ষ্ট্রীটে ১টী, শিবপুরে ১টী, এবং নন্দনবাগান ১টী; মোট ৬টী। পরন্তু অধিকাংশ তৈলের কলের সঙ্গে ময়দার কল সংযোজিত আছে।—অতএব বঙ্গের তৈলের কলের হিসাব দিতেছি; যথা,—

তৈল।

তৈলের কল সহর এবং সহর-তলীতে মোট ৩১টীর হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ৪টী, বরাহনগরে ৩টী, শালকিয়াতে ৪টী, বেলগেছে ও নন্দনবাগানে ১০টী, হরিতকী-বাগানে ১টী, কাশীপুরে ১টী, বাগবাজার অঞ্চলে ২টী, বহুবাজারে ১টী, উল্টাডিঙ্গিতে ১টী, বীডনষ্ট্রীটে ১টী, খিদিরপুরে ১টী, সারকূলার রোডে ১টী, গোয়াবাগানে ১টী; মোট হইল—৩১টী। এই সকল কলের মধ্যে বরাহনগর এবং শালকিয়ার কয়েকটী কলে রেড়ির তৈল পাওয়া যায়; এমন কি এই সকল কলের রেড়ির তৈল বিদেশে লিবরপুল প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী গিয়া থাকে। বেলগাছিয়া ও নন্দনবাগান প্রভৃতি স্থানের কলগুলিতে সরিষা এবং উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। তৎপরে,—

কাগজ।

বঙ্গের সহর-তলীতে ৪টী কাগজের কলের হিসাব পাওয়া যায়; যথা, টিটাগড়ে ১টী, বালিতে ১টী, ইম্পিরিয়েল মিল্ ১টী, এবং বেঙ্গল মিল ১টী। ইহার মধ্যে টিটাগড় মিলের স্বত্বাধিকারী এফ, ডব্লু, হিলজার্স এণ্ড কোম্পানী, ইহাদের আফিস ১৩৬নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে; বেঙ্গল মিলের হেড আপিশ বামার লরি এণ্ড কোম্পানী, ১০৩নং ক্লাইবষ্ট্রীটে; বালির মিলের কর্ত্তাদিগের কার-বারের নাম জর্জ হ্যাণ্ডারসন এণ্ড কোম্পানী, ১০০নং ক্লাইব ষ্ট্রীটে, এবং ইম্পি-রিয়েল মিলের স্বত্বাধিকারী জার্ডিন-স্কিনার এণ্ড কোম্পানী, ৪নং ক্লাইব রো-তে। ইহা ভিন্ন জন ডিকেন্‌সন্ এণ্ড কোম্পানী বিলাত হইতে কাগজ আনিয়া

বিক্রয় করেন। ইহাদের সঙ্গে দেশী কলের সম্বন্ধ নাই; অতএব এই শ্রেণীর কাগজের অপরাপর মহাজনদিগের নাম এস্থলে উল্লেখিত হইল না। পরন্তু ভারতে কাগজের কলের সংখ্যা ৮টী আছে। অতএব বঙ্গের ৪টী বাদে, ভারতের অপরাপর বিভাগে যে আর ৪টী কাগিজের কল আছে, তাহা সহজে প্রবুঝা যাইতেছে। পরন্তু ভারতে পশমের কল ৩২টী চলিতেছে। দেশালাইয়ের কল ১টী চলিতেছে, আর কিন্তু সুরকির কলও বঙ্গে কয়েকটি আছে। যাহা হউক, এই সকল কল সত্ত্বেও বিলাতের তুলনায় ভারতের কল সংখ্যা অতি সামান্য বোধ হইবে, এই জন্য এ প্রবন্ধে বিলাতের কতকগুলি কলের হিসাব দিতেছি।

বিলাতে কাপড় এবং সূতার কল ২৫৫৮টী, পশমী বস্ত্রের কল ১৭৯৩টী, রেপার প্রস্তুতের কল ১২৫টী, পশমী সূতার কল ৭৫৩টী, ছালটির কল ৩৪৫টী, শণের কল ১০৫টী, পাটের কল ১১৬টী, চুলের কারখানা ৪২টী, রেশমের কল ৬২৩টী, সঞ্জাব বা লেসের কারখানা ৪০৩টী, মোজা ও গেঞ্জিফ্রকের কল ২৫৭টী। তদ্ভিন্ন যে সকল সূতা টানিলে বড় হয়, তাহার কারখানা ৫৪টী আছে।

কলিকাতাস্থ ভবানীপুরে মোজা, গেঞ্জিফ্রক এবং রেপারের কল বসিয়াছিল, এখনও অচল অবস্থায় উহা পড়িয়া আছে। উক্ত কলের দ্রব্য এদেশীয় দিগের পছন্দ হইল না, নচেৎ দামে প্রায় জর্ম্মণের মত শস্তা হইয়াছিল। পরন্তু এই রোগেই কলিকাতার দেশালাইয়ের কলের অবনতি ঘটিয়াছে; নচেৎ দেশালাইয়ের কল এখনও চলিতেছে, কিন্তু উন্নতি নাই। কাচের বাসনের কলও ঐ রোগে মারা পড়িয়াছে।

বিলাতী দ্রব্য বিশেষতঃ জর্ম্মণীর দ্রব্যে আমাদের যাদু করিয়াছে! দেশী দ্রব্য ফ্যান্সি না হইলেও উহা আমরা লইব,—এই মতি-গতি যতদিন এদেশের লোকের না হইবে, ততদিন এদেশের মঙ্গলপ্রদ পথ দ্বিতীয় নাই।

মান্দ্রাজ-বোম্বাই অপেক্ষা বঙ্গে কল বড় কম! ইহার জন্য কেহ কেহ বলেন, উক্ত সকল প্রদেশে ধনী বেশী আছে, এবং তাঁহারা সুদ-খোর কম। বঙ্গের লোকের পুঁজি অল্প, সুদ বেশী, তাই কল কম।

কোট-চাঁদপুরের চিনির কল।

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বসু এটর্নী মহাশয় কোট-চাঁদপুরের চিনির কলের স্বত্বাধিকারীর পক্ষে কার্য্য করিতেছেন; ইনি বিগত ১৫ই মে মাসে মিষ্টার টি, আর, স্কল্লন (T. R. Scallan) সাহেব মহোদয়কে উপরোক্ত কল পরিদর্শনের জন্য, কলিকাতা হইতে প্রেরণ করেন। উক্ত সাহেব কোটচাঁদপুরে গিয়া উক্ত কলের পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট বা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই রিপোর্ট অবলম্বনে সংক্ষেপে উক্ত কল সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

"মহাজনবন্ধুর" কলেবর ক্ষুদ্র, ইহাতে সম্পূর্ণ রিপোর্টের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়; সুতরাং এতদ্বিষয়ে স্বল্প সন্তোষ সাধন বা তৃপ্তিবিধান আবশ্যক বলিয়া, অনুকল্পে তৃপ্তি-বিধান করিয়াছি।

উক্ত সাহেব মহোদয় কোট-চাঁদপুর সংক্রান্ত সার্ব্বাঙ্গীণ পরিদর্শনে তৎ-তৎস্থান ব্যাপারাদির প্রকাশ করিতে রিপোর্টে বলিয়াছেন;—কোট-চাঁদপুর যশোহর জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র নগর-বিশেষ বলিলে, অত্যুক্তি হয় না; এখানে মিউনিসিপাল-অধিকার আছে, রাত্রিতে পথে আলোক-সংস্থানের ব্যবস্থা আছে, জল-নিঃসরণে ড্রেণ আছে, পাকারাস্তা আছে, পোষ্ট-আপিস, পুলিশ আউট্-পোষ্ট, ডাক বাঙ্গালা, স্কুল, একটী দাতব্য ঔষধালয় এবং নানাবিধ দ্রব্যের দোকান বা আপণি ইত্যাদি সবই আছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম চৌগাছা এবং তারপুর অপেক্ষা কোট-চাঁদপুর অনেক ভাল স্থান। উক্ত গ্রামগুলি গণ্ডগ্রাম এবং চাঁদপুরকে বৃহৎগ্রাম বলা যাইতে পারে। এমন কি, যশোহর জেলার মধ্যে এই কোট-চাঁদপুরই প্রধান ব্যবসায়-স্থান বলিয়া, আমার মনে হয়। এই গ্রাম উত্তম স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান,—এখানকার জলবায়ু মানব-স্বাস্থ্যের অনুকূল। রুগ্ন ব্যক্তিরা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকিতে পারেন; একথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। *

---

* এই গ্রামের জমিদার—প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ আদর্শপুরুষ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তাঁহাদিগের আনুকুল্যে কোট-চাঁদপুরের প্রাকৃতিক সংস্থান আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহা স্বভাবতই অব্যাহত-বায়ু সঞ্চারে বিশোধিত—অথচ কপোতাক্ষ নদের স্রোতোবহু-জল নির্ম্মল বলিয়া, বেশ লোক-মনোরঞ্জক ও সুখকর। ম, সং।

এই গ্রাম যশোহর হইতে ২৯ মাইল, কলিকাতা হইতে বেঙ্গল-সেণ্ট্রাল রেলওয়ের পথে ১০৪ মাইল, এবং কলিকাতা হইতে শিব-নিবাস দিয়া, ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের পথে ৮৬ মাইল, জলপথে যাইতে হইলে, সিকারগাছা ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল যাইতে হয় (বোধ হয় কপোতাক্ষ দিয়া)। গ্রামের ভিতর বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদির মালগাড়ী বা গরুর গাড়ী গমনাগমন করিতে পারে, এরূপ পাকা-রাস্তা আছে। পথের স্থানে স্থানে বাঁধ বা সেতু আছে, অধিকাংশ সেতু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। কিন্তু ভাল ঘোড়ার গাড়ী নাই। যাহা আছে, তাহা কলিকাতার থার্ডক্লাসের মত—কেরাচি গাড়ী মাত্র; এবং উহার ভাড়া কম নহে, ঐ গাড়ী শিব-নিবাস হইতে চাঁদপুরে আসিতে ৫৲ টাকা ভাড়া লয় এবং যশোহর হইতে চাঁদপুরে আসিতে ৬৲ টাকা ভাড়া লয়। ইহা ভিন্ন ঘরবিশিষ্ট 'গরুর গাড়ী' আছে; ইহাতেও মানুষ উঠে। এই গাড়ী 'ঘণ্টায় এক ক্রোশ গমন করে; শিব-নিবাস হইতে ১০ ঘণ্টায় চাঁদপুরে পৌছায়; দেড় টাকা ভাড়া লয়।' এই গ্রামের পূর্ব্বে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে, এবং পশ্চিমে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে ও কপোতাক্ষ নদী। এইরূপে রেলওয়ের লৌহবন্ধনে এবং নদীর পার্শ্বসন্ধানে, এই গ্রাম বিশিষ্টরূপ বাণিজ্য-স্থান হইয়াছে। কোট-চাঁদপুরে প্রত্যহ বাজার হয়। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প; আবার সচরাচর যেমন গো-মহিষ-মেষাদি অর্থ-বিনিময়ে ক্রয় করিয়া, যদৃচ্ছ-ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়, এদেশে স্বল্পব্যয়ে পরিচারক লইয়া, সেইরূপ আশাতিরিক্ত কর্ম্ম করাইয়া লওয়া যায়। এখানে যেমন সর্ব্ব বিষয়ে আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই সুলভ, অন্যত্র—বঙ্গের অপর বাণিজ্যপ্রধান স্থানে সেরূপ বোধ হয়, পাওয়া যায় না।

স্কল্লন সাহেব দুইদিনে কোট-চাঁদপুরের অনেক তথ্যেরই সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। বাণিজ্যকুশল পাশ্চাত্য-জাতির বাণিজ্যের সকল তত্ত্বেই প্রখর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। চিনির কল পরিদর্শন করিতে গিয়া, তাহার অস্থি মজ্জায় দৃষ্টি না দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি দেশের জীব-জন্তুর অস্থি সংগ্রহ করিয়া, তাহার পেষণ করিয়া চূর্ণ করিলে, পণ্যজাতের মধ্যে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড—ইউরোপ-অঞ্চলে বেশ বিক্রয় হইতে পারে। এই অস্থি-চূর্ণ ক্ষেত্রের সার, শর্করা বা পানীয়াদির পরিষ্কার জন্য তদঙ্গার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া, ইহার প্রয়োগ বা প্রয়োজন

অল্প নহে। আমাদিগের পরিদর্শক সাহেব মহাশয় অস্থি-ব্যবসায়ে লক্ষ্য রাখিয়া যে প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেশকালপাত্রের উপযোগী নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাঁদপুর ব্যবসায়-প্রধান স্থান; বিশেষতঃ এখানে গুড় এবং কাঁচাচিনি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক গণ্ডগ্রাম হইতে এখানে প্রচুর গুড় আমদানী হয়। এইজন্য এই স্থানে ১৩২টী দেশীয় চিনির কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় গুড়ে পাটা শেওলা দিয়া, কাঁচাচিনি প্রস্তুত করে। এই দেশী কারখানাজাত কাঁচাচিনি কলে ব্যবহৃত হইয়া, পরিষ্কৃত চিনি হয়। অতএব চৌগাছা, তারপুর অপেক্ষা এই স্থান চিনির কলের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

প্রচুর অর্থ পাইলে, এবং চাঁদপুরের কল রীতিমত ভাবে দুই বেলা চালাইলে, এই কলে প্রতিদিন হাজার মণ চিনি পরিষ্কৃত হইতে পারে। পরন্তু এখানে এই কার্য্যের একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্থান কনট্রাক্ট রেটে অর্থাৎ বাজার সেরেস্তায় অনেক কুলির নিয়োগ করা যাইতে পারে—কার্য্য আটকায় না।

পরন্তু রীতিমত ভাবে কল চলিলে, যে মাৎগুড় পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রমের কার্য্য খুলিলে, আর এক লাভের কার্য্য হয়। এক মন মাৎগুড়ের মূল্য ১।০ পাঁচসিকি; উক্ত এক মণ মাৎগুড়ে ৩ গ্যালন স্পিরিট হইবে,—উহার মূল্য ৫।০ টাকা। আমি স্বমতের অবলম্বনে দৃঢ়তর বিশ্বাস-সহকারে বলিতে পারি, এইরূপে চিনির কলের সহিত সুরার কারখানা চালাইতে পারিলে, উভয়তই লাভ হইতে পারে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহারা (অর্থাৎ কোট-চাঁদপুরের সাহেবেরা) চাঁদপুর চিনির কার্য্যের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া তথায় গিয়া চিনির কার্য্য আরম্ভ করেন। তখন মিস ই, সি, নিউহাউসের মাতা ঠাকুরাণী পাটাশেওলা দিয়া, দেশীয় প্রথামুসারে "পেতে দিয়া" চিনি পরিষ্কার করিতেন। ইহা দেখিয়া, হিন্দুদের আদর বাড়িয়া যায়। ইহাতে হিন্দুর অখাদ্য কিছু নাই, অথচ সুন্দর পরিষ্কৃত হওয়ায়, "মেম সাহেবের দোবরা" বলিয়া, বাজারে একটা সুনাম বিঘোষিত হয়। ফলতঃ এই সুনাম অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছে—বহুদিন ধরিয়া। কিন্তু চাঁদপুরের সেই সুপ্রশংসিত চিনির প্রশংসা ক্রমশই লোক-মুখেই রহিয়া গেল; আর তাই কার্য্যতঃ মনে হয়, চাঁদপুরের কল বন্ধ থাকা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

চাঁদপুরের এই সুদীর্ঘ চিনির কলের সংস্থান প্রায় ১১৯, বিঘা ১৫ কাঠা জমির উপর, কেবল কলের অধিষ্ঠান ৭৫ বিঘা জমিতে। কলের সমগ্র অধিকৃত স্থানের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগে চিনির কল কারখানা। উপস্থিত এই কুঠীর একজন কর্ত্রী আছেন। ইহার নাম মিস ই, সি, নিউহাউস মহোদয়া। উক্ত ১১৯ বিঘা ১৫ কাঠা জমিতে চিনির কল-কারখানা ব্যতীত অবশিষ্ট জমির অনেকাংশে যথেষ্ট পরিমাণে গুদাম ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট স্থানে সাহেবদিগের বাসোপযোগী সুন্দর নয়নমোহন হর্ম্ম্যাবলীও আছে। এই সকল কল-কারখানা, গুদামবাড়ী, আবাস-মন্দির—সকলই রীতিমত ভাবে পাকা করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও উপস্থিত অবস্থানুসারে ইহা নূতন নহে, কিন্তু ইহার সংস্থান দৃঢ়মূল বলিয়া, এখনও মজবুত—অচল অটল, এমন কি একরূপ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। সামান্য সংস্কারে এই সকল অট্টালিকা সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিলে, উজ্জ্বলাকার হইতে পারে। ইহার মধ্যে কলের কর্ত্রী যে সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাস করেন, তাহা পাকা এবং নূতন। পরন্তু কতকগুলি ঘর বাড়ীর জন্য অদ্যাপিও বৎসর ১২৮৯৵১০ ভাড়া পাওয়া যায়। এবং সমুদয় জমীর খাজনা লাগে, বৎসর ১৯০।৵১৫।

কলের সাজ-সরঞ্জম যাহা আছে, তাহার মূল্য নিরূপণ এই স্থানে করিতেছি,—

Large Engine and Pumps—একটী সুবৃহৎ এঞ্জিন ২৫ ঘোড়ার বল বিশিষ্ট এবং ৩টী পম্প কল আছে, ইহার দাম ১৫০০০৲ টাকা। একখানি সুবৃহৎ তাম্রের কড়া, এই (Vacuum Pan) কড়াতে প্রত্যহ ৪০০ মন চিনি গালাই হইতে পারে,—মূল্য ২৫০০০৲ টাকা। ইঞ্জিনের ষ্টীম তৈয়ারি করিবার জন্য, জল গরমের হাঁড়ী বা বাষ্পকোষ (Boiler) আছে; এই বাষ্পকোষ-ত্রয়ের প্রত্যেকটি ১৯ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৬৷৹ ফিট পরিধি, ইহাদের মূল্য ৬০০০৲ টাকা। (Another upright Boiler) আর একটী বাষ্পকোষ বা হাঁড়ী (আকার কিন্তু জালার মত) উচ্চে ৯ ফিট এবং পরিধি ৪ ফিট, দাম ১২০০৲ টাকা।

Centrifugal machines—সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন—মন্থানযষ্টির মধ্যস্থল-সঞ্চালন ন্যায় বায়ুকল-বিশেষ। ইহার আকার কুম্ভকারের চক্রস্থিত ভাণ্ডবৎ। এই কল সাহায্যে প্রত্যহ ২০০ মণ চিনি রিফাইন বা পরিষ্কৃত হয়; এই কল ৩টা আছে, দাম ৬০০০৲ টাকা।

Blow-ups—ব্লো-অপস্ বা গুড় জালের সচল কটাহ ৯টা আছে। এগুলি দ্বারা কাঁচা গুড় জাল দেওয়া হয়। ৯টীতে প্রত্যহ নয় শত মণ গুড় গলান হয়। উক্ত নয়টী কলের মূল্য ১৮০০৲ টাকা।

Heater—হিটার; তাম্রপাত্রবিশেষ। গুড় হইতে প্রস্তুত উত্তপ্ত রস রাখার জন্যই ইহার ব্যবহার। ১টার দাম ১৬০০৲ টাকা।

Cisterns—সিস্টারেন্স বা লৌহের কুঁদা বিশেষ। এই পাত্রের আধারে পড়িয়া চিনি দানা বাঁধে, এই পাত্রের সাহায্যে ক্রিষ্ট্যাল সুগার বা স্বচ্ছদানা-বিশিষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। ২১টা পাত্র আছে, মূল্য৬৩০০৲ টাকা।

Small size Cisterns—পূর্ব্বোক্ত ছোট কুঁদা। ইহা মিছরীর কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; লৌহ নির্ম্মিত ১০টা আছে, দাম ৬০০৲ টাকা। এইরূপ লৌহনির্ম্মিত প্রশস্ত জলাধার ৪টা, কটাহে গুড়, রস প্রভৃতির জাল দিবার ও গৃহের ছাদে জলরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ ৪টা জলাধারের মূল্য ২৪০৲ টাকা।

One Engine for driving the Mills—কল চালাইবার জন্য এঞ্জিন। ইহাকে "কলবল" বলা যাইতে পারে। ইহার জন্য, সমুদয় কল যেন সজীব ভাবে চলিতে থাকে। এই এঞ্জিনের সঙ্গে চিনিকাটা ছুরি পর্য্যন্ত আছে। এই কলটীর মূল্য ৫০০০৲ টাকা। ইহা ভিন্ন আর একখানি স্বতন্ত্র সুবৃহৎ চিনিকাটা ছুরি আছে; ছুরিখানির দাম ২০০৲ টাকা।

Oil Mills.—তৈলের জাঁতা ১০খানা আছে; দাম ২০০০৲ টাকা। পরন্তু তৈলের জাঁতা চালাইবার কারণ (Shafts) স্যাফ্‌ট্‌স্ বা ধুরা বা স্থূল লৌহশলাকা, যাহাতে চক্রাদি গ্রথিত থাকে; তাহার মুল্য ২০০৲ টাকা।

One Sugar Crushing Machine.—চিনি পিষিবার কল। ইহা দ্বারা মিহিদানা চিনি এবং পিটি চিনি প্রস্তুত হয়। এই কলের মূল্য ৫০০৲ টাকা।

Two thousand iron cones for curing, or making Dobarrah Sugar.—অর্থাৎ দোবরা চিনি করিবার জন্য দুই সহস্র লৌহের মুদ্গরবৎ "কোন্স" যন্ত্র আছে; দাম ১৫০০০৲ টাকা। তৎপরে মিছিরী করিবার নানাবিধ যন্ত্রাদি মূল্য ২০০০৲ টাকা। এই কল গুলির মোট মূল্য মিঃ স্বল্লন সাহেব ৮৮,৬৪০৲ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তৎপরে কলবাড়ীগুলি যথা,—বয়লার ঘর, তৈলের কলের ঘর, সিরাপ হাউস, কাঁচা চিনি রাখিবার গুদাম, বড় এঞ্জিন ঘর, কড়া এবং হাঁড়ী রাখিবার ঘর,

মিছিরি প্রস্তুতের গুদাম, চিনি শীতল করিবার সেড, অফিস ঘর, মিস্ ই, সি, নিউহাউস যে বাটীতে থাকেন, ইত্যাদির মূল্য ৯০,১০০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি, গুদাম, সেড, গেট, বাড়ী ইত্যাদির মূল্য ধরিয়া মিঃ টি, আর, স্কল্লন মহোদয় মোট ইমারৎ ইত্যাদির মূল্য ১,২৯,১০০, ধরিয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত কল ইত্যাদির মূল্য ৮৮,৬৪০, টাকা করিয়া, কল সম্বন্ধে সর্ব্ব মূল্য সমষ্টিতে ২,১৭,৭৪০, টাকা অনুমান করিয়া ইনি বলিতেছেন, মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে ন্যূনকল্প অন্ততঃ ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এখনও রহিয়াছে।

যাহা হউক, চাঁদপুরের সাহেবরা কি অটল উৎসাহে, কঠোর পরিশ্রমে, অকাতরে জলের ন্যায় অর্থ-ব্যয়ে এই সকল কল ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল চাঁদপুরের কল নহে, ইঁহারা চৌগাছায়ও এক চিনির কল করিয়াছিলেন; সে কলও বন্ধ। আমরা মিষ্টার আলেকজাণ্ডার নিউহাউসের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, চৌগাছার কলের বয়লার ইত্যাদি কতক কতক যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া, কাঁকনাড়ায় আনিয়া, পাটের কল করা হইয়াছে।

কি কুক্ষণেই ভারতে জর্ম্মণ সুগার বা বিট্‌চিনি আসিয়াছিল, তাহার প্রভাবে এই সকল ইন্দ্রপুরী-সদৃশ অমরাবতী আজ হীনপ্রভ! রাবণের পুরী সদৃশ কোট-চাঁদপুরের চিনির কলের আজ সাড়া শব্দ নাই,—নিস্তব্ধ,—নীরবে দাঁড়াইয়া ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। আবার কি এ কল পূর্ব্বের মত চলিবে, আবার কি এ কলের বাঁশী পূর্ব্বের মত বাজিবে!

এই কলের নিকটবর্ত্তী ১৩২টী দেশীয় কাঁচাচিনির কারখানা আছে; অথচ ঐ সকল কারখানা হইতে "র-সুগার" কলিকাতার কাশীপুরে টর্ণার মারিসেন কোম্পানীর কলে আসিয়া রিফাইন সুগার হইতেছে; পরন্তু এই রিফাইন সুগার আবার আমাদের দেশেই বিক্রয় করিয়া কাশীপুরের সাহেবরা লাভ করিতেছেন। অথচ চাঁদপুরের কলের কাছেই কারখানা, তাহাতে ইঁহারা মনে করিলে, ঐ সাহেবদিগের কল ভাড়া লইয়া অথবা তাঁহাদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিলে, ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে আমরা যৌথকারবারে লক্ষ্য না করিয়া, 'স্বাতন্ত্র্য বিধানের ব্যবস্থা করিলাম'—কেবল দেশকালপাত্রে দৃষ্টি

রাখিয়া, যৌথকারবারের বর্ত্তমান অবস্থাদির আলোচনায় তৎপ্রতি আমাদিগের অনুরাগ ত নাইই, বরং সময়ে সময়ে বিপরীত ফল দর্শনে আমাদিগকে বীতরাগ হইতে হয়। যে সম্ভূয়সমুত্থান বা (Joint Stock Company) আমাদিগের দেশে বহুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, বহির্বাণিজ্যে ও স্বার্থবাহ বণিকশ্রেণীতে যাহার ভূয়িষ্ঠ প্রমাণ গ্রন্থনিহিত, তাহার বর্ত্তমান নামটীর নবীনত্বই অফলত্বের পরিচায়ক।

যৌথায় কার্য্য না করিলেও, প্রত্যেক কারখানা হইতে প্রত্যহ দশবস্তা করিয়া চিনি যদি রিফাইন করাইয়া লইয়া, বাজারে বিক্রয় করেন, তাহা হইলেও চাঁদপুরের কল বন্ধ থাকে না। ১৩২টী কারখানায় ১০ বস্তা হিসাবে ১৩২০ বস্তা চিনি,—প্রায় ৩ হাজার মন চিনি প্রতিদিন কলে গিয়া পড়ে; ইহাতে কলের তিন দিনের কার্য্য চলিতে পারে। পরন্তু কাঁচা চিনি বিক্রয় করা অপেক্ষা রিফাইন সুগার বিক্রয়ে কাশীপুর কলওয়ালারা যে লাভটা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ত দেশী কারখানাওয়ালারা পাইতে পারেন। কোট-চাঁদপুরের এদেশীয় কারখানা-ওয়ালাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, উক্ত সাহেবদিগের সঙ্গে একযোগে থাকিয়া, অথচ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিয়া, অর্থাৎ অদ্য আমি ৫ বস্তা কাঁচা-চিনি কলে পাঠাইলাম, এই রূপ সকলেই কিছু কিছু বস্তা পাঠাইলেন;—প্রতি বস্তা রিফাইন করিতে কল খরচা যাহা লাগে, তাহা পরদিন যেমন ৫ বস্তা কাঁচাচিনি দিয়া, ৫ বস্তা রিফাইন চিনি কল হইতে পাইলাম; সেই সময় উক্ত রিফাইন খরচা মিটাইয়া দিয়া, আমরা পাকা চিনি করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। ইহাতে স্বদেশবাসীর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা এবং কোট-চাঁদপুরের কলের বাঁশী আবার বাজিয়া উঠিতে পারে। পরন্তু কোট-চাঁদপুরের কলের সাহেব বিবি মহোদয় এবং মহোদয়ারা অতি সুন্দর বাঙ্গালা ভাষা জানেন, এমন কি চাঁদপুরের দেশী কারখানাওয়ালাদের ঘরের সংবাদ পর্য্যন্তও যে রাখিয়া থাকেন, তাহা আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবগত হইয়াছি। তাই আরও জানি, ইহারা অতিশয় বাঙ্গালী-প্রিয় সাহেব। কোট-চাঁদপুরের কলের উন্নতিকল্পে আমাদিগের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদিগের দেশের ও দশের পণ্য ও কর্ম্ম-বিনিময়ে সুফলের সম্ভাবনা।

স্বর্গীয় তারকনাথ প্রামাণিক।

ইনি সন ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন, এবং স্বর্গারোহণ করেন—১২৯১ সাল ৭ই চৈত্র। ইঁহার মর্ত্ত্য-লীলা ৬৮ বৎসর ব্যাপিয়া অমরত্ব-বিধানের অনুকূলতা করিয়াছে। ইনি জাতিতে কাংসবণিক্ বা কাঁসারী; ইঁহার নিবাসও কাঁসারিপাড়ায়। ইঁহার পিতার নাম ৺গুরুচরণ প্রামাণিক।

তারকনাথ দ্বাদশবর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃব্যের বাসনের দোকানে তামাক সাজিয়া ও বাসন পিটিয়া স্বোদর পোষণে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখনও ইনি স্বীয় অবস্থায় অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনুরোধে উপযুক্ত পরিশ্রমে—স্বভাবতঃ—বাল্য হইতেই—অকাতর ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার মহাপুরুষোচিত সদ্বৃত্তি যথেষ্ট ছিল। ইনি বিনয় দ্বারা সাধারণের অনুরাগ সঞ্চয়ে, এবং সম্পন্ন-সন্তান না হইয়াও, দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি দ্বারা সাধুদিগের অনুগ্রহ লাভে, সমর্থ হইয়াছিলেন;—আর তাই ভগবদনুকম্পায় তাঁহার ঐ সকল সাধুসুলভা মহতী বাসনা আজীবন প্রবলা ছিল। বাল্যের কর্ম্ম-বিনিময়ে উপার্জ্জিত অর্থের কখনই অপব্যয় করেন নাই। তাই, ইঁহার কর্ম্মক্ষেত্র-প্রবেশের সময় হইতে ক্রম-সঞ্চয়ে অর্থী হইবার চেষ্টা-চরিত দেখা গিয়াছিল। স্বীয় উপযোগিতা-বৃদ্ধির সহিত বেতন-বৃদ্ধি জন্য অর্থ-সঞ্চয়ের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ প্রকৃতির বিশুদ্ধতার জন্য, ইনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তারকনাথের বাল্যজীবন হইতে কর্ম্মানুসন্ধান, তথ্যগ্রহণ, ফলাফল লাভালাভের বিচার করিতে প্রবৃত্তি দেখা যাইত। বাণিজ্যে উন্নতিলাভের প্রধান উপায় হইতেছে,—বাণিজ্য-গত পণ্য সংক্রান্ত তথ্যের স্থিরভাবে সংগ্রহ করা,—তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বিচার সহিত লাভ ক্ষতির তত্ত্বতঃ বিচার করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। এতৎপ্রতি আমাদিগের আদর্শ বণিক্ প্রামাণিক্ মহাশয়ের একাগ্র লক্ষ্য ছিল; কার্য্যতও উহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ১২৫৯ সালে হাবড়ার একটী ডক্ অর্থাৎ জাহাজ মেরামতি কারখানার অবলম্বন করেন। উহার নাম Caledonian Dock এই কালিডোনিয়ন ডকের কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ইনি ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন-বদন দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।—তখন বাসনের ব্যবসায় চলিতেছিল বেশ। তবে একটী কার্য্যের পরিচালনে সন্তুষ্ট থাকিয়া, অন্যান্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে উপেক্ষা করিয়া উদাসীন হইয়া থাকা সঙ্গত নহে। এইরূপ ক্রমশই বাণিজ্য-ব্যপদেশে কর্ম্মবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, যথেষ্ট সম্পত্তির সহিত প্রতিপত্তি লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে বড় বাজারে বাসনের দোকানের প্রসার বৃদ্ধি করিতে করিতে বহু দোকানেরই অংশগ্রাহী মহাজন হইয়া পড়িলেন। পরন্তু বড়-বাজার কাঁসারিপটিতে ঋণদানে কুসীদ-সংগ্রহদ্বারা টাকায়-টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রকৃত মহাজন হইয়া পড়িলেন। জাহাজী ডকের কাজে কাষ্ঠের প্রয়োজন বলিয়া, বাণিজ্যকুশল তারকনাথ প্রামাণিকের কাষ্ঠের কারবার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তজ্জন্য নিমতলায় কাষ্ঠের গোলা খুলিলেন। ক্রমশই দশদিক্ হইতে টাকা আসিয়া তারকনাথকে যেমন এক পক্ষে অর্থী করিতে লাগিল, অপর পক্ষে তেমনই বদান্যতায় বা মুক্ত-হস্ততায় অনাথ-নাথ করিয়া তুলিল।

আর তাহা না হইবেই বা কেন? শুনা যায়, মহাত্মা তারকনাথ প্রামাণিকের পিতৃদেব ৺গুরুচরণ প্রামাণিক মহাশয় শীতকালে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে একদিন কোন বিশিষ্ট সিংহবংশোদ্ভব নর-সিংহের তীব্র কটাক্ষে পড়িয়া, বহুশত শীতার্ত্ত ব্রাহ্মণকে রঙ্গিনবস্ত্র বনাত দান করিয়া, শেষে বনাত দ্বারা শীতনিবারণ করিয়াছিলেন। সেই বদান্যবরের সন্তানের ত বদান্যতা স্বাভাবিক। ক্ষীর সমুদ্রেই ত সুধার উদ্ভব সম্ভবপর।

সে যাহাই হউক, মহাত্মা তারকনাথ ৺গুরুচরণ প্রামাণিক মহাশয়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও একটী প্রবচন প্রচলিত আছে যে, একদিন অন্তিম শয্যাশায়ী পিতার চরণ-সেবায় মহাত্মা তারকনাথ নিযুক্ত। তারকনাথ পিতৃদেব-পূজায় যেমন একান্ত রত থাকিতেন, এখনও তেমনই আছেন; কেন না, ইঁহার মত পুত্র প্রায় দেখা যায় না, ইনি স্বোপার্জ্জিত সমুদয় বিষয় পিতাকে দিয়া নিজে রিক্তহস্তে থাকিতেন। এই জন্য পিতাও যখন যাহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন পুত্রের পরামর্শ লইতেন, তাই আজ অন্তিম সময়ে গুরুচরণ প্রামাণিক মহাশয় বলিলেন, "তারক! বিষয়াদি কাহাকে কিরূপ দিব? প্রত্যুত্তরে তারকনাথ বলিয়াছিলেন,—"আমার দুইটী হাতুড়ী থাকিলেই হইল; তাহার পর আপনার যাহা ইচ্ছা করিবেন।" যাহা হউক, এই গুণেই তিনি পিতৃ পুরুষের আশীর্ব্বচনে ও ভগবৎ-কৃপায় যেমন ধনী হইয়া পরম খ্যাতি লাভে সমর্থ হইলেন, আবার তেমনই দানশক্তিতে সেই খ্যাতিকে যশঃ-সৌরভে আমোদিনী করিতে লাগিলেন।

গুরুচরণ প্রামাণিক স্বর্গারোহণ করিলে পর তারকনাথের যত টাকা বাড়িতে লাগিল, ইঁহার নম্রতা ও বিনয় ততই বাড়িতে লাগিল। ধনমদে ইনি কদাচ নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মে নিজের মত্ততা প্রকাশ করেন নাই। ইনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "পরোপকারের জন্যই টাকা" আসিয়া থাকে। পরোপকারে উপেক্ষা করিয়া আত্মসুখে বিভোর থাকিলে, টাকা থাকে না, লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়।

দরিদ্র-সন্তানই দারিদ্র্যপীড়ন বুঝেন; তাই দীনসন্তান যেমন সহজে পরের দুঃখ বুঝিতে পারেন, এমন সহজে অপর কেহই বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ যাঁহার মতি-গতি বাল্য হইতেই সুমুখী—বাল্যজীবনে যখন ইঁহার কুসঙ্গ বা বদ্‌খেয়াল জুটে নাই, তখন ইঁহার দয়াবৃত্তি টাকার সঙ্গে বাড়িয়া উঠিল।

এই বার মহাজন তারকনাথ দাতা হইলেন। দানে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। দানের জন্যই ইনি ভুবন-বিখ্যাত। বিদ্যাসাগরের জীবনে দুইটী বৃত্তির পরস্পরিত স্রোত—একটী তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং অপরটী তাঁহার বদান্যতা বা দাতৃত্ব! মহাত্মা তারকনাথের জীবনেও ঐরূপ দুইটী বৃত্তিস্রোত,—একটী স্রোতে, তিনি ধনী, অপরটীতে তিনি দাতা। কিন্তু তারকনাথ সরস্বতীর

অনুকম্পায় বিদ্বান্ ছিলেন না সত্য, কিন্তু কমলার কৃপায় কোমল-হৃদয় ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় যাঁহাকে কর্ম্মে বাহির হইতে হইয়াছিল, তাঁহার বিদ্যাসাধনের ওজন সহজেই অনুমেয়। তাই বলিয়া ইনি সাধারণ মূর্খের মত বিদ্বানের উপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন না। ইঁহার আর এক গুণ এই ছিল যে, ইনি জগতে কাহারও দোষ দেখিতে পাইতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন, "লোকের দোষের বিচার আদালতে বিচারকেরা করিবেন; আমরা তাহার কি জানি?" এইজন্য ইনি বাছিয়া দান করিতে পারিতেন না; দুঃখ জানাইলেই ইনি আর থাকিতে পারিতেন না। হয়ত কেহ কেহ কৃত্রিম দুঃখ জানাইয়া, ইঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া বাহিরে ইঁহার দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া অযথা-ব্যবহার—মদ্যাদি সেবন জন্য বৃথা ব্যয় করিয়াছে; কার্য্যতঃ লোক-পরম্পরায় তাহা অবগত হইলেও, তিনি অপাত্রে দান জন্য কোনরূপে ত্রুটী বোধ করিতেন না; বরং প্রতিপক্ষে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া ফেলিতেন "তা' দোষ কি? আমার কার্য্য আমি করিয়াছি; তাহার কার্য্য সে করিল।"

প্রবাদ এইরূপ যে, ইঁহার বাড়ীতে কাহার অসুখ করিলে, ইনি ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য লইবার পূর্ব্বেই নারায়ণ-পূজা এবং কাঙ্গালী-বিদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। বিশ্বাস, সেই পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান-ফলে রোগ দূর হইয়া যায়। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসেই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান হইত।

ইনি শত শত ভদ্রলোকের উপার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। কোটি কোটি দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন। শত শত মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কত স্থানে কত জলাশয়-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কাঙ্গালী-বিদায় ইঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। কিন্তু এত দান করিয়াও, কখন কাহারও নিকট ইনি নিজ-পরিচয়ে যশোলাভের চেষ্টা-চরিত করেন নাই। ইনি সুখ্যাতি বা দশজনে প্রশংসা করিবে বলিয়া দান করিতেন না। এই জন্য প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে ইঁহার দান ছিল না; কারণ তাহারা উহা পাইলে, কখন না কখনও ইঁহার নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিবে,—এই ইঁহার বিশ্বাস ছিল।

সন ১২৮৩ কিম্বা ৮৪ সাল হইতে ইনি বিষয়-কর্ম্ম পুত্রপৌত্রাদিগের উপর রাখিয়া নিজে পুণ্যকর্ম্ম-সাধন জন্য পূর্ণ-অবসর-গ্রহণ কামনায় নির্লিপ্তভাবে বাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। আর কার্য্য-কর্ম্মের তথ্যানুসন্ধান করিতেন

না। জীবনের এই অবসর-গ্রহণ কালে কেবল পূজা, আহ্নিক, শাস্ত্রপাঠ, হরি-সংকীর্ত্তন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া উপদেশ গ্রহণ ও ধর্ম্মচর্য্যায় কাল-যাপন করিতেন।

এরূপ সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, বিনয়ী ব্যক্তি দেশের অলঙ্কার স্বরূপ। পুরাকালে লোকদিগের মধ্যে এইরূপ সাধু লোক অনেক পাওয়া যাইত। যাঁহার বিদ্যা আছে অথচ অভিমান নাই; ধন আছে অথচ অহঙ্কার নাই; বিষয়কর্ম্ম আছে, অথচ অসত্য ব্যবহার নাই; যাঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ, ও দুঃখীর প্রতি দয়া আছে; এরূপ ব্যক্তিকে আমরা মনঃপ্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করি। এই সকল সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারাই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।

মহাত্মা তারক প্রামাণিকের জীবনী হইতে এই দেখা গেল যে, কেবল একটী ব্যবসায় দ্বারা প্রায়ই ধনী হওয়া যায় না; টাকার অর্থী হইলে নানাবিধ ব্যবসায় করিতে হয়। তবে, নানাবিধ লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু অভ্যস্ত কার্য্যের পরিচালনের সহিত তৎপ্রতি দৃষ্টির হীনতা না করিয়া সোৎসাহে অপর কার্য্যের অবলম্বন, নিতান্ত সহজসাধ্য নহে; আর এতজ্জন্য কতদূর শক্তি আয়ত্ব রাখিয়া কার্য্যান্তর অবলম্বন করিতে হয়, তাহা বিবেচ্য। এই চিন্তায় অনেকের সাহসে তত কুলায় না,—হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার—এইরূপ ভাবে মরিয়া হইয়া, যাঁহারা কার্য্যান্তর অবলম্বন করেন, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিপক্ষে এক ভীষণ পরীক্ষার "এ সময়" বলিতে হইবে! এই পরীক্ষায় ভগবদনুকম্পায় যদি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবেই তিনি মহাজন উপাধি লাভ করেন। তারকনাথ ইহজীবনে এইরূপ পরীক্ষায় বহুবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং কর্ম্মক্ষেত্রের বিবিধ শঙ্কটময়ী পরীক্ষাতেই, তিনি উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্যতঃ ও অভ্যন্তরতঃ মহাজন—এই উপাধি গ্রহণে তাঁহার মর্য্যাদা সাধারণকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে Supreme Deplomade.

দ্বিতীয়তঃ ইহাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় যে, ইনি গুপ্তদানের পক্ষপাতী। ইহা কেবল তারকনাথ বলিয়া নয়, অনেক মহাজনের ঐ মত। শাস্ত্রেও আছে, "দত্ত্বা ন পরীকীর্ত্তয়েৎ" অর্থাৎ যাহা দান করিবে, তাহা বলিবে না। কেবল আমাদের শাস্ত্র নহে, সকল শাস্ত্রেই আছে; খৃষ্টানের বাইবেলেও আছে, স্বয়ং যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের বামহস্ত যেন জানে না যে, তোমাদের

দক্ষিণ হস্ত কি কাজ করিল।" তারকনাথ শাস্ত্রের এই মতের সুন্দর ভাবে প্রতিপালন করিয়া, নিজের শরীর দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মতান্তরে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিচার করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান না করিলে অপাত্রে দান করিলে দেশে মাতাল, গুলিখোর, আলস্যপ্রিয় লোকের বৃদ্ধি হইবে। এ পক্ষে তারকনাথের বিচার ছিল না। বাস্তবিক খুব উচ্চমনার কাছে কোন বিচার থাকে না। সাধারণের যতক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থা না হইবে, অবশ্য ততক্ষণ বিচার চাই। "গুপ্তদান করিবার প্রথা" যাহা পৃথিবীতে চলিয়াছে, তাহাতে এই বুঝা উচিত যে, "দাতা গুপ্তভাবে থাকিবে, কিন্তু কর্ম্মফল প্রকাশ্যে থাকিবে।" ঈশ্বরের মত দাতা জগতে আর কেহই নাই। তিনি আমাদিগকে প্রত্যহ কত অনন্ত পদার্থ দান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যায় না, তিনি গুপ্ত। তাই বলিয়া তাঁহার কর্ম্মফল গুপ্ত নহে। এই জগতে যাহা কিছু তাঁহারই কর্ম্মফল।

তারকনাথের জীবনেও দেখিতে পাইবেন, তিনি এত গুপ্তদান করিয়াও, নিজের কর্ম্মফলকে গুপ্ত রাখিতে পারেন নাই। যিনি এত গোপনে দান করিয়াছেন, তাঁহার নাম লর্ড লিটন জানিতে পারিলেন কি করিয়া? ইহা বুঝিলেই এই জানা যাইবে যে, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে, তাহার সৌন্দর্য্যে এবং সুগন্ধে যখন দিক্ আমোদিত হয়, তখন পুষ্প বলে না যে, "আমার গন্ধ আছে—সকলে আমাকে লও, কিম্বা ওহে মৌমাছি, তুমি এস হে, আমার মধু আছে তোমায় দান করিব।" এ কথা সুগন্ধ পুষ্প বলিতে পারে না, তাহার সে ভাষা নাই। কিন্তু লোকে দেখিলে, প্রস্ফুটিত পুষ্প না চয়ন করিলে, "দেবতার পূজা" হয় না। সাধারণ লোকই দেবতা। তাঁহাদের নিকট এই সকল কর্ম্ম পুষ্প তুলিয়া, আমাদের পূজা করিতেই হইবে। ইহাই আমাদের জীবনব্রত।

ইহাঁর মৃত্যুর পর জানা গিয়াছিল, ইনি দরিদ্র-সন্তান-ছাত্রদিগের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য বেতন স্বরূপ দান করিতেন—১৫০৲ টাকা। এই রূপ মহত্বপূর্ণ দানের সংবাদ ভারত-গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে, ইনি রাজকীয় ধন্যবাদে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। আবার ১৮৭৭ সালে দিল্লীর দরবারে তাৎকালিক রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর এই মহাত্মার বদান্যতা ও দাতৃত্বের জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া, তৎসম্বন্ধীয় প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাত্মা তারকনাথ প্রামাণিকের একমাত্র সন্তান শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক। তাঁহারও কতিপয় সন্তান সন্ততি আছে। স্বর্গীয় মহাত্মার বংশ-ধরগণ তাঁহার অনুষ্ঠিতা পরম-প্রিয়-রীতি-নীতির রক্ষা করিয়া, অনন্ত-কীর্ত্তি অমরকল্প প্রামাণিক মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বর সমীপে ইহাই প্রার্থনা।

তারকনাথের জীবনের অনেক কথা এখন অপ্রকাশিত। কেবল প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করা যায় না। সত্য যত বাহির হইবে, ততই তাঁহার জীবনী পূর্ণ হইতে থাকিবে। বিখ্যাত বৈদেশিক ব্যবসায়ী মহাত্মা মিষ্টার জে, এস, ফাই বলিয়াছেন যে, যখন যে কাজটি করিতে হইবে, তখন অন্য আর কোন কাজে মন না দিয়া সেইটির উপরই মনের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে ;—এটীও একটী মহা বাক্যেরই অনুসারী কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কাহাকেও এক কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতে দেখিতে পাই না ; কারণ বোধ হয়, অনন্তময়ের আত্মাংশ অনন্তভাবে অনন্ত বাসনা লইয়া থাকিতে চায়। অনেকে হয় ত বলিবেন, যাঁহারা এক কার্য্য লইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না ! বাণিজ্য-ব্যাপারে মহাত্মা তারকনাথ "এক কার্য্যে" ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা নানা-বিধ কার্য্যের সমষ্টিভাবে এক কার্য্য ! কেবল বাসনের দোকান নহে ; ডকের কার্য্য; কাষ্ঠের কার্য্য, এমন কি তামাপটির চকও তাঁহার ছিল। অতএব মহাত্মা তারকনাথের উন্নতি সাধারণ অপেক্ষা বিভিন্ন ছিল। তিনি শত শত দুঃখীর চক্ষের জল মুছিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তারকনাথ—অনাথনাথ ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুর দিন আকাশে সূর্য্যমণ্ডল হইয়াছিল। অন্তরীক্ষে সূর্য্য-মণ্ডল হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে বড়ই পুণ্যময়। পুণ্যশ্লোকের মৃত্যুকালে পুণ্যময় লক্ষণে প্রকৃতি পুণ্যাত্মার আদর করিবেন, ইহার আর বিচিত্রতা কি ?

সংবাদ।

চিনিপটির সুবিখ্যাত চিনির মহাজন শ্রীযুক্ত কুশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন "৪নং সুকির্য়াস লেনস্থ সুপ্রসিদ্ধ ধনী এবং ব্যবসায়ী মহম্মদ হাজী সাবু সিদ্দিকের ফারমের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জানি সাহেব (ছোট) মহাশয়, আমার কারবার হইতে কয়েকবার—আমাদের গোমস্তারা ভ্রম-বশতঃ টাকা বেশী দিয়াছিল, কিন্তু উক্ত জানি সাহেব তাহা আমাদের ফেরত দিয়া খুবই মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। সাহেব সচ্চরিত্র, বিনয়ী, নিরহঙ্কারী এবং বিশ্বাসী।" মিষ্টভাষী, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই এজগতে সহজেই বড়লোক হয়েন।

পিয়ার্স সোপ্ নামক সাবানের বিক্রেতা একবৎসর ১৭ লক্ষ টাকা সাবান বিক্রয় করিয়া লাভ করেন; কিন্তু ইনি সেই বৎসর ১০ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপন খরচা করিয়া, ১৭ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অতএব মজুত লাভ ছিল ৭ লক্ষ। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমেয় এই যে, একগুণ দ্রব্যে, ১০ গুণ বিজ্ঞাপন দিতে পারিলে, ৭ গুণ লাভ পাওয়া যায়।

আম্বালায় "পঞ্জাব গ্ল্যাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড" নামক এক যৌথকারবারের সৃষ্টি হইয়াছে। ৯০ হাজার টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। কাচের বাসন ইত্যাদি কাচের দ্রব্য এই কারবার হইতে প্রস্তুত হইবে। এই কোম্পানী জর্ম্মণি হইতে ভাল কারিগর আনাইয়া, ভারতবাসীকে কাচের দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে শিখাইবেন।

সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করিয়া হার্ড সাহেব ১৫ লক্ষ এবং উইলসন সাহেব ৩০ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে লণ্ডন ৭ হাজার ৬ শত ২৮ মাইল পথ। কিন্তু যখন সুয়েজখাল কাটা হয় নাই, তখন ছিল, ১১ হাজার ৩ শত ৭৯ মাইল পথ। এখন এক সুয়েজখাল কাটার জন্য ৩ হাজার ৭ শত ৫১ মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয় না; খুব সুবিধা হইয়াছে।

ফিন্‌লণ্ড প্রদেশে এক প্রকার প্রস্তর আছে, বৃষ্টি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উহার বর্ণ কাল হয়; আর যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, তখন উহার গাত্রে যেন লবণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দাগ হয়। কলিকাতার যাদুঘরে একখানা প্রস্তর আছে, তাহার মধ্যস্থল শুকাইলে নরম হইয়া পড়ে।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩০৮। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

রঙ্গপুরে চিনির কল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

চিনি আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে চিনির আমদানী হয় এবং তাহাতে দেশের যে বহু অর্থ বাহির হইয়া যায়, তাহা একবার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৮৪।৮৫ সালে বোম্বাই সহরে কেবল মরিশস দ্বীপ হইতে ১৪,৯৬,৮০৪ মন চিনির আমদানী হইয়াছিল। উহার মূল্য দেড় ক্রোর টাকা। ১৮৮৯।৯০ সালে এক ক্রোর নব্বই লক্ষ টাকার ও ১৮৯২ সালে দুই ক্রোর সত্তর লক্ষ টাকার চিনি আমদানী হয়। এই প্রকার উত্তরোত্তর চিনির আমদানী হইতে হইতে ১৮৯৮।৯৯ সালে পাঁচ ক্রোর টাকারও উপর চিনি বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। যদি দেশের আবশ্যক মত চিনি দেশে প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে চিনি প্রস্তুত করার সময়ে দেশীয় শ্রমজীবীদিগের মত অনেকেই সেই উপলক্ষে কিছু কিছু অর্থ লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে বিদেশ ও চিনি ক্রয় করা হয় বলিয়া, যে টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সে সকল

বিদেশে যাইবে না। এই উভয় প্রকারেই ভারতে ধনে বৃদ্ধি হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। এই সকল কা রণে রঙ্গপুরে উন্নত প্রণালীতে ইক্ষু কৃষির ও একটী চিনির কল স্থাপনের প্রস্তা ব করা হইয়াছে।

মরিশস, যব, অস্ট্রীয়া, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করিয়া যেরূপ ফললাভ করিয়াছে, সেই সকল দেশের দৃষ্টান্তে আমরা কার্য্যারম্ভ করিলে, আমাদের তদপেক্ষা অধিক লাভের সম্ভাবনা। কেন না, ঐ সকল দেশের তুলনায় আমাদের জমির মূল্য বা খাজনা ও লোকের মজুরী, অতি কম। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের মত জাহাজ ভাড়া, আমদানী-কর, এ সমস্ত আমাদিগের লাগিবে না। অন্যত্র লইয়া আমাদের বিক্রয় করিতে হইবে না। এখানকার উৎপন্ন চিনি রঙ্গপুরের সংলগ্ন ২।৩টি জেলারই অভাবপূরণ করিতে পারিবে না।

ইক্ষু বা খেজুরের রসের বিশেষ একটী প্রকৃতি এই যে, অগ্নি বা রৌদ্রের তাপে এবং বাতাসের সংযোগে উহা পচিতে আরম্ভ করে এবং উহাতে চিনির যে অংশ আছে, তাহা লালী বা মাতে ক্রমে পরিণত হয়। ঐ উত্তাপ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও যত অধিক হয়, ততই শর্করার ভাগ লালীতে পরিণত এবং রং কাল হইতে থাকে। ঐ লালীর প্রকৃতি এই যে, অপরিবর্ত্তিত অবশিষ্ট শর্করা-ভাগ-মধ্যে ঐ লালীর পরিমিত শর্করা-ভাগকে দানা-বাঁধিতে দেয় না। আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষকদিগের এই বিষয়ে আদৌ জ্ঞান নাই। সুতরাং তাহারা প্রায়ই গভীর কড়াইতে বেশী জ্বাল দিয়া, রস হইতে গুড় প্রস্তুত করে; উহাতে মাতের ভাগ বেশী হয় ও দানা গুড়ের ভাগ কম হয়। আবার যখন গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করে, তখন দানা গুড় জলে গুলিয়া পুনরায় আগুনে জ্বাল দেয়; তাহাতে ঐ গুড়ের মধ্যে চিনির যে ভাগ থাকে, তাহার কতক অংশ পুনরায় মাতে পরিণত হয় ও অবশিষ্ট চিনি হয়। মরিশস্ প্রভৃতি দেশে কলে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাতে আগুন বা বাতাসের সংযোগ হয় না বলিলেও বলা যায়; সুতরাং সেই সেই দেশে রস হইতে চিনি বেশী হয়, মাত কম হয়। ঐ সকল কলে আখ মাড়াইয়ের পরে রস নলের মধ্য দিয়া একটী বৃহৎ আবৃত কড়াইতে গিয়া পড়ে, ঐ কড়াই হইতে একটী কল দ্বারা বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হয়। বায়ু সম্পূর্ণ বা আংশিক বাহির হইয়া গেলে, আপনি বা আবশ্যক মত অতি সামান্য একটু উত্তাপে ফুটিয়া

ঘনীভূত ধবল রংএর উৎকৃষ্ট দানাদার গুড় হয়। পরে অন্য যন্ত্র-দ্বারা ঐ গুড়ে যে সামান্য লালী থাকে, তাহা বাহির করিয়া দানা-ভাগকে ধৌত করিয়া লইলেই, উৎকৃষ্ট চিনি হয়। গুড়-প্রস্তুতির সময়ে আগুন ও বাতাসের সংস্রব কম থাকে বলিয়া, রস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করিলে, সাত ভাগ চিনি, এক ভাগ মাত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুত করিতে দুইবার আগুনে জ্বাল দেওয়া হয় বলিয়া, দুই ভাগ চিনি ও তিন ভাগ লালী হয়। মরিশস্ প্রভৃতি দেশের আবাদ ও প্রস্তুতি-প্রণালীর ঔৎকর্ষ জন্য এক বিঘা জমির আখ দ্বারা গড়ে সাধারণতঃ উন-ত্রিশ মন চিনি হয়। আর আমাদের দেশে এক বিঘা জমির আখ দ্বারা দেশীয় প্রণালী অনুসারে তিন মন, সাড়ে তিন মনের বেশী চিনি প্রস্তুত হয় না।

চিনি-প্রস্তুতির জন্য বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কল আছে, তাহার মধ্যে অনেক কলেই চিনি-পরিষ্কারের নিমিত্ত পোড়া হাড়ের চূর্ণ ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন কলে আবার রক্তেরও ব্যবহার আছে। এই রক্ত সম্ভবতঃ সাধারণ কসাইখানা অর্থাৎ যেখানে গো, মেষ, শূকর ইত্যাদি পশু-হত্যা হইয়া থাকে, সেই স্থান হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন এই তিন সম্প্রদায়ের লোক লইয়াই ভারতবর্ষ। জৈনেরা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধিক মূল্য হইলেও, দেশী চিনি ব্যবহার করেন; হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধে শাস্ত্রানুসারে পশু পক্ষীর মধ্যে অনেক অখাদ্য আছে, কোন্ চিনিতে কোন্ অখাদ্য হাড় বা রক্ত আছে, বা নাই, ইহা নির্ণয় করা কঠিন; সেই জন্য অনেক আস্থাবান্ লোক চিনি খাওয়া পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য, ধাতু ও উদ্ভিজ্জ মিশ্রিত যে একটি নূতন পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই বস্তু দ্বারা রঙ্গপুরের কলে চিনি পরিষ্কার করা হইবে।

বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে ইক্ষু আবাদের যে প্রণালী ছিল, এখনও তাহাই প্রচলিত আছে। কি প্রকারে ভাল আখ জন্মিতে পারে ও আখে চিনির ভাগ বেশী হয়, তৎসম্বন্ধে এদেশে কোন প্রকার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। মরিশস্ প্রভৃতি দ্বীপে ও ইউরোপীয় অনেক প্রদেশে রাসায়নিক শাস্ত্রের সাহায্যে নানা প্রকার "সার" আবিষ্কৃত হইয়াছে। আখের জমিতে সেই সকল সার ব্যবহার করিলে, আখের তেজ ও আকার বৃদ্ধি এবং আখের রসে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ঐ সকল

দেশে ভালরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সকল উদ্ভিদে সীম-জাতীয় ফল (যথা শোণ, অড়হর, নীল, রেড়ী ইত্যাদি) হয়, ঐ সকল উদ্ভিৎ জমিতে জন্মাইয়া সবুজ ও রসাল থাকা সময়ে সেই জমি চাষ করিয়া, ঐ উদ্ভিৎ মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে, ঐ জমির উর্ব্বরতা-শক্তি সাতিশয় বৃদ্ধি পায়, এবং তাহাতে আখের আবাদ করিল উৎকৃষ্ট আখ জন্মে। আখ কাটিয়া লইলে, তাহার মূল হইতে যে গাছ জন্মে, ভালরূপ সার দিলে ও উপযুক্ত যত্ন করিলে, তাহাতেও তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর পর্য্যন্ত উত্তম আখ জন্মে। এদেশে সচরাচর গড়ে প্রতি বিঘায় বিশ মন গুড় উৎপন্ন হয়। বর্দ্ধমানে গবর্ণমেণ্টের যে "ফারম" আছে, তাহাতে গড়ে প্রতি বিঘায় একত্রিশ মনেরও কিছু বেশী গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। রঙ্গপুরে ভুরার ঘাট নামক ফারমে, নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, গত বৎসর গড়ে প্রতি বিঘায় ছাব্বিশ মন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীরাধারমণ মজুমদার।

চস্‌মা।

চারি জাতি চস্‌মা আছে। ১ম, পেবেল; ২য়, ক্রুষ্ট্যাল; ৩য়, ইউ-রেকা; ৪র্থ, গ্ল্যাস বা কাচের।

পেবেল (Pebble)। ইহাকে সচরাচর লোকে পাথুরে চস্‌মা বলে। ব্রাজিল, পেরু, চিলি এবং মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের পর্ব্বত শ্রেণীতে এক প্রকার "বালির প্রস্তর" পাওয়া যায়, তাহাকে Silica কহে,—সিলিকা বা আত্মস্বরূপ বালুকা। এই প্রস্তর কলিকাতার যাদুঘরে অনেক আছে। ইহা বেশী বড় হয় না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকৃতি-বিশিষ্ট; বর্ণ প্রায় অল্প-লোহিতাভ। কিন্তু অনেক বালু-প্রস্তর আবার নির্ব্বর্ণ স্বচ্ছ (Crystallised) অবস্থায় পাওয়া যায়। এই প্রস্তর শাণ-প্রস্তরে ঘসিয়া পরে পালিস করিয়া, কাচের মত মস্থণ করা হয়। এই কাচের দ্বারা যে চস্‌মা হয়, তাহা বড় উপকারী এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের চক্ষুরোগ-বিশেষে "বিশেষ ভাবে" ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে ইহা ভারতেও পাওয়া যাইত, এবং এ শিল্প এদেশে খুবই প্রচলিত ছিল। ভারতে কাচ ছিল না, কিন্তু চস্‌মা

ছিল। এই চস্‌মাই ভারতবাসীরা পূর্ব্বে দৃষ্টিহীনতায় ব্যবহার করিতেন, এবং এই সিলুকা জাতীয় প্রস্তরকে তাঁহারা "স্ফটিক" প্রস্তর কহিতেন। অপরন্তু আর্য্যেরা চস্‌মার আর একটি নাম দিয়াছিলেন, "স্ফাটিকচক্ষু"। স্ফটিক প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হয় বলিয়াই, ইহার অপর নাম স্ফাটিকচক্ষু হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য।

তৎপরে ক্রিষ্ট্যাল (Crystal)। এই চস্‌মা, যে দেশে কাচের কারখানা আছে, তথা হইতে প্রস্তুত হয়। ক্রিষ্ট্যালে পূর্ব্বোক্ত পেবেল-চূর্ণ বা সিলিকা-চূর্ণ প্রস্তর এবং ক্ষার যৌগে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হয়। এই কাচকে শাণ প্রস্তরে ঘসিয়া অমসৃণ করিয়া, পরে পালিস করিয়া, মসৃণ করা হয়। এই কাচ দ্বারা যে চস্‌মা হয়, তাহাকে ক্রিষ্ট্যাল কাচের চস্‌মা কহে। পরন্তু এই চস্‌মা রঙ্গীন হইলেই, তাহাকে ইউরেকা (Eurecka) কহে। ক্রিষ্ট্যালকে এরূপ ভাবে রং করা হয় যে, তদ্দ্বারা সূর্য্য-রশ্মির প্রতিষেধ করা হয়, পরন্তু এই রং করা চস্‌মাকেই ইউরেকা গ্ল্যাস চস্‌মা কহে।

তাহার পর গ্ল্যাস (Glass)। ইহা সাধারণ কাচকে শাণ প্রস্তরে ঘসিয়া, পরে পালিস করিলে, ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা বৃদ্ধদের চস্‌মা,—বাজারে ইহা এক আনা, দেড় আনা মূল্যে বিক্রীত হয়।

চস্‌মা করিবার জন্য, পেবেল, ক্রিষ্ট্যাল কিম্বা যে কোন কাচ হউক না কেন, শাণ প্রস্তরে শাণ দিতেই হইবে, এবং তৎপরে উহার অমসৃণতা দূর করিবার জন্য পালিস করিতেই হইবে। কাচকে এইরূপ অমসৃণ করিয়া, পালিস করিয়া লইলে তাহা চস্‌মার উপযোগী হয়। আমাদিগের দেশে দুই প্রকারেরই চস্‌মার ব্যবহার দেখা যায়; এক প্রকার (Converging) রশ্মির কেন্দ্রানুবন্ধন সমর্থ মধ্যস্থূল (Convex) চস্‌মা। ইহাকেই আতসী পাথর কহে। চস্‌মার কাচ কিম্বা প্রস্তরকে শাণ প্রস্তরে ঘসিবার সময় আর একটি কার্য্য এই হয় যে, বৃদ্ধদের চস্‌মাগুলি "ডবল কন্‌ভেক্স" বা আতসীর ন্যায় হয় অর্থাৎ ঐ সকল চস্‌মার মধ্যস্থল উচ্চ ও চারিধার নিম্ন করিয়া দিতে হয়। এই কন্‌ভেক্স করা চস্‌মা লংসাইট বা নিকট-দৃষ্টিহীনতা, দূরদৃষ্টিক্ষম রোগে ব্যবহৃত হয়। আর যুবক ইত্যাদির সর্টসাইট বা দূরদৃষ্টিহীনতা রোগের জন্য, "Diverging" অর্থাৎ মধ্যনিম্ন কিংবা চস্‌মার কাচের চারিধার উচ্চ রাখিয়া শাণ দিতে হয়, এই চস্‌মাকে (Double concave বা Diverging lens বলা যায়।

আতসী কাচ সূর্য্যকিরণে ধরিলে উহার মধ্যবিন্দু বা উক্ত কাচের যে স্থান স্থূলতর তথা হইতে অধিক রশ্মি অল্প স্থান দিয়া বাহির হয় বলিয়া, উক্ত রৌদ্রের তেজের আরও বৃদ্ধি হইয়া যায়; এজন্য আতসী কাচ রৌদ্রে ধরিয়া তাহার নিম্নে টিকে, কাগজ বা কয়লা ইত্যাদি রাখিলে, উহাতে আগুন হইয়া যায়। কিন্তু ডাইভার্জ্জিং গ্ল্যাসে সূর্য্যরশ্মি বহির্বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া, সূর্য্যরশ্মিযোগে তাহার অপর ধার অন্ধকার হয়।

আমরা একখানি সাসির কাচভাঙ্গা অল্প লইয়া, উহা উকা দিয়া ঘসিয়া অমসৃণ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ উহা ঘোলাটে হইয়া ঠিক যেন ডুমের কাচের মত হইয়া গেল। তাহার পর থলের উপর উক্ত কাচকে ঘসিতে লাগিলাম। দুই দিন অল্প অল্প সময় লইয়া ঘসাতে, উহা ক্রমে আবার কাচের মত মসৃণ হইতে লাগিল। ইহাকেই পালিস করা বলে। তাহার পর যখন উহা সম্পূর্ণ মসৃণ হইল, তখন উহা সূর্য্যকিরণে ধরিয়া দেখিলাম, উহার নিম্নে রৌদ্রের প্রবল আভা পড়িয়াছে। চস্‌মার অন্যান্য ব্যাপারের সহিত লোকের বাহ্যতঃ বিশেষ বোধোদ্রেকের প্রয়োজন না থাকায়, আমরা আর দুই একটি কথায় ইহার উপসংহার করিতেছি। এই চারি প্রকার চস্‌মার মধ্যে পেবেল চস্‌মা বা স্ফাটিক চক্ষুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য চস্‌মার বর্ণাধান বা সূর্য্যরশ্মির শুভ্রতার মধ্য হইতে স্বগুণোচিত বর্ণ সংরক্ষণ হইয়া থাকে; কেবল ভাল পেবেল চস্‌মা বর্ণ ধারণ করে না,—ইহা স্বভাবতই নির্ব্বর্ণ—স্বচ্ছ, সূর্য্যরশ্মির সমবর্ণ। আর অপরাপর কাচ-চস্‌মায় বর্ণাধান হয়। ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার বর্ণ বিশ্লেষক যন্ত্র আছে; তাহার মধ্যে একটি বিশ্লেষক লেন্স আছে। চস্‌মার কাচখানি সেই যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া, এই বিশ্লেষক লেন্সের মধ্যে চক্ষু সংযোগ করিয়া দেখিলে, পেবেল পরীক্ষা করা যায়। এই পেবেল-প্রুফ যন্ত্রের সাহায্যে পাথুরে চসমা চিনিতে পারা যায়। আরও স্থূলতঃ পেবেল গ্ল্যাস চিনিবার সহজ উপায়—উহা কিয়ৎকাল চক্ষুর উপর থাকিলে, উহাতে এক প্রকার বিন্দু দাগ লাগে; কাচে তাহা লাগে না। ইহারও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। পাথরের চস্‌মা ব্যবহার করিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে শাময়-চর্ম্মে মুছিয়া ফেলা আবশ্যক।

বর্ত্তমান কালে দেশে বহুবিধ শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির কথা শোনা যাইতেছে বলিয়া, আমাদিগের মনে হয়, এদেশের ভালরূপ সিলিকার সংস্থান করি-

বার জন্য অনুসন্ধান-বিচারণার উদ্যোগ-অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববিধ লেন্সের দৃষ্টি-ভেদে শক্তিবিভেদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাপন করিতে চেষ্টা-চরিত করিলে,—এক কথায় চস্‌মার ব্যবসায়ের প্রসার জন্য, তাহার শিল্পশালার সংপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলে, মন্দ হয় না। দেশে কেরোসিন প্রভৃতি দৃষ্টিসন্তাপক আলোকের সাহায্যে পাঠাদির জন্য, এবং বহুবিধ কারণে অনেকেরই চক্ষু-রোগ ঘটিয়া, চস্‌মা ব্যবহার আবশ্যক হইয়াছে—অনেককেই বৈদেশিক স্ফাটিক চক্ষুর সাহায্যে চক্ষুর সার্থক্য রক্ষা—বা দৃষ্টিশক্তির অস্তিত্বের পরিচয় দিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এদেশে চস্‌মা-শিল্পের অনুষ্ঠান সঙ্গত নহে কি? দেশের শিল্প-হিতৈষিগণই ইহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয় করিবেন বলিয়া, আশা আছে।

ভারতে শিল্প শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শিল্পাদি শিক্ষা সম্বন্ধে বোম্বাই অপেক্ষা মান্দ্রাজে ভাল ব্যবস্থা আছে। মান্দ্রাজে সকল রকম ইঞ্জিনিয়ারীং, কৃষি, পশ্বাদি-চিকিৎসা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সংগীত, মণিকারের কার্য্য, মুদ্রাঙ্কন, চামড়ার-কাজ, গাড়ী-নির্ম্মাণ, বস্ত্রাদি-বয়ন, জরীপ্রস্তুতি-করণ, পোর্সিলেনের বাসন প্রস্তুতি, পোষাক-তৈয়ারী, রন্ধন-কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ের জন্য স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট পরীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে। তবে সময়ে সময়ে উল্লেখিত সকল বিষয়ের ছাত্রই যে পাওয়া যায় এবং উক্ত প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বত্রই যে সকল রকম শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে। কিন্তু ঐ সকল শিল্পাদির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। উপস্থিত মান্দ্রাজে ফট্‌কিরীর প্রধান উপাদান আলুমিনিয়াম ধাতুর কারখানা খোলায় আজকাল তথায় ভারতীয় শিল্পীদের কার্য্যক্ষেত্র কতকটা প্রসর হইয়াছে। এই কারখানায় পাকশালার উপযোগী যথেষ্ট স্থালী প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে বিক্রীত হইতেছে। পরন্তু এই আলুমিনিয়ম ধাতুকে পিটিয়া এরূপ সূক্ষ্ম পাত হয় যে, তাহা অবিকল কাগজের মত।

বস্তুতঃ ইহা কাগজের কার্য্য করিবে কি না, সেই বিষয়ে পরীক্ষা হইতেছে। ধাতুর কাগজ হইলে, নষ্ট হইবার আশঙ্কা অনেক কমিতে পারে বলিয়া অনেকের ধারণা।

ইহা ভিন্ন ভারতের দুই একজন করিয়া বৈজ্ঞানিক মহাশয়দিগকে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিকের মধ্যে ডাক্তার সরকার এবং শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য। ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত দেশীয় ঔষধাদির প্রস্তুতিপ্রকরণের সহিত রাসায়নিক-সংযোগাদির সম্বন্ধ নির্ণয়ে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, অদম্য চেষ্টা চরিত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নামও আমাদিগের প্রধান স্মরণীয়। পরন্তু দেশের অনেকেই বিজ্ঞান-কৌশল প্রকাশের জন্য মস্তিষ্ক পরিচালনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ঘটক এবং শ্রীযুক্ত জহরলাল ধর মহাশয়দ্বয় অনেক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। জহর বাবু উৎকৃষ্ট সোডাওয়াটারের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় এসিটেলিন গ্যাসের ব্যবহার খুব বাড়িয়াছে। আবার শুনিতেছি, মেদিনীপুর ঘাটাল উদয়গঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচরণ কর্ম্মকার কলের লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের নিকট হইতে রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছেন। এই লাঙ্গল চালাইতে গোরু বা অন্য কোন পশুর প্রয়োজন হইবে না, ইহা হস্ত দ্বারাই চলিবে। ইহা "ভারতীয় হস্ত-লাঙ্গল" নামেই রেজিষ্টরী হইয়াছে।

কলিকাতায় কাপড় কাচান কষ্টকর,—অনেক দিন হইতেই আছে। অতএব ধোপার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সহরে কাপড় ধুইবার বাষ্পীয় কল স্থাপিত করিবার কল্পনা হইতেছে। পরন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে একবার শুনিয়াছিলাম, এইরূপ বাষ্পীয় কলে কাপড় কাচিবার জন্য দিল্লীতে ৫০ হাজার টাকা মূলধনে এক কোম্পানী বসিয়াছিল। কিন্তু উহার পর আর উক্ত কলের জন্য, তথাকার কোন সাড়া শব্দ পাই নাই। কলিকাতার বেঙ্গল লণ্ড্রিং কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও বিলোপ কথাও এখনও আমাদিগের স্মৃতিভ্রষ্ট হয় নাই।

দানাপুরের কয়েকজন দেশীয় ধনী "বিহার পাইওনীয়র সোপম্যানুফ্যাক্চারীং কোম্পানী" নামে একটী সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন।

নাভা-রাজ্যের মতিরাম মিস্ত্রী ষ্টিলপেন প্রস্তুত করিয়াছেন। পঞ্জাব

আয়রণ ওয়ার্কস কোম্পানী ইস্পাতের তোরঙ্গ প্রস্তুত করিতেছেন। এপক্ষে লাহোরের রতন চাঁদ বাবুও ষ্টিলপেনের কারখানায় লোহার মকটিনের এবং ডবল টিনের মজবুত বাক্স ও তোরঙ্গের কারখানা খুলিয়া দিয়াছেন। পরন্তু রতনচাঁদ বাবু কটক হইতে মহিষ ইত্যাদি জন্তুর সিং লইয়া গিয়া, তদ্দ্বারা পেনের আকারে হ্যাণ্ডেল প্রস্তুত করিতেছেন। অধিকন্তু লাহোরে আর একটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা কারবারের নাম দিয়াছেন, "আয়রন ইন্‌ষ্টিটিউট ওয়ার্কস ডাটিগেট।" ইহারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ত্রিপুরা কলীকচ্ছ গ্রামে একটি লোহার কারখানা খোলা হইয়াছে। এই কারখানায় বিলাতীর অনুরূপ ছুরি কাঁচি প্রভৃতি হইবে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই কারখানা খুলিয়াছেন।

মুঙ্গেরে মহিষের শৃঙ্গের, তাল, সুপারি এবং আবলুস কাষ্ঠের নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার নিচয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থানে গজদন্ত খচিত আবলুস কাষ্ঠের যষ্ঠি ও কাঠরার কলম, দোয়াত দানি, চিঠির খোপ, গহনার বাক্স প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মুঙ্গেরে বন্দুক, তরবারি, গুপ্তি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র অতি সুন্দর রূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুঙ্গেরে ঠিক বিলাতীর ন্যায় বন্দুকাদি প্রস্তুত হয়। পরন্তু ইছাপুরে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর বন্দুকের কারখানা খুলিবেন, শুনা যাইতেছে। পুরুলিয়ার ঝালদা নামক স্থানের গুপ্তি ও খাঁড়া সুপ্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগর যশোহর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে জাঁতি, দা, খাঁড়া ও ছুরি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পরিপাটী রূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সন্দেশের হিসাব।

ময়রার সহিত লাভ চুকাইয়া, তাহার পর সন্দেশের পড়্‌তা ধরিতে হয়। যে দিন সন্দেশ লইবেন, সেই দিনের ছানা ও চিনির দর জানিতে পারিলেই সন্দেশের দর জানা যাইবে।

মনে করুন, ২০শে আশ্বিন ময়রা আমাদের ১/০ মণ সন্দেশ দিয়াছে।

ঐ দিন ছানা /২৷৹ পোয়া,—এক টাকা সাত পয়সায় বিক্রয় হইয়াছিল; এবং চিনি /১ সেরের দাম ।/০ পাঁচ আনা ছিল।

/২।০ পোয়া ছানায় /১ সের চিনি দিয়া মৃত্তিকা-কটাহে করিয়া অগ্নিতে পাক করা হয়। ইহাকে "নয় পোয়া পাক" বলে। পরন্তু অন্য পাক হইলে, তাহা মোদকে বলিবে, এবং সেই হিসাবে তখন ধরিতে হইবে। এখানে "নয় পোয়া" পাকের হিসাব ধরা হইতেছে।

ময়রা যে ছানা ক্রয় করে, উহার জল নিংড়াইয়া লয়। পরে ঐ বিশুদ্ধ ছানা /২।০ পোয়া, এবং চিনি /১ সের দিয়া, সন্দেশ পাক করিলে, ঐ /২।০ পোয়া ছানা মরিয়া গিয়া /১।০ পাঁচ পোয়া হয়। অর্থাৎ /২।০ পোয়া ছানা এবং /১ সের চিনিতে সন্দেশ করিতে গেলে /২।০ পোয়া সন্দেশই উৎপন্ন হয়। পরন্তু ইহাই তাহাদের "এক পাক"। এই পাক পিছু ময়রা এক আনা খরচ ধরিয়া লয়। এই খরচার মধ্যে লোকের মাহিনা, কাষ্ঠ বা কয়লার খরচ ইত্যাদি ধরা হয়। পরন্তু দর কসা-মাজার সময় ময়রার সঙ্গে পাকের খরচা ৻১০ কিম্বা ৻১৫ পয়সা ধরাও চলে, কিন্তু তাহার সম্মতি চাই। এখানে চারি পয়সার হিসাবে পাকের খরচা ধরা হইল,—

এক পাকের মূল্য—

/২।০ পোয়া ছানার দাম	১/১৫
/১ সের চিনির মূল্য	।/০
পাকের খরচা	/০
মোট	১।৶১৫

এক্ষণে বলুন দেখি, "এক টাকা সাত আনা তিন পয়সা যদি /২।০ পোয়া সন্দেশের দাম হইল, তাহা হইলে ১/০ মণের দাম কত হইবে?" আমি বলিব ২৬।০ ছাব্বিশ টাকা চারি আনা হয়। ইহাই এক মণ সন্দেশের পড়্তা হইল। এখন মোদক লাভ কত লইবে, জিজ্ঞাসা করিয়া, ঐ ২৬।০ আনার সহিত যোগ দিবেন। যদি মণকরা ৪৲ টাকা লাভ চাহে, (কারণ ৪৲ টাকার কমে উহারা প্রায় ব্যাপার করে না,) তাহা হইলে, ২৬।০ আনার সহিত ৪৲ টাকা যোগ দিলে, ৩০।০ ত্রিশ টাকা চারি আনা এক মণ সন্দেশের দাম হইল।

চিনিপটির কহিনুর

স্বর্গীয় সৃষ্টিধর কোঁচ।

এই প্রবন্ধের শিরোভাগ দেবতুল্য যে মহাজন-মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত হইয়াছে, যে মহাজনের দিব্য গাম্ভীর্য্যময় স্থিরতার আধার স্বরূপ মনোহরী প্রতিকৃতি দর্শন করিতেছেন, ইনিই আমাদের চিনিপটির কহিনূর—যশঃপ্রভায় দিগুজ্জলকারী কীর্ত্তিমান্ পুরুষ! চিনিপটির কর্ম্ম-পরিচালনের রীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন-সংস্কারাদির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, এই মহাত্মাকেই স্মৃতিপথে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এই বুদ্ধিমত্তাই যে কেবল তাঁহার মহত্বের কারণ, তাহা নহে,—বদান্যতায়—বিশেষতঃ! বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণের পোষণাদি ব্যাপারে তাঁহার যশঃ-সৌরভ দিগন্ত-প্রসৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার জীবনী বোধ

হয়, মহাজন মাত্রেরই আদর্শবোধে বিশিষ্টরূপ বোধ্য ও অবগম্য বলিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই মহাপুরুষ চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী হয়দাদপুর গ্রামে ১২৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺রামচন্দ্র কোঁচ। রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয় বেশ সম্পন্ন লোক ছিলেন। তাম্বুলী-সমাজের মধ্যে রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয় স্বচেষ্টায় বিবিধ ব্যাপারে ভগবৎকৃপাবলম্বনে স্বীয় ভাগ্যোদয়ের সহিত বেশ মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনাতিপাত করেন; সুতরাং আমাদিগের বর্ণনীয় জীবনচরিতের বিষয়ীভূত কোঁচ মহাশয় স্বীয় শুভাদৃষ্ট-বশে সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বজাতি-প্রতিপালনে দরিদ্র-পোষণে যথাশক্তি মহত্ত্বের পরিচয় দিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমান ভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কশায়ী সুখাভিলাষী সম্পন্ন যুবকদিগের ন্যায় তাঁহার স্বাভিলাষ পূরণে কেবল বিলাস-বিভ্রমের পরিচয় একদিনের জন্যও কেহ পাইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। বিশিষ্ট অবধানতার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, মনে হয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষার অভাবেই তাঁহার চরিত্র-বিকার ঘটে নাই। তাঁহার শিক্ষা তাৎকালিক দেশ-প্রচলিত ব্যবহারের উপযোগী পাঠশালায় বাঙ্গালা হিসাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার প্রবল অধিকারের দিনেও, তাঁহার সেই অলৌকিকী শক্তি প্রতিহত হয় নাই। অথচ নিজে অনধিগত হইলেও, শিক্ষা বিষয়ে বিরাগের অভাবে বরং যথেষ্ট অনুরাগেরই কার্য্যতঃ প্রকাশ হইয়াছিল; তিনি অনেক দরিদ্র-সন্তানের উচ্চশিক্ষা-লাভে সাহায্য করিয়াছেন।

তাঁহার বাল্যজীবনের শিক্ষালাভের পর, কৈশোরে কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হয়; তিনি পিতৃনিদেশে—স্বদেশের উপকণ্ঠে—বৈকাঁরা নামক স্থানের জলকষ্টনিরাকরণ করিবার জন্য, একটি প্রশস্ত পুষ্করিণীর খননকার্য্যের পরিদর্শনে ব্যাপৃত হন। আর এই দেশেও দশের হিত-চিকীর্ষায় এই পুণ্যময় ইষ্টাপূর্ত্তের সাধনে প্রথম ব্রতী হইয়াই, স্বীয় প্রকৃতির উপযুক্ত বৃত্তিতে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; দান ধর্ম্মের কার্য্যে ইহাঁর কর্ম্মক্ষেত্রের অক্ষয় পরিচয় বা প্রবেশ-প্রারম্ভ ঘটায়, ইনি যেন চিরদিনের জন্যই স্বকর্ম্মে সেই পুণ্যব্রতের সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। মনে হয়, তাঁহার জীবনে "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"—এই প্রবচনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তিনি পিতৃনিদেশ-প্রতিপালনে সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া, পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার ব্যবসায় কার্য্যের শিক্ষানুশীলনের অনুকূল ব্যবস্থা করিতে কলিকাতায় চিনিপটির গদীতে তাঁহাকে আনয়ন করেন। তখনও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের পত্তন-প্রস্তাব মাত্রও কল্পিত জল্পিত হয় নাই।—তখন কলিকাতা হইতে গোবরডাঙ্গায় যাইতে কটযোগে প্রায় দেড় দিন সময় লাগিত,—পান্থশালাদিতে অবস্থান জন্য কষ্টস্বীকারও করিতে হইত যথেষ্ট। এই জন্য, গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের লোকজনের পক্ষে কলিকাতায় যাতায়াত সবিশেষ অসুবিধাজনক থাকায়, রামচন্দ্র কৌঁচ মহাশয়, পুত্র সৃষ্টিধরের কলিকাতায় অবস্থান জন্য, আহীরীটোলা হালদার পাড়ায় একটি বাটী ক্রয় করেন। পরে সৃষ্টিধর কৌঁচ মহাশয় বাণিজ্য-ব্যপদেশে কমলার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বভাগ্যোন্নয়নে ঐ পিতৃক্রীত কলিকাতা-আবাসের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এক্ষণেও সেই প্রাসাদোপম হর্ম্ম্যাবলীর মনোজ্ঞ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর জীবনে কেবল বাটীর উন্নতি নহে, ইনি কলিকাতায় বড়বাজার অঞ্চলে অনেকগুলি বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু কর্ম্মস্থানের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বদেশ হয়দাদপুরকেও ভুলেন নাই—ইহাঁর প্রিয় জন্মভূমি হয়দাদপুরেও প্রশস্ত উদ্যানাদিব্য অট্টালিকাদি দ্বারা তথাকার অলঙ্কার-বিধানে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার উপনগরেও উদ্যানাদির সংস্থান করিয়া তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিতরণে প্রতিবেশীদিগের তুষ্টিসাধন করিতেন। ব্যবহারতঃ তিনি স্থানীয় পরিচিত লোকদিগের নিকট বেশ সদালাপী, সদ্ভাষী ও সদ্ব্যবহারী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন।

চিনিপটির গদীতে আসিয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই স্বীয় স্বাভাবিকী প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি বিনয়, নম্রতা এবং সত্যনিষ্ঠায় অনেকের প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য তিনি তাৎকালিক ভারতের শর্করা-ব্যবসায়ের ভিত্তি স্বরূপ আমদানীকারী ব্যাপারীদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ভারতীয় চিনিতে দেশ বিদেশের মিষ্ট রসের আস্বাদন করাইতে হইত। তখন ভারতের চিনির অভাবে অন্যদেশের লোকের মিষ্ট রসাস্বাদের অন্তরায় ঘটিত। সেই সময় ভারতে শর্করা-শিল্পের প্রবল প্রসার ছিল—দেশী চিনির বৈদেশিক ব্যবসায়ের স্রোত একটানে চলিয়াছিল! এই সকল দেশী চিনির বিক্রয়ে প্রতি

মণে তিন আনা হিসাবে কমিশনের ব্যবস্থা ছিল,—এখনও ঐ কমিশনীর বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু সে ব্যবসায় এখন আর নাই; এখন বৈদেশিক চিনির প্রতিযোগিতাতে দেশী চিনির ব্যবসায় নষ্টপ্রায়। পূর্ব্বে দেশীয় চিনির ব্যবসায় বড়বাজারের দোকানদার—বা আড়তদারদিগের প্রতি মণে তিন আনা লাভ ছিল—লাভ লোকসানের দায় দফায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। এখন বৈদেশিক চিনি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে গিয়া বাজারদরে লাভ লোকসান দুই-ই স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে বৈদেশিক চিনির ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতির আশঙ্কা আছে। পূর্ব্বে এই দেশী চিনির ব্যবসায়ে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকায়, ব্যবসায়ীগণ নিরাতঙ্কমনে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইতেন। আমাদিগের সৃষ্টিধর বাবুও এইরূপ লাভকর ব্যবসায়ে বিশিষ্ট লাভবান্ হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ অর্থী হইয়া উঠিলে পর, ইনি চিনিপটির অপরাপর মহাজনদিগের আবশ্যকমত অর্থ প্রদান করিয়া কুসীদ গ্রহণে সঞ্চিত অর্থের ক্রমবৃদ্ধি পথ প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবার যেমন অর্থের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই আত্মীয় এবং স্বদেশীয়দিগের পোষণকল্পে মধ্যে মধ্যে দোকান করিয়া দিয়া, তাহাদিগের কর্ণে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদার্জ্জন মূলমন্ত্রের বীজ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে যখন তাঁহার অদম্য উদ্যম—অসীম আগ্রহ, সেই সময় তাঁহার পিতা রামচন্দ্র কোঁচ যথাকালে উপরত হন। শুনা যায়, তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির সময় তাৎকালিক জীবিত একমাত্র সন্তান সৃষ্টিধর বাবু ও অন্যান্য তৎসংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গ ১৭,০০০ সতের হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়ের ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কোঁচের পুত্র নীলকমল বাবুও ঐ টাকার অংশ পাইয়া বিগলিত হন নাই; তবে ইহাদিগের এক পরিবারবর্ত্তী অপর স্বগোষ্ঠীয়—রামচন্দ্র কোঁচ মহাশয়ের পিতা মাতার অপর সন্তানের বংশস্রোতালব্ধ—উমেশচন্দ্র কোঁচ ইহাদের সঙ্গে উপযুক্ত অংশ লইয়া পৃথক হইয়াছিলেন। এক্ষণেও তাঁহার বংশধরগণ হরিপদ এবং বিষ্ণুপদ বাবু প্রভৃতির ব্যবহারে সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিক স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

তৎপরে কর্ম্মবীর সৃষ্টিধর কোঁচের জীবনের অন্য এক নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হইল। চিনিপটিতে দেশী চিনির পার্শ্বে কলের চিনিকেও আশ্রয় দিলেন। পূর্ব্বে যখন কাশীপুরে চিনির কলের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন দেশের

লোকের কলের চিনিতে যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কেবল সাহেবদিগের জন্য ধর্ম্মতলায় ঐ কলের বিশুদ্ধ চিনি বিক্রয় চলিত। কোঁচ মহাশয় চিনি-পটিতে এই কলের চিনি আমদানী করিয়া প্রথমতঃ দেশী কাচা চিনির বিক্রয়েও দ্বিতীয়তঃ কলের বিশোধিত শুভ্র চিনির বিক্রয়ে—যথেষ্ট প্রসার করিয়া দেন। এই প্রথায় কাজ করায়, এদেশে কলের কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-কল্পে একমাত্র কোঁচ মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইহারই উত্তম চেষ্টায় দেশে দেশীচিনির পার্শ্বে কলেরচিনির স্থান হওয়ায় ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিনির প্রধান উৎপত্তিস্থান—শর্করা-শিল্প ব্যবসায়ের প্রধান অধিষ্ঠান—কোটচাঁদপুরের কলের চিনি ব্যবসায় প্রসার করিতে—ইনি নিজে কমিশমের এজেণ্ট হন।

ব্যবসায়-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দৃষ্টি বিবিধ ব্যবসায়ে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল;—ইনি চিনির সহিত ঘৃতের ব্যবসায় করিতেছিলেন পূর্ব্ব হইতে। অপরতঃ অর্থসাহায্যে স্বীয় ভাগিনেয়দিগের শিক্ষাবিধানের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী করিয়া তুলেন। পরে পাটের ব্যবসায়ে বৈদেশিকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব থাকায়, ইংরেজীবিৎ ভাগিনেয়দিগের উপযোগী বলিয়া বোধ করায়, তাঁহাদিগের নামে "চেল এবং পাল কোম্পানী" নামে একটী পাটের গাঁটের ব্যবসায় করেন। এক্ষণেও সেই গাঁটের মার্কা বেচিয়া, বৎসর প্রতি পাঁচ ছয় হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত তিনি বেশ সরল বিশ্বাসী লোক ছিলেন; এমন কি দীন দরিদ্রগণ একবার তাঁহার নিকট সকাতর প্রার্থনা করিতে পারিলে, অমনই তাহার প্রতি যে কোনরূপ কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি এমনই দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, যে, জানিয়া শুনিয়াও, অনেক অকর্ম্মণ্যের কর্ম্মবিধানচ্ছলে তাহাদিগকে অন্নদান করিতেন। ইহাঁর আশ্রয়ে থাকিয়া অনেকে বেশ ধনী হইয়াছেন।

ইহাঁর কর্ম্মজীবনের যে পুণ্যব্রতে সূত্রপাতের পরিচয় দিয়া, ভাবী সৎ কীর্ত্তির সূচনা করিয়াছি, তাহার ভূয়িষ্ঠ পরিচয় তাঁহার জীবনে অনেক আছে; এস্থলে তাহার একটির আমরা পরিচয় দিতেছি।—প্রায় ২০ বিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, যখন দেশে একবার ভীষণ বন্যার সূত্রপাত হয়, তখন সৃষ্টিধর বাবু প্রত্যেক বন্যা-পীড়িত লোকের নিকট নৌকারোহণে

উপনীত হইয়া, নিজে অন্নবস্ত্রের সহিত কর্ত্তব্যবোধে যথোপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সদনুষ্ঠানের ফলও ভগবদনুকম্পায় ঘটিয়াছিল বেশ। তাঁহার এই লোকহিতৈষণামূলা সৎকীর্ত্তির জন্য, তাৎকালিক গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইঁহাকে (Certificate of the honour) মহামান্যসূচক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন।

ইহা ত সরকারীদানে মর্য্যাদা বৃদ্ধির কথা। কিন্তু তাঁহার ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনায় মনে হয়, তিনি মর্য্যাদাবৃদ্ধির জন্য দান করিতেন না। তাঁহার ন্যায় সরলপ্রকৃতি আত্মম্ভরিতাশূন্য নিরহঙ্কার নিষ্ঠাবান্ লোকের ঐরূপ হীন দানে আস্থা থাকা অসম্ভব। তাই আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তিনি গুপ্তদানপ্রিয় ছিলেন; তিনি অনেক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার পোষণ, অনেক দরিদ্র পরিবারের আহার-বিধান করিয়া নিঃশব্দে জীবনাতিপাত করিতেন।

এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ-পোষণে তাঁহার আগ্রহ জীবনের প্রাক্‌কাল হইতে। মধ্যে তাঁহার প্রতিযোগী কোন ব্রাহ্মণ-জমীদার ব্রাহ্মণগণের পক্ষে তাম্বুলীর দানগ্রহণ অন্যায় বলিয়া, ভ্রষ্টাচারিত্বের আরোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ঐ সময় সৃষ্টিধর বাবু স্বীয় বদান্যতায় প্রতিকূলতার দূরীকরণোদ্দেশে নূতন একটি ব্রাহ্মণের শ্রেণীর বা সমাজের গঠন করেন;—ইহা নিত্য সমাজ বা সৃষ্টিধরের সমাজ বলা হয়। চিনিপটির বারোইয়ারীতে ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকায়, ইনি তাহাতেও অধ্যাপক-পণ্ডিত-বিদায়ের-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পূজা-পার্ব্বণোপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

জীবনের শেষ দশায় ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয়কে স্বীয় কারবার-পত্র বুঝাইয়া দিয়া, অবসর গ্রহণ করেন। ইনিও পিতার পরামর্শ গ্রহণে তাঁহার ন্যায় লোক-প্রতিপালক হইয়া উঠেন। কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধিও সত্যবাবুর দ্বারা যথেষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে কিছুকাল অবসর গ্রহণের পর ইনি ১৩০৬ সাল ২৩শে শ্রাবণ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। সেই দিন চিনিপটির ব্যবসায়-সংক্রান্ত শুভাদৃষ্টে ভীষণ বজ্রাঘাত ঘটিয়াছে! চিনিপটির ইতিহাসে ২৩শে শ্রাবণ একটি অশুভ দিন ধরিতে হইবে।

ইনি সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিমান্ অবতার ছিলেন। কারণ, যাঁহারই ইনি উপকার করিয়াছেন, প্রায় তাঁহারাই ইঁহার কিছু না কিছু অনিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু

তিনি ঐরূপ বিরুদ্ধাচরণে প্রায়ই সহসা বিচলিত হন নাই। আরও সাংসারিক শোক-তাপে তাঁহার জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের অঙ্ক দেখা যায়। তাহাতেও ইঁহার মতিভ্রংশ ঘটে নাই বলিয়া অনেকের মুখে শুনা যায়। তাহার পর আরও একটি সহিষ্ণুতার কথা বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গিয়াছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, তাঁহার পদস্ফুট রোগে অস্ত্র-চিকিৎসার সময় তিনি অবিচলিত চিত্তে নির্ভীকভাবে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সময় উক্ত ডাক্তার যে অংশে অস্ত্রপরিচালনা করিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার নিজের নহে, তিনি এইরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া উক্ত ডাক্তার দত্ত মহাশয়কেও সম্পূর্ণ বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। পূজা-পার্ব্বণে, অন্নদানে কিছুতেই ইনি ব্যয়-কুণ্ঠিত ছিলেন না। ইনি ব্যবসায় হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট।

৺বালকরাম কোঁচের দুই পুত্র; যথা, ৺রামচন্দ্র কোঁচ এবং ৺মহেশচন্দ্র কোঁচ। তৎপরে ৺রামচন্দ্র কোঁচের তিন পুত্র; যথা, ৺বনমালী কোঁচ, ৺রাজকৃষ্ণ কোঁচ এবং ৺সৃষ্টিধর কোঁচ। পরন্তু ৺মহেশচন্দ্র কোঁচের তিন পুত্র,—৺নীলকমল কোঁচ, ৺রামকমল কোঁচ এবং ৺রামযদু কোঁচ। ইহার মধ্যে ৺নীলকমল কোঁচের দুই পুত্র,—শ্রীযুক্ত দ্বিজরাজ কোঁচ এবং শ্রীযুক্ত যোগজীবন কোঁচ।

৺সৃষ্টিধর কোঁচ মহাশয়ের তিন পুত্র; শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ, শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রিয় কোঁচ এবং ৺ধর্ম্মপ্রিয় কোঁচ।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয়ের সাত পুত্র,—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত নিমাইকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত নিতাইকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত চৈতন্যকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত অদ্বৈতকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত মহাকৃষ্ণ, এবং শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ কোঁচ।

ইঁহারা সকলেই স্বদেশহিতৈষী, সাহিত্যসেবী, দীন-প্রতিপালক, এবং সদাশয়, পরোপকারী। ভগবান্ ইঁহাদের মঙ্গল করুন।

বিশেষতঃ বাবু হরিপ্রিয় কোঁচ এবং বাবু দ্বিজরাজ কোঁচ মহাশয়দ্বয় "মহাজনবন্ধুর" বিশেষ পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা।

ভারতভূমি।

পৃথিবীর সকল রাজ্যে যেমন মানুষ গণনা করা হয়,—অর্থাৎ আদম সুমারী আছে; সেইরূপ সকল রাজ্যে জমী বা ভূমিরও একটা মাপ আছে, ইহাকে জরীপ করা কহে। বলুন দেখি, আমাদের ভারতবর্ষ কত বড়? নদ নদী প্রভৃতি জলকর ছাড়া,—কেবল ভারতভূমির পরিমাপ ২১০ কোটি বিঘা।

ইহার মধ্যে ৯ কোটি বিঘাতে পর্ব্বত আছে; ৩৩ কোটি বিঘাতে লোকের বাস; ১৫ কোটি বিঘা বন জঙ্গল; ৩০ কোটি বিঘা পতিত জমী; ৭৩ কোটি বিঘায় শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে,—এই হইল সমষ্টিতে ১৬০ কোটি বিঘা। তৎপরে ৫০ কোটি বিঘার হিসাব আমাদের ভারতগবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের খাতা-ভুক্ত নহে, উহা করদ মহল অর্থাৎ দেশীয় রাজাদিগের সীমাভুক্ত।

যাহা হউক এক্ষণে ধরুন, ৭৩ কোটি বিঘায় ভারতের শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৭ কোটি বিঘা জমীতে বৎসর দুইবার শস্যোৎপন্ন হয়। শস্য দুই প্রকার; আহার্য্য এবং অনাহার্য্য। আহার্য্য শস্য ১২৯৮ সালে ৬২ কোটি বিঘায় উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং ১১ কোটি বিঘায় অনাহার্য্য শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

৬২ কোটি বিঘায় আহার্য্য শস্যের হিসাব,—যথা, সাড়ে আঠার কোটি বিঘায় ধান্য; ৬ কোটি বিঘায় গোধুম; ৩৬ কোটি বিঘায় যব, জোয়ারি, জনেরা, বাজরা, মড়ুয়া, ছোলা ও অন্যান্য দাইল; ১ কোটি বিঘায় ইক্ষু; অবশিষ্ট জমিতে মসলা, বাগানের ফসল, তরি-তরকারী ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু এই সমুদয় শস্যোৎপাদক জমির মধ্যে ৮ কোটি বিঘাতে জল সেচিত হইবার উপায় আছে।

৬২ কোটি বিঘায় আনাহার্য্য শস্যের হিসাব,—যথা, ৪ কোটি বিঘায় মসিনা, তিল প্রভৃতি স্নেহাক্ত বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল; ৩ কোটি বিঘায় তুলা; ৫০ লক্ষ বিঘায় শণ এবং পাট; ৩৬ লক্ষ বিঘায় নীল; ১৭ লক্ষ বিঘায় অহিফেণ; ৪ লক্ষ বিঘায় কাফি; ২৬ লক্ষ বিঘায় চা; ১৫ লক্ষ

বিঘায় তামাক; অবশিষ্ট জমিতে গাঁজা, সিঙ্কোনা প্রভৃতি অন্যান্য বহু প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

চিনি,—বাঙ্গালায় ইক্ষু আবাদ হইতে পারে ৩৪ লক্ষ বিঘায়; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৩১ লক্ষ বিঘায়; অযোধ্যায় ৯ লক্ষ বিঘায়; পঞ্জাবে ১১৷৷০ লক্ষ বিঘায়; মান্দ্রাজে ১৷৷০ লক্ষ এবং মধ্য প্রদেশে ১৷০ লক্ষ বিঘা জমিতে ইক্ষু চাষ হইবার উপযুক্ত। ১২৯৬ সালে ভারত হইতে ১৫ লক্ষ টাকার চিনি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল; ১২৯৭৷৯৮ সালে ৪ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ টাকার চিনি বিদেশে গিয়াছিল, তাহার পর চিনি রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বৈদেশিক চিনির আমদানী বৃদ্ধি হইতেছে। ১২৯৫ সালে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার চিনি আমদানী হয়; ১২৯৯ সালে ২৷৷০ কোটি টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে। বঙ্গে গত বৎসর ২৭ লক্ষ বিঘায়; এ বৎসর ২৬ লক্ষ বিঘায় ইক্ষু চাষ হইয়াছে।

নীল,—উত্তর ব্রহ্মে ৪৷৷০ হাজার বিঘা জমীতে নীল উৎপন্ন হয়; নিম্নব্রহ্মে ১৫০ বিঘায়; বাঙ্গালা দেশে ১৬৷৷০ লক্ষ বিঘায়; মান্দ্রাজে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৬ লক্ষ বিঘায়; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ২৭ হাজার বিঘায়; পঞ্জাবে ১৷৷০ লক্ষ বিঘায় এবং অযোধ্যায় ৫০ হাজার বিঘা জমিতে নীলের আবাদ হইতে পারে। ১২৯৫ সালে ৩ কোটী ৯১ লক্ষ টাকার নীল ভারতে উৎপন্ন হয়, ১২৯৭ সালে ৩ কোটী ৭ লক্ষ এবং ১২৯৯ সালে ৪ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার নীল ভারতে উৎপন্ন হইয়াছিল। বঙ্গে কিন্তু নীলের আবাদ প্রতি বৎসর কমিতেছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ভারতবর্ষে নীলের আবাদ কম নহে।

গম,—বাঙ্গালায় ১৮৯৭-৯৮ সালে ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪ শত বিঘা ভূমিতে গম বোনা হয়। ইহাতে ফসল হয় ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত টন। ১৮৯৬ সালে হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন। ১২৯৮ সালে ৩৪ লক্ষ টাকার ময়দা বিদেশে গিয়াছিল। ১২৯৯ সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ময়দা আমদানী অর্থাৎ বিদেশ হইতে আসিয়াছিল।

পাট,—পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, ভারতবর্ষে মোট ৭০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পাটের আবাদ হয়। ইহার মধ্যে ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা ভূমি বাঙ্গালা দেশে পাট চাষ পক্ষে উপযুক্ত। গত বৎসর অর্থাৎ ১৩০৭ সালে ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়া ৬৪ লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বৎসর ৬৬৷৷০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে পাট বোনা হইয়াছে;

কিন্তু পাট ভাল জন্মে নাই। যদিও মে মাসের শেষে সুবৃষ্টি হইয়া পাট চাষের সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু জানুয়ারি মাসে সেরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে পাট-চাষের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। তত্রাচ, এবার আন্দাজ করা হইয়াছে যে, এ বৎসর ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে।

ভারতে লোক সংখ্যা ২৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭ শত ১ জন, ইহাদের বাসস্থান ৩৩ কোটি বিঘাতে।—ভারতে অনাহার্য্য শস্য ১১ কোটি বিঘাতে যাহা হয়, তদ্দ্বারা ভারত বিদেশী হইতে টাকা পায়। ভারতবাসীর প্রাণরক্ষার্থ ৬২ কোটি বিঘাতে আহার্য্য শস্য হয়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসী ২ বিঘা কয় ছটাক ভূমির শস্য এক বৎসরের খাবার জন্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে হাজা শুকা এবং বৈদেশিক রপ্তানী বাদ সাধিলে, আমাদের খাদ্যের বিলক্ষণ অনাটন উপস্থিত হয়। এই জন্যই ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ। এক্ষণে ৩০ কোটি বিঘা পতিত জমির মধ্যে রেলওয়ে দ্বারা ভারতের অনেক জমি আবদ্ধ হইয়াছে। নচেৎ পতিত জমি গুলি আবাদের উপযুক্ত করিয়া দিলে, অথবা অনাহার্য্য শস্যের ১১ কোটী বিঘাতে আহার্য্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি করিলে, যদিও ভারতে টাকা আমদানী কম পড়ে বটে; কিন্তু খাবার কষ্ট অনেকটা কমিয়া যায়। এ প্রবন্ধে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় রহিল।

সত্ত্বগুণ সংগ্রহ।

গুরু এক। উপগুরু অনেক। জগৎ-শুদ্ধ নরনারী এবং পশু পক্ষী হইতে জড় পদার্থটী পর্য্যন্ত উপগুরু হইতে পারে। দেখিতে জানিলে, সকলের নিকট হইতেই যে কিছু না কিছু শিক্ষা করিতে পারি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এক ঈশ্বরের সৎভাবে পৃথিবী শুদ্ধ দ্রব্যগুলি সৎ দেখা যায়; সূক্ষ্ম দেখিলে,—সকলের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, বুঝা যায়।

স্থূল বুঝিয়া, কাহারও মোটামুটি কার্য্য মাত্র দেখিয়া, নিজের অভিমান লইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইও না। গুরুর কার্য্য মোটামুটি দেখিও না; ঈশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার দ্বারাই তোমার পথ

পরিষ্কার করিবে। যাহাতে তোমার নিজের মনে সত্ত্বভাবের উদয় হইতে থাকে, তাহাই করিবে। সকল জিনিষের সত্ত্বভাব টুকু লইয়া সংগ্রহ করিবে। তাহা হইলে, তুমিও একদিন সত্ত্বগুণে গুণী হইতে পারিবে। পৃথিবীর তাবৎ দ্রব্যেই সত্ত্বগুণ কিছু না কিছু মিশান আছে, কিন্তু তাহা বাছিয়া লইতে পারা চাই।

কি করিয়া জগৎ হইতে সত্ত্বগুণ আদায় করিয়া, তাহা ঈশ্বরের ভাবে পর্য্যবসিত করিতে হয়, তাহার গুটীকতক উদাহরণ দিতেছি যথা ;—

এক ব্যাধ পাখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। নিকট দিয়া এক বর, বাদ্য বাজনা করিয়া গেল। ব্যাধ সে বরের কিছুই সংবাদ রাখিল না, তাহার লক্ষ্য আছে পাখীর উপর! বরং যখন বাজনার গোলযোগ হইয়াছিল, তখন সে বিরক্ত হইয়াছিল; কারণ পাখী বুঝি উড়িয়া পালায়! এখানে ব্যাধের নিকট হইতে মনের একাগ্রতা শিক্ষা হইল। "অতএব ব্যাধ তুমি গুরু। আমি তোমায় নমস্কার করি। দেখ প্রভো! আমি যখন ঈশ্বর আরাধনায় বসিব, তখন যেন আপনার মত একাগ্র মন পাই; এই বর দাও। যে একাগ্রতা তুমি আজ শিখাইলে বা কার্য্য করিয়া দেখাইলে, তাহা যেন এ জীবনে কখন বিস্মৃত না হই। আমার হৃদয়-পাখী (ঈশ্বর) সম্বন্ধে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।"

এক ব্যক্তি পুকুরে ছিপে মৎস্য ধরিতেছে, এমন সময় তথায় এক সাধু গিয়া কহিলেন, "মহাশয় অমুক স্থানে কোন দিক্ দিয়া যাইব?" মৎস্যধরের ফৎনা তখন ডুবিয়াছে, এইজন্য তিনি সাধুর কথায় উত্তর না দিয়া, মাছটী ধরিয়া পরে সাধুকে কহিলেন "আপনি কি কিছু ব'ল্‌ছিলেন?" সাধু উত্তর করিলেন "আপনি আমার গুরু! আপনাকে নমস্কার করি! প্রভো! যখন আমি ঈশ্বরারাধনায় বসিব, তখন যেন আমার মনে ঐ ভাব থাকে। আমি তাঁহার কার্য্য না করিয়া অপর কথা যেন শুনিতে না পাই। মালা ফিরাইতে ফিরাইতে গৃহস্থলীর খুঁটি-নাটিতে মন বদ্ধ রাখিতে যেন প্রবৃত্তি না হয়!!"

এক বক মৎস্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে মারিবার জন্য এক মনে আস্তে আস্তে চলিয়াছে। ঐ বকের পশ্চাৎ হইতে এক ব্যাধ আসিয়া বককে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। বকের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই! তার লক্ষ্য আপন শিকারের দিকে। এই দৃশ্য দেখিয়া সাধু বককে নমস্কার করিয়া কহিল "হে বক! তুমি আমার গুরু। আমি যখন ঈশ্বরারাধনায়

বসিব, তখন পশ্চাৎ-স্থিত মৃত্যুরূপী ব্যাধকে যেন মনে না পড়ে—কিছুতেই যেন বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।"

এক মুদিনী ছেলেকে মাই দিতেছে; ঢেঁকিতে চিড়া কুটীয় সেঁকুর দিতেছে; ব্যাপারীর সহিত দর করিতেছে; দোকানের সমস্ত জিনিস-গুলির প্রতি তাহার লক্ষ্য আছে; এতগুলি কার্য্য সত্ত্বেও তাহার প্রধান লক্ষ্য রহিয়াছে, আপন হস্তের দিকে। কারণ ঢেঁকিটী হাতে না পড়ে। এই দৃশ্য দেখিয়া, সংসারী সাধক মুদিনীকে কহিল "মা! তুমি আমার গুরু! আমি তোমায় নমস্কার করি। দেবি! আমি সংসারে ঐরূপ কার্য্যকর্ম্ম করিয়াও তোমার হস্তের ন্যায় আমার পরমাত্মার প্রতিও যেন লক্ষ্য রাখিতে পারি। মাগো! তুমি যাহা কর্ম্মদ্বারা দেখাইলে, তাহা যেন আমি এ জীবনে কখন না বিস্মৃত হই;—আমাকে এই বর দাও। আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করিতেছি।"

এক শিশু খেলাঘরে বসিয়া চুসিকাঠি চুসিতেছিল; কিন্তু বালক যাই তাহার মাতাকে দূরে দেখিয়াছে, অমনি খেলাঘর ফেলিয়া, চুসিকাঠি ফেলিয়া, মাতার নিকট দৌড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া, সাধু সেই বালককে প্রণাম করিয়া কহিল "ধন্য দেব! ধন্য তোমার লীলা!! গুরু হে! তোমার মাকে পাইয়া, তুমি যেমন ভূয়া খেলাঘর ও ভূয়া চুসি ফেলিয়া দৌড়িয়া প্রকৃত মাতা ও সুধামাখা স্তন-চুসি পাইলে, আমিও যেন আমার মাকে পাইয়া দৌড়িতে পারি এবং প্রকৃত মাতাকে প্রাপ্ত হই। ঐ শক্তি আমাকে দাও, আমি তোমার "ভাবকে" বার বার প্রণাম করিতেছি।"

এক গৃহস্থের স্ত্রী নষ্ট ছিল; কিন্তু অতি গোপনীয় ভাবে। সে স্বামী, পুত্র প্রভৃতির সেবা করিত, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকিত উপপতির উপর। এই ঘটনা শুনিয়া, সাধক সেই স্ত্রীলোকটীর উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কহিল, "মা গো, তুমি আমার গুরু! ধন্য শিক্ষা আমাদের শিখা-ইলে দেবি! তুমি এই বর দাও! আমরাও যেন তোমার মত সংসারের কার্য্য করিয়াও মনকে সেই জগৎ-স্বামীর দিকে ফেলিয়া রাখিতে শিখি দেবি! পরম ভাগবতেরা ইহাকেই "পরকীয়া" ভাব বলেন।"

চাকরাণীরা গৃহস্থের পুত্র পালন করে, স্তন দেয়, ভালবাসে, সম্পর্ক পাতায়, সব করে। আবার গৃহস্থের শোক-দুঃখে তাহারাও শোক পাইয়া থাকে, কখন কাঁদে ইত্যাদি। কিন্তু তাহারা মনে জানে, ইহারা আমার

কেহই নহে। আমার বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন সব স্বতন্ত্র আছে। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া সাধক চাকরাণীদিগকে লক্ষ্য করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিল "দেবি সকল! ধন্য তোমাদের খেলা! মাতৃগণ! তোমরা সকলেই আমার গুরু! আমি তোমাদের সকলকে নমস্কার করিতেছি। মা সকল, আমিও যেন সংসারে থাকিয়া তোমাদের মত মন প্রাপ্ত হই। তোমরা যেমন প্রাণের উপলব্ধি-শক্তির সাহায্যে বিশেষরূপে জান, ইঁহারা কেহই তোমাদের নহেন; আমিও যেন ঐ শক্তিটুকু পাই, এই ভিক্ষা দাও মা-গণ! নমস্কার করি।"

সংসারে যাহাকে মদে খাইয়াছে, তাহাদের যত তিরস্কার কর, অপমান কর, অবিশ্বাস কর, মাতাল বলিয়া ধিক্কার দাও,—সে কিছুতেই মদ খাওয়া ছাড়িতে চাহে না। এই ঘটনা দেখিয়া, সাধক সেই মাতালকে নমস্কার করিয়া কহিল, "তুমি আমার গুরু! আমি যেন তোমার মত ধর্ম্মমদ পান করিতে পাই। ধর্ম্মমদ খাইতে আমাকে যে কেহ নিষেধ করুক না কেন, আমি যেন কিছুতেই তাহার কথায় কর্ণপাত না করি।"

জাহাজের কম্পাস উত্তরমুখী! এই জন্য জাহাজ কখন দিক্‌ভ্রমে পতিত হয় না। সাধক ঐ কম্পাসকে দেখিয়া কহিল, "তুমি আমার গুরু! আমি তোমায় নমস্কার করি। প্রভো! তুমি যেমন উত্তরমুখী হইয়া সর্ব্বদা জাহাজকে সর্ব্বদিক্ হইতে রক্ষা করিতেছ, আমাকেও ঐ শক্তি দাও, আমি যেন সর্ব্বদা ব্রহ্মমুখী হইয়া সংসারের সকল দিক্ রক্ষা করি।"

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধক সত্ত্বগুণী হইতে ইচ্ছা করিলে, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলির মত বিশ্ব-সংসার হইতে সত্ত্বগুণ সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা ইষ্টস্থাপন করিবেন। এইরূপ করিতে তিনি যে আনন্দ পাইবেন,—ধরুন এই প্রবন্ধ পাঠে যদি কিছু আনন্দ হইয়া থাকে,—"তাহাই ঈশ্বরের স্বরূপ" জানিবেন। ক্রমে সাধক পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্ত হইলে, নিশ্চয়ই "তাঁহার" দর্শন পাইবেন। গুরু করিবার সময় যদি গুরুর লৌকিক কার্য্য দেখা যায়, তাহা হইলে, ব্যাধ, মৎস্যধারী, কিঙ্করী, বেশ্যা, মুদিনী, কম্পাস প্রভৃতিকে গুরু বলা চলে না। যাহাকে গুরু না বলিলাম, তিনি ত ঈশ্বরের সৃষ্টিছাড়া বস্তু। ঈশ্বরের সৃষ্টিছাড়া বস্তু নাই। সকল বস্তুতেই তিনি আছেন। এই জন্য গুরু ও ঈশ্বরে কোন প্রভেদ নাই।

সংবাদ।

আমেরিকার সেন্টপল নামক স্থানের জনৈক মণিকর একটি নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। টেলিগ্রাফ-যোগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে ফটোগ্রাফ পাঠাইতে পারা যাইবে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক পত্রিকায় ঐ উপায়ে ফলিত কয়েক খানি ফটো প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষক বলেন "বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উত্তর পশ্চিমে বীটের চাষ হইয়াছিল। বীট হইতে চিনিও যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিবার সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি যোগাড় করিতে না পারিলে, চিনি প্রস্তুতার্থে বীট চাষ করা বাঞ্ছনীয় নহে।"

কলিকাতায় তাড়িত ট্রামগাড়ি চলিতে এখন বিলম্ব পড়িয়া গেল। টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর বলিতেছেন যে, শীঘ্রই ভারতে তারহীন টেলিগ্রাফ প্রচলিত করা হইবে। আগামী শীতকালের মধ্যে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত আর একটা টেলিগ্রাফ তার বসিবে।

মান্দ্রাজের তিন চারি শত তাঁতি অন্নকষ্টে পড়িয়াছেন। বঙ্গের তন্তুবায়-কুল ঝড় উঠিবার "চাচা! আল্লার নাম লও।"—মত ভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া, তাঁত ছাড়িয়া কলম ধরিয়া অনেকে নিস্তার পাইয়াছেন। কিন্তু আহা! মান্দ্রাজী তাঁতি বুঝি বা ধনে প্রাণে যায়! গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এক লক্ষ টাকা উহাদের জন্য ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পাইওনীয়র বলিতেছেন "ভারতে ইস্পাতের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; ইয়োরোপ আমেরিকা ভারতকে আর ইস্পাত যোগাইতে পারে না। ভারতের দুইটি বড় বড় রেল কোম্পানীর—ইস্পাতের রেলের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এদেশীয় মহাজনেরা এই সময় ইহার কারখানা খুলিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করুন না কেন? কাশীপুরের গোলার কারখানার সঙ্গে ইস্পাতের কারখানা আছে, তথায় ইস্পাত করিতে শিখান হয়। অতএব ইহা শিক্ষার জন্য এদেশ-বাসীর চেষ্টাচরিত আবশ্যক। কিন্তু কৈ ভারতবাসীর সে উদ্যম, উৎসাহ তাদৃশ দেখা যায় না!"

চিকাগো মেডিকেল কলেজে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তিকে পটাশের ক্ষার জলে ডুবাইয়া রাখিলে, কিছুকালের মধ্যে মৃতদেহের কিছুই থাকে না, ক্ষারজলে দ্রব হইয়া যায়।

১ম বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩০৮। [৭ম সংখ্যা।

THE

MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

স্ূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে

শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মুল্য ৵০ আনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩০৮। [৭ম সংখ্যা।

চিনির কথা।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল বাঙ্গালায় ইক্ষু আবাদ বেশী হইয়া থাকে। সন ১২৯৮ সালের জরীপে সমগ্র ভারতবর্ষে ১ কোটি বিঘা ইক্ষু আবাদের ভূমি নির্ণয় হইয়াছিল, ইহার মধ্যে নিজ বাঙ্গালায় ৩৪ লক্ষ বিঘা ধরা হইয়াছিল, এ সকল কথা বিগত শ্রাবণ মাসের "মহাজন-বন্ধুতে" ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিগত ১৩০৫ সালে বিট্‌চিনির উপর এক্সট্রা-ডিউটী বসাইবার জল্পনা কল্পনার সময়, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সেক্রেটারী মহাশয়, "বণিক সমিতির" পত্রের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

ভারতে প্রায় ৭৬ লক্ষ বিঘা পরিমাণ ভূমিতে ইক্ষু আবাদ হইয়া থাকে, এবং এই চিনির কারবারে বঙ্গের প্রায় ২০ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হয়। এই চিনির কার্য্য প্রতিবৎসর ১২ হইতে ১৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। পরন্তু যে পরিমাণ ভূমিতে ইক্ষু আবাদ হয়, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্ট-বাহাদুরের বৎসরে ৩৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা হইল, বঙ্গের ইক্ষু আবাদের কথা।

যাহা হউক, এই ৭৬ লক্ষ বিঘার কথার সঙ্গে জরীপের ৩৪ লক্ষ বিঘার কথার মিল পাওয়া যায় না; ৭৬ লক্ষ বিঘা কথাটা যেন আন্দাজী বলা

হইয়াছিল। ফলে, ৩৪ লক্ষ বিঘা যাহা জরীপে ধরা হইয়াছে, তাহাও কার্য্য-ভূমিতে কোনি বৎসর মিল থাকে না। ১৩০৭ সালে ২৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৬ শত বিঘা ভূমিতে বঙ্গের আক হইয়াছিল; এ বৎসর ২৬ লক্ষ ১ হাজার ৬ শত বিঘা ভূমিতে আক চাষ হইয়াছে। পরন্তু এবৎসর চৌদ্দ-আনা ইক্ষু ফসল হইবার বিষয় অনুমান করা হইয়াছে।

বঙ্গে উপস্থিত যত লক্ষ বিঘাই আক চাষ হউক না কেন, ইহার হিসাব আমাদের রাখিবার বড় একটা প্রয়োজন নাই। কারণ, ২৫।২৬ লক্ষ বিঘা ইক্ষু আবাদ করিয়া, তদ্দ্বারা ব্যবসায় হইবার মত চিনি উৎপন্ন হয় না; উহাতে যে গুড় হয়, তাহা কৃষকেরা ঘর খরচ করে, অধিকাংশ স্থলে এই কারণে ইক্ষু-গুড়ের চিনিই হয় না। চিনিপটিতে অপরাপর চিনি আমদানীর তুলনায় এদেশীয় ইক্ষু-গুড়ের চিনি,—যথা "সামসাড়া" চিনি এখন নাই বলিলেই হয়। এদেশে খেজুরে চিনি বেশী পাওয়া যায়। পরন্তু এই খেজুরে চিনিই পূর্ব্বে "সিপ্‌মেণ্ট" হইত।

বিগত ১৫ই শ্রাবণ হ্যামবর্গের বিট্ চিনির দর ছিল অক্টোবর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত সিপের ২৬ শিলং ৬ পেন্স; ইহা কলিকাতার জেটি পর্য্যন্ত। তৎপরে উহার উপর ডিউটি চাপিবে। উক্ত দিবসের এক্সচেঞ্জ ধরিয়া কসিয়া দেখা হইয়াছিল যে, জাহাজ ভাড়া, অগ্নি এবং জলের বীমা খরচ, তথাকার এজেন্টের কমিশনী ইত্যাদি দিয়াও অর্থাৎ এই সকল খরচা ধরিয়াও, ২১ শিলিং ৬ পেন্স দর যাহা ছিল, উহার বাঙ্গালা টাকায় ছয় টাকা, চারি আনা, তিন পয়সা মণকরা পড়ে মাত্র। তথায় হন্দরের উপর দর হয়। আজকাল এক্সচেঞ্জ প্রায় বাঁধা হইয়াছে।

অধিকন্তু যিনিই হউন না কেন, কাহারও তথাকার বাজার দর জানিতে কিম্বা বিট্ চিনি তথা হইতে আনাইতে ইচ্ছা হইলে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয় "Mr. Karl Destin, Hamburg। ইহারা জর্ম্মণ সাহেব, ইহাদের কারম বহুদিনের। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহারা তথায় আফিস খুলিয়াছিলেন, অদ্যাপি প্রভূত সুখ্যাতির সহিত ইহাদের কারবার চলিতেছে। ইহারা তথাকার যে কোন মাল বা মালের দর কিম্বা নমুনা পাঠাইয়া থাকেন। ইহাদের কারমে টেলিগ্রাফ করিতে হইলে এই লিখিতে হয় "Destin—Hamburg." টেলিগ্রাফের সংবাদ অদ্য দিলে কল্য পাওয়া যায়, কিন্তু পত্র যাইতে ২০ কুড়ি দিন লাগে; অতএব আসিতেও তাই, কাজেই ৪০ দিনের পর পত্রের উত্তর পাওয়া যায়। প্রতি বৃহস্পতিবারের মেলে পত্র দিতে হয়।

যাহা হউক, মনে করুন দেখি, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ব্যয় করিয়া কলিকাতায় উহা ৬।০ ছয় টাকা চারি আনাতে দিতে পারে। তৎপরে তোমারই রাজা উহার উপর অতিরিক্ত মাশুল লইবেন,—সে কথা ছাড়িয়া দিউন। এখন অনুমান করুন, সে দেশে গুড়ের মণ কত?

এই বিট্‌চিনির অস্তিত্ব ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারি সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে মারগ্রাফ নামক এক ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথম বিটের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতঃ বর্লিনের "সায়েন্স একাডেমিতে" ঐ কথার প্রকাশ করেন। যাহাই হউক, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে আচার্ড নামক জনৈক বিজ্ঞান-বিৎ বিট্‌ হইতে চিনি বাহির করা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হন এবং উহার শিকড় হইতেও চিনি উৎপাদন করেন। আচার্ড তখন রাজার নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, রাজা যদি তাঁহাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তিনি বিট্‌ সম্বন্ধে আরও অনেক রকম পরীক্ষা করিতে এবং উহার প্রস্তুতির জন্য একটি কারখানা নির্ম্মাণ করিতে পারেন। আচার্ডের কারখানা করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না বটে; কিন্তু তাঁহার সংগৃহীত পরীক্ষা সমূহের যথাযথ তথ্য নিরূপণ উদ্দেশে একটি রাজকীয় কমিসন বসাইয়া দেওয়া হইল।

তৎপরে উক্ত কমিসন একটি ছোট কুঠি নির্ম্মাণের পোষকতা করেন। রাজা দেখিলেন, আচার্ডের রোগ ইহাতেও সংক্রামিত হইল। কাজেই কমিসনের কথাও অগ্রাহ্য হইল। তাহার পর ১৮০১ সালে রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়ম বাহাদুর আচার্ডকে টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হইলেন, তবু বিট্ চিনির জন্য কারবার করিব, এ সংকল্প করিলেন না। যাহা হউক, আচার্ড ছাড়িবার পাত্র নহে, তিনি নিজের দায়িত্বে টাকা গ্রহণ করিয়া, সাইলিসিয়া নামক স্থানে অনেক জমি খাজনা করিয়া লইয়া, তথায় বিটের চাষ, এবং চিনির কুঠি প্রস্তুত করিলেন। এই কুঠির কার্য্য ১৮০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই কলে যে দিন হইতে আগুন দেওয়া হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সর্ব্বপ্রদেশের চিনির কার্য্যে আগুন লাগিয়াছে। এখন বিট্ চিনির কল কত? আমেরিকা, মিসর, রুসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রহাঙ্গরি ইত্যাদি যথায় যাও, তথায় বিট্ চিনির কার্য্য। এখন যব দ্বীপে ২৩০টী চিনির কারখানা। মরিশস্ দ্বীপেও মন্দ নহে। মধ্যে এই যব দ্বীপের চিনি ইংলণ্ড, হলণ্ড, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত, এখনও হয়। আমাদের কলিকাতায় এখনও

জাভা চিনি আইসে,—সে দিনেও আসিয়াছে—আবার আসিবার সংবাদও আছে। চীনের চিনির কল দুইটি কেবল জাভা চিনিতেই রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনা যায়, চীনদেশে গ্রেহাম কোম্পানীর স্থাপিত চিনির কলে প্রতিদিন লক্ষ মণ চিনি রিফাইন হইয়া থাকে, এ চিনিও জাভা যোগান দেন। কিন্তু বিট্ চিনির জন্য এই যবদ্বীপের চিনির কার্য্য মন্দা পড়িয়াছে!

বাজার-গুজব যে, বিট্ চিনির এক্সট্রা-ডিউটি উঠিয়া যাইবার খুব সম্ভব। কিন্তু ইহা যখন হয়, তখন চীন, মারিশস, এবং যবদ্বীপের চিনিকে বাঁচাইবার জন্যই অর্থাৎ উক্ত সকল পোর্টের চিনির দরের সঙ্গে বিট্চিনির দর সমান ভাবে বাঁধা হয়। অতএব আবার যদি সেই যব এবং চীন মারিশস চিনির কার্য্যে অসুবিধা হয়,তাহা হইলে, ডিউটি উঠা দূরের কথা, আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরন্তু বাধ্য হইয়া আমরা ইহাও বলিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত এদেশী শিল্পের সুযোগ সুবিধা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা জর্ম্মণের সঙ্গে কার্য্য করিয়া উহাদের শিক্ষা-কৌশল সংগ্রহ করিব বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় শিল্প-শিক্ষার পরিবর্ত্তন করিতে বিশেষ মনোনিবেশ করিব। কারণ কেবল চিনি বলিয়া নহে, জর্ম্মণী ইংলণ্ডের এবং অপরাপর প্রদেশের সমুদয় শিল্পের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে, তথাকার শিক্ষা-প্রণালী নূতন উদ্ভাবনী শক্তি যোগে হইতেছে,—এই শিক্ষা-প্রণালী এতদিন ইংলণ্ডে বা কোন প্রদেশে ছিল না, জাপান ইহার অনেকটা নকল করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং হইতেছেন; ইংরাজী নিদ্রা শীঘ্র ভঙ্গ হইবে! তাই ইংরাজ-রাজের শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারের দিকে তীব্রদৃষ্টি পড়িয়াছে। গোলাগুলির যুদ্ধ ভিন্ন অপর এক যুদ্ধ আছে, তাহা শিল্প যুদ্ধ! গোলাগুলিতে ইংরাজ পৃথিবীর একছত্রী রাজা হইয়াছেন সত্য; কিন্তু এ যুদ্ধে দেশ রক্ষা করা চলিবে না, শিল্পযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পারিয়া উঠিলে, রাজ্য-রক্ষা দুষ্কর হইবে। এই যুদ্ধে সাধারণ প্রজাকেও সৈন্যের মত কার্য্য করিতে হইবে। এস আমরা ইংরাজ-রাজের শিল্প-যুদ্ধে তাঁহাদের ইঙ্গিতে সুশিক্ষিত হইয়া, জর্ম্মণী-শিল্পের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই। সকলে প্রতিজ্ঞা কর, জর্ম্মণী-দ্রব্য আমরা ব্যবহার করিব না। নচেৎ কাজেই আমাদের জর্ম্মণীতে যাইতে হইবে।

আমদানী ও রপ্তানি।

বৈদেশিক দ্রব্য যাহা ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তাহাকেই আমদানী কহে।

আমদানী—দ্রব্যের নাম	সন	কোটি	লক্ষ	হাজার	শত	টাকা।
স্বর্ণ	১৮৯৯	১১	৪৪	৭৮	৬	৭৪৲
ঐ	১৯০০	১১	৮৭	১৩	৮	২৭৲
রৌপ্য	১৮৯৯	৯	৫১	৬	৪	৫৮৲
ঐ	১৯০০	৪	৫৯	২২	২	৫৩৲
দেশালাই	১৯০০	০	৪০	০	০	০৲
তামাক	”	০	২১	০	০	০৲
সিগারেট	”	০	১৭	০	০	০৲
লবণ	”	০	৫৬	০	০	০৲
ছুরি কাঁচি	”	০	৯	৯৪	৯	৪৮৲
কৃষিযন্ত্র ইত্যাদি	”	৮	৩৭	০	৫	২০৲
অপরাপর যন্ত্র	”	০	১১	৭৭	৪	৩৯৲
সেলাইয়ের কল	১৮৯৯	০	৫	৫৩	৮	৮৫৲
ঐ	১৯০০	০	৬	১৯	—	২৫৲

তৎপরে ১৮৯৯ সালে চা’ আসিয়াছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড; গতবৎসর অর্থাৎ ১৯০০ সালে আসিয়াছে, ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। বিট্ চিনি আসিয়াছে, ১৭ লক্ষ হন্দর, অর্থাৎ সাড়ে আট লক্ষ বস্তা। মারিশসের কোৎড়াগুড় আসিয়াছে, ৫ লক্ষ ২০ হাজার মণ।

রপ্তানী—দ্রব্যের নাম	সন	কোটি	লক্ষ	হাজার	শত	টাকা।
পাট	১৮৯৯	৮	০	০	০	০৲
ঐ	১৯০০	১০	৮৬	০	৫	৬২৲
খৈল	”	০	৩১	০	০	০৲
ভূষি	”	০	৩৫	০	০	০৲
চট	”	৭	৮৬	৪৬	০	১২৲
চামড়া	”	৬	৯৮	৮৪	৫	১৮৲

তৎপরে ১৯০০ সালে পাথুরে কয়লা প্রায় দেড় কোটি মন বিদেশে গিয়াছে; ভারতের হাড় গিয়াছে ৩১ লক্ষ মণ; পাটের চটকাপড় গিয়াছে ৩৬ কোটি, ৫২ লক্ষ, ১৪ হাজার, ৯ শত ৯০ গজ। চা’ গিয়াছে ১৯০০ সালে ৩ কোটি, ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড। চা’টা শাঁখের করাত, যাইতে আসিতে কাটে।

সার জেম্‌সেট্‌জির জীবনী।

ইহাঁর অপর নাম "সার জেম্‌সেট্‌জি জিজি ভাই।" ইনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই বোম্বাই নগরে সম্ভ্রান্ত পার্শি-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না, এই জন্য ইনি উচ্চশিক্ষা পান নাই; তবে সামান্য ভাবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন,—তাঁহার বোতলের দোকান ছিল। এই দোকানে জেম্‌সেট্‌জি পিতার সহকারীরূপে কার্য্য করিতেন। এই সময় ইহাঁর বিবাহ হয়।

এমন সময় জেম্‌সেট্‌জির বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ পূর্ণ না হইতেই তাঁহার জনক জননী পরলোক গমন করেন। ইহাতে তিনি বিষম সঙ্কটে পতিত হন। তৎকালে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে সেই বোতলের দোকানে কতকগুলি বোতল মাত্র সম্বল ছিল; তাহা ভিন্ন অন্য সম্পত্তি আর কিছুই ছিল না। অনবলম্বন জেম্‌সেট্‌জি এই সময় ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়িলেন। এদিকে দৈবক্রমে সেই বৎসর বোম্বাই নগরে সহসা বোতলের মূল্য মহার্ঘ হইয়া উঠিল। জেম্‌সেটজি পিতৃদত্ত বোতলগুলি বিক্রয় করিলেন, তাহাতে মূলধন ছাড়া একশত কুড়ি টাকা লাভ হইল।

এই লাভ সামান্য হইলেও ইহার ভিতর কতকগুলি সুন্দর কারণ পরোক্ষ ভাবে এরূপ সংঘটিত হইল যে, নিঃসহায় দরিদ্র যুবক জেম্‌সেট্‌জির জীবনের প্রথম পরিবর্ত্তনের-মুখে লাভ হওয়াতে, যুবক মনে করিল, এরূপ ব্যবসায় করিলে ইহা দ্বারা সময়ে লাভ হইতে পারে ত? এই ত আমার লাভ হইল!! এই উৎসাহ তখন কে দিল? ভগবান্‌ যেন এই যুবকের পৃষ্ঠপোষকরূপে দাঁড়াইয়া বলিলেন "ভয় নাই, পিতাকে হারাইয়া আর ভাবিও না, এই লাভ কর, আমি বোতলের দরের তেজ করিয়া দিতেছি।" আহা! ভগবদনুকম্পায় এইরূপই হইয়া থাকে!

তৎপরে যুবক জেম্‌সেট্‌জি একশত কুড়ি টাকা পাইয়া, পিতৃদত্ত দোকান উঠাইয়া দিয়া, তিনি কলিকাতায় ব্যবসায় করিবেন বলিয়া, মহানন্দে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে এই মহানগরীতে আগমন করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া মুর্গিহাটায় সাবান ইত্যাদির দোকান করেন। এক বৎসর দোকান করিয়া, [illegible] এবং দোকানের লাইসেন্স্‌ ইত্যাদি খরচ খরচা বাদে তাঁহার মূল-

ধন একশত আশী টাকায় দাঁড়াইল। যুবক জেম্‌সেট্‌জির এরূপ লাভ মনঃপূত হইল না। তদনন্তর তিনি পুনরায় বোম্বাই নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বোম্বাই গিয়া, ইনি কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে অতি কষ্টে—কেন না, প্রথমতঃ তিনি টাকা দিতে সম্মত ছিলেন না,—হাজার টাকা কর্জ্জ লয়েন। এই টাকা পাইয়া, জেম্‌সেট্‌জি তথাকার এক দোকানদারের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিলেন,—"আমি বিদেশ হইতে যে মাল পাঠাইব, তাহা তুমি বিক্রয় করিয়া দিবে; এবং তুমি তজ্জন্য কেবল কমিশানী পাইবে।" তৎপরে তিনি চীনদেশে গমন করেন, এবং তথা হইতে বোম্বাই নগরে সেই দোকানদারকে দেশালাই, চুরুট, সাবান, নানাবিধ বাক্স ইত্যাদি পণ্য পাঠাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ এ কার্য্যে ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সৎ সাহসে এবং প্রবল ধৈর্য্যের সহিত তিনি এই কার্য্যে চারি বৎসর ব্রতী থাকিয়া, ক্ষতির পূরণ করিয়াও, ছয় হাজার টাকা লাভ করেন। চারি বৎসর পরে চীন হইতে তাঁহার স্বদেশে শুভাগমনের সময় রাষ্ট্রবিপ্লবাদি জন্য বিভ্রাটে বিপত্তি ঘটে। সেই বৎসর ইংরাজ এবং ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল, এই দুর্ঘটনার সময় চীনের অনেক ইংরাজ নর নারী ইহার সহিত এক জাহাজে ভারতে ফিরিতেছিলেন। একটা কিম্বদন্তী আছে, "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাঁকড়ার প্রাণ যায়";—ইহারই সার্থক্য এই ইংরাজ-সহচর পার্শি-বণিকের জীবনে ঘটিয়াছিল। সেই জাহাজখানি পথিমধ্যে ফরাসী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, জাহাজের সমুদয় লোক বন্দীরূপে উত্তমাশা অন্তরীপে প্রেরিত হয়।

তৎপরে এই জাহাজের সকলেই মহাবিপদে পতিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টায় সতর্ক ছিলেন। অবশেষে ইহারা ওলন্দাজাধিকৃত এক নগরীতে অবতীর্ণ হয়েন। তথায় জনৈক ইংরাজ-দূত অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ইহারা সকলে মুক্তিলাভ করেন। তৎপরে ইনি এবং কতিপয় ইংরাজ কলিকাতায় আসিয়া উত্তীর্ণ হয়েন। পথিমধ্যে এই সকল ইংরাজের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ায়, ইহারা কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঐ সকল ইংরাজের সঙ্গে অংশে জেম্‌সেট্‌জি ব্যবসায় করিবেন, স্থির করিয়া, শাপে বরলাভ করতঃ স্বদেশে—বোম্বাই নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় দুই মাস থাকিয়া, পূর্ব্বোক্ত ইংরাজদিগের অনুমতিক্রমে ইনি পুনরায় চীনদেশে গমন করিলেন। এইবার জেম্‌সেট্‌জির

ব্যবসায় প্রবল ভাবে চলিতে লাগিল। পরন্তু বোম্বাই এবং কলিকাতা এই বিখ্যাত বন্দর-দ্বয়ে চীন হইতে তিনি বিবিধ পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে, টাকা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যত টাকা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই অংশীদার জুটিতে লাগিল। ক্রমে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া নিজে প্রচুর ধনের অধিপতি হইতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককেও ধনী করিতে লাগিলেন। ইহার অনেক অংশীদার ছিল, কিন্তু কখন ইনি আদালতে গমন করেন নাই, নিজে ঠকিয়া, পরের সঙ্গে গোল মিটাইতেন। দ্বিতীয়তঃ ইহার কথার মূল্য বড় অধিক ছিল।

কারণ ইনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই। এই জন্য ইনি যাহা বলিতেন, তাহা অকাট্য বেদবাক্য বিশেষ। পরন্তু এই ঠিক কথার জন্যই তিনি উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। এমন দ্রব্য নাই যে, তাহার ব্যবসায় জেম্‌সেট্‌জি করেন নাই। যখন যে দ্রব্যে লাভ হইবে বুঝিতেন, তখনই সেই দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিতেন। কিছু দিন মধ্যে ইনি ব্যবসায়ে কোটি মুদ্রা বার্ষিক আয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাণিজ্যের আশ্রয়ে চঞ্চলা কমলার স্থিরানুগ্রহ-লাভের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে ভাসিতে হয়! যাহা হউক, এইরূপ বাণিজ্য-ব্রত-অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিয়া জেম্‌সেট্‌জি ভারতের অদ্বিতীয় ধনী হইলেন।

তাহার পর ১৮২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি সাধারণ দেশহিতকর কার্য্যে দান করিতে আরম্ভ করেন। জেম্‌সেট্‌জির জীবনের এই এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই অধ্যায়ে ইহার বদান্যতার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইনি অনেক বিদ্যালয়, ভজনালয়, আরোগ্যশালা, অতিথিশালা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি শুভকরকার্য্যে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি জীবনের প্রথম অংশে টাকা দিয়া টাকাকে ক্রয় করেন, এবং জীবনের দ্বিতীয় অংশে ইনি টাকা দিয়া, যশের সহিত উপাধি-ভূষণ ক্রয় করিয়া পৃথিবীতে নিজের প্রতিষ্ঠা, প্রবল ও দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সার জেম্‌স কর্ণাক (Sir James Carnac) তাৎকালিক বোম্বাইয়ের গভর্ণর ছিলেন। স্বদেশে যাইয়া, ভারতেশ্বরীর নিকট জেম্‌সেট্‌জির বদান্যতা, অর্থার্জ্জনের প্রভূত ক্ষমতা এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আনুরক্তির বিষয় জ্ঞাপন করিলে, মহারাণী সন্তুষ্ট

হইয়া তাঁহাকে "নাইট" (Knight) উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার পরে, তিনি আরও সম্মান-সূচক "ব্যারণ" (Baron) উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতের কোন মহাজনের ভাগ্যে এমন সম্মান-সূচক উপাধি লাভ হয় নাই। ভারতের মধ্যে রাজস্থানীয় ব্যবসায়-বীর ইংরাজের নিকট—জগতের মধ্যে মহীয়সী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট হইতে এই চরম উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যে ভারতবাসী বণিকের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপাধিলাভে যে কেবল সার জেম্‌সেট্‌জি জিজি ভাই সম্মানিত, তাহা নহে; ইহাঁর সঙ্গে ভারতবাসীও বিশেষ সম্মানিত বলিতে হইবে। কেন না, জেম্‌সেট্‌জির মত বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষপাতী হইয়া, যে মহাজন ঐরূপ নিজ জীবনকে প্রস্তুত করিতে পারিবেন, সেই মহাজনই রাজ-প্রদত্ত ঐ ব্যারণ উপাধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু এই ব্যারণ উপাধি যাহাতে জেম্‌সেট্‌জির পুরুষানুক্রমে থাকে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত-গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের হস্তে নিজ জীবনের সজীব-আদর্শ চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়া যান। এই টাকা ইহার বংশাবলীর কেহ কখন দাবী করিতে পারিবেন না,—ইহা সরকার বাহাদুরের একরূপ তহবিল-ভুক্ত স্বর্ণের সামিল; কেবল ঐ টাকার বার্ষিক এক লক্ষ টাকা সুদ ইহার বংশাবলীতে যিনি থাকিবেন, তিনিই পাইবেন। তাহার পর, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর নিকট হইতে একটী সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হয়েন। ইহার স্ত্রীও খুব দয়াবতী ছিলেন,—ইনিও স্বামীর মত দান করিতেন। বোম্বাইনগরে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে ইহার স্ত্রী লক্ষ টাকা দান করেন। জেম্‌সেট্‌জি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং নিজেও কতকটা সাহেবীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহা কেবল সাহেবী সংস্রবের ফল; কিন্তু জাতি হারান নাই,—আমৃত্যু স্বজাতির রীতি নীতি মানিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহার তিন পুত্র এবং এক কন্যা। পরন্তু পুত্রদেরও সন্তানাদি হইয়াছে, হইতেছে। বংশস্রোত প্রবাহিত থাকায় এই পরিবার এক্ষণে পার্শি সম্প্রদায়-মধ্যে বিশেষ সম্মানিত, সকলেই রাজ-সম্মানে পরিশোভিত। এখনও জেম্‌সেট্‌জি পরিবার সমস্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে অতীব সম্ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রেল উক্ত মহাপুরুষ ৭৬ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সার জেমসেটজির জীবনী দেশীয় বণিকদিগের আদর্শচরিত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, মহাজনবন্ধুর অবলম্বন সাধু-ব্যবসায়ী-দিগের সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের আভাষ দিলাম। ইনি অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের সহিত ক্রমে বহির্বাণিজ্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সাধু চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের নিকট হইতে অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সত্যনিষ্ঠা-সংরক্ষণ ও একাগ্রতা পরিশ্রমের ফলে জেমসেটজি যেমন জীবনের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, আবার দেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া, বদান্যতার পরিচয় দিয়া, কীর্ত্তির পবিত্র অঙ্কে আশ্রয়লাভ করিয়া, শান্তিভোগে অমরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন।

ইহা কি দেশীয় বণিক্‌দিগের আলোচ্য বা অনুকরণীয় নহে ?

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক—শ্রীনৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

প্রথম অধ্যায়—ইক্ষুর জাতিভেদ।

ইক্ষুর চাষ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যবদ্বীপ, মরীচিদ্বীপ, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, কুইন্‌সল্যাণ্ড, নিউসাউথ-ওয়েলস্, ষ্ট্রেট্‌স্-সেট্‌লমেণ্ট, বার্বেডো, ট্রিনিডাড, ব্রিটিশ গায়েনা ইত্যাদি দেশ দেশান্তরে ইক্ষুর চাষ এক্ষণে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষই এই চাষের আদিম কেন্দ্রস্থল। যে সমুদায় শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষু এক্ষণে মরিশস্, ওটাহিটী, বুর্বণ, রাঙ্গোত্র, কুইন্‌সল্যাণ্ড ক্রিওল, জ্যামেকা, টান্না, এবং হোয়াইট্ ট্রান্সপেরেণ্ট অর্থাৎ শ্বেত-স্বচ্ছ নামে বিখ্যাত, সে সমুদায়ের উৎপত্তি ভারতবর্ষের ইক্ষু হইতেই হইয়াছে। চীন দেশেও অতি প্রাচীন কাল হইতে

ইক্ষুর চাষ —————— সিতেছে। কিন্তু উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রক্স্বার্‌া চীনা ইক্ষু (Saccharum Sinensis) ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য দেশের ইক্ষু (S. officinarum) হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। চীনা ইক্ষুও আমাদের দেশের ইক্ষু হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে উই লাগে না এবং শৃগালেও ইহা নষ্ট করে না। এদেশীয় ইক্ষু হইতে যত রস ও গুড় হয়, চীনা ইক্ষু হইতে তদপেক্ষা অধিক রস ও গুড় হয়। ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সারণ অঞ্চলে "চিনি" বা "চিনিয়া" নামক যে ইক্ষু পাওয়া যায়, তাহা চীনদেশীয় ইক্ষু হইতে উৎপন্ন নহে; এই ইক্ষু অতি সুমিষ্ট বা চিনি-পূর্ণ—তাহা নামেতেই প্রকাশ। অন্যান্য দেশে যখন যত্ন ও কৃষিচাতুর্য্য দ্বারা ইক্ষুদণ্ডের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তখন আমাদের দেশেই যে কেবল উন্নতির উপায় নাই, অথবা উন্নতির চরম হইয়াছে, এমন কথা কখনই গ্রাহ্য নহে। কি কি উপায়ে ইক্ষুচাষের এবং চিনি প্রস্তুতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, ইহা বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২। ইক্ষু ভিন্ন আরও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইক্ষুদণ্ড হইতে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, কি বিট্‌মূল, কি খর্জ্জুর-রস, কি অন্যান্য মিষ্টরস, কি ফুলোয়া (Bassia Butyracaea) কোন দ্রব্য হইতেই এত অধিক পরিমাণ চিনি পাওয়া যায় না। তবে কৃষিচাতুর্য্য দ্বারা আজকাল বিট্‌মূল হইতে প্রায় ইক্ষুদণ্ডের সমপরিমাণ শর্করা বাহির হইতেছে। নচেৎ পূর্ব্বে বিট্‌মূলের ফলন একার প্রতি তের টন; ইক্ষুর ফলন বিশ টনেরও ঊর্দ্ধ ছিল, এক্ষণে কিন্তু আট টন বিট্-মূল হইতে এক টন শর্করা উৎপন্ন হয় এবং ইক্ষু হইতেও তাহাই পাওয়া যায়।

৩। সকল জাতি ইক্ষু হইতে সমান পরিমাণ শর্করা হয় না। জাতি-নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কেবল যে দণ্ডের স্থূলতা বা ত্বকের কোমলতা দেখিতে হইবে, এমত নহে। বস্তুতঃ বিস্তৃতভাবে কার্য্য করিতে গেলে কোমল-ত্বক ইক্ষু না লাগাইয়া কঠিন-ত্বক ইক্ষু লাগানই ভাল। কোন্ জাতির ফলন কত এবং কোন্ জাতি হইতে কি পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। অধিকন্তু কোন জাতীয় ইক্ষু নিম্ন-ভূমিতে ভাল হয়, কেহ বা উচ্চ প্রস্তরময়, কেহ বা লোহিত বর্ণের মৃত্তিকাতে, কেহ বা জলাভূমিতে ভাল জন্মে। এ সকল তথ্যও সবিশেষরূপে জানিয়া ভূমির তারতম্যানুসারে ইক্ষুর জাতি-নির্ব্বাচন করা বিধেয়। আরও

দেখা যায়, কোন জাতীয় ইক্ষু যত্ন করিলে বিশেষ লাভজনক হয়, আবার কোন জাতীয় ইক্ষু অযত্নেও এক রকম মন্দ হয় না।

যাহা হউক, এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক এই যে, যাহারা এই চাষে রীতিমত ব্যয় এবং যত্ন করিতে পারিবেন, তাঁহারা যেন "সামসাড়া" অথবা "পাটনাই কুস্থর" বা যে কয় জাতীয় বিদেশীয় ইক্ষুর কথা পূর্ব্বে বলা হইল, ঐ সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষুর চাষ করেন। অধিকন্তু যাহাদের তাদৃশ ব্যয় বা যত্ন করিবার সুযোগ-সুবিধা নাই, তাঁহারা খড়ি, পুরী, কাজলি, বা কাটার জাতীয় ইক্ষুর আবাদ করিবেন। অপিচ যাহাদের জমিতে জল দাঁড়ায়, তাঁহাদের কর্ত্তব্য "কুলুয়া" বা "কুলেরা" জাতীয় ইক্ষুর চাষ করা। চট্টগ্রামে "পাটনাই কুস্থর" নামক যে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, উহা অতি উৎকৃষ্ট এবং বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষুর প্রায় সমতুল্য। যে কয়েক জাতীয় ইক্ষুর নাম দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন এই বঙ্গদেশে ভুর্গি, কুড়ি, ভুরী, মঙ্গো, ধলী, শেত্তী, নোটা, নোড়ী, মুগী, ভাগুমুগী, বনিসা, সাহেবান, মান্দারিয়া, রাউণ্ডা, টিখ্, পাউণ্ডী, বনসাহী, মনেরিয়া, রেওড়া, শকরচিনিয়া, গণ্ডেরী, খাগড়া, রাঢ়ী, ধলসুন্দর, উড়ি এবং পুণা, বিলাতী ও বোম্বাই নামক কয়েক জাতীয় ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে। এই সকল জাতীয় ইক্ষুর মধ্যে বস্তুতঃ জাতিভেদ করিতে গেলে সাতটি মাত্র জাতি স্থির করিতে পারা যায়।

(ক) বরাকরের নিকট যে খড়ি ইক্ষু জন্মে, উহা উড়িষ্যার "পুরী" ইক্ষুর ন্যায় দৃঢ় ও সূক্ষ্মদণ্ড বিশিষ্ট বটে, কিন্তু খড়ি ইক্ষু গোড়া হইতে কাটিয়া লইলে, বৎসর বৎসর পুনঃ পুনঃ উহার গাছ বাহির হয়। চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া একই গোড়া হইতে খড়ি ইক্ষু জন্মাইয়া লাভবান্ হওয়া যায়। চারি পাঁচ বৎসর পরে "ফলন" দ্রুত হ্রাস হইয়া আইসে।

(খ) উড়িষ্যা অঞ্চলের "পুরী" ইক্ষু রাজসাহী প্রভৃতি জেলার কাজলী ইক্ষু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্থানভেদে এই সামান্য প্রভেদ হইয়া থাকিতে পারে। কাটারী ও রাঢ়ী কাজলীর রূপান্তর মাত্র বলা যাইতে পারে। সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য যত্নে এই ইক্ষু জন্মিয়া থাকে বলিয়া এই ইক্ষুই চাষীদের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) কুলুয়া বা কুলেরা,—বোম্বাই প্রদেশের "তৃণ-ইক্ষু" (Bombay Grass Cane) ও "খড় ইক্ষু"র (Bombay Straw Cane) ন্যায়

জলা-জমিতে উত্তম জন্মে। আসাম প্রদেশের লোহিতত্বক্ ইক্ষুও জলা-জমিতে উত্তম জন্মে। এই সকল ইক্ষু হইতে শর্করার পরিমাণ কম হইলেও মোটের উপর ফলন কম হয় না। প্রতি কাঠায় একমণ গুড় ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার লোক "জলীআক" হইতে পাইয়াছে। কাজলী, কি খড়ি, কি সামসাড়ার ফলনও ইহা অপেক্ষা বিশেষ অধিক হয় না।

(ঘ) লাল বোম্বাই নামক ইক্ষুরস কিছু রঙ্গিন হয়। যদিও সামসাড়ার গুড় অপেক্ষা বোম্বাই ইক্ষুর গুড় কিছু লাল এবং দানা মোটা হয় বটে; কিন্তু ইহার বিশেষ কারণ উক্ত ইক্ষুর ত্বকের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ উক্ত ইক্ষুর ত্বক লোহিত বর্ণের হয়। এই জন্য ইহাকে জাতি-বিশেষ ইক্ষু বলা যাইতে পারে। পরন্তু বোম্বাই ইক্ষু যে কেবল লোহিত বর্ণের হয়, তাহা নহে, শ্বেত বর্ণের বোম্বাই ইক্ষুও হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে লাল এবং কোন ক্ষেত্রে সাদা হয়।

(ঙ) সামসাড়া ও ধলসুন্দর সাহারাণপুরের ইক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ, সুমিষ্ট, সহজচর্ব্ব্য ও রসপূর্ণ। ইহার গুড়ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(চ) চট্টগ্রামের পাটনাই কুসুরের দণ্ড এত দীর্ঘ ও স্থূল এবং উহার গাঁইটগুলি এত অন্তর অন্তর যে, ইহাকে আর এক শ্রেণীর ইক্ষু বলা যায়। দোষের মধ্যে এই জাতীয় ইক্ষুতে "ধসাধরা" রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য জাতীয় ইক্ষুতে উক্ত রোগ অল্পভাবে দৃষ্ট হয়।

(ছ) বঙ্গদেশের উত্তর ও পশ্চিম ভাগের কয়েক জেলায় যে উড়ি আক জন্মে, উহাও এক শ্রেণীর ইক্ষু। কেন না, ইহা সহজে বীজবান্ হয়, এবং ইহার বীজ হইতে চাষ হইয়া থাকে।

৪। এই সমস্ত ইক্ষুকে কোমল ও কঠিনতা অনুসারে চর্ব্ব্য ও অচর্ব্ব্য এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কঠোর দণ্ডযুক্ত ইক্ষু সমুদয় গুড় প্রস্তুতেরই উপযোগী। কোমল, সরস ও সুখচর্ব্ব্য ইক্ষু বড় বড় সহরের মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু এই সকল ইক্ষু হইতে যেরূপ সুন্দর গুড় হয়, অচর্ব্ব্য ইক্ষু সকল হইতে সেরূপ গুড় হয় না। পশ্চিমাঞ্চলের লোকে চর্ব্ব্য ইক্ষুকে "পাউণ্ডা" ও অচর্ব্ব্য ইক্ষুকে "ইখ" কহিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রধান ইক্ষুর নাম "মান্দ্রাজী পাউণ্ডা।" ইহা সামসাড়ারই অনুরূপ। বোম্বাই সামসাড়া, সাহারণপুর, ধলসুন্দর প্রভৃতি "পাউণ্ডা" বা চর্ব্ব্য জাতির অন্তর্গত; উড়ি, কাজলী,

পুরী, কাটারী, খড়ি, কুলেরা ইত্যাদি "ইথ" বা অচর্ব্য জাতির অন্তর্গত। চর্ব্য জাতীয় ইক্ষুতে স্বভাবতঃই অধিক পোকা লাগে বলিয়া, ইহার চাষ করিয়া চাষীরা নিশ্চয়ই অধিক লাভবান্ হইবে, এ কথা বলা যায় না।

৫। শিবপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে যে কয়েক জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, তাহা হইতে উহাদের ফলন সম্বন্ধে কিরূপ তারতম্য আছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নলিখিত তালিকায় পাওয়া যায়।

একার প্রতি কত সের গুড় উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব,—

	সাল।	সাল।	সাল।
ইক্ষুর নাম	১৮৯৫।৯৬	১৮৯৬।৯৭	১৮৯৭।৯৮
শামসাড়া	২-২১০	১-২৬০	১-০১০
লালবোম্বাই	১-৭০০	১-২৩০	১-৫০০
পুণা	২-১৪০	১-৪৩০	১-৪৬০
বলসুন্দর	১-৯৩০	১-২৭০	১-৬৬০
খড়ি	২-০০০	২-৩৫০	১-৮৫০
পুরী	১-৮৬০	১-৩৮০	১-১৬০
কাজলী	১-৫৩০	১-১৮০	৯৯০
মঙ্গো (বিহারাঞ্চলের ইক্ষু)	১-৭৪০	১-৮২০	১-৩৭০
মালোহি (আসামাঞ্চলের ইক্ষু)	১-৯১০	১-৫৯০	৯৯০
বাখি (ঐ)	১-৩৪০	১-৫৮০	১-২৯০
বাখদিয়া (ঐ)	১-৩৯০	১-২২০	১-১৩০

তিন বৎসরের গড় করিয়া দেখিলে বিঘা প্রতি এইরূপ ফলন দাঁড়ায়,—

শামসাড়া ...	১২-৩৩ মণ	কাজলী ...	১০-৩৩ মণ
লালবোম্বাই ...	১২-২৫ "	মঙ্গো	১৩-৬৬ "
পুণা ...	১৩-৭৫ "	মালোহি ...	১২-৩৩ "
বলসুন্দর ...	১৩-৩৩ "	বাখি	১১-৬৬ "
খড়ি ...	১৭- "	বাখদিয়া ...	১০-৩৩ "
পুরী ...	১২- "		

৬। শিবপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে মোটের উপর আকের ফলন কিছু ভাল হয় না। চুরি ও অযত্ন ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে; কিন্তু পাঁচ বৎসর [illegible]রিয়া দেখিতেছি, আক ও গুড়চুরি সত্ত্বেও খড়িজাতীয় ইক্ষু হইতে

খরচ-খরচা বাদ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের কিছু লাভ থাকে এবং সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে গেলে, ইহাই চাষীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ইক্ষু। ইহাতে জল-সেচনের আবশ্যকতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ত্বক নিতান্ত কঠোর বলিয়া ইহাতে বড় একটা কীটের বা শৃগালের উৎপাত হয় না। ধসধরা রোগ ইহাতে প্রায় হয় না। ইহার গোড়ায় জল বাধিলেও ইহা মরে না। অথচ ইহা জলের ন্যূনতাবশতঃ শুষ্ক হইয়া যায় না। সামসাড়া, বোম্বাই প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজাতীয় আকের গোড়ায় জল লাগিলে যেরূপ ক্ষতি হয়, এবং পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পৌষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত না দিলে যেরূপ ক্ষতি হয়, খড়ি আকের সেরূপ ক্ষতি হয় না। গাছগুলি একবার জন্মিয়া গেলে, পাঁচ বৎসর ধরিয়া একই গোড়া হইতে গাছ বাহির হয় বলিয়া, বৎসর বৎসর বীজ লাগাইবার খরচ বাঁচিয়া যায়। অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা খড়ি ইক্ষুর ফলন অধিক হয় বলিয়াই মনে হয়। অপেক্ষাকৃত অযত্নে যে ইহার ফলন অধিক হয়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বরাকরের আক, অথচ শিবপুরের ও বর্দ্ধমানের জমিতে উত্তম জন্মিতেছে এবং গোড়ায় এক হাত জল যদি ১৫ দিবস ধরিয়া লাগিয়া থাকে, তথাপি ইহা মরে না,—ইহাতে মনে হয়, ইহা বঙ্গদেশের সকল জেলাতেই জন্মিতে পারে। খড়ি আকের চাষ যাহাতে প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রচলিত হয়, গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেছেন, ইহা অবশ্য সুসংবাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু খড়ি আকের গুড় সামসাড়া আকের গুড়ের ন্যায় তাদৃশ সুস্বাদ নহে, এবং একই নিয়মে আমরা গুড় প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি, খড়ি আকের গুড়ে সামসাড়া ইক্ষুর গুড় অপেক্ষা কিছু মাতের ভাগ অধিক হয়। তবে ইহাতে সাধারণ ব্যবহারের জন্য কিছু যায় আসে না।

৭। চীনা আক্ এবং বিদেশীয় যে কয়েক জাতীয় আকের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল আকেরও পরীক্ষা হওয়া উচিত। পরন্তু ইহা বিহারের নীলকরগণ মিলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য ভরসা করি, তাঁহাদের দ্বারা এদেশে শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষু সমুদয় কালে ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়া পড়িবে।

সৌর-বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

উপক্রমণিকা।

প্রাচীন হিন্দুগণ জগৎ-প্রসবিতা সবিতাকে কর্ম্মদায়ী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃই স্থূলদৃষ্টিতে তিনি যেমন কর্ম্মবিধাতা—যেমন উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চালনে জগতের নিখিল প্রাণিগণের উদ্বোধন ও কর্ম্মবিধান করিতে সমর্থ, আবার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক-দিগের গভীর গবেষণার মধ্যেও তিনি অনন্ত কর্ম্ম-বিধাতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিত মহোদয়গণ সৌরপ্রভাবের অবলম্বনে—প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডের প্রখরকিরণের সাহায্যে—সৌরতেজে রৌদ্র শক্তি সহকারে বিবিধ কর্ম্মের সাধনের জন্য অনুক্ষণ সচেষ্ট—আর তাহার সরল উপায় উদ্ভাবন—তদনুকূল যন্ত্রাদির আবিষ্কার—করিতে নিরন্তর উদ্যোগী। তাঁহারা দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছেন—অদম্য উদ্ভাবনী শক্তির অবলম্বনে তদ্‌ব্রতে কেবল ব্রতী নহেন—কৃতকর্ম্মাও হইতেছেন।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মৃদঙ্গার (পাথুরিয়া কয়লা) দ্বারা বিবিধ যন্ত্রের পরিচালন হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ব্যয়ভারের অপনয়ন হইলে, শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্য জাতির—ইউরোপীয়দিগের মধ্যে শিল্পোপজীবী—ইংরাজগণের বিশেষতঃ—সবিশেষ সুবিধা হইতে পারে। বস্তুতঃই বাণিজ্যরত লক্ষ্মীর বরপুত্র ইংরেজ ধনকুবের-দিগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের প্রস্তুতি সম্বন্ধে ব্যয়হ্রাস বাঞ্ছনীয় বলিয়া, তাঁহাদিগের উদ্যম-উৎসাহে কোনরূপ একটী প্রাকৃতিকী শক্তির অবলম্বনে যন্ত্র পরিচালনের ব্যবস্থার উদ্যোগ অনুষ্ঠান চলিতেছে, আর তাহাতে দেশের ও দশের উপকার হইবে বলিয়া,—এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অনেক বিজ্ঞানবিৎ শিল্পপ্রিয় নবতত্ত্বোদ্ভাবক পণ্ডিতগণ নিরন্তর উদ্যমশীল।

পুরাবৃত্তে দৃষ্টি রাখিয়া, বর্ত্তমান সময়ের পর্য্যন্ত কার্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রবার্ট-ফুলটনের আবিষ্কৃত বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কার্য্য পরিচালন, ক্রমোন্নতির বশে ডাক্তার ওয়াটের বাষ্পীয় পোতের কর্ম্মসাধন—এ সকলে এখন আর লোকে তাদৃশ বিস্মিত হয় না সত্য; চঞ্চলা সৌদামিনী অপার সাগরবক্ষে আলোক বিধানে রত বা সংবাদাদির বহনে

ব্যাপৃত, তাহার বিষয়েও এখন অনেকেরই আশ্চর্য্য-বোধ নাই বটে,—কিন্তু ইহার সকল গুলিরই অবলম্বন এক বাষ্পীয় যন্ত্র। তবেই এক বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালনের অভাব ঘটিলে, জাহাজাদি সমস্তই নির্জ্জীব—নিস্তব্ধ ও অন্ধকার-ময় হইবে।

বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালনের সহায় প্রথমতঃ মৃদঙ্গার। পরে মৃত্তৈল বা খনিজতৈল, বা কোন দাহ্য পদার্থ! কিন্তু যদি মৃদঙ্গার বা মৃত্তৈলের সাময়িক অভাব ঘটে, তাহা হইলেও বর্ত্তমান দেশকাল-পাত্রের অনুকূল ঐ সকল যন্ত্রের পরিচালন একান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুদিনের অধ্যবসায়ে সৌরী শক্তির সাহায্যে এই উদ্দেশ্যের সাধনে উদ্যত আছেন। সূর্য্যের উত্তাপে গন্ধক দ্রাবকের বাষ্প করিয়া, তাহার শক্তির সঞ্চালনে যন্ত্র পরিচালনের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জন্য ব্যাঘাত অন্তরায় থাকিবার শঙ্কা আছে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে, বা অস্তগত হইলে, উক্ত শক্তির পরিচালন অসম্ভব;—তখন সকল যন্ত্রই নির্জ্জীব—হীনশক্তি। আবার এই আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তাঁহারা একটি উপায়ান্তরের উদ্ভাবন করিয়াছেন,—দ্রাবকাঙ্গার বায়ুকে তরলী-ভূত করতঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় শীতপ্রধান দেশসমূহে সূর্য্যের উত্তাপ স্বল্প বলিয়া, তাহার শক্তিও অত্যল্প; সুতরাং এ সকল উদ্ভাবিত ব্যাপার যথাসঙ্গত কার্য্যে পরিণত হইতেছে না।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ;—এখানে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবের প্রখরকিরণ কাহারই অবিদিত নহে। আমরা বহুকাল ধরিয়া অদম্য অধ্যবসায়ে এই সৌরী শক্তির অবলম্বনে যন্ত্র পরিচালনের চেষ্টায় সময়ক্ষেপ করিতেছিলাম। পরে ভগবদনুকম্পায় সুলভ সোডা-ওয়াটার কলের উদ্ভাবন করিয়া, সেই ব্যবসায়ের উপার্জ্জিত অর্থে বিজ্ঞানবলে সৌরী শক্তি হইতে বৈদ্যুতিকী শক্তির উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি; এবং এই মহোপকারী যন্ত্রের আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করিয়াছি। এক্ষণে পরীক্ষোপযোগী ক্ষুদ্র যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। যন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে, যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন; অর্থাভাবে তাহার বিহিত সাধনে সমর্থ হইতে পারি নাই। আমাদিগের এই নবোদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত কোন কলের অনুকরণে গঠিত নহে।

আমাদিগের এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের ধর্ম্ম এই যে, ইহার উপর সূর্য্যের

উত্তাপ নিপতিত হইলে, তাড়িতশক্তির উদ্ভব হয়;—অর্থাৎ তাপশক্তি—বৈদ্যুতিকী শক্তিতে পরিণত হয়;—যন্ত্রযোগেই এই শক্তির ক্রমসঞ্চয় হয়। এই সঞ্চিতা বৈদ্যুতিকী শক্তি দ্বারা যখনই ইচ্ছা, তখনই যন্ত্রবিশেষের সঞ্চালন করা যায়। এই বৈদ্যুতিকী শক্তির সঞ্চয় করিতে এক কপর্দ্দকেরও ব্যয় করিতে হয় না। এই শক্তির সাহায্যে রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বস্ত্রবয়ন, ধান্যচ্ছেদন, ভূমিকর্ষণ, বৈদ্যুতিক আলোক—এমন কি রন্ধন কার্য্য পর্য্যন্ত চলিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত আর একটী মহা সুযোগ ও সুবিধার কথা এই হইতেছে যে, কলিকাতায় সঞ্চিত বৈদ্যুতিকীশক্তি বিদেশে পাঠাইলে, তথাকার কলবল চলিবে।

যদি এতৎ সংবাদের অবধারণা করিতে কেহ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উক্ত সৌর-বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমাদিগের ৮ নং ৺কাশীমিত্রের ঘাট, নভেল সায়েণ্টিফিক ওয়ার্কস্ কার্য্যালয়ে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পদার্পণ করিলে, সমস্ত দেখাইব। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ নিপতিত হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ৩ ফুট-পাউণ্ড শক্তিলাভ করা যায়। অতএব, দৃক্-গণিতের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভগবান মরীচিমালীর কি অতুল-শক্তিই বৃথা অপব্যয়িত হইতেছে। তবে কেন না আমরা উক্ত মহাশক্তিকে দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করি! যদ্যপি আমরা এই মহা-ব্যাপারের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে, হতভাগ্য বঙ্গবাসীকে "নিগার, কালা বাঙ্গালি" বলিয়া আর কেহ ঘৃণা করিতে পারিবে না। এখন দেশীয় কৃতবিদ্য ও ধনবান্ মহাজনগণ উৎসাহ প্রদান করিলে, আমরা অচিরে সৌর-বৈদ্যুতিক যন্ত্রের পুষ্টিসাধন করতঃ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করিতে পারি।

বৈজ্ঞানিক—শ্রীজহরলাল ধর।

চিনিপটীর সভা।

চিনিপটীর মহাজনদিগের একটী সভা বহুদিন হইতে আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সভা হইতে বিট্‌চিনির জন্য এক যৌথাকারবার হইয়াছিল। সে কার্য্যের ম্যানেজার হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্তচন্দ্র দাঁ।

বস্তুতঃ সে বৎসর এই শ্রীমন্ত বাবুর কৃপায় এবং তাঁহার অসীম উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রমের গুণে "চিনিপটী উদ্ধার" হইয়াছিল; নচেৎ বিটচিনির ব্যবসায়ে অনেক চিনির মহাজন নষ্ট হইতেন। তাই, যৌথাকারবার করিয়া চিনির দর বাঁধিয়া দিয়া, উক্ত সভা বিশেষ সম্মানের এবং যথার্থ দেশ-হিতৈষিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন মাননীয় ৺সৃষ্টিধর কোঁচ, ৺রাম-গোপাল রক্ষিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দাঁ মহাশয় প্রভৃতি উক্ত সভার প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারি ছিলেন। পরন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্ত্তা ছিলেন,—মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্তচন্দ্র দাঁ, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয় প্রভৃতি—যেন সোণায় সোহাগা পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ তখন সেক্রেটারী মহাশয়েরা অবাধে চিনিপটীর অপর সকল দোকানদারকে সহজে এবং অল্প সময়ে বাধ্য করিতে পারিতেন। তখনকার চিনিপটীর অনেক দোকান-দার ঐ সকল ধনীদিগের 'খাতক' ছিলেন। এখন অধিকাংশ স্থলেই স্ব স্ব প্রধান। এখন সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই, সে চিনিপটী নাই,—এখন সহরে অনেক চিনিপটী হইয়াছে। তবে এখনও আছেন, সেই দীনবাবু, সেই সত্যবাবু এবং সেই শ্রীমন্ত বাবু। ইঁহাদের মধ্যে দীনবাবু কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সত্যবাবু "বিদেশীয় চিনির কার্য্যে সুবিধা কখনই হইবে না" স্থির করিয়া চিনির কার্য্য প্রায় পরি-ত্যাগ করিয়া, কার্য্যান্তর গ্রহণপূর্ব্বক কমিস্যারিয়েটের কার্য্য বলবান্ করি-য়াছেন। শ্রীমন্ত বাবু চিনি ছাড়িয়া কয়লার খনি লইয়াছিলেন—কিন্তু ইনি এখনও পূরা মাত্রায় আবার চিনির কার্য্য করিতেছেন। যাহা হউক, শ্রীমন্ত বাবুকে লইয়া, আবার সেই সভাকে জাগরিত করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "মহাজনবন্ধুতে" শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় কোঁচ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রিয় কোঁচ মহাশয় "মারিশ চিনি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা পাঠে মরিশস্ দ্বীপস্থ সুবিখ্যাত চিনির মহাজন এবং সুপ্রসিদ্ধ ধনী হাজী সাবুসিদ্দিকের এক ব্রাঞ্চ ফারম চিনিপটীতে খোলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য—বোধ হয়, বাঙ্গালীরা মরিশস্ দ্বীপে গিয়া যদি আমাদের কার্য্য শিক্ষা করে, তাহা হইলে পরিণামে অসুবিধা হইবে; অতএব উহাদের কার্য্যপ্রণালী আমরা অগ্রে শিক্ষা করিব। কিন্তু একথা কেহ কেহ স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন "উহাঁরা অনেক-দিন হইতে চিনিপটীতে আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অতএব "মহাজন-

বন্ধু” তে লেখার জন্য হয় নাই। বস্তুতঃ এ কথাটাও ঠিক হইতে পারে! তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, কোন কার্য্য একটি কারণে হয় না, অথবা যে সমুদয় কার্য্য হয়, তাহার পূর্ব্বে একটা কারণ থাকে বটে, কিন্তু এই পূর্ব্বের কারণ কোন কার্য্যেরই নহে, উহা অকর্ম্মণ্য,—পূর্ব্বের কারণে কিছুই কার্য্য হয় না। তৎপরে ঐ কারণের সঙ্গে আর একটি কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, এই কারণকে উত্তেজক কারণ বলে,—এই উত্তেজক কারণেই কার্য্য হয়। অতএব ধরিলাম, তাঁহারা আসিবার সংকল্প করিতেছিলেন; কিন্তু কবে আসিবেন, কি নাই আসিবেন, তাহা স্থির ছিল না, তবে আসিবার মন ছিল বটে। তৎপরে ঐ সুবিখ্যাত ফারমের শ্রীযুক্ত জানি সাহেব, বাঙ্গালাভাষা জানেন, বাঙ্গালা লেখা পড়িতে পারেন, তিনি “মহাজনবন্ধু”র জনৈক মেম্বর এবং তাঁহার সঙ্গে চিনিপটী হইতে মরিশস্ দ্বীপে লোক পাঠাইবার জন্য অনুসন্ধান করিতে বলা হয়। এখন তাঁহারা এই সকল কথা লইয়া আন্দোলন পূর্ব্বক শীঘ্রই চিনিপটীতে কারবার খুলিয়া দিলেন। অতএব হরিপ্রিয় বাবুর লেখা যে উত্তেজক কারণে লাগিয়াছে—রোগের মত ঔষধ পড়িয়াছে, তাহা স্থির।

যাহা হউক, হাজী সাবুসিদ্দিকের নামে চিনিপটীতে যাঁহারা ফারম খুলিয়াছেন, তাঁহারা চিনিপটীর দুইটী বাঙ্গালী যুবক। ইঁহারা অবশ্য চিনির কার্য্যে পারদর্শী। কিন্তু উক্ত যুবকদ্বয় অপেক্ষা আরও পুরাতন বিশিষ্ট চিনির দোকানদারও পাওয়া যায়, এমন কি (এইত চিনির কার্য্যের অবস্থা!) তাঁহারা মনে করিলে পুরাতন চিনির মহাজনের সঙ্গে অংশীদাররূপে প্রথমেই প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। বৃহৎ বলবান্ ধনী ধরিয়াছেন, দুইটি “বাঙ্গালী যুবক।” ইহাতেই বোধ হয়, তাঁহারা উপস্থিত চিনিপটীর দোকান বিশেষ বলবৎ-ভাবে পরিচালিত করিবেন না।

যাহা হউক, এই ধনীর আগমনে মারিশের এক চেটিয়া দালাল যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের গাত্রজ্বালা হইল। শুনা যায়, এই দালালের মধ্যে কেহ প্রথম চিনিপটীর একজন ফড়েকে উত্তেজিত করে, তিনি আবার অপর এক ফড়েকে উত্তেজিত করিয়া ক্রমে শ্রীমন্ত বাবুকে উত্তেজিত করা হয়; তৎপরে শ্রীমন্ত বাবুর কৃপায় সেই সভাও উত্তেজিত হইল। তাহার পর উক্ত সভা এই নিয়ম করিলেন যে, “হাজী সাবুসিদ্দিককের নিকট কেহ চিনি লইতে পারিবেক না। উহারা মহাসুবিধা দরে দিলেও যদি আমাদের

গ্রাহক উহাঁর ঘর হইতে মাল লয়েন, আমরা সে গ্রাহককে আর মাল বিক্রয় করিব না। পরন্তু উহাদের ঘরে কোন দালালও মাল খরিদ বিক্রয় করিতে পারিবেন না।” তিতুমীর যে ভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহাঁদের সভাও প্রায় সেই ভাবে জয়ী হইয়া উঠিলেন। উহার ঘরে কোন গ্রাহক প্রবেশ করে কি না, তাহা জানিবার জন্য সভা হইতে ২৫৲ টাকা বেতনের এক লোক নিযুক্ত হইল। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গেল। ছোট ছোট দালালেরা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে, যাহারা বরাবর দুই পয়সা দিয়াছেন এবং দিবেন, তাঁহাদের কথা অন্যায় হইলেও যেন করিতে হয়, এই ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ছোট দালালেরা বশ হইল, “গোলাত খা ডালা।” এইবার বড় দালালদের ধর; “মহাশয় সহি করুন!” বড়দালালেরা কেহই সু-মনে কলম সহি করেন নাই, এখনও অনেকে করেন নাই; যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও বোঁচ্‌কা উল্‌টাপাল্‌টা করিবার পন্থায় আছেন। “গোলাত খা ডালা।” এইবার আফিসের সাহেবদিগকে ধর। যে আফিস হাজী সাবুসিদ্দিকে মাল বিক্রয় করিবেন, আমরা সে আফিসে মাল লইব না। মহা বিপদের কথা, আফিস আর থাকে না! ফলে সাহেবদিগের নিকট কে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই। পরন্তু এই ভাবে এক মাসের উপর কার্য্য করা হইতেছে। সপ্তরথী একত্র হইয়া অভিমন্যু-বধের অভিনয় চলিতেছে; কিন্তু হাজী সাবুসিদ্দিককে কতদূর জব্দ করা হইয়াছে, তাহা কেহ কেহ শুনিতে চাহেন। অতএব আমরা বলিতেছি যে, তাঁহারা কিছুই জব্দ হয়েন নাই, নূতন দালাল নিযুক্ত করিয়া, কার্য্য চালাইতেছেন। অনেক আফিসেও চিনি লইতেছেন, বিক্রয়ও করিতেছেন। তাঁহারা বিক্রয় করিতেছেন, আর ইঁহারা তাহার জমা খরচ রাখিতেছেন! তাঁহাদের যেন ষ্টীমার দৌড়িতেছে, আর ইঁহারা তাহার ঢেউ গণনা করিতেছেন। হায় রে! তবু বাহিরে যাইব না,—ঘরে বসিয়া পায়রার মত খোপ লইয়া ঠোক্‌রা ঠুক্‌রি করিব, তবু বাহিরে স্থানান্তরে স্থান দেখিব না! অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য তাঁতিকুলের মত মরিব, তাও স্বীকার, তবু সিন্দুকে টাকা থাকিলেও উহাতে বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য বিদেশে লোক পাঠাইব না। “মহাজন” মহাজনকে রক্ষা করে; মহাজনের আশ্রয় লইলে, তিনি নিরাশ্রিত হইয়াও আশ্রিতকে প্রতিপালন করেন; ইহাই মহান্ হিন্দুধর্ম্মের

নীতি। কিন্তু চিনিপটীর মহাজনেরা এই হিন্দুনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আশ্রিত হাজী সাবুসিদ্দিককে ইহারা তাড়াইবেন মনে করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ভগবান্ ভিন্ন কেহ কাহাকেও নষ্ট করিতে পারেন না। অদৃষ্টবাদী আমরা—আমাদের অদৃষ্ট কে লইবে? চিনিপটীর ধারের গ্রাহকের মধ্যে, কোন ঘরের পরস্পরের প্রায় মিল নাই। তাহার কারণ,—আমার বিশ্বাসে, তোমার বিশ্বাসে মিল হইবে, তাহার পর গ্রাহকের আচার ব্যবহার টাকা আদান প্রদানের নিয়ম দেখিয়া তৎপরে তিনি পরিচিত হয়েন। এইরূপে আমার পরিচিত আপনার পরিচিত স্বতন্ত্র। পরন্তু এমন কাহার সাধ্য নাই যে, চিনিপটীর সকল ঘরের গ্রাহকদিগকে একজন ধনী মাল ধারে দিতে পারেন, তাহা হইলে চিনিপটীর সমুদয় দোকান উঠিয়া গিয়া, সেই এক দোকান জীবিত থাকিত! যাহা হইবার নহে, তজ্জন্য লোক রাখিয়া—একজনকে বধ করিবার জন্য চাঁদা করিয়া মাহিনা দিয়া লোক রাখিয়া—সেই লোকটীকে এবং যিনি আমাদের কোন অপরাধ করেন নাই—সেই সাবুসিদ্দি বা তাঁহার ফারমের কর্ম্মচারীগণকে অযথা উত্যক্ত করা হইতেছে, ভিন্ন আর কিছুই হইতেছে না। বরং যে মারিশের দালালদিগের একচেটিয়ার জন্য চিনিপটীর কত অর্থ নষ্ট হইয়াছে—তাহারা আজ হইল সুহৃৎ! জিজ্ঞাসা করি, সভা কি মারিশ চিনির দালালদিগের একচেটিয়া ভাবের পক্ষপাতী? সাবুসিদ্দিকের আগমনে মারিশচিনির দালালদিগের একচাটিয়াত্ব পরিণামে ঘুচিবে। তাঁহারা চিনিপটীতে দোকান করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যের ধনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে দেশ বিদেশে যাইব, নচেৎ আর ঘরে অন্ন নাই। বাহিরে বাহির না হইলে, আর আমাদের নিস্তার নাই। প্রত্যেক দ্রব্যের, প্রত্যেক পশুর এবং প্রত্যেক মানুষের দুইটা দিক্ আছে, একটা ভাল দিক্ অপরটা মন্দ দিক্! সাবুসিদ্দিক এখানে আসাতে চিনিপটীর মহাজনেরা মন্দ দিক্ ভাবিয়াছেন! কিন্তু আমরা তাহা ভাবিতে পারি নাই। ফলে, এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা আছে। "মহাজন" শব্দ বাচ্য মহাশয়দিগের বুদ্ধি এরূপ নীচগামী হইতে পারে—(নচেৎ আমাদের দেশের এ দুর্দ্দশাই বা কেন?) ইহা দেখিয়া বস্তুতঃ আমাদের হতবুদ্ধি হইতে হইয়াছে। "শত অত্যাচারে যাঁহারা স্থির থাকেন, তাঁহারাই মহাজন।" এ পক্ষে সাবুসিদ্দিক মহাশয়দিগের "মহা-

জনের” ধর্ম্ম আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। নচেৎ ইঙ্গিতে রাজদ্বারে জানাইলে, ইহার উপায় নিশ্চয়ই হয়। রাজা দল বাঁধিবার পক্ষপাতী নহেন, তাহা কি শ্রীমন্ত বাবু জানেন না, তিনিই না একবার পুলিশ কমিসনারের সাহায্যে জগন্নাথ ঘাটের গাড়োয়ানদিগের দল ভাঙ্গিয়াছিলেন? রাজা একজনের উপর অত্যাচার করিতে বলেন না, উহার ঘরে মাল লইলে আমরা তাহাকে মাল দিব না,—ইহা বলা চলে, আমার ছাগল আমি ল্যাজের দিকে কাটিব, অথবা আমার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিব, ইহাও চলে; কিন্তু লোক রাখাটা খুব বে-আইনী কার্য্য হইয়াছে। তাহার পর রাজা আমাদের অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এই গ্রাহকদিগকে ভয় দেখাইয়া—অবশ্য উহাদের ঘরে সুবিধা থাকিলেও—যে তাঁহাদের মাল লইতে নিষেধ করা হইতেছে, বা দালালদিগের আয়ে বাধা দেওয়া হইতেছে, তজ্জন্য দায়ী কে? খাতিরে কত দিন চলিবে? জব্দ করিতে যাওয়া এবং জব্দ হওয়া একই কথা। এরূপ ভাবে যে একটা মহাজনকে বধ করা যাইতে পারে, এ বুদ্ধির উদ্ভাবক কে? এই ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে চিনিপটির ধনীদিগের সভা,—সৃষ্টিধর বাবুর—দীনবাবুর—শ্রীমন্তবাবুর সাধের পবিত্র সভা কেন কলঙ্কিত হইল?

এক শ্রীমন্তবাবু ছাড়া উপস্থিত এ সভাতে সত্যবাবুর মন নাই। তিনি এক দিনও সভাতে যান নাই, দীনবাবুও প্রকাশ্যে কোন দিন সভাতে উপস্থিত হয়েন নাই। দুর্গাচরণ বাবুরও ঐ দশা, তিনি ত সভাতে আইসেন নাই। তবে তাঁহার মত আমরা এই পাইয়াছি যে, “উহাদের উপর এসব অত্যাচার কেন? উঁহারা বড় ধনী, দুই পাঁচ হাজার টাকার লাভ বা ক্ষতির কার্য্য তাঁহারা পছন্দই করেন না; বিশেষতঃ তোমাদের মত ধার দিয়া টাকা আদায় করিবে, এইরূপ ত বোধ হয় না। উহারা দুপরে মাল দিয়া সঙ্গে সঙ্গে টাকা লইতে আইসে, এই উৎকৃষ্ট প্রথা বা সংস্কার যে উহারা সহজে ছাড়িবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তোমরা তাড়াহুড়া করিলে, গোঁ ভরে যদি যাইতেন, ২ মাসে বা ২ বৎসরে, তাহার স্থলে যাইবে ৪ মাসে বা ৪ বৎসরে। ইহা নিশ্চয়ই হইবে।”

আমরা সভার পক্ষপাতী, কিন্তু অন্যায় মতের পক্ষপাতী নহি। কাঙ্গালদের কথা “বাসী” হইলে খাটিবে। বস্তুতঃ ঘৃত এবং সংবাদপত্র পুরাতন হইলেই তাহাদের দাম বাড়ে—কথার মূল্য হয়।

সংবাদ।

জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি মুদ্রণ কার্য্যের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহাতে প্রেসের আবশ্যক হইবে না! "রণ্টজেন" আলোকের সাহায্যে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। খুব পাতলা কাগজের একটি ব্লকের উপর, ছাপিবার বিষয়টি হাতে লিখিয়াই হউক, অথবা টাইপ রাইটারে লিখিয়া হউক, লাগাইয়া দিয়া উক্ত আলোকের প্রয়োগে কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেক সহস্র কাগজ ছাপা হইতে পারিবে। ইহার জন্য যে কালীর ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার একটু বিশেষত্ব চাই; কালী যেন ফুটিয়া বাহির না হয়। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় সংবাদপত্র ছাপা খুব শীঘ্র হইতে পারিবে এবং ব্যয়ও অনেক কম হইবে। আবিষ্কারকের বিশ্বাস, প্রক্রিয়া-বিভেদে এক সঙ্গে কাগজের দুই পৃষ্ঠা ছাপান যাইতে পারিবে।

বিগত বর্ষের কেরোসিন তৈলের উৎপত্তি;—ইউনাইটেড রাজ্যে ২৫০ কোটি গ্যালন, রুষিয়ারাজ্যে ২২৫ কোটি, অষ্ট্রীয়ায় ৮ কোটি ৭০ লক্ষ, সুমাত্রায় ৭ কোটি ২০ লক্ষ, জাভায় ৩ কোটি, কানাডায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ, রুমানিয়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ, ভারতে ১।৹ কোটি, জাপানে ৮০ লক্ষ, জর্ম্মণীতে ৭০ লক্ষ, পেরুতে ৩০ লক্ষ গ্যালন। তদ্ভিন্ন ইটালী ও অপরাপর দেশেও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম বলিয়া, উক্ত সকল দেশের নাম উল্লিখিত হইল না।

আসামে যে স্থান খাসিয়া দেশের সহিত গারোদেশে মিশিয়াছে, সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, জয়ন্তিয়ার লুবানদী পর্য্যন্ত বরাবর সমুদয় স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ প্রভৃতি খনিজদ্রব্য নিহিত আছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

লণ্ডনে ১৪ হাজার ৫ শত গলি আছে। ইহার ভিতর ৯ হাজার মদের দোকান। তথায় ঘোড়ার গাড়ি আছে ৭৫ হাজার। গ্যাস পোষ্ট আছে ১০ লক্ষ। আমাদের কলিকাতায় গ্যাস পোষ্ট ২ হাজার ৭ শত মাত্র।

রোমের পোপের নিকট এত স্বর্ণ মজুত আছে যে, তাহা গালাইয়া মুদ্রা করিলে, বর্ত্তমান য়ুরোপে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহার প্রায় দেড়গুণ হইবে।

১ম বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩০৮। [৮ম সংখ্যা।

THE MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপাটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে" শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩০৮। [৮ম সংখ্যা।

জর্ম্মণের পত্র।

আমরা জর্ম্মণদেশে হ্যামবর্গে চিনির সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাইয়াছি—বিগত ২৯শে ভাদ্র। তথা হইতে এই পত্র ২৯শে আগষ্টে লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সকল কথা এখন বলিব না। তবে, চিনি ব্যবসায়ীদিগের অবগতির জন্য এই বলিতেছি যে, উহাতে প্রকাশ, জর্ম্মণদেশে উপস্থিত বিট্‌চিনি নাই। অষ্ট্রীয়া এবং হাঙ্গেরি দেশের চিনির দর, নিট দুই হন্দর বস্তায়, ফেব্রুয়ারি সিপের ১১ শিলিং ৬ পেন্স। ইহাতে অপর কোন খরচা নাই; জাহাজ ভাড়া, অগ্নি এবং জলের বীমা ধরিয়া ঐ দর জানিতে হইবে। কেবল কলিকাতার ডিউটি কত জানিয়া, উহার উপর অতিরিক্ত তাহাই ধরিতে হইবে। বস্তার মার্কা ইত্যাদি অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় মহাজনবন্ধু কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। তৎপরে তাঁহারা তথা হইতে যে ব্যাঙ্কে টাকা দিবার জন্য হুণ্ডি দিবেন, এখানে সেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া মাল লইতে হইবে। ৫ হাজার বস্তার কমে সওদা হয় না; তবে উক্ত দরে ১০ হাজার বস্তা পর্য্যন্ত বা ততোধিক বস্তা পাওয়া যাইবে।

আমরা যে টাকা ব্যবহার করি, উহার মূল্য এক শিলিং চারি পেন্স। পরন্ত এখন আর পূর্ব্বের মত ভারতে খোলা অনির্দ্দিষ্ট এক্সচেঞ্জ নাই। এখন এক্সচেঞ্জ প্রায় বাঁধা হইয়াছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের এক টাকা, বিলাতের ১ শিলিং ৪ পেন্স; ইহাই এক্সচেঞ্জের বাঁধা দর হইয়াছে। এক হন্দরের ওজন নিট এক মণ চৌদ্দ সের তিন ছটাক। ১২ পেন্সে এক শিলিং। তাহা হইলে বলুন দেখি, আমাদের "এক টাকায়" কত পেন্স? অর্থাৎ যোল পেন্সে আমাদের ১৲ টাকা। এদিকে যোল আনায় এক টাকা। তবেই হইল, ১ পেন্সের মূল্য এক আনা। এখন আপনারা ১১ শিলিং ৬ পেন্স, ২ হন্দর নিট চিনির উপর পড়্‌তা করিয়া ধরুন, কত করিয়া মন পড়ে? এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সময়ান্তরে বলা যাইবে।

রেলওয়ে ফরম।

চিনিপটির সুবিখ্যাত ঘৃত, চিনি প্রভৃতির মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাস-বিহারী কড়ুই এবং শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল কড়ুই মহাশয়দিগের ঘৃত, পশ্চিম হইতে হাওড়া ষ্টেসনে আসিতেছিল, যথাসময়ে উহা পৌছিলে ৫৮৫২৯ নম্বর রসিদে (১৫ই অক্টোবরের চালান) ২৪ টিন ছোট কানেস্ত্রার ঘৃত এবং ৩৩৮৪০ নং রসিদে ৯ টিন বড় কানেস্ত্রার ঘৃত কম হইয়াছে; মোট ৩৩ কানেস্ত্রার ঘৃত অন্যূন ৬০০ শত টাকার দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। পরন্ত আমাদের মহাজনবন্ধু যে ফারমের ঠিকানা হইতে প্রকাশিত হয়, উক্ত ফারমের ২ গাড়িতে ২০ বস্তা চিনি পানাগড় ষ্টেসনে পাঠান হয়, কিন্তু হাবড়া ষ্টেসনের মালগুদাম হইতে ১৮ বস্তার রসিদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সবিশেষ বিবরণ সুবিখ্যাত "হিতবাদী" পত্রে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। পরন্ত ঘৃতের মহাজনদিগের উপর প্রায়ই এইরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে। চিনির বিষয় বরং অনুসন্ধান (ইন্‌কোয়ারি) করিয়া, সময়ে সময়ে কিছু কিছু পাওয়া যায়; এবং অন্ততঃ "থান" মিলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ঘৃত সম্বন্ধে [illegible] দেওয়া হয় না; অর্থাৎ কানেস্ত্রা বরিয়া যাউক, অথবা ভাঙ্গিয়া

যাউক, তথাচ সেই অবস্থা দেখাইয়া থানে ঠিক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য,—কিন্তু তাহাও দেওয়া হয় না, অথচ এ জন্য আদালত করিলে, ডিক্রি হয় না। এমন ঘৃতের মহাজন প্রায় দেখা যায় না যে, এইরূপ অত্যাচার সহ্য না করিয়াছেন, ৫০ কানেস্তার চালান দিয়া ৫০টাই যদি রেল-কোম্পানী না দেন, তজ্জন্য রেল-কোম্পানী দায়ী নহেন, অথবা ৫০টার স্থলে ১০টা, ২০টা, যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিবেন, তাহাই লইতে হইবে। অধিকন্তু এ দেশের রেলে যে কোন দ্রব্য পাঠাও না কেন, প্রায় তাহা অখণ্ড অবস্থায় থাকে না। ইহার কারণ, রেল-কোম্পানীর মাশুল ছাড়া—উহার ভিতর রেলের নিম্নশ্রেণীর কেরাণী "কোম্পানী"দিগের একটা মাশুল দিতে হইবেক; নচেৎ নিস্তার নাই!! এই যে এত ঘৃত চুরি যায়, তাহা মহাজনকে দিতে হয় না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত একটী চোরও ধরা পড়ে নাই, অথচ কোম্পানী মুখে বলিয়া থাকেন যে, অনুসন্ধান করিতেছি। এই জন্যই এদেশীয় মহাজনেরা প্রায় বলিয়া থাকেন, গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর "রেল-ওয়ে চোরদিগের" জন্য দুই প্রকার ফরম খুলিয়াছেন। উহার প্রথম ফরমের নাম "এ" ফরম, দ্বিতীয় ফরমের নাম "বি" ফরম। "এ" ফরমের স্থূল উদ্দেশ্য,—যে কোন মাল পথিমধ্যে নষ্ট হইবার সম্ভব, অথচ রেল-কোম্পানীকে উহা বহনের জন্য দেওয়া হয়, তাহা বস্তাদাগী বা ডবল বোরার মধ্যে না দিলে মাল তুলিতে নামাইতে যদি উহা ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য রেল কোম্পানী দায়ী নহে। পরন্তু "বি" ফরমের স্থূল মর্ম্ম—কেহ যদি কম ভাড়ায় মাল লইয়া যাইতে চাহেন, তাহা হইলে "বি" ফরমে লিখিয়া মাল চালান দিতে হয়। মোট কথা, ফরমদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক,—কিছুই দিব না। তবে "থান" মিলাইয়া দিব না, এমন কথা স্পষ্ট লেখা নাই। যাহা হউক, কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছাড়া রেলের মালগুদামের ছোট ছোট মহাপ্রভুদের ইনামের তারতম্য হইলে "এ" ফরমে লিখিয়া দিতে হয়। নচেৎ তাহাদের সুযোগ সুবিধা হয় না। শুনিতেছি, পুলিস সংস্কার হইবে; কিন্তু উহাপেক্ষা এই "দিনে-ডাকাতির" সংস্কার কবে হইবে?

(ক্রমশঃ)

শান্তিপুরে কাপড়।

শান্তিপুরে কাপড়ের জন্য কলের সূতা ব্যবহৃত হয়। ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ১১০, ১২০, ১৩০, ১৪০, ১৫০, ১৬০, ১৭০, ১৮০, ১৯০, ২০০, ২১০, ২২০, ২৩০ এবং ২৪০ এই সমুদয় নম্বরের সূতাই পূর্ব্বে শান্তিপুরের তাঁতিরাই ব্যবহার করিতেন; এক্ষণে ২৪০ নম্বর সূতা—যাহা অতি সূক্ষ্ম এবং যাহার দর বেশী, তাহা প্রায় ব্যবহৃত হয় না। ৮০ নং হইতে ১৩০ নং সূতা বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। ৭০ নং সূতা খুব মোটা, ৮০ নং উহাপেক্ষা "চিক্কণ" অর্থাৎ অল্পমিহি! এইরূপ ক্রমে সূতার যত নম্বর বৃদ্ধি, ততই সূতার সূক্ষ্মতা বেশী হইয়া থাকে।

সূতার কল হইতে "গাঁইট" হিসাবে বড়বাজারের সূতাপটিস্থ মহাজনেরা প্রথম সূতা ক্রয় করেন। পরে মফস্বলের ব্যবসায়ীরা বাণ্ডিল বা সঙ্গতিপন্ন দোকানদারেরা গাঁইট হিসাবে সূতা বড়বাজারের মহাজনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া পল্লীগ্রামের পাইকারদিগকে বিক্রয় করেন। এই পাইকেররা যাহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেই মত সূতা ক্রয় করিয়া, ঐ সূতাকে খৈ-মণ্ডে চটকাইয়া, উহা চরকা কলে জড়াইয়া পরে "নাটাইয়ে" গুটাইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত "মাড় মণ্ডের" জল শুকাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে "মাড় ধরান" বা "মাড় খাওয়ান" বলে। এরূপ করিবার আবশুক এই যে, কলের সূতাতে মাড় থাকে না; অপিচ মাড়ের জন্যই সূতা খাড়া বা শক্ত হয়। অতএব এরূপ করিলে কাপড় বুনিতে সুবিধা হয়।

যাহা হউক, পাইকেররা সূতায় মাড় দিয়া "ফেটি" বাঁধিয়া বাজারে আনিয়া গ্রাম্য তাঁতিদিগকে বিক্রয় করে। এক একটা ফেটিতে ৮০০ হস্ত সূতা থাকে। ফেটির আকৃতি দেখিতে প্রচলিত ব্যবহারোপযোগী ব্যাণ্ডেজের বস্ত্রখণ্ডবৎ! কিন্তু ব্যাণ্ডেজের বস্ত্রখণ্ডে টানা-পড়েন দুই থাকে, ফেটির সূতা কেবলই টানা! ইহাতে পড়েন সূতা নাই,—পড়েন থাকিলে ত উহা বস্ত্রের সামিল হইয়া যাইত! অর্থাৎ ৮০০ হস্ত মাড়-খাওয়ান শুষ্ক সূতা এক বিঘাৎ পরিমিত করিয়া পর পর ভাবে সুন্দর প্রণালীতে সাজান-কে "ফেটি" বলে। ৭০ নম্বর খুব মোটা সূতার ফেটির দাম শান্তিপুরে [illegible] পূর্ব্ব কাল হইতে উপস্থিত সময়ের মধ্যে ১ ফেটির নিম্নমূল্য

✓৫ হইতে উর্দ্ধে ।✓১০ দরে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ✓৫ এক ফেটি সূতা ইহা এখন গল্পকথা হইয়াছে। পরন্তু ২৪০ নং সূতা যাহা খুব সূক্ষ্ম, উহার এক ফেটির দাম উপস্থিত বাজারে ॥✓০ আনা। ২০ ফেটিতে ১ মোড়া হয়। ৮ হস্ত কাপড় প্রস্তুত করিতে ২।০ মোড়া সূতা লাগে। ইহা ভিন্ন "পাড়ের" দাম স্বতন্ত্র, কারণ উহা স্বতন্ত্র রঙ্গিন সূতা; ৮ হস্ত কাপড় করিতে পাড়ের জন্য ।/১০ আনা দামের রঙ্গিন সূতা লাগে। ১০ হস্ত কাপড়ের পাড়ের জন্য ।✓১০ আনা মূল্যের রঙ্গিন সূতা লাগে। পরন্তু ১০ হস্ত পরিমিত কাপড়ের জন্য সচরাচর ৫ মোড়া সূতা লাগে। ভাল "ঠাসবুনান" হইলে ৬ মোড়াও লাগে। পাছাপাড় কাপড়ের জন্য যেমন বস্ত্রের মধ্যদেশে একটা পাড় বসাইতে হয়, তেমনি উহার পাড়ের জন্য স্বতন্ত্র দাম লাগে। ৮ হস্ত পরিমিত বস্ত্রের রেশমের পাছা-পাড়ের জন্য ॥১০ আনা দাম লাগে। ১০ হস্ত কাপড়ে পাছাপাড়ে ৮ থানায় ১০৲ টাকা পাড়ের খরচা লাগে।

যাহা হউক, তাঁতিরা পাইকেরদিগের নিকট হইতে ফেটি বা মোড়া ক্রয় করিয়া আনিয়া উহার অর্দ্ধেক সূতায় "নলী" করে এবং অপর অর্দ্ধেক "সানার" জন্য রাখিয়া দেয়। "নলীকরা" অর্থাৎ গ্রামের দুঃখী লোকদিগের ছোট ছোট ছেলেরা ফেটির সূতা নাটাইয়ে তুলিয়া, নাটাই হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসৃণ নল-কাটিতে জড়াইয়া দেয়; এই নলকাটিতে জড়ান সূতাকে "নলী" বলে। পরন্তু এই নলীর সূতা উক্ত কাটি সহিত মাকুর ভিতর পরাইয়া দিয়া কাপড় বুনা হয় অর্থাৎ কাপড়ের "পড়েন সূতা" হয়। পরন্তু এই পড়েন সূতা বসানকেই কাপড়বুনা বলে। যাহারা নলী করে, তাহারা প্রত্যহ প্রতি জনে দুই পয়সা হিসাবে মাহিনা পায়, তাঁতিরা ইহাদের "পেটেল" বলে। এই সকল পেটেলেরা তাঁতি-দেরই তামাক সাজে, বাজার করে, এবং নলী তুলে। তাই প্রত্যেক পেটেলে কত নলী একদিনে করিতে পারে, তাহার স্থিরতা বুঝা যায় না। তবে প্রত্যেক পেটেলে ৮, ১০ ফেটি হইতে ১ মোড়া সূত্রের নলী করিতে পারে।

তৎপরে সানার সূতার কথা বলা যাইতেছে। ইহা স্বতন্ত্র পারদর্শী তাঁতিরা প্রস্তুত করিয়া দেয়। টানা ও পড়েন, এই দুই প্রকার সূতা সুজিত করিবার তারতম্যেই বস্ত্র প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে নলীর সূতার কথা

যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পড়েনের সূতা; পরন্তু সানার সূতাই বস্ত্রের টানা সূতা। সাণা এক প্রকার বস্ত্রের নাম। তাঁতির তাঁতের প্রধান যন্ত্রই—সানা। দুই থাই সূত্র রাখা যাইতে পারে, এমন পরিমাণ স্থান রাখিয়া পাশাপাশি ভাবে সূক্ষ্ম খড়িকার মত কাটী সাজান। এগুলি যদিও খড়িকার কাটির মত দেখিতে বটে, কিন্তু উহা তারের মত শক্ত কাটী।—(ইহারা কেন যে তারের কাটী দিয়া করেন না, তাহা বলিতে পারি না।) এই কাটীগুলি দুইখণ্ড কাষ্ঠ-ফলকে পর পর ভাবে আবদ্ধ করা থাকে। এই যন্ত্রকেই ইহারা সানা বলে। ফেটিগুলি ভাঙ্গিয়া একখান অর্থাৎ ৪ জোড়া কাপড়ের মত কোন বিস্তৃত স্থানে লইয়া গিয়া সূতাগুলি আঁশাইয়া দিয়া সানার ভিতর প্রবেশ করান হয়। পরন্তু কাপড়ের এই টানা সূতা প্রস্তুতির জন্য প্রতি মোড়াতে এক আনা মজুরী দিতে হয়। সানার ছিদ্র ১৬০০ শত এবং কোন কোন সানাতে ১৮ শত এবং ১৮॥ শতও আছে। ১৬ শত ছিদ্রের সানা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ১৮ শত এবং ১৮॥ শত ছিদ্রের সানায় ভাল কাপড় বুনান হয়। পরন্তু এই জন্যই দশ হস্ত পরিমিত বস্ত্রের জন্য ১৬০০ শত ছিদ্রের সানাতে ৫ মোড়া এবং ১৮০০ বা ১৮॥ শত ছিদ্রের সানায় ৬ মোড়া সূতা লাগিয়া থাকে। পরন্তু মাঝারি এক জোড়া দশ হাতি বস্ত্র বয়নের জন্য নলিতে ২॥০ মোড়া এবং সানাতে ২॥০ মোড়া সূতা দেওয়া হয়; অর্থাৎ টানা ও পড়েনে সমান সূতা থাকে। যে কোনই বস্ত্র হউক না কেন, এক প্রকার অর্থাৎ এক নম্বরের এক সূতা ব্যবহৃত হয় না, কম দরের এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যের এই দুই প্রকার সূতা একই বস্ত্রের জন্য ব্যবহৃত হয়। নচেৎ কাপড়ের গুরুতা সুলভ করা যায় না, এবং একই প্রকার সূতার প্রস্তুত কাপড় মোটা মত দেখায়, তত সূক্ষ্ম দেখায় না। বস্ত্রের "মুখপাত" এবং "ভিতরপাত" এই সূতার তারতম্যানুসারেই হইয়া থাকে।

যাহা হউক, সানার সূতা প্রস্তুত হইলে উহা তাঁতে আনিয়া, তাঁতের রোলারদ্বয়ে সূত্রের দুই দিক দুই রোলারে সংযুক্ত করিয়া মধ্যে সানাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া, মাকুতে নলীর সূতা পরাইয়া কাপড় বুনা হয়। এক মাসে ছোট কাপড় ৬ জোড়া, একজনে বুনিতে পারে। পরন্তু এক জোড়া ছোট কাপড় বুনিতে ৩।৪ দিন লাগে। বড় কাপড় এক জোড়া বুনিতে ৬।৭ দিন লাগে। যাহারা কাপড় বুনে, তাহাদের

মজুরী টাকা প্রতি ।/০ আনা। অর্থাৎ যে কাপড় সে বুনিবে, তাহা বিক্রয় করিয়া, যে টাকা তাঁতি পাইবে, সেই টাকার উপর ।/০ আনা বুননদারকে দিতে হয়। ইহা দ্বারা দেখা যায় যে, ১টা লোকে প্রতি মাসে ২০৲ টাকার কাপড় বুনিতে পারে। অতএব উহার মাসিক মাহিনা ৬।০ টাকা পড়ে। রাত্রিতে ইহারা কার্য্য করে না, নচেৎ আরও কিছু বেশী পাইতে পারে।

একখানা তাঁতের মাসিক হিসাব এই,—৪ জোড়া বা ১ থান ১০ হাত পরিমিত কাপড় ২০ মোড়া সূতা লাগে। ইহার মধ্যে ১৩০ নং সূতা ৬ মোড়া দেওয়া হয়, উহার মূল্য উপস্থিত বাজারে (১০ই ভাদ্রের) ।৶১০ হিসাবে—

	২৸৶১০
পড়নের ৮০ নং সূতা ১৪ মোড়া ।৶০ হিঃ—	৫।০
রেশমী পাড়ের জন্য ৪ জোড়ায়	৩।০
পেটেলি ও সানাদারের মাহিনা	১৲
বুনান খরচা	৬।০
মোট	১৮॥৶১০ খরচ

৪ জোড়া কাপড় একখানা তাঁত হইতে এক মাসে পাওয়া যায়। উক্ত ৪ জোড়া কাপড় যদি ৫৲ টাকা হিসাবে জোড়া বিক্রয় হয়, ধরুন

৪ জোড়ায়—	২০৲ টাকা।
বাদ খরচা—	১৮॥৶১০
মুনফা	১।/১০

অর্থাৎ কোন তাঁতি যদি লোক রাখিয়া একখানা তাঁত চালায়, তাহা হইলে তাহার মাসিক আয় হয়, ১।/১০ আনা। পরন্তু যদি কোন তাঁতি স্বহস্তে বুনান কার্য্য করে, তাহা হইলে, তাহার বুনান খরচা ৬।০ টাকা চারি আনা বাঁচিয়া গিয়া, তাঁতির মাসিক আয় হয় ৭॥/১০ আনা। ইহার উপর যদি কাপড়ের বাজার পড়িয়া যায়, অর্থাৎ ৫৲ টাকা জোড়া না বিক্রয় হয়, তবেই গরীব তাঁতি মারা যায়। পরন্ত সূতার বাজার নরম এবং বস্ত্রের বাজার তেজ থাকিলে, এদেশী তাঁতিরা ৭॥/১০ স্থলে বড়জোর ১০৲ টাকা পাইয়া থাকে।

শান্তিপুরের কল্কা বা গুলতোলা সৌখিন বস্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র খরচা আছে। ঐ সকল বস্ত্রে তাঁতিরা লতা পাতা ফল ফুল অঙ্কিত করিয়া দিয়া, সূতা

এবং উক্ত কাপড় গৃহস্থের বাটীর স্ত্রীলোকদিগের নিকট দিয়া আইসে, বাটীর যুবতীরা এই শিল্প কাজ করে। উল বোনার স্থলে তাহারা কাপড়ে গুল্ তুলে, বস্ত্রের পরিমাণ এবং ছুঁচের কার্য্যানুসারে প্রতি বস্ত্রে এক আনা দুই আনা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। অনেক ভদ্র পরিবারেরাও এই কার্য্য করেন।

রঙ্গপুরের চিনির কল।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

দৈনিক ১৪০ মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, এমন একটী কল স্থাপন করিতে হইলে প্রায় ১৭০০ বিঘা জমির আবশ্যক। তাহার ২৩০ বিঘা পরিমাণ কারখানা ও আফিস ঘর ইত্যাদির জন্য লাগিবে। অবশিষ্ট ১৪৭০ বিঘা মধ্যে ৪৯০ বিঘাতে প্রত্যেক বৎসরে অড়হর, শোণ, নীল বা রেড়ীর আবাদ করিলে, প্রত্যেক বৎসরে ৯৮০ বিঘা জমি আথের চাষের জন্য থাকিতে পারে; উহার ৪৯০ বিঘায় প্রতি বৎসর নূতন আথ রোপণ করা যাইতে পারে, ও ৪৯০ বিঘাতে মূলের আথ জন্মান যায়। উক্ত প্রণালীতে আবাদ করিলে অন্য কোন মূল্যবান্ সার না দিলেও প্রতি বিঘায় গড়ে ন্যূন-কল্পেও ২৪ মণ গুড় উৎপন্ন হইবে। কলে আথ মাড়াই ও চিনি প্রস্তুত করিলে উহার প্রতি বিঘায় ২০ মণ চিনি ও ৪ মণ মাত হইবে আশা করা যায়। ১৭০০ বিঘা জমি এবং দৈনিক ১৪০ মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, এমন একটি কল লইয়া আথের আবাদ ও চিনির কারবার আরম্ভ করিলে, যে খরচের আবশ্যক ও যেরূপ লাভ হইতে পারে, তাহার একটি মোটামুটী হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। কার্য্য আরম্ভ করিলে আরও অন্যান্য খরচ আবশ্যক হইতে পারে, তজ্জন্য ঐ হিসাবে খরচের পরিমাণ কিছু বেশী বেশী ধরা হইয়াছে এবং আশানুরূপ উৎপন্ন লাভ হইতে পারে, এই মনে করিয়া উৎপন্ন গুড় ও চিনির পরিমাণও কম ধরা হইয়াছে। তাহাতেও দেখা যাইবে যে, চারি লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিলে বার্ষিক ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা মজুত তহবিল রাখিয়াও শতকরা ১৫৲ টাকা মুনাফা হইতে পারে। ভারত-

বর্ষে কলের সাহায্যে আখের রস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, বিহারে নীলকর সাহেবেরা তথায় চিনির কল স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে বহু সাহায্য করিতেছেন। আজ কাল কোম্পানির কাগজের সুদ শতকরা বার্ষিক ৩।॰ টাকা; জমিদারী প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তিতে নানা প্রকার মোকর্দ্দমাদি খরচ করিয়া শতকরা বার্ষিক ৫৲ বা ৬৲ টাকার, বেশী মুনাফা থাকে না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা মুনাফাও যে অতিশয় সন্তোষজনক, তাহা বলাই বাহুল্য।

উল্লিখিত হিসাবে কলে কেবলমাত্র চারিমাস কাল কাজ হইবে ধরা হইয়াছে। বৎসরে দুইমাস কাল মেরামত প্রভৃতি ও অন্যান্য কারণে কল বন্ধ রাখিলেও, আর ছয় মাস ঐ কল দ্বারা অন্যান্য প্রকারের আয় হইতে পারে। পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাস আখ হইতে চিনি প্রস্তুত হইবে, আর অবশিষ্ট ছয় মাস যদি গুড়ের দর কম থাকে, তবে সেই গুড় খরিদ করিয়া চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। মোটামুটী হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি ছয় মাস ঐ ভাবে চিনি প্রস্তুত করা যায়, তবে আরও অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, চারি লক্ষ টাকা মূলধন হইলে দৈনিক ১৪০ মণ চিনি প্রস্তুতের একটি কল স্থাপন ও ১৭০০ বিঘা পরিমাণ জমি চাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে। একটি কোম্পানি গঠন করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সামান্য আয়ের লোকও এই দেশ-হিত-কর অথচ লাভজনক কার্য্যে যথাশক্তি যোগ দিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ টাকা স্থির করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ২।১টী কল ফেল হওয়ায়, যৌথ কারবারের প্রতি কোন কোন লোকের কিছু অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। যে সকল কারণে ঐ কারবার ফেল হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, (১) 'মূলধনের ন্যূনতা'। (২) 'মূলধন সংগ্রহ হওয়ার পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করা', এই দুইটিই প্রধান কারণ। রঙ্গপুরে চিনির কল স্থাপনের জন্য যে কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ কোন কারণ বিদ্যমান থাকিবে না। এই কল চালাইতে যে মূলধনের প্রয়োজন হইবে, সেই সমস্ত টাকার

সংগ্রহ না হইলে, কলের কোন কার্য্য আরম্ভ হইবে না। যে পর্য্যন্ত কল-স্থাপনোযোগী সমস্ত টাকা সংগ্রহ না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত যে টাকা আদায় হইবে, তাহা কোন বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কে (সম্ভবতঃ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে) গচ্ছিত রাখা হইবে। কারবার আরম্ভ হইবার পরেও অর্থাভাবে যাহাতে কল ফেল না হয়, তজ্জন্য অধিক পরিমাণ টাকা রিজার্ভ (গচ্ছিত) রাখা হইবে।

দৈনিক ১৪০ মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, এতদুপযোগী একটী চিনির কুঠী স্থাপনের হিসাব।

আনুমানিক আয়ের হিসাব———

১। প্রতি বিঘা জমির আখে ২০ মণ চিনি উৎপন্ন হইলে ৯৮০ বিঘা জমির উৎপন্ন আখে ১৯৬০০ মণ চিনির মূল্য প্রতি মণ ৮৲ টাকা হিসাবে———

১৫৬৮০০৲

২। ৩৯২০ মণ মাতের মূল্য প্রতি মণ ২৷৹ টাকা হিসাবে———

৮৯০০৲

৩। ১২০০০০৲ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা হারে যে সুদ পাওয়া যাইবে———

২৪০০৲

মোট বার্ষিক আয় ১৬৯০০০৲

বাদ বার্ষিক ব্যয়—

(চাষের ও কল চালাইবার বাবদ)

৭৯০০০৲

লাভ ৯০০০০৲

আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব—

১। কোম্পানি রেজিষ্টরী করার ব্যয় ও প্রাথমিক অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়—

৪৩১৪৲

২। ১৪০ মণ চিনি প্রস্তুতের উপযোগী জমি ও কল খরিদ, জমিপ্রস্তুত, কারখানার ঘর প্রভৃতি প্রস্তুত, কুলিসংগ্রহ ও চাষের জন্য আবশ্যকীয় গরু ইত্যাদি খরিদ—

১৯০৩৪৪৲

৩। চিনি প্রস্তুত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে মূলধন হইতে যাহা খরচ করিতে হইবে ১ম বৎসর—২৭৭৭০৲

২য় বৎসর—৫৭৫৭২৲

৪। রিজার্ভ—১২০০০৲

আবশ্যকীয় মূলধন—৪০০০০০৲

চারি লক্ষ টাকা মূলধনে বার্ষিক ৯০০০০৲ টাকা মুনাফা হইলে, শতকরা বার্ষিক ২২৷৷০ টাকা মুনাফা হয়। যদি মুনাফা হইতে বার্ষিক ৩০০০০৲ টাকা রিজার্ভ রাখা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ৬০০০০৲ টাকায় শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হিসাবে লাভ হয়।

কারবারের লাভ ও লোকসানের বিষয় বিবেচনা করিলে স্থায়ী খরচ ও মূলধনের সম্বন্ধে একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। অনেক ব্যবসাতেই দেখা যায় যে, কম মূলধনে যে স্থায়ী খরচের আবশ্যক হয়, তাহা অপেক্ষা সামান্য বেশী খরচে বহু বিস্তৃত কারবার চলিতে পারে এবং লাভের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হয়। উপরের হিসাবে দৈনিক ১৪০ মণ চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এমন কলের মূল্য ধরা হইয়াছে। ঐরূপ কল না আনিয়া যদি দৈনিক ২৮০ মণ চিনি প্রস্তুতের কল আনা যায়, আর জমির পরিমাণ কিছু বেশী করা যায়, তবে প্রায় এক লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় পড়িবে; কিন্তু লাভ দ্বিগুণ অর্থাৎ শতকরা ৩০৲ টাকা হইবে। কেন না, ১৪০ মণ চিনি দৈনিক প্রস্তুত হইতে পারে, এমন কল চালনের জন্য ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি যে সকল বেশী বেতনের কর্ম্মচারী ও কল চালাইবার লোক আবশ্যক হইবে, তাঁহাদের দ্বারাই বড় কলও

চালান যাইতে পারিবে। সুতরাং অতিরিক্ত চিনি যাহা হইবে, তাহাতে লাভের অংশ বৃদ্ধি পাইবে। সেই কারণে দৈনিক ২৮০ মণ চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, রঙ্গপুরে সেইরূপ একটী কলই স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সমবেত চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন। কার্য্যের সুবিধার জন্য কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, উলিপুর এবং রঙ্গপুর সদরে কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং অন্যান্য জেলাতেও ঐরূপ কমিটি গঠনের চেষ্টা হইতেছে।

অংশীর নাম রেজেষ্টারী করা—যখন দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণ মূলধন উঠিবার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। তখন কোম্পানি রেজেষ্টারী করা হইবে ও টাকা আদায় করা যাইবে। আশা করি, স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই এই কার্য্যে যোগদান করিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত ও ধন বৃদ্ধির সোপান নির্ম্মাণের সহায়তা করিবেন।

সেক্রেটারী,

শ্রীরাধারমণ মজুমদার,

জমিদার, রঙ্গপুর।

☞ যিনি যত অংশ লইবার ইচ্ছা করেন, একখানি পোষ্ট কার্ডে সেক্রেটারীর নামে পত্র লিখিয়া জানাইতে হইবে।

অশ্ব।

—:*:—

অশ্বেরা পঁচিশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে; বত্রিশোর্দ্ধে প্রায় কোন অশ্বকে জীবিত থাকিতে দেখা যায় না। পরন্তু এই বত্রিশের ভিতর অশ্ব-জীবন চারি কালে বিভক্ত; যথা—১ হইতে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের বাল্যকাল; ৫ হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের যৌবন কাল; ৯ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের প্রৌঢ়কাল; এবং ২১ হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের বৃদ্ধ বা জরাকাল কহে।

অশ্বগণের বয়স তাহাদের দন্ত দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। যখন অশ্বগণ জন্মে, তখন তাহাদের মুখের ভিতর, সম্মুখের দিকে আদৌ দন্ত হয় না;

কেবল দুই পার্শ্বে দুইটি "কসের দাঁত" বা দুইটি পেষণদন্ত বা দুইটী মাড়ির দাঁত হইয়া থাকে। তাহার পর এক বৎসর বয়সে ৪টি এবং দুই বৎসরে ৬টি পেষণ-দন্ত উঠিয়া অশ্বের অস্থায়ী দন্ত অর্থাৎ "দুধেদাঁত" বা যে দন্ত উঠিয়া পড়িয়া যায়, সেই দন্ত উঠা রহিত হয়। তৎপরে তৃতীয় বৎসরে ৪টি ছেদনদন্ত উঠে এবং পড়ে। পরন্তু অশ্বের ২০টি পেষণদন্ত থাকিলে তাহার বয়ক্রম পাঁচ বৎসর এইরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে। ভাল বুঝিলাম না, অশ্বের দন্ত গণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। "দাঁত দেখি তোর বয়স কত?" এ প্রবাদ-বাক্যটী অশ্বের প্রতি প্রযুজ্য দেখিতেছি যে! বিশেষতঃ উহাঁদের পেষণদন্ত অধিক বলিয়া "ঘোড়ার কামড়" ছাড়ান দায়! যাহা হউক, অন্য উপায়ে বয়স নির্ণয় হয় কি? হয়— ঐ দাঁতেই হয়, অথচ খুব সহজে বুঝা যায়। তাহা এই যে—১ হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত উহাদের দন্তের বর্ণ কৃষ্ণাভ; ৯ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহাদের দন্ত পীতাভযুক্ত; ১৪ বৎসর বয়সে উহাদের দাঁত-গুলি শ্বেতবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। ১৬ বৎসর বয়সে উহাদের দাঁতগুলি কাচের মত শুভ্র হয়, ১৭ বৎসর বয়সে দন্তগুলি আবার কৃষ্ণাভ হইতে আরম্ভ হয়। ২৪ বৎসর বয়সে দন্তগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘ হইয়া ২৫ বৎসর বয়সে দন্তগুলি নড়িতে থাকে। ২৯ বৎসর বয়সে অশ্বের সমস্ত দন্ত পড়িয়া যায়।

যৌবন কালে অশ্বেরা অসুস্থ না হইলে পরিশ্রমে কাতর হয় না, বরং সে সময় ইহারা নানা রঙ্গে ভঙ্গে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক চলিয়া থাকে। পরন্তু ইহাদের অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক দৌড়ান বিশেষকে "চাল" কহে। অশ্বের চাল পাঁচ প্রকার;—যথা, রপট, ছাড়তক, দুলকি, কদম এবং কুদনা। লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক অতিবেগে গমনের নাম "রপট"। লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মধ্যম বেগে গমনের নাম "ছাড়তক"। সর্ব্ব-শরীর দুলাইয়া চলিলে, তাহাকে "দুলকি চাল" কহে। পরন্তু পশ্চাতের পদদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক অতিবেগে ধাবিত হইলে, তাহাকে "কুদনা চাল" বলে। অপিচ, কদম চাল চারি প্রকার। সে চারিটীর নাম,— সাগাম, ইয়োরগা, আরিয়া, এবং রহোয়াল। যদি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া, বারিপূর্ণ-পাত্র হস্তে করিয়া অশ্বকে চালান যায় এবং সেই অশ্ব দ্রুতগতিতে চলিতে আরম্ভ করিলে যদি পাত্রস্থিত বারি-ভূমিতে না পতিত হয়, তাহা হইলে সেই অশ্বগতিকে "সাগাম" বলে। যখন অশ্ব অগ্রভাগের পাদদ্বয় উন্নত করিয়া, পশ্চাতের পাদ-

য়া বিঘূর্ণিত করত গমন করে, তখন তাহাকে "ইয়োরগা" চাল বলে। অশ্ব যদি পদচতুষ্টয় ঠিক এক নিয়মে বিক্ষেপিত করে, তবে তাহাকে "রহোয়াল" চাল কহে। অশ্ব অত্যন্ত উন্নত মস্তকে গমন করিলে, তাহার চলনকে "আরিয়া" চাল বলে। গাড়িটানা অশ্বের চাল বুঝা বড়ই কঠিন। অশ্বের চাল গুলি মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইলে সার্কাসের অশ্বগুলির গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই ইহা সহজেই নির্ণীত হইয়া যাইবে। পরন্তু অধিকাংশ স্থলে সার্কাসের কর্ত্তৃপক্ষ অভিনেতারা অশ্বের চালগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া থাকেন; কিন্তু সাধারণে ইহা বুঝে না। অপিচ তাঁহারা যে নিয়মে অশ্বকে কষাঘাত করেন, সে নিয়ম সাধারণে দেখিয়া আইসেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী কিছুই বুঝিয়া আইসেন না। আমরা সার্কাস দেখিয়া অশ্বকে কষাঘাত করিবার বিষয়ে এই বুঝিয়াছি যে,—

অশ্ব ক্রোধ প্রকাশ করিলে, বক্ষঃস্থলে; বল প্রকাশ করিলে জানুদ্বয়ে; উচ্ছৃঙ্খল বা হতবুদ্ধি হইলে উদরে; ভয় পাইলে পশ্চাদ্ভাগে ও কুপথের দিকে ধাবিত হইলে মুখে কষাঘাত করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহাই অশ্বস্বভাবানুযায়িক কষাঘাত, অতএব ইহাই শাস্ত্র-সম্মত।

দুইটি অশ্বের বল ১৫ জন মানুষের সমান।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

দ্বিতীয় অধ্যায়—ইক্ষুর জমি।

কোন্ জমি ইক্ষুর পক্ষে প্রকৃষ্ট, কোন্ জমি নিকৃষ্ট, এ কথার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। এক জাতীয় ইক্ষু যখন জলা জমিতে ভাল জন্মে, অন্য প্রকার ইক্ষু (রাটী, কাটারী, পুরী, খড়ি প্রভৃতি) যখন 'রেঢ়ো' বা অনুর্ব্বর, বালুকাময়, প্রস্তরময়, লোহিতবর্ণের উচ্চ ও নীরস জমিতে ভাল

জন্মে, এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষুর পক্ষে যখন দোয়াঁশ মাটী, যাহাতে কর্দ্দমের ভাগ অধিক, অথচ যেখানে জল দাঁড়ায় না, কিন্তু জলাধারের নিকটবর্ত্তী, এরূপ মাটী ভাল, তখন কিরূপে বলা যায়, ঠিক অমুক মাটীই ইক্ষুর পক্ষে ভাল? আবার দেখিতে পাই, বঙ্গদেশের সকল প্রকার মাটিতেই ইক্ষু উত্তম জন্মিতেছে,—কোথাও এক প্রকার, কোথাও বা অন্য প্রকার। কিন্তু যখন সকল প্রকার মাটীতেই ইক্ষু ভালরূপ জন্মিতেছে, তখন এই কথাই স্বীকার্য্য, যেরূপ জমিতে আর পাঁচ রকম ফসল হয়, সেইরূপ জমি ইক্ষুরও পক্ষে উপযুক্ত। তবে জমি যত উর্ব্বরা হয়, ততই ভাল, অর্থাৎ, অন্যান্য পাঁচ রকম গাছ যেখানে সতেজে জন্মিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইস্থানে ইক্ষুও সতেজে জন্মিবে অনুমান করা সঙ্গত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশের মৃত্তিকা 'নূতন পলি'; পশ্চিমের কিছুদুর ও উত্তরের জমি 'পুরাতন পলি'; ছোটনাগপুর প্রদেশের জমি 'প্রাচীন ও প্রস্তরময়', এবং কটক হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত একটা 'রেঢ়ো' জমির দাঁড়া চলিয়া গিয়াছে। এই পাঁচ প্রকার জমিতেই ইক্ষু উত্তম জন্মিতে দেখা যায়; তবে শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষু পুরাতন ও নূতন পলির (old and new alluvia) সঙ্গমস্থলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। এ কারণ মুরশিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার স্থানে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ইক্ষুর জমি দেখিতে পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় স্থানে স্থানে এক প্রকার চিকণ, বালুকাময়, লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়; উহা ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল জমি নদীর ধারে হইলে আরও ভাল হয়। বঙ্গদেশের যে যে জেলায় অধিক পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, সেই সেই জেলা সম্বন্ধে একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

ক্রমিক স্থান	জেলা	কত জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়	আবাদীজমির শতকরা কত পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়	জমির অবস্থা
১ম	রঙ্গপুর	৯৬,৫০০ একার	৪-৯৫	পুরাতন ও নূতন পলি
২য়	দ্বারভাঙ্গা	৭২,৯০০ ,,	৩-০৭	পুরাতন
৩য়	পাবনা	৬৬,০০০ ,,	৪-১৬	নূতন

৪র্থ	ভাগলপুর	৬৩,৭০০ একার	২-৩০	পুরাতন ও নূতন পলি
৫ম	মানভূম	৫৩,০০০ ,,	৬-৫৭	রেঢ়ো প্রস্তরময় ,,
৬ষ্ঠ	সারণ	৫২,০০০ ,,	২-৮৭	পুরাতন ,,
৭ম	ফরিদপুর	৪০,০০০ ,,	২-৮৩	নূতন ,,
৮ম	ময়মনসিং	৩৩,৯০০ ,,	১-০৯	নূতন ,,
৯ম	হাজারিবাগ	৩২,১০০ ,,	১-৪৯	প্রস্তরময় ও প্রাচীন ,,
১০ম	সাহাবাদ	২৯,৪০০ ,,	১-৬২	পুরাতন ,,
১১শ	ঢাকা	২৭,৮০০ ,,	২-১১	নূতন ,,
১২শ	গয়া	২৭,০০০ ,,	১-২৪	পুরাতন পলি ও প্রস্তরময়
১৩শ	দিনাজপুর	২৭,০০০ ,,	১-৫৬	পুরাতন ও নূতন পলি
১৪শ	মজঃফরপুর	২৪,০০০ ,,	১-০৬	পুরাতন ,,
১৫শ	বর্দ্ধমান	২১,৮০০ ,,	১-৫৯	নূতন ও পুরাতন ,,
১৬শ	বাখরগঞ্জ	২০,৫০০ ,,	১-৪২	নূতন ,,

৮। সমগ্র বঙ্গদেশে ৮৬০,২০০ একার জমি এবং সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে ২,৮০০,০০০ একার জমি, ইক্ষুর চাষে নিয়োজিত, এইরূপ গণনা করা হইয়াছে।

৯। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া জমি নির্ব্বাচন করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে একটী সঙ্কেত জানিয়া রাখা ভাল। যে জমিতে অস্থি-সারের (ফস্ফরাসের) অংশ অধিক, সেই জমি ইক্ষুর জন্য নির্ব্বাচন করা ভাল। শতকরা .১ ভাগ অস্থিসার জমিতে আছে, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা যদি ইহা স্থির হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, জমি অস্থিসার সম্বন্ধে বিশেষ উর্ব্বরা। শতকরা .০৫ হইতে .১ পর্য্যন্ত ভাগ অস্থিসার থাকিলেও ইক্ষুর চাষ চলিতে পারে। অস্থিসার ইক্ষু-চাষের জন্য যে কত উপকারক, ইহা ভারতবর্ষ হইতে মরীচি দ্বীপে হাড়ের ও হাড়ের গুঁড়ার রপ্তানী দ্বারাই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অস্থিসার জমিতে যদি কম থাকে, অর্থাৎ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা যদি শতকরা .০৫ অপেক্ষাও কম আছে দেখা যায়, তাহা হইলে জমিতে সার প্রয়োগ দ্বারা জমির এই অভাব দূর করা কর্ত্তব্য। ইক্ষু-চাষের জন্য যে সকল সার এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ খোল, গোবর, নীলসিটি ইত্যাদি, ঐ সকলে অল্প বিস্তর পরিমাণে অর্থাৎ, শতকরা .৫ হইতে .৬ পর্য্যন্ত অস্থি-সার থাকে; কিন্তু যে পরি-

মাণ সার ব্যবহার করা যায়, উহা জমির পরিমাণের সহিত কিছুই নহে; অর্থাৎ এক বিঘা জমি এক ইঞ্চি পরিমাণ যদি চাঁচিয়া লইয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে উহার ওজন প্রায় ১,০০০ মণ হইল দেখা যাইবে; এমন স্থলে ৫, ৭ বা ২০ মণ সার ব্যবহার করিবার দ্বারা এক ফুট জমির অস্থিসারের পরিমাণ বৃদ্ধি অতি সামান্যই হইয়া থাকে। একারণ অতি সামান্য পরিমাণে অস্থি-সার বৃদ্ধি করিতে গেলেও ৫।৮ মণ অস্থি-সারময় কোন দ্রব্য সাররূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হাড়েতে শতকরা ২০ ভাগেরও অধিক অস্থিসার আছে। কিন্তু হাড় বা হাড়ের গুঁড়া স্পর্শ করাতে অনেকের বাধা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। হাড় গো-ভাগাড়ে ও ক্ষেতে পড়িয়া থাকে, সেও ভাল, তথাপি সংগৃহীত হইয়া যে বিদেশে চলিয়া যায়, সে ভাল নহে। এপেটাইট্ নামক এক প্রকার প্রস্তরের মধ্যে হাড়ের দ্বিগুণ অস্থিসার আছে। এই প্রস্তর ভূরি পরিমাণে হাজারিবাগের অভ্র খনিতে পাওয়া যাইতেছে। এপেটাইটের গুঁড়া বিঘাপ্রতি ৫।৭ মণ করিয়া ছিটাইয়া দিতে পারিলে অস্থিসার সম্বন্ধে জমির উর্ব্বরতা বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। তবে যে জমিতে শতকরা .০৫ ভাগের অধিক অস্থিসার আছে, সে জমিতে হাড়ের গুঁড়া বা এপেটাইটের গুঁড়া ছিটাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। পাঁচ বৎসর অন্তর একবার করিয়া এপেটাইট্ ছিটাইয়া অন্যান্য সার যেমন ব্যবহার করা নিয়ম আছে, সেইরূপ করাই ভাল। কলিকাতার ইউইং কোম্পানী (Messrs Ewing & Co.) এপেটাইট্ প্রস্তর দুই টাকা মণ দরে এবং গুঁড়া এপেটাইট্ তিন টাকা মণ দরে বিক্রয় করেন।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায়।

ইনি ১২৪৮ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খুরিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৩০৭ সালের ২৯ শে অগ্রহায়ণ ৺কাশীধামে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার কর্ম্মময় জীবন ৫৯ বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

ইঁহার পিতা ৺যশোরচন্দ্র রায় স্বধর্ম্ম-নিরত নিষ্ঠাবান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ।

পার্ব্বতীচরণ অতি শৈশবেই পিতৃহীন হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কালীচরণ রায়ও তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন। জননী বালকদ্বয় লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন, এবং কতিপয় দিবস কায়ক্লেশে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া অন্যত্রগ্রামে চলিয়া যান। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় অনন্যোপায় হইয়া বাটিকা-বাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পার্ব্বতীচরণ সামান্য বাঙ্গালা কেতাবতী লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া-ছিলেন—অন্য কোন ভাষায় তাঁহার বর্ণজ্ঞানও ছিল না। তিনি বাল্য-কালেই তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন; যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার বুদ্ধি শতমুখে প্রধাবিত হইত। শৈশব হইতেই তাঁহার চরিত্র অতীব নির্ম্মল ছিল। কুৎসিত আমোদ প্রমোদ ও নেশাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; আমোদের মধ্যে গান বাজনা ভালবাসিতেন। তিনি এই প্রবন্ধলেখকের পিতার সঙ্গে সখের যাত্রার দলে ছোকরা সাজিয়া গান করিতেন।

পার্ব্বতীচরণ মাতুলালয়ে থাকিয়া কাশিমপুর-নীলকুঠীর নায়েব ৺নবকৃষ্ণ ঘোষের নিকট কাজকর্ম্ম শিখিয়াছিলেন। পরে উক্ত কুঠীর পরবর্ত্তী নায়েব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট মোহরার পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু কিছুকাল পরেই ফরিদপুরের মোক্তার ৺রামনাথ লস্করের মোহরার হন। বলা বাহুল্য, উভয়ের বাসাতেই তাঁহাকে রন্ধন করিতে হইত; এজন্য দীর্ঘকাল উক্ত কার্য্যে থাকিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি হবিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম আহাদ চৌধুরীর বাটীতে ২॥৹ টাকা বেতনে গোমস্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার সংসার-যাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত না। ইতোমধ্যে তাঁহার পৈত্রিক বাটী নদীসাৎ হইলে, মাতুলের পরামর্শে কবিরাজপুর গ্রামে জ্ঞাতিবর্গের নিকট বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। এই স্থানে এখনও তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা বিরাজমান।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় সামান্য কর্ম্ম করিতেন। তিনি দেশে পার্ব্বতীচরণের কাজকর্ম্মের সুবিধা না দেখিয়া, তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তখন পার্ব্বতীচরণের বয়স ২০।২১ বৎসরের অধিক নহে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া সামান্যরূপ লবণের দালালি আরম্ভ করেন। ইহাই তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। তিনি যদি কলিকাতায় না আসিয়া

দেশে চাকুরী করিতেন, তাহা হইলে আজন্ম তাঁহাকে দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। দালালিকার্য্যে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দালালির সহিত নিজে লবণ খরিদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিজের টাকা না থাকায় সঙ্গে সঙ্গে কোন মহাজনের নিকট উক্ত লবণ বিক্রয় করিয়া বিক্রেতার দেনা পরিশোধ করিতেন। এইরূপে তিনি ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এ পর্য্যন্ত তিনি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। অতঃপর হাটখোলায় হরচন্দ্র মল্লিকের লেনে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিলাত হইতে নিজ নামে লবণ ইণ্ডেন্ট্ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। লবণের মাশুল কমিয়া যাওয়ায়, ১৮৮৫ সালে পার্ব্বতীচরণের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়। এই সময়ে মজুত ও বিলাত হইতে প্রেরিত ১১ লক্ষ মণ লবণ বিক্রয় করিয়া একদিনে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা লাভ হয়; খরচাদি বাদে নিজ অংশে তিনি রোক ৬ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। "আশাতীত টাকা পাইয়া গরীব বামুনের সর্দ্দি গর্ম্মি হইল কিনা" জানিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। যাহা হউক, টাকা পাওয়ার পর তাঁহার মানসিক ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই,—তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া অনুমান করিতে পারিত না। উক্ত টাকা প্রাপ্তির পর তিনি হাটখোলার নূতন বাটী ত্রিতলে পরিণত করিয়া বহুমূল্য প্রস্তরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এইবার তিনি নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। লবণ ব্যতীত পাট, চাউল ও রবিশস্যের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি হাটখোলায় গদি এবং চিৎপুর ও উল্টাডিঙ্গিতে আড়ত নির্দ্দিষ্ট করেন। কলিকাতা ভিন্ন ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে কারবার আরম্ভ করিলেন। এই সকল কারবারে জলের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল।

এখন হইতে জমিদারীর দিকে তাঁহার ঝোঁক হইল। তিনি নিলামে ও খোসকোবালা দ্বারা অনেক জমিদারীস্বত্ব খরিদ করেন। হরিগঞ্জের জমিদারদিগকে তিনি অনেক টাকা কর্জ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে [illegible] হাজার মূল্যে টাকার জন্য ৺গোলাম গফুর চৌধুরীর ।৴৫ আনী অংশ গ্রহণ করেন। জমিদার হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ফৌজদারীর পক্ষপাতী ছিলেন না [illegible] সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।

পার্ব্বতীচরণ অদৃষ্টবাদী ছিলেন। যে আরিয়ল খাঁ নদীতে তাঁহার পৈতৃক বাটী উদরসাৎ হইয়াছিল, সেই নদীরই নাতিদূরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, নদীর নিকট এত টাকা ব্যয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করা কি সঙ্গত?" তিনি ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন "স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আমি এইরূপ ধনী হইব। সৌভাগ্যবলেই এই সম্পত্তি হইয়াছে। যতদিন আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন থাকিবেন, ততদিন আমার সম্পত্তির ধ্বংস নাই; কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে, নদী দিয়া কেন, যে কোন প্রকারে আমার যথাসর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইতে পারে।" ফলতঃ তিনি যে অদৃষ্টবান্ পুরুষ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই—তিনি যাহাতে হাত দিতেন, তাহাতেই লাভ হইত। জালালপুরের জমিদারী ক্রয় করিয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও দখল করিতে পারেন নাই; কিন্তু পার্ব্বতীচরণ সেই লক্ষ টাকার জমিদারী ২৫ হাজার মাত্র টাকায় নিলামে খরিদ করেন এবং মহলে উপস্থিত হইবামাত্র প্রজাগণ তাঁহার বশীভূত হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে অদৃষ্টবাদী হইলেও তিনি পুরুষকারের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই উদ্যোগী, শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। যৌবনে ঐ সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল; ঐ সকল গুণেই তিনি দরিদ্র হইয়াও লক্ষপতি। তিনি দয়ায় কুসুম অপেক্ষা সুকোমল হইলেও, কর্ত্তব্যে বজ্র অপেক্ষাও কঠোর ছিলেন। তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধির তুলনা হয় না। কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যথেষ্ট লাভ হইবে, তাহা তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন; নতুবা ১১ লক্ষ মণ লবণ ইণ্ডেণ্ট্ করিতে স্বল্পবিত্ত দালাল পার্ব্বতীচরণের কি সাহস হইত? তিনি কি ভাবেন নাই যে, লবণের দর।০ আনা করিয়া কমিয়া গেলে, তাঁহার কি দুর্দ্দশা হইবে? বস্তুতঃ সাহস ও বিশ্বাস না থাকিলে বাণিজ্য করা চলে না। যাহারা 'পাছে ক্ষতি হয়' এই ভাবিয়া নূতন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করেন, 'বাণিজ্যে লাভ' তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

পার্ব্বতীচরণ আজীবন সহাস্যবদন, অমায়িক, উদারপ্রকৃতি, সদাশয়, মহাপ্রাণ, এবং ক্ষমাশীল। অধীন কর্ম্মচারীদিগকে তিনি স্নেহের চক্ষুতে দেখিতেন; গুরুতর অপরাধ করিলেও, তাহাদিগকে অভিযুক্ত বা পদচ্যুত করিতেন না—বরং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন। একবার তাঁহার

একজন কর্ম্মচারীর বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে কর্ম্মচারীর আত্মীয় (ঢাকা-ভাঙ্গে লক্ষপতি পার্ব্বতীচরণ উক্ত কর্ম্মচারীর একটী আত্মীয় শিশুকে সঙ্গে লইয়া সামান্যবেশে বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞাতিবর্গ ও আত্মীয়গণের প্রতি বড়ই অনুকূল ছিলেন—তাঁহারাই তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁহারা তহবিল তছরূপ করিলে, কেহ যদি তাঁহাদের অপরাধের কথা উল্লেখ করিত, তবে তিনি বলিতেন "উহারা খাইতে না পাইলে, আমাকেই ত দিতে হইবে, তা না হয়ত স্বহস্তেই নিয়াছে।" তিনি কাহারও প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। এই সকল গুণে তিনি মহাজন-সমাজের বরণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার নিকট লক্ষাধিক টাকার ঋণী ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি নাই; তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়া গেলেন "কাহাকেও এক কপর্দ্দক দিতে হইবে না।" সংসারে কয়জন লোকে এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে পারে?

পার্ব্বতীচরণ দরিদ্রের সন্তান; বাল্যে কষ্টে সৃষ্টে দিনান্তে তাঁহার আহার জুটিত। তিনি স্বীয় দুরবস্থার কথা ইহজীবনে বিস্মৃত হন নাই; তাই তিনি দরিদ্রের ব্যথা বুঝিতেন—দরিদ্রের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট দুঃখের কথা জানাইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। তিনি অন্নদানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অন্নছত্র খুলিয়া তিনি বহুলোকের জীবন-রক্ষা করিয়াছিলেন। যাহারা নানাকারণে স্বয়ং আসিতে পারিত না, তাহাদের জন্য চাউল পাঠাইয়া দিতেন। সেই হইতে তাঁহার বাটীতে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিনি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে এতই ব্যয় করিতেন যে, ক্রোর টাকা উপার্জ্জন করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে ৬।৭ লক্ষ টাকার অধিক সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। হাটখোলার বাটী প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া চারিটী কন্যাকে কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। ৺শারদীয় পূজায় প্রতি বৎসর বহুতর টাকা ব্যয় করিতেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি নবরত্ন-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং দেবকার্য্য যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া

গিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও একদিনের জন্য সন্ধ্যাহ্নিক বিস্মৃত হন নাই।

পার্ব্বতীচরণ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপক পণ্ডিত রাখিয়া শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণ, অথচ ব্রাহ্মণের পদরজোগ্রহণে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদায়ের জন্য প্রতিবৎসর দুই হাজার টাকা ব্যয় করিতেন—এখনও অনেক অধ্যাপক-পণ্ডিতের বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি বাটীতে চতুষ্পাঠী ও ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের পরম হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

পার্ব্বতীচরণের চারি কন্যা ও দুই পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণদাস কৃতবিদ্য; কনিষ্ঠ আশুতোষের পাঠ্যাবস্থা। আশা করি, ইহাঁরা ক্ষণজন্মা পিতার নাম উজ্জ্বল করিবেন।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।

"পড়েয়া লেনী, ভৈঁস ঘেলৌনী।"

ইহা একটী হিন্দুস্থানী প্রবচন বিশেষ। বিগত শ্রাবণ মাসের এলাহাবাদস্থ "প্রবাসী" 'ফাও' সম্বন্ধে একটী সংবাদ দিয়াছেন। তাহা হইতেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ক্রয় বিক্রয়ের সময় অল্প দ্রব্য হইলে, যে দ্রব্য লওয়া যায়, বিনামূল্যে তাহার কিছু পাওয়া যায়, আর দ্রব্য অধিক হইলে এবং মহাজনদিগের নিকটে লইলে "ছুট্" ইত্যাদি বলিয়াও বিনামূল্যে যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই "ফাও" বলা হয়। হিন্দুস্থানে ইহাকে "ঘেলৌনী" বা "ঘেলুয়া" বলে। এইরূপ ফাও দেওয়া এবং লওয়ার প্রথা থাকায় এদেশে অনেক জিনিসের "শ" একশতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমের "শ" ১২০ টিতে, বাঁশের শ ১১০টাতে; তরমুজের শ ১৩০টীতে হয়। কিন্তু ইহা

যে "ফাওয়ের" ... হইয়াছে, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না; কারণ দেশ বিশেষে ওজনের তারতম্য চিরকাল পৃথিবীতে রহিয়াছে। কাঁচী, পাকী, ৬০ শিক্কা ৮০ শিক্কা প্রভৃতি অনেক ... ম ওজন আছে, এ জন্যই "শ"তেও ইত ... শয ঘটে,—ইহা কোন ... ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের মত। যাহা ... -সংসৃষ্ট একটী প্রব ... র পরপারস্থিত ... স্থানে এইরূপ প্রচলিত আ ... (এলাহাবা ... রংপুরের ভবাচন্দ্র ... সিতে) "হর বোং" ন ... ইি ... মত! পরন্তু এই মহাপুরুষ সম্বন্ধেও একটী প্রবচন আছে,—

"অন্ধের নগরী বেবুঝ রাজা।
টকা সের ভাজী, টকা সের থাজা।।"

অর্থাৎ নগরী অন্যায় পূর্ণ, রাজা নির্ব্বোধ; ভাজী ও থাজা উভয়ই পয়সা সের বিক্রয় অর্থাৎ মুড়ি-মিছরির সমান দর,—সবাই স্বাধীন! মুটে ও বাবু একদরে বিক্রয় হয়। যাহা হউক, এখন ফাও বা ঘেলোনীর গল্পটা বলি। এই রাজার রাজ্যে একজন একটা মহিষের বাছুর ক্রয় করিয়া, বিক্রেতাকে বলিল "আমাকে ফাও দাও।" বিক্রেতা রাজী না হওয়ায়, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই রাজার নিকট গেল। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন "হাঁ, হাঁ, অবশ্য, অবশ্য; ঘেলোনী দিতে হইবে বই কি! ঘেলোনী ব্যতিরেকে জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের কথা আমি কখনও শুনি নাই। তোমার আর কোন পশু নাই?" বিক্রেতা বলিল, "কেবল এই বাছুরটীর মা আছে।" "তবে ঐ বাছুরের মা-টিকেই ঘেলোনী স্বরূপ দাও; কারণ পুরাতন রীতি ভঙ্গ করা উচিত নয়।" এই কথা হইতেই "পড়েয়া (অর্থাৎ বাছুর) লেনী (লইলে) ভৈঁস্ ঘেলোনী।"

.ন পরীক্ষিত হইবে,

...চেছে, দার্জ্জিলিং পর্ব্বতে না।

জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর যথাসম্ভব ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

পক্ষীর পালক হইতে কাপড় প্রস্তুত হইবে, তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। বলা হইতেছে, দুই তোলা পালকে এক বর্গগজ বস্ত্র প্রস্তুত হইবে।

টেলিগ্রাফের তার ক্রমেই বাড়িতেছে এবং বাড়িবে। পূর্ব্বে জল ও স্থলে সমগ্র জগতে ১১ লক্ষ ১ হাজার মাইল তার ছিল। এখন তাহার স্থলে ৪০ লক্ষ মাইল হইয়াছে।

শিবসাগর প্রদেশে অনেক গ্রামেই গোলমরিচের চাষ হয়। কলিকাতায় সচরাচর শিবসাগরের মরিচ পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের আসামের কৃষিক্ষেত্রে ইহার চাষ কয়েক বৎসর চলিতেছে, ফল ভাল হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তৎপ্রদেশের সর্ব্বত্রই যাহাতে মরিচের চাষ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন।

য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর মধ্যে ৪৬১ প্রকার ভাষার বিষয় আমরা জানিয়াছি, ইহা ভিন্ন আরও ভাষা থাকিতে পারে।

আইসাক্ পিটম্যান নামক এক সাহেব সর্ব্ব প্রথম ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

বলুন দেখি, এক একটা সমুদ্র কত বড়? প্রশান্ত মহাসাগরের পরিমাণফল ৮ কোটী ৭০ লক্ষ বর্গমাইল; আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর ২ কোটী ৫০ লক্ষ এবং ভূমধ্য সাগরের পরিমাণফল ২০ লক্ষ বর্গমাইল, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

ম্যাক্সিম কামান আবিষ্কার করেন, হীরাম নামক এক সাহেব। ইহার ভ্রাতা সামুয়েল সাহেব একরূপ ইস্পাৎ প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা ছুরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিলে, সে ছুরী দ্বারা লৌহ-দ্রব্য পর্য্যন্ত কাটা চলিবে।

১ম বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩০৮। [৯ম সংখ্যা।

THE MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে
শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

৩য়—পোলারিস্কোপ্ যন্ত্র দ্বারা কোন্ ইক্ষুদণ্ডের রসে কি পরিমাণ শর্করা আছে, ইহা নির্ণয় করিয়া লইয়া, উপযুক্ত দণ্ড নির্ব্বাচিত করিয়া, বীজ্ রূপে ব্যবহার করা উচিত।

৪র্থ—সুপক, অবিকৃত, সুঠাম দণ্ড বীজরূপে ব্যবহৃত করিয়া, সুনিয়মে কৃষিকার্য্য করা কর্ত্তব্য।

১১। এই অধ্যায়ে কেবল বীজ হইতে কিরূপে ইক্ষুর গাছ জন্মান যাইতে পারে, তাহাই বিবৃত হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রে কখন কখন দেখা যায়, দুই একটা গাছে 'শেঁট্টা' বাহির হইয়া উহাতে বীজ ধরিয়া রহিয়াছে। কোন জাতীয় ইক্ষুর বীজশীর্ষ অধিক পরিমাণ হইয়া থাকে, কোন জাতির অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে, এবং সাধারণতঃ ইক্ষুগাছে বীজশীর্ষ আদৌ জন্মে না। যে জাতীয় ইক্ষুর বীজশীর্ষ সহজেই নির্গত হয়, এবং যাহা বীজ হইতেই জন্মাইবার নিয়ম, তাহাকে 'উড়ি আক' কহে। যে যে জাতীয় ইক্ষুর বীজ-শীর্ষ দেখা যায় না, সে সে জাতীয় ইক্ষুও অধিক অন্তর অন্তর লাগাইলে উহাতে দুই একটা বীজশীর্ষ নির্গত হয়। আমাদের দেশে যেমন দেড় হাত অন্তর ইক্ষু লাগাইবার নিয়ম আছে, অন্যান্য দেশে এতাদৃশ নিকট নিকট ইক্ষুশ্রেণী লাগাইবার নিয়ম নাই। মরীচি দ্বীপে ৪॥০ ফুট অন্তর এবং ষ্ট্রেট্‌-সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ ও ফিজি দ্বীপে ছয় ফুট অন্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ইক্ষুর কলম লাগান নিয়ম। ইহাতে গাছগুলি অধিক রৌদ্র ও বায়ু পাইয়া স্বাভাবিক নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া, বীজবান্ হইতে সক্ষম হয়। তবে কোন কোন্ জাতীয় ইক্ষুর বীজের উৎ-পাদিকা শক্তি অধিক, কোন কোন জাতীয় ইক্ষুর বীজের উৎপাদিকা শক্তি নিতান্ত হীন। আবার বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে উহা হইতে গাছ বাহির হইবে, এরূপ কোন কথা নাই।

১২। বীজশীর্ষ বাহির হইলে, উহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকটী নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইক্ষুর বীজ পাকিলেই সহজে বায়ুযোগে উড়িয়া যায়। বীজ গুলি পাকিয়াছে অথচ উড়িয়া যায় নাই, এরূপ অবস্থায় বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, কিছু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। বীজশীর্ষের নিম্নস্থ পত্রটী যখন শুকাইতে আরম্ভ করে, তখনই বুঝিতে হইবে বীজ পাকিয়াছে, আর অধিক পাকিবার আবশ্যকতা নাই। বীজশীর্ষটী কাটিয়া লইয়া উহার সূক্ষ্ম প্রশাখাগুলি বীজসহ বপন করিতে হয়। যে মৃত্তিকাতে বীজ বপন করা যাইবে, উহা প্রধানতঃ বালুকাময় হওয়া আবশ্যক, অথচ কিছু কর্দ-

মের ভাগ থাকাও চাই। এইরূপ মৃত্তিকার সহিত পুরাতন পচা গোময় মিশ্রিত করিয়া অনতিগভীর বাক্সের মধ্যে এই মৃত্তিকা দিয়া উহার উপর বীজের সূক্ষ্ম প্রশাখাগুলি শায়িত ভাবে রাখিতে হইবে। মৃত্তিকা দ্বারা বীজ ঢাকিলে চলিবে না। বাক্স অনাবৃত স্থানেই রাখিতে হইবে। রৌদ্রাতপ নিবারণের আবশ্যকতা নাই। বীজ বপন কাল হইতে অনবরত মৃত্তিকা যেন সিক্তাবস্থায় থাকে, এই মাত্র দেখা আবশ্যক। শৈত্য রাখিতে হইলে স্থান-বিশেষে ও সময়বিশেষে প্রত্যহ জল ছিটান আবশ্যক হইতে পারে, এবং স্থানবিশেষে ও সময়-বিশেষে সকালে ও বৈকালে দুই বেলাই জলসেচন আবশ্যক হইতে পারে। জলসেচন দ্বারা বীজ গুলি পাছে 'ওলট্ পালট্' হইয়া যায়, একারণ সূক্ষ্মধারাবিশিষ্ট ঝাঁজ্‌রি বা পিচ্‌কারি দ্বারা জল সেচন আবশ্যক। বীজ সংগ্রহের সময় হইতে দেড়মাসের মধ্যে বীজ বপন আবশ্যক। যদি বীজ বপন করিবার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ গুলি অঙ্কুরিত না হয়, তাহা হইলে অনুমান করিতে হইবে, বীজ গুলির অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি লোপ পাইয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে ইক্ষুর চারাগুলি অতি সূক্ষ্ম তৃণের ন্যায় বাহির হইয়া থাকে। চারাগুলি ছয় অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ হইলে বড় বড় গামলায় ঐগুলি উঠাইয়া লাগাইয়া দিতে হয়। এই সকল গামলাতেও পূর্ব্বোক্তরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া, ভরিয়া, পরে চারা লাগান নিয়ম। এই গামলাগুলিও রৌদ্রে থাকিবে এবং ইহার মৃত্তিকাও বরাবর সিক্তাবস্থায় রাখিতে হইবে। পরে যখন গাম্‌লার গাছগুলি প্রায় এক হাত উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন আবার ঐ গুলিকে উঠাইয়া মাঠে যেমন ইক্ষু লাগাইবার নিয়ম আছে, সেইরূপ লাগাইতে হয়। যেরূপ সার দিবার, নিড়াইবার ও জল দিবার নিয়ম আছে, বীজ হইতে উৎপন্ন গাছেও ঠিক সেইরূপে সার দেওয়া, জল সেচন ও নিড়ান কার্য্য চলিবে।

১৩। বীজ হইতে গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলেই যে গাছের উন্নতি হইবে, এমন কোন কথা নাই। যেমন আঁটির আমগাছে সুমিষ্ট ফলও ধরিতে পারে, অম্লরসের ফলও ধরিতে পারে, বীজের ইক্ষু হইতে সেইরূপ সুমিষ্ট স্থূলকায় ইক্ষুদণ্ডও জন্মিতে পারে, অথবা সূক্ষ্ম ও বিস্বাদ ইক্ষুদণ্ডও জন্মিতে পারে। বীজের ইক্ষু আঁটির আম্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রকারের হয়, অর্থাৎ ভাল, মন্দ অনেক প্রকারের গাছ একই প্রকারের গাছের বা একই গাছের বীজ হইতে জন্মে। পরে ভাল গাছ বাছিয়া লইয়া উহার দণ্ড

বীজরূপে ব্যবহার করিলে ভাল একটী জাতি দাঁড়াইয়া যায়। সাধারণ ইক্ষু চাষের জন্ত বীজ ব্যবহার চলিতে পারে না। ভাল ভাল জাতি স্থাপিত করিতে হইলেই বীজ ব্যবহার আবশ্যক। স্থূলদণ্ড দেখিয়া গাছ পক্কাবস্থায় নির্ব্বাচন করিয়া, পরে উহার রসে শর্করার পরিমাণ কত, ইহা পোলারিস্কোপ দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া, ঐ গাছের অবশিষ্ট দণ্ড বীজরূপে ব্যবহৃত করিয়া শ্রেষ্ঠজাতি স্থাপিত করিতে হয়। হাজারের মধ্যে হয় ত দশটা গাছ শ্রেষ্ঠ জাতির প্রসূতি হইবার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অবশিষ্ট গাছগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, এবং এগুলি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

১৪। উচ্চ এবং লোহিত বালুকাময় জমিতে এক জাতীয় গাছ হইতে ফল ভাল হইল বলিয়া, নিম্ন কৃষ্ণবর্ণ ও কর্দ্দমময় জমিতে সেই জাতীয় গাছ হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে না, এমন কোন কথা নাই। ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকায় ফল ভাল মন্দ হইতে পারে; আবার এমন কোন জাতি দাঁড়াইয়া যাইতে পারে, যাহা সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই সুফল প্রদান করিবে। বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের অবস্থার কথা কিছু বলা যায় না। পরীক্ষা ভিন্ন কখনই ঠিক বলা যায় না, এ জাতি এ জমিতে ভাল হইবে, কি না হইবে। শ্রেষ্ঠ জাতি প্রস্থাপনের পরে উহার কলম নানা শ্রেণীর মৃত্তিকায়, ও নানা দেশে ও নানা অবস্থায় উৎপন্ন করিয়া স্থির করিতে হইবে, কোন্ কোন্ মৃত্তিকার পক্ষে বা অবস্থার পক্ষে এই জাতীয় ইক্ষু বিশেষ উপযোগী। বুর্বন্ জাতীয় ইক্ষু অতি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু লোহিত বালুকাময় উচ্চ স্থানের জন্যই ইহা উপযোগী, নিম্ন কর্দ্দমময় ভূমিতে ইহার ফলন বিঘা প্রতি কেবলমাত্র ৪ মণ গুড়। এই গুড়ে সারভাগ (অর্থাৎ খাঁটি শর্করা) শতকরা ৮৪ ভাগ মাত্র। বার্বেডো দ্বীপে বীজ হইতে উৎপন্ন একটী নূতন জাতীয় ইক্ষু (যাহার নাম আপাততঃ "বি—১৪৭") লোহিত বালুকাময় উচ্চ জমিরও উপযোগী, আবার কর্দ্দমময় নিম্ন জমিরও উপযোগী। উচ্চ লোহিত বর্ণের জমি অপেক্ষা নিম্ন কৃষ্ণবর্ণের জমিতে এই ইক্ষুর 'ফলন' অধিক হয়। উচ্চ লোহিতবর্ণের জমিতেও গড়ে বিঘা প্রতি ২৭।২৮ মণ গুড় এই ইক্ষুর ফলন। 'বি ১৪৭' সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে। কিন্তু এদেশেও বীজ হইতে ইক্ষু উৎপন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ জাতি স্থাপন করিবার পৃথক বন্দোবস্ত হওয়া

কর্ত্তব্য। বিদেশ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া এদেশে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপনের বন্দোবস্ত করিয়া উঠাও দুরূহ, এ কারণ, 'পাটনাই কুসুরল', 'শ্যামসাড়া' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় এদেশীয় ইক্ষুর বীজ উৎপাদনের প্রয়াস পাওয়া এবং সেই বীজ হইতে চারা বাহির করিয়া উপযুক্ত বীজদণ্ড নির্ব্বাচিত করিয়া নূতন জাতি প্রস্থাপিত করা, এদেশেই হওয়া কর্ত্তব্য। নানা পরীক্ষায় মধ্যে এই পরীক্ষা করিতে গেলে অযত্ন হওয়া সম্ভব। ইহার জন্য ইক্ষু পরীক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। তবে গবর্ণমেণ্টই এদেশে এ সকল বন্দোবস্ত করিবেন এবং এদেশের ধনী ব্যক্তিগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন, ইহা সঙ্গত নহে। অবশ্য নীলকর সাহেবেরা এ বিষয়ে যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদের যত্নে এই পরীক্ষা স্থাপিত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু এদেশীয় লোকেদের উদাসীন হইয়া থাকাও ঠিক নহে। সাহেবদের দ্বারা যদি কোন চাষের কার্য্য সুচারুরূপে না চলে, তাহা হইলে যে এ দেশীয় চাষীদের দ্বারাও ঐ চাষের কার্য্য চলিবে না, এ কে বলিতে পারে? চাষীদের উন্নতিকল্পে জমিদারবর্গের দ্বারা আয়োজন হওয়াই বিহিত। বিদেশ হইতে শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুর কলম সংগ্রহ করিয়া এদেশে আনিয়া ফেলা, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন ঘটা সম্ভব নহে। কুইন্সল্যাণ্ডে রাপ্পোএ বা রোস্‌বাম্বু (গোলাপ বাঁশ) নামক যে ইক্ষু জন্মে, উহার ত্বক নিতান্ত কঠিন বলিয়া চাষীরা ঐ জাতীয় ইক্ষু পছন্দ করে। কীট, ব্যাধি বা অন্য কোন উৎপাত এই ইক্ষুতে প্রায় ঘটে না। অথচ ইহা হইতে শর্করার ফলন অত্যন্ত অধিক হয়। টান্না (Tanna) জাতীয় ইক্ষু দৈর্ঘ্যে ও স্থূলতায় অতি শ্রেষ্ঠ। ওটাহিটী চর্ব্ব্যজাতীয় ইক্ষুর অগ্রগণ্য। বীজ হইতে প্রথমেই এই সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় ইক্ষু প্রস্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়—টিক্‌লি কাটা ও হাপর-জাত করা।

কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র, বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত, ইক্ষুকাটা, গুড় প্রস্তুত করা ও কলম লাগান চলিতে পারে। নিম্ন বঙ্গদেশে ফাল্গুন মাসে কলম লাগাইলে গাছের যেরূপ তেজ হয়, অন্য মাসে কলম লাগাইলে সেরূপ তেজ হয় না; তবে খরচ অধিক করিয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ

মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে জল দিয়া যাইতে পারিলে, ফাল্গুন মাসে কলম লাগাইয়া যেরূপ ফল পাওয়া যায়, কার্ত্তিক মাসে কলম লাগাইলেও সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। শীতের সময় গাছগুলির বৃদ্ধি সুচারু-রূপে না হওয়াতে গাঁইটগুলি নিকট নিকট হয়। ফাল্গুন মাসের পরে আবার গাঁইটগুলি অন্তর অন্তর হওয়াতে দণ্ডগুলির উপরিভাগ নিয়মিত রূপেই বর্দ্ধিত হয়। ব্যয়সঙ্কুলান ও নিয়মিত বৃদ্ধি লাভ করিতে হইলে ফাল্গুন মাসেই কলম লাগান শ্রেয়ঃ। তবে ঐ একই সময়ে গুড় প্রস্তুত কার্য্য করিতে হইলে, কুলি মজুর পাওয়ার পক্ষে অসুবিধা হইয়া পড়ে। এক মাসে যে কার্য্য হইতে পারে, সে কার্য্য ৩।৪ মাস ধরিয়া করিতে পারিলে বিস্তৃতভাবে কার্য্য চালাইবার পক্ষে সুবিধা হয়। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে 'আককাটা ও গুড় প্রস্তুত হইতে থাকিবে, এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে কলম লাগান চলিতে থাকিবে, এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে, চারিমাস ধরিয়া আবশ্যকমত কয়েকজন শ্রমজীবী নিযুক্ত রাখিয়া কার্য্য করান যাইতে পারে। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন তিন মাস ধরিয়াই ভাল ভাল দণ্ড বাছিয়া ঐ গুলির অগ্রভাগ হইতে অর্দ্ধহাত পরিমাণ কলম কাটিয়া একটী গর্ত্তের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়া, পরে গুড় প্রস্তুত কার্য্য শেষ করিয়া কলম লাগান আরম্ভ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়া কলম ও চারা বাঁচাইয়া রাখা অপেক্ষা, একটী গর্ত্তের মধ্যে কলম গুলি জল দিয়া অঙ্কুরিত করাইয়া লইয়া, পরে ক্ষেত্রে লাগা-ইলে, অল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কলম গর্ত্তের মধ্যে দুই মাস ধরিয়া রাখিয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইতে হইলে সুনিয়মে কার্য্য করা বিধেয়। অর্দ্ধহাত পরিমিত কলম গুলিতে যেন তিনটি করিয়া অঙ্কুর বা 'চোখ' থাকে। চক্ষুগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া যে অঙ্কুর বাহির হয়, উহা ইক্ষুখণ্ডে সঞ্চিত রস টানিয়া লইয়া পরিপুষ্ট হয়। এ কারণ গাঁইট গুলির যে পার্শ্বে অঙ্কুর থাকে, সেই পার্শ্বে ইক্ষুখণ্ড যাহাতে অধিক পরিমাণে থাকে, কলম কাটিবার সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গাঁইটের অপর পার্শ্বের ইক্ষু-খণ্ড ('পাব্') তৎপরবর্ত্তী অঙ্কুরকে পরিপুষ্ট করে। কলম কাটিবার সময় আগার দিকের পাব্ দীর্ঘ করিয়া এবং গোড়ার দিকের পাব্ খর্ব্ব করিয়া কাটা উচিত। গোড়ার দিকের পাবটী দীর্ঘ রাখাতে কোন লাভ নাই। কেন না, ঐ দিকের প্রথম অঙ্কুর গাঁইটের গোড়ার দিক হইতে

রস না টানিয়া আগার দিক্ হইতে রস টানিয়া পোষিত হয়। ইক্ষুর কলমের অঙ্কুর সম্বন্ধে আর একটী বিষয় জানা আবশ্যক। যদি চারি পাঁচ হাত পরিমাণ দীর্ঘ একখানি ইক্ষুখণ্ড মৃত্তিকা মধ্যে শায়িত ভাবে রাখিয়া নিয়মিত জলসেচন করিয়া উহা হইতে অঙ্কুর বাহির করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, আগার দিকের অঙ্কুরটী প্রথমে বাহির হইবে, পরে তৎপরবর্ত্তী অঙ্কুর বাহির হইবে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকলের গোড়ার দিকের অঙ্কুরটী সর্ব্বশেষে বাহির হইবে। চারি পাঁচ হাত লম্বা ইক্ষুদণ্ড ৬।৭ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যদি মৃত্তিকা-মধ্যে রাখিয়া উহার অঙ্কুর বাহির করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক খণ্ডের আগার দিকের চক্ষুটী প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়া উহা হইতে একই সময়ে গাছ বাহির হইতেছে এবং গোড়ার দিকের চক্ষুটী বা চক্ষু দুইটি ক্রমান্বয়ে পরে পরে বাহির হইতেছে। আগার দিকের চক্ষুগুলি যে অধিক সতেজ এবং গোড়ার দিকের চক্ষুগুলি যে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, ইহা দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হইতেছে না। প্রত্যেক 'চোক্' এক একটী 'পাব' সহ ছোট ছোট টিক্‌লি রূপে যদি পৃথক্ পৃথক্ বসান যায়, তাহা হইলে সকল টিক্‌লি হইতেই একই সময়ে সমান তেজে গাছ বাহির হইবে। যদি প্রত্যেক 'চোক' বাছিয়া লওয়া যায়, এবং চোকের সম্মুখ দিকের 'পাব্' দীর্ঘ করিয়া কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কলমে তিনটী চোক্ না রাখিয়া একটী চোক রাখিলেই চলিতে পারে। কিন্তু দ্রুত কার্য্য করিতে হইলে, প্রত্যেক চোক্‌টী বাছিয়া লওয়া এবং সতর্কতার সহিত গাঁইটের গোড়ার দিকের 'পাব্' খর্ব্ব করিয়া এবং আগার বা সম্মুখের দিকের 'পাব্' দীর্ঘ করিয়া কাটা, ঘটিয়া উঠিতে না পারে। আবার একই মাত্র অঙ্কুরের উপর নির্ভর করিতে গেলে নানা কারণে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে গাছ না জন্মিতেও পারে। উই আছেন, ইন্দুর আছেন, শশক আছেন, অঙ্কুর কাটা পোকা আছেন; এ সমস্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যদি দুই তিনটী অঙ্কুরের মধ্যে শেষে একটী করিয়া গাছ দাঁড়ায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট, এইরূপ ভাবে কলম লাগান উচিত। ইহারই কারণ, তিনটী আন্দাজ চোক্ থাকিয়া যায়, এরূপ ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া কলম বা টিক্‌লি কাটা ভাল। যদি অখাদ্য ডগার দিক্‌টা নষ্ট না করিয়া বীজ-রূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যেন ডগাগুলি ছাড়াইয়া (অর্থাৎ পত্র-বিচ্যুত করিয়া) সর্ব্বোপরিস্থ ভাগটী বাদ দিয়া চারিটী চক্ষু আন্দাজ

অবশিষ্ট থাকে, এরূপে দীর্ঘ করিয়া (অর্থাৎ, একফুট আন্দাজ দীর্ঘ করিয়া) কলম কাটা হয়। খাদ্যাংশ হইতেই বীজ রাখা হউক, আর অখাদ্যাংশ হইতেই বীজ রাখা হউক, বীজের কলম গুলি ৫ ফুট্ লম্বা, ৫ ফুট্ চওড়া ও ৩ ফুট গভীর একটী গর্ত্তের মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। মোটা আঁক্, বিঘা প্রতি ৩ কাহন ও সরু আক্ বিঘা প্রতি ৫ কাহন বীজ হইতে প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যেরূপ গর্ত্তের কথা বলা হইল, এরূপ গর্ত্তে ৩।৪ বিঘা জমির কলম সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। গর্ত্তের নিম্নে এক স্তর ভিজা খড় বিছাইয়া উহার উপর ছাই ছিটাইয়া দিতে হয়; পরে এক থাক কলম বিছাইয়া দিয়া, উহার উপর ভিজা ছাই ছিটাইরা, আবার খড় বিছাইয়া আর এক থাক কলম সাজাইয়া, ক্রমশঃ এইরূপে স্তরে স্তরে টিক্লি বা ডগা গুলি বিছাইয়া যাইতে হইবে। গর্ত্ত পূর্ণ হইলে আরও কিছু ক্ষার ও খড় উপরে বিছাইয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত বা হাপর বুজাইয়া দিতে হইবে। মৃত্তিকা দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিলে টিক্লি ও ডগাগুলি ৮।১০ দিবসের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া যায়। যদি শীঘ্র অঙ্কুর বাহির করিবার আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত না করিয়া, টিক্লি বা ডগাগুলি হাপরের মধ্যে রাখিয়া উহার উপর খড় চাপা দিয়া, ঐ খড়ের উপর মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। ইক্ষুদণ্ড হইতে অঙ্কুর বাহির করিবার আরও সরল উপায়,—বীজের উপযুক্ত গাছ বাছিয়া লইয়া, ঐ গুলির মাথা ছাটিয়া দিয়া জমিতেই ঐ গুলি রাখিয়া দেওয়া। সর্ব্বোপরিস্থ অঙ্কুর অর্থাৎ শীর্ষাঙ্কুর (punctum vegitationem) বাদ দেওয়াতে পার্শ্বস্থ অঙ্কুরগুলি সত্বর প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। পরে প্রস্ফুটিত-অঙ্কুর সহ টিক্লি কাটিয়া জমিতে লাগাইলে অতি শীঘ্র গাছ বাহির হইয়া পড়ে।

১৬। ফাল্গুন মাস পড়িয়া গেলে, হাপরের মধ্যে কলম গরমে রাখিবার কোন আবশ্যক করে না, একবারে কলমগুলি গাছ হইতে কাটিয়া কাটিয়া সদ্য জমিতে লাগান চলিতে পারে। কিন্তু এ সময় জমি নিতান্ত নীরস। একারণ 'ভিলি' বা 'জুলি' গুলির মধ্যে জল দিয়া পরে প্রস্ফুটিত অঙ্কুরবিশিষ্ট কলম বসাইতে পারিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কলম শায়িত ভাবে বসাইয়া দিয়া উহার উপর তিন ইঞ্চি পরিমাণ মাটি চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হাপরের মধ্যে অঙ্কুর বাহির করিয়া লইয়া যদি টিক্লি বা ডগাগুলি জমিতে লাগাইতে হয়, তাহা হইলেও এই নিয়মে ভিলির মধ্যে

জল দিয়া কলম বসাইয়া পরে মাটি চাপা দিয়া যাইতে হয়। যদি অগ্রহায়ণ মাসে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম লাগান হয়, তাহা হইলে শায়িত ভাবে ঐ গুলি না লাগাইয়া হেলাইয়া কিছু অংশ বাহির করিয়া কলম লাগান ভাল। অত্যধিক সিক্ততা প্রযুক্ত অগ্রহায়ণ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম এককালীন মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকিলে পচিয়া যাওয়া সম্ভব। বায়ু নিতান্ত শুষ্ক থাকিবার কারণ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কলমের অগ্রভাগ বাহির হইয়া থাকিলে উহা শুষ্ক হইয়া যায়, এবং চোক্ গুলি অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত কলম শুষ্ক হইয়া যাওয়া সম্ভব। একারণ এই তিন মাসে হাপরজাত করিয়া কলম রাখা এবং শায়িত ভাবে সিক্ত জমির উপর কলম লাগান আবশ্যক। মৃত্তিকা ও বায়ুর অবস্থা সিক্ত থাকিলে কলম হেলাইয়া কিছু বাহির করিয়া রাখিয়া প্রোথিত করাই ভাল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম লাগান আবশ্যক হইলে কিছু অধিক বাহির করিয়া রাখাই ভাল, নতুবা বর্ষার জল লাগিয়া কলম পচিয়া যাইতে পারে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে কলম লাগান আবশ্যক হইলে অন্ততঃ ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত না থাকিলে ক্রমশঃ অগ্রভাগ শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কলম শুষ্ক হইয়া যায়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে কলম লাগানই ভাল, এবং এ সময়ে শায়িত ভাবে সিক্ত জমির উপর কলম লাগাইয়া সম্পূর্ণ ভাবে তিন ইঞ্চি মৃত্তিকার নিম্নে কলমগুলি প্রোথিত করিলে গাছগুলি সতেজে বহির্গত হয়। মাঘ মাসে টিক্‌লি কাটা আবশ্যক হইলে, ঐ সময়ে শীতাধিক্য বশতঃ টিক্‌লি জমিতে না বসাইয়া হাপরের মধ্যে গরমে রাখাই ভাল; পরে ফাল্গুন মাসে কলম গুলি হাপর হইতে উঠাইয়া জমিতে লাগান উচিত। ফাল্গুন চৈত্রে কলম লাগাইতে হইলে উহাদের হাপরে রাখা আবশ্যক নাই, কিন্তু গাছের মাথাগুলি মাঘ মাসেই ছাঁটিয়া রাখিলে অনায়াসে অঙ্কুরিত 'চোক্'বিশিষ্ট কলম এককালে জমিতে বসান যাইতে পারে। এইরূপে বায়ুর ও মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝিয়া অগ্রহায়ণ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ভিন্ন ভাবে ইক্ষুর কলম লাগান যাইতে পারে; তবে পুনরায় বলা আবশ্যক, ফাল্গুন মাসে কলম লাগাইবার যদি সুবিধা হয়, তবে অন্য মাসে লাগান বিধেয় নহে। বীজ রোপণের উপযুক্ত সময় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, তবে যদি বীজ-শীর্ষ মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বাহির হয়, তবে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি অপেক্ষা করিতে গেলে, বীজের অঙ্কুর-উৎপাদিকা-শক্তি হীন

হইয়া যায়। একারণ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বীজ রোপণ করা আবশ্যক হইতে পারে। মৃত্তিকা অনবরত সিক্ত রাখিতে পারিলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ রোপণে কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু এই সময়ে বীজ রোপণ করিলে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মে বীজের বাক্সের ও চারার গামলার মাটি সর্ব্বদা সিক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে, একথা যেন স্মরণ থাকে। (ক্রমশঃ)

ব্যবসায়ী।

শিক্ষিত ও মার্জ্জিত-বুদ্ধি না হইলে লোক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ ফল-লাভে সক্ষম হয় না। চিকিৎসক, ব্যবহারাজীব ও ব্যবসায়ীগণের স্ব স্ব কার্য্যে যেরূপ প্রখরা বুদ্ধি ও মেধার প্রয়োজন হয়, অন্য কাহারও কার্য্যে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং নিরক্ষর বুদ্ধিবিহীন মনুষ্য ব্যবসায়ে কখনও যে চরম উন্নতিলাভ করিতে পারেন, এ ধারণা আমাদের নাই। ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন বিষয়ে শিল্পই উহার একমাত্র উত্তর-সাধক। আবার এই শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। সুতরাং ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাণিজ্য শিক্ষা-সাপেক্ষ। অনেকে ভাবিতে পারেন যে, এদেশে অনেক নিরক্ষর লোকও ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত আছেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভও করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ইহা অনায়াসেই স্পষ্টীকৃত হইয়া পড়িবে যে, প্রকৃত ব্যবসায় বা ব্যবসায়ী এদেশে নাই। অন্তর্ব্বাণিজ্য কিয়ৎ-পরিমাণে ইহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব কিছুই নাই। ইহারা সামান্য শ্রমজীবীদিগের ন্যায় একজনের পণ্যদ্রব্য অন্য জনের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাদের পারিশ্রমিক বা কমিশন স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলেই, ব্যবসায়ের চূড়ান্ত হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। প্রকৃত ব্যবসায় কাহাকে বলে বা কিরূপে করিতে হয়, তাহা ইহারা জানেন না, বা জানিবার জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেন না। এই ত গেল অন্তর্ব্বাণিজ্যের কথা। আবার বহির্ব্বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ইহাতে দেশীয়গণের বিন্দুমাত্র অধিকারও নাই, ইহা সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিকগণেরই করতল-গত। বৈদেশিকগণ এতদ্দেশীয়

ধন-কুবেরদিগের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া কারবার আরম্ভ করতঃ কিরূপ উন্নতিলাভ করেন, আর উহাদেরই অফিসে, কারবার গৃহে বা হাউসে আমাদের দেশীয় ধনদাতাগণ মুচ্ছদ্দী, ধনাধ্যক্ষ প্রভৃতি নানা বেশে কিরূপ দীন ও সঙ্কুচিতভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এদেশীয়গণের রুচি ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া বৈদেশিক মহাজনগণ দেশীয়দিগের নিত্য-ব্যবহারোপযোগী ভোগ-বিলাসের দ্রব্য-নিচয় কিরূপ মনোরম ভাবে প্রস্তুত করাইয়া সুদূর সমুদ্র পার হইতে এখানে আনাইয়া অতি সুলভে ক্রেতার হস্তে অর্পণ করিতেছেন, আবার একই গঠনের বা ফ্যাসনের দ্রব্যনিচয় দীর্ঘকাল ব্যবহারে অভিনবত্ব হারাইয়া ক্রেতার নয়নের ও মনের প্রীতি প্রদানে অসমর্থ হইলে, দেশ কাল ও পাত্রাদি বিবেচনার মধ্যে মধ্যে কিরূপে "ফ্যাসনের" পরিবর্ত্তন করিতেছেন, ও এইরূপে স্বদেশজাত দ্রব্যের উত্তরোত্তর বহুল প্রচার দ্বারা কিরূপে ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতেছেন, এই সমস্ত ব্যাপার অভিনিবেশ সহকারে দেশীয় কয়জন মহাজন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কয়জন তাহার প্রতিবিধানার্থ যত্নবান্ হইয়াছেন? শিক্ষার অভাবেই যে আমাদের দেশে মহাজনগণের অধঃপতন হইতেছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? বাণিজ্য জগতে এই যে শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, শিক্ষার অভাবই কি ইহার অন্যতম কারণ নয়? এই প্রস্তাবের অবতারণায় শিক্ষার সহিত যে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা যে ভ্রমসঙ্কুল নহে, বোধ হয় ইহা এক্ষণে অনেকেরই বোধ-গম্য হইয়াছে। সুতরাং বিষয়টীও যে "মহাজন বন্ধুতে" অপ্রাসঙ্গিক নহে, তাহাও অংশতঃ প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়া, অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এবার লেখনী পরিচালনে বিরত রহিলাম। আশা করি, বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এই পত্রে প্রকাশ করিব।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাণিজ্যের বহুল বিস্তার ব্যতীত অন্য কোনও ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য্যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা? হিসাব ব্যবসায়ের চক্ষুস্বরূপ, ইহা ব্যতিরেকে কারবার সম্বন্ধে কোনও রহস্যই সুন্দররূপে অবগত হইবার উপায় নাই। সুতরাং এই হিসাব সুস্পষ্ট, সহজ-বোধগম্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ হিসাব রাখিতে হইলে

কর্ম্মচারীদিগের সুশিক্ষার প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণের হিসাবাদি বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টি থাকিলে, আপনাদের অপকর্ষাংশ পরিত্যাগ ও অন্যের উৎকর্ষাংশ গ্রহণ দ্বারা ইদানীন্তন হিসাবগুলিকে এরূপভাবে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিতে পারা যায় যে, তাহাতে অনায়াসে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও ব্যয়ে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

শ্রীভুতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুগ্ধ।

(২)

গরুকে বাঁধাকপি কিম্বা পিঁয়াজ খাওয়াইলে উহার দুগ্ধে এক প্রকার গন্ধ হয়। জাফ্রান বা রেউচিনি খাওয়াইলে গোদুগ্ধ রঞ্জিত, তিক্ত ও রেচক গুণ প্রাপ্ত হয়। খইল খাইতে দিলে, দুগ্ধে কঠিন পদার্থ অধিক পাওয়া যায়। উত্তম ঘাস খাইতে দিলে, নবনীত অধিক হয়। প্রত্যহ মাঠে ছাড়িয়া দিলে, দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদ, সুগন্ধ ও পুষ্টিকর হয়; কিন্তু তৃণ-বিশেষ ভক্ষণে দুগ্ধ বিষধর্ম্মও প্রাপ্ত হয়। গরুকে পদ্মপত্র বা পদ্মপুষ্প প্রত্যহ পরিতোষরূপে খাওয়াইলে, দুগ্ধে পদ্মগন্ধ হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যেমন দুগ্ধকে কোন পাত্রে রাখিলে, তাহার উপর সর পড়ে; সেইরূপ দুগ্ধকোষের মধ্যেও উপরে সর থাকে। এইজন্য যে দুগ্ধ প্রথম দোহন করা হয়, সে দুগ্ধে নবনীত কম থাকে; শেষের দুগ্ধেই অধিক নবনীত পাওয়া যায়। গাভী দোহনের সময় স্বতন্ত্র পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিলেই, এ পরীক্ষা হইতে পারে।

গো-দোহনের পর দুগ্ধকে তাম্র, সীসা, দস্তা, পিতল, কাঁসা বা যে কোন ধাতুপাত্রে রাখা উচিত নহে। ধাতুপাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহার কিছু অংশ দ্রব হইয়া গিয়া, কলঙ্কিত অর্থাৎ বিষধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকা পাত্র, কাচপাত্র, কিম্বা চিনাবাসন দুগ্ধরক্ষার পক্ষে উপযোগী। লৌহ কটাহে দুগ্ধ জ্বাল না দিয়া মৃত্তিকাপাত্র করিয়া জ্বাল দেওয়াই বিধি। পিতলের পাত্র করিয়া কদাচ দুগ্ধ জ্বাল দিবে না।

সন্তানের মাতাদিগেরও বিশেষ সতর্ক হইয়া আহারাদি করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্ত্রীলোক অধিক তেঁতুল বা অন্য কোন প্রকার অম্ল খাইয়া থাকেন,

তাঁহাদের স্তন্যদুগ্ধ বিষধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এইজন্য ঐ সকল স্ত্রীলোকের সন্তানদিগের পেটের ব্যারাম, অপাক ইত্যাদি পীড়া সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে।

দুগ্ধবতী অহিফেনাদি বা অন্য কোনপ্রকার ঔষধ সেবন করিলে, সেই ঔষধের ক্রিয়া দুগ্ধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সন্তান-দেহে প্রবিষ্ট হয়। ডাক্তারেরা বলেন, সুস্থ শরীরে, যথোচিত ব্যায়াম দ্বারা দুগ্ধ সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট হয় এবং উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিবিধ ঔষধ যথা,—য়্যামোনিয়া, এনিস, ডিল, গার্লিক, টার্পেণ্টাইন, কোপেবা আদি সুগন্ধি তৈল, রেউচিনি, সোণামুখী, স্ক্যামনি, কেষ্টার অয়েল ইত্যাদি বিরেচক বীর্য্য অথবা অহিফেন, আইয়োডিন, এণ্টিমনি, আর্সেণিক, বিস্মথ, ফেরি, সীস, পারদ ও দস্তা সেবন করিলে দুগ্ধ দ্বারা তাহা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয়; সুতরাং মাতা এ সকল পদার্থ সেবন করিলে স্তন্যপায়ী শিশুর উপর ইহাদের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বায়ি তৈল সেবন করিলে দুগ্ধ সুমিষ্ট, সুগন্ধ ও সুস্বাদু হয় বলিয়া শিশু আগ্রহের সহিত স্তনপান করে। জেবরাণ্ডি দ্বারা ক্ষণেকের নিমিত্ত দুগ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। পরন্তু আরও শুনা যায় যে, এরণ্ড গাছের পত্র গরমজলে ফেলিয়া উহা স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে, স্তনদুগ্ধ বেশী হয়। মাতাকে অম্ল (এসিড্‌স্) প্রয়োগ নিষিদ্ধ; কারণ স্তন্যপায়ী শিশুর ইহা দ্বারা উদরের কামড়ানি উপস্থিত হয়। সমক্ষারাম্ল লবণ (নিউট্র্যাল সল্‌টস্) প্রয়োগে দুগ্ধে উহা প্রকাশ পায়, এইজন্য সন্তানের উদরাময় রোগ হইয়া থাকে বা উক্ত রোগ হইতে পারে। পটাশ ঘটিত লবণ, তার্পিন তৈল, পোটাশ আইয়োডাইড এবং কোপেবা মাতাকে প্রয়োগ করিলে, সন্তানের প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়। মাতাকে অহিফেন খাওয়াইলে শিশুর নিদ্রাবৃদ্ধি হয়।

দুগ্ধবতীর ক্রোধ, দুশ্চিন্তা, বা হঠাৎ চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি মনের কোন অবস্থান্তর উপস্থিত হইলে, দুগ্ধ অতিশয় বিষধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগ অর্থাৎ স্নায়বীয় রোগাক্রান্তা দুগ্ধবতীর দুগ্ধ সর্ব্বদাই দূষিত।

দুগ্ধবতী ঋতুমতী হইলে, তাহার দুগ্ধ কলুষিত হয়। অতএব উক্ত অবস্থায় সন্তানকে দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে; কারণ তাহাতে সন্তানের অজীর্ণ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া হয়। দুগ্ধবতী ২।১ মাসের গর্ভবতী হইলে, তাহার দুধ অত্যন্ত বিকৃত হয়। এই দুগ্ধ পান করিয়া শিশুদের "এঁড়ে" লাগে। উক্ত অবস্থায় কদাচ সন্তানকে স্তন পান করাইবে না।

"এঁড়ে" লাগিলে সন্তানকে অপর দুগ্ধবতী স্ত্রীর দুগ্ধ দিবে। তাহা হইলে

তাহার উদরাময় রোগ ভাল হইবে। ঐরূপ ব্যবস্থার অভাব হইলে, শিশুদের গো-দুগ্ধ চুণের জলের সঙ্গে দিবে, স্তনপান বন্ধ করিয়া দিবে, আদৌ মাই খাইতে দিবে না। কোন কোন চিকিৎসক বালকের পক্ষে মহিষের দুগ্ধ এবং বালিকার পক্ষে মেষ বা ছাগলের দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার ফলাফল আমরা সবিশেষ বলিতে পারি না, তবে বিশ্বাসের উপর হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত অবশ্য কিছু একটা ফল ফলিবার সম্ভব বোধ হয়। আসাম অঞ্চলে, কোন কোন স্থানে শিশুদের উষ্ট্র-দুগ্ধ পান করিতে দেওয়ার কথা শুনা যায়; আবার পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে শিশুদের হস্তিদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণের জানা উচিত যে, ডাক্তারদিগের মতে উষ্ট্র এবং হস্তীর দুগ্ধ শিশুদের খাইতে দেওয়া, খুবই অহিতকর। ডাক্তারেরা ইহাও বলেন যে, হস্তী ও উষ্ট্র দুগ্ধ দ্বারা শিশুদের পশুভাবের প্রবলতা জন্মে এবং ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি যে গুণ গুলি মানুষের উপকারী, তাহার হ্রাস হইয়া থাকে! গরুর দুগ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যকর। গরুর দুগ্ধে এমন গুণ আছে, যাহা উষ্ট্র বা হস্তী কিম্বা অপর কোন পশুর দুগ্ধে নাই।

লীলাময়ের কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশল! সন্তান-প্রসবের পর হইতেই প্রসূতির ঋতুবন্ধ হয়। ঋতু হইলে, দুগ্ধ বিকৃত হইয়া তাহা শিশুদের অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এই স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পশুরা কদাচার করে না, এই জন্য পশু-শাবকেরা জন্ম গ্রহণ করিয়াই রোগ-গ্রস্ত হয় না; কিন্তু অনেক মনুষ্য ইহা মানে না, তাহারা করে!! এই জন্য ইহাদের শিশুরা কিন্তু জীবনের মধ্যে কখনও স্বাস্থ্যলাভ করে না; একটা না একটা রোগ লাগিয়াই থাকে। প্রতিবৎসর সন্তান-প্রসব এই কদাচারের ফল স্বরূপ।

সুপক্ক কদলী, পক্কডুম্বুর, ঘৃতকুমারীর আভ্যন্তরিক শস্য, মধুমিশ্রিত মনেক্কা, বেদানার রস, উষ্ণগব্য ঘৃত, আতপ তণ্ডুলের ক্বাথ, পদ্মকাষ্ঠ এবং কোমল নারিকেলের শস্য প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য নিয়মিতরূপে প্রসূতিরা ভক্ষণ করিলে স্তনদুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলতঃ ঐ সকল দ্রব্য হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ সুস্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ ও শিশুদের শুভকর হইয়া থাকে—এই কথা অনেকেই বলেন। যাহা হউক, প্রসূতি পীড়িতা হইলে, তাঁহার দুগ্ধ সন্তানকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

পুরুষদের বক্ষে চুল উঠে এবং গোঁফ হয়, তাই ইহাদের স্তন নাই; স্ত্রীলোকের স্তন আছে, তাই গোঁফ নাই। অতএব স্তনে এবং গোঁফে যেমন বিপরীত সম্বন্ধ,—এইরূপ একটা সম্বন্ধ অবশ্যই রক্ত এবং দুগ্ধের সঙ্গে আছে।

এই কারণ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যেমন কেশ, নখ, রোম প্রভৃতি দেহচর্ম্মের নামান্তর বা রূপান্তরিত অবস্থা, সেইরূপ দুগ্ধও শোণিতের রূপান্তরিত অবস্থা। আহার দ্বারা রক্ত হয়, রক্তের দ্বারা দুগ্ধের সৃষ্টি।

দুগ্ধ ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট এবং ডাবের জল ক্ষারগুণ বিশিষ্ট। এইজন্য দুগ্ধে ডাবের জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু দুগ্ধে তেঁতুল জল বা যে কোন অম্ল মিশ্রিত করিলে, উহার ধর্ম্মনষ্ট হয়। ডাক্তারেরা ইহাকে "ডি-কম্পোজ" বলেন, অর্থাৎ কাটিয়া যায় বা দধিতে পরিণত হয়। যাহা হউক, অম্লের সঙ্গে দুগ্ধের এই নষ্ট ধর্ম্মকে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন কহে। সাধারণ বাতাসের সঙ্গে এক প্রকার বায়ু আছে, তাহাকে ইংরাজীতে অক্সিজেন এবং বাঙ্গালায় উহাকে অম্লজান বায়ু কহে। জান শব্দে দেহ বুঝায়, অর্থাৎ অম্লধর্ম্ম বা অম্লদেহ বায়ু। এই বায়ু দুগ্ধে আকৃষ্ট হইলে, দুগ্ধ নষ্ট হয়। মেয়েরা ইহাকে "নটদুধ" বলে। "নটদুধ" বলিলে দুগ্ধ টক হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। এই দুগ্ধ পান করিলে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মে। দোহনের তিন ঘণ্টা পরে পান করিলে, দুগ্ধ সহজে জীর্ণ হয়।

অধিকন্তু অম্লজানের রূপান্তর "ওজোন"। ঊর্দ্ধাকাশে এই বাষ্প অবস্থিতি করে। পণ্ডিতেরা বলেন, আকাশের নীলবর্ণ এই ওজোন বায়ু হইতেই হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিন বিদ্যুৎ চলাচল অধিক হয় বলিয়া, ঐ ওজোন বায়ুর কতক অংশ পৃথিবীতে নামিয়া আইসে। এই বায়ু দুগ্ধে লাগিবামাত্র দুগ্ধ অম্লীকৃত হয়। এই জন্য বর্ষাকালে বা ঝড় বৃষ্টির দিনে শীঘ্র দুগ্ধ "টকিয়া" যায়।

বীরভূমের চিনির কারখানা।

বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তস্থ দুবরাজপুর, তাঁতি পাড়া ও কুখুটীয়া প্রভৃতি কয়েকটী স্থানের কারখানা সমূহে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে নীত এবং যথেষ্ট আদরের সহিত গৃহীত হইত। কিন্তু এখন তৎ-স্থান-সমূহের কারখানা-গুলি নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ তাঁতি পাড়া অথবা দুবরাজপুরের চিনি-ব্যবসায়ীগণ অনেকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে কুখু-টীয়ায় এখনও কয়েকটী কারখানা আছে এবং কয়েকজন চিনি-ব্যবসায়ী

কর্ত্তৃক অতিকষ্টে তাহা পরিচালিত হইতেছে। তৎস্থানের প্রস্তুত চিনি এতদঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মানুরাগী অনেকে সাদরে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা উক্ত কারখানা সমূহে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া ইহার প্রস্তুত-প্রণালী যত দূর জ্ঞাত আছি, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাঁওতাল পরগণাস্থ বন্য স্থান সমূহ হইতে বন্যদিগের কর্ত্তৃক সংগৃহীত বোনাটে গুড় মোদকগণ ক্রয় করিয়া গৃহজাত করেন এবং নিকটবর্ত্তী কৃষক গণের নিকটও সময় মতে সুবিধা দর হইলে তাহাও ক্রয় করেন। বোনাটে গুড়ের মাউত বা মাৎ স্বতই যাহা পৃথক ভাবে থাকে, তাহার কিয়দংশ বিভিন্ন পাত্রে রাখিয়া দেয়। এই মাউতকে আগাল কহে। ইহা যেমন সুগন্ধি, তেমনি সুমিষ্ট।

এদেশী মোদকেরা চিনির কারখানা-গৃহগুলিকে "হামার" কহে। হামার-গৃহ অধিকাংশ স্থলেই ইষ্টক-নির্ম্মিত ; আর যাহা মৃণ্ময়,—তাহারও মেঝে গুলি উত্তম রূপে পলস্ত্রা করা। এই গৃহাভ্যন্তরে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত এক একটী পরিখা আছে। পরিখা-গুলি দীর্ঘে ৭।৮ হাতের ন্যূন এবং প্রস্থে ২।৩ হাতের অধিক নহে। এই পরিখা বা চৌবাচ্ছা-বিশেষ গুলির প্রস্থের একাংশে প্রাচীর নাই। দৈর্ঘ্যের প্রাচীরোপরি উভয় পার্শ্বে ৪।৫ হাত দীর্ঘ কতক গুলি কাষ্ঠদণ্ড সমান্তরাল-ভাবে প্রোথিত আছে। উভয় পার্শ্বের কাষ্ঠদণ্ড গুলির একটীর উপরিভাগ হইতে অপরটীর উপরিভাগ পর্য্যন্ত আড় ভাবে অর্থাৎ ঢেরাকাটা ভাবে একটী করিয়া কাষ্ঠদণ্ড সংযোজিত আছে। উভয় পার্শ্বের দণ্ড গুলি সমান অন্তরে থাকায় উহার উপরি ভাগের কাষ্ঠদণ্ড ঠিক সরল ভাবে থাকে। উক্ত দণ্ডগুলির উপরে উভয় পার্শ্বেই পরিখার দৈর্ঘ্যের দিকে আরও দুই খানি কাষ্ঠ সংযোজিত আছে। পরিখার অভ্যন্তর ভাগ একাংশে ক্রমনিম্ন, সেই অংশের প্রান্তভাগে আর একটি ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা আছে। এইবার সংগৃহীত গুড় এক একটী চলিসাতে * পূর্ণ করিয়া তাহার গাত্রদেশে উভয় দিকে ৫।৬ ইঞ্চ প্রস্থ ও ২।৩ হাত দীর্ঘ এক এক খানি কাষ্ঠফলক দৃঢ় খর্জ্জুর বন্ধন দ্বারা চাপ দেওয়া হয়, এবং আরও এক এক

* দৃঢ় শণরজ্জু দ্বারা চলিসা প্রস্তুত হয়। ইহা জালের ন্যায়, ইহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ছিদ্র আছে।

গাছি রজ্জু তাহার সহিত সংযোগ করিয়া উপরিস্থ কাষ্ঠ ফলকের সহিত লম্বমান করিয়া রাখে, আবশ্যক হইলে আরও এক গাছি রজ্জু দ্বারা গুড়পূর্ণ চলিসার সহিত পার্শ্বস্থ কাষ্ঠদণ্ডের গাত্রে বন্ধন করিয়া দেয়। এই ভাবে ৮।১০টী চলিসায় চাপ দিয়া ২।৩ দিন লম্বিত করিয়া রাখিতে হয়। বন্ধনগুলি মধ্যে মধ্যে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে যে মাউত বা মাৎ নির্গত হয়, তাহা নিকটস্থ চৌবাচ্ছায় সংগৃহীত হয়। পরিখার চাপ প্রাপ্ত মাউতকে "চাপা আগাল" কহে। ইহার স্বাদগন্ধ তত ভাল নয়। চাপ দেওয়া গুড় যথোপযুক্ত জল মিশ্রিত করিয়া জালনাদ বা পাত্রবিশেষ করিয়া ৪।৫ ঘণ্টা অগ্নির উত্তাপে রসটীকে গাঢ় করা হয়; এবং তৎসঙ্গে গুড়ের গাদ তুলিয়া ফেলিতে হয়। স্বল্প ঘনীকৃত রস ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রে রাখিলে উহা শীতল হইয়া জমিয়া যায়। ইহাকে "নিকি" কহে। ইহাতে অনেক রস নষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই নিকি প্রস্তুত করেন না। (নূতনগুড়ের পাটালী বা সিন্নিকেই বোধ হয় ইহাঁরা নিকি কহেন। মঃ বঃ সঃ) তদনন্তর পূর্ব্বকথিত গাঢ়রস অধিকতর গাঢ় হইলে তাহা অপর গৃহমধ্যস্থ কাষ্ঠমঞ্চের উপর সজ্জিত নাদে (বড় পাতনায়) ঢালিয়া কিছুক্ষণ পরে তদুপরি পাটা শেওলার আচ্ছাদন দিয়া রাখিতে হয়। নাদগুলির নিম্নে এক একটী ছিদ্র আছে, রস ঢালিবার সময় উহা বন্ধ থাকে; কিন্তু পাটা শেওলা দেওয়ার একদিন পরে ঐ ছিদ্রগুলি খুলিয়া দিলে বান হইতে নিঃসৃত কোতরাগুড় নিম্নস্থ মৃণ্ময় কলসে আসিয়া পতিত হয়। ২।৩ দিন এই ভাবে কোতরা বাহির হইলে পর, পাত্রের উপরিভাগস্থ জমাট বাঁন্ধা যে গুড় পাওয়া যায়, তাহাকে "টুসিগুড়" কহে। এই টুসিগুড়কেই গুঁড়াইয়া বা কাঁকিয়া লইলেই চিনি হয়। পরন্তু টুসি চূর্ণ গুড় বা চিনিকেই "দলুয়া" চিনি কহে। তৎপরে নাদে রক্ষিত জমান রস পুনরায় পাটাশেওলার আচ্ছাদনে শুষ্ক করা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ উহা আরও জমিয়া কোতরা বা মাৎ নিঃসরণ বন্ধ হইলে, পাটা শেওলা তুলিয়া ফেলিয়া নাদ হইতে অপরিষ্কৃত জমাট চিনি ভাঙ্গিয়া বা চাঁচিয়া লইয়া উহাকে রৌদ্রের উত্তাপে রাখিয়া, পরে পিটনা দিয়া চূর্ণ করিয়া চালনি দ্বারা চালিয়া লইতে হয়। রৌদ্রের উত্তাপে বেশীক্ষণ রাখিলে চিনির বর্ণ পরিষ্কার হয়। (ভাবে বোধ হয়, ইহাই এদেশীয় গৌড় চিনি। মঃ বঃ সঃ।) বোনাটে গুড় হইতে বোনাটে চিনি, এবং দেশীগুড় হইতে দেশী (কোঁড়া) চিনি প্রস্তুত হয়। বোনাটে চিনিকে অনেকে "ফুল" চিনি কহেন। ইহার বর্ণ ও স্বাদ

অন্য চিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দেশী চিনি দুই প্রকার; কোঁড়া এবং মাঝারী কোঁড়া।

ডাক্তার—শ্রীভুজঙ্গভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্তব্য,—ডাক্তার বাবু আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার মনের ভাব ঠিক প্রকাশ হয় নাই অর্থাৎ প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ভাল বুঝিতে পারি নাই। পরিখার ভিতরের বর্ণনা বড়ই অস্পষ্ট হইয়াছে,—উহার ছবি পাইলে সাদরে তাহা লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ চলিসাতে কত মণ গুড় দিয়া, চিনি কত এবং শেষ মাৎ বা চিটা কত পাওয়া যায়? এখানে চিটা গুড় মদ প্রস্তুতির এবং দোক্তা তামাকে মাখিবার জন্য বিক্রয় হয়, বীরভূমের চিটাগুড়ে কি হয়? পরন্তু তাঁহারা (তথাকার মোদকেরা) গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া পড়তা কিরূপে ধরেন? অর্থাৎ এক মণ গুড়ে চিনি করিতে কত খরচা হয় এবং উহাতে কতটুকু চিনি হয়? তাহার দাম কত? অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

মহাজনবন্ধু সম্পাদক।

হুণ্ডি।

হুণ্ডি দুই প্রকার। এক প্রকার হুণ্ডির কাগজ লেটার পেপার সাইজে ব্লু বা নীলবর্ণযুক্ত। এই কাগজের শিরোভাগে ভারতেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়ার মুখ অঙ্কিত এবং ইংরাজীতে "ইণ্ডিয়া" ও উক্ত কাগজের মূল্য "এত" দাম এ কথা লিখিত। এই হুণ্ডির কাগজ আইনানুসারে ৷৷০, ১৲ ২৲ ৫৲ ইত্যাদি মূল্যে নির্দ্ধারিত আছে এবং যত টাকার হুণ্ডি হইবে, সেই টাকার আইনানুসারে উক্ত হুণ্ডির কাগজের মূল্য নিরূপণ করিয়া, তত দামের কাগজে লিখিত হয়। টাকা লইয়া যে হুণ্ডি লিখিয়া দিয়া, লিখিত তারিখের ঠিক ৪১ দিনে অথবা অন্যূন নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা দিবার হইলে তাহাকে "মুদ্দতি হুণ্ডি" বলে। পরন্তু এই মুদ্দতি হুণ্ডি লিখিবার সময় সচরাচর ঐ মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিতা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়া থাকে।

তৎপরে অপরবিধ হুণ্ডি এই যে, ইহা যে কোন সাদা বা রঙ্গিন কাগজে লিখিয়া এক আনা মূল্যের রসিদ ষ্ট্যাম্প মারিয়া দিলেই ইহাও হুণ্ডি হইয়া যায়। পরন্তু ইহা বিলের মত ব্যবহৃত হয়। এই হুণ্ডিকে হিন্দুস্থানীরা "পুরজা" এবং পূর্ব্বোক্ত হুণ্ডিকে "থোকা" বলে। ইহা অধিকাংশ স্থলে "দর্শনী হুণ্ডি" বলিয়া ব্যবহৃত হয়। দর্শনী হুণ্ডি অর্থাৎ যে হুণ্ডি দেখাইলেই টাকা দিতে হয়, তাহাকেই "দর্শনী হুণ্ডি" বলে। পরন্তু ইহা "হ্যাণ্ডনোট" কি না তাহাও বিবেচ্য। ফলে অনেকের ধারণা, হাত-চিটিতে চারি পয়সা মূল্যের রসিদ ষ্ট্যাম্প বসাইয়া, তাহাতে সহি করিয়া, উক্ত হাত-চিটিতে টাকা তুলিয়া অর্থাৎ লিখিয়া দিলেই উহা হ্যাণ্ডনোটের সামিল হয়।

অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের হুণ্ডির ভিতর লেখার তারতম্যে উহা আবার দুই প্রকারের হুণ্ডি হইয়া পড়ে। যে হুণ্ডির ভিতর এই ভাবে লিখিত হয় যে "আমি এই টাকা (ধরুন, কাণপুরে লইলাম, কিন্তু উহা দিব কলিকাতায় আমাদের গদীতে; অতএব আমাদের কলিকাতার গদীতে যিনি আছেন, তাঁহাকেই লিখিলাম।) এখানে লইয়া, তোমাকে ইহা দিতে লিখিলাম। তুমি তথায় ইহাঁদের ঠিকানা বিশেষ তদন্ত করিয়া, পরিচিত হইয়া, রীতিমতভাবে টাকার রসিদ লইয়া তবে টাকা দিবে।" ইহা হইল "সা যোগ" হুণ্ডি। পরন্তু যে হুণ্ডিতে কেবল ইহাই লিখিত হয় যে, "তথায় এই হুণ্ডির টাকা দিয়া, হুণ্ডির পৃষ্ঠে টাকা প্রাপ্তির রসিদ লেখাইয়া লইয়া হুণ্ডি খালাস করিয়া লইবে।" ইহাকে বলে "ধনী যোগ" হুণ্ডি। "সা-যোগ হুণ্ডিকে" ইংরাজীতে "অর্ডারী চেক" বলে এবং "ধনী যোগ হুণ্ডিকে" ইংরাজীতে "বেয়ারা চেক" বলে। পরন্তু বেয়ারা চেকের টাকা ব্যাঙ্কে যিনি উহা লইয়া যাইবেন, তাহার নাম সহি মাত্র লইয়া টাকা দেওয়া হয়, ইহাতে আর কোন আপত্তি নাই। অপিচ ধনী যোগ হুণ্ডি সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম যে, যিনি উহা লইয়া আসিবেন, তিনিই ধনী, অতএব তাঁহাকেই টাকা দেওয়া হয়। তাহার পর, ব্যাঙ্কের অর্ডারী চেক এবং এদেশীয়দিগের সা-যোগ হুণ্ডি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তবে টাকা দেওয়া হয়। অজানিত নামের অর্ডারী চেক ব্যাঙ্কে গেলে, উক্ত ব্যক্তির জামিন দিতে হয়,—বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আবার উক্ত ব্যাঙ্কের কেহ জামিন না হইলে টাকা পাওয়া যায় না। সা-যোগ হুণ্ডি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, যিনি টাকা দিবেন, তাঁহাদের গদীতে প্রথম দিন উহা রাখিয়া

আসিতে হয়। তৎপর দিন উক্ত গদীর লোক গিয়া যিনি টাকা পাইবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন কত টাকার হুণ্ডি? কোথায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন? কে হুণ্ডি করিয়াছে। এ গদী কাহার? ইত্যাদি বিষয় জানিয়া উক্ত হুণ্ডি ফেরত দেওয়া হয়। তাহার পর যাঁহার নামে হুণ্ডি আসিয়াছে, তাঁহার দস্তখত করিয়া লইয়া গিয়া, আবার সেই যিনি টাকা দিবেন, তাঁহার গদীতে গিয়া টাকা আনিতে হয়।

হুণ্ডির সৃষ্টি কেন হইল? ব্যবসায়ীরা স্বদেশের বহু দূরে এবং বিদেশে গিয়া ব্যবসায় কার্য্য করেন। ধরুন, আমাদের কলিকাতা এবং বোম্বাই নগরে দোকান আছে। আমি কলিকাতা হইতে বোম্বাই নগরে এবং বোম্বাই হইতে এই সহরে পণ্য আমদানী রপ্তানী করিয়া থাকি। কিন্তু সকল সময়ে সমুদয় বহুবিধ পণ্য আদান প্রদানে যে সুবিধা হয়, তাহা হয় না। ধরুন, এখন কলিকাতায় বোম্বাই কাপড় চলিতেছে এবং তথায় এখন ঘৃত পাঠাইলে সুবিধা হয়। অতএব আমি কলিকাতা হইতে তথায় ঘৃত পাঠাইলাম, এই ঘৃত তথায় বিক্রয় করিয়া টাকা হইল, তাহারা এই টাকা দিয়া কাপড় পাঠাইতে লাগিল। এ ক্ষেত্রে এই জন্য হুণ্ডির আবশ্যক হইল না; কিন্তু পণ্য আদান প্রদানে অসুবিধা হইলে, তথায় টাকা গিয়া জমিলে অথবা তথাকার টাকা এখানে আসিয়া পড়িলে, উহা পাঠাইবার আবশ্যক হয়। মণিঅর্ডার, রেজেষ্ট্রী এবং ইন্‌সিওর এই ত্রিবিধ উপায়ে সচরাচর পোষ্টাফিস দিয়া টাকার গমনাগমনের একটী পথ আছে সত্য; কিন্তু ইহা মহাজনদিগের বেশী টাকা যাইবার পক্ষে তত প্রশস্ত পথ নহে; অর্থাৎ বেশী খরচা পড়ে। কাজেই ইহার জন্য অন্য উপায় বাহির করিতে হইয়াছে। আমরা কলিকাতা হইতে বোম্বাই নগরে গম পাঠাইয়াছি, তথায় উহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, অনেক টাকা তথায় জমা আছে। অন্য কোন তথাকার পণ্যে আমাদের উপস্থিত সুবিধা হইতেছে না, যদিও কোন দ্রব্য সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদের অজানিত কর্ম্ম! আমরা সে কার্য্য করি না, অথচ টাকা কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে, এমন সময় তথাকার অন্য মহাজন কেরসিন তৈল (ধরুন, এ কার্য্য আমাদের নাই।) ক্রয় করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইলেন। তাঁহাকে তথায় টাকা দিতে হইবে। কাজেই তাঁহার টাকা কলিকাতা হইতে যাওয়া চাই; পরন্তু আমার টাকা বোম্বাই হইতে আসে নাই। এই সন্ধিস্থলে উক্ত মহাজন বলিল, তোমার টাকা কলিকাতায়

পাইবে কেন; উহা আমাকে দাও, আমি হুণ্ডি লিখিয়া দিতেছি, তথায় তোমাদের লোকে আমার গদী হইতে টাকা লইবে। কার্য্যে তাহাই হইল, তথাকার টাকা তথায় আদান প্রদান করাতে এখানেও উহা আদান প্রদান করা হইল। এই জন্যই হুণ্ডির উৎপত্তি। সময়ে সময়ে এই টাকার আদান প্রদান অর্থাৎ হুণ্ডি করিলে টাকার ব্যাজ এবং বাটার স্বরূপ কিছু না কিছু পাওয়া যায়, কখন রীতিমত পাওয়া যায়, কখন কিছুই পাওয়া যায় না, কখন বা কিছু নগদ অতিরিক্ত দিয়া হুণ্ডি করিতে হয়। হুণ্ডির ব্যাজ কিম্বা বাটার কিছুই স্থিরতা নাই; যেমন প্রত্যেক দ্রব্যের দর আছে, উহারও সেইরূপ বাঁটার এবং ব্যাজের দর হয়।

অধিকন্তু এই বাঁটা এবং ব্যাজের দর হয় বলিয়াই যাঁহাদের অনেক টাকা প্রায়েই সিন্দুকে পড়িয়া থাকে, সেই শ্রেণীর মহাজনেরা উক্ত লাভের আশায় অনেকে কেবল ঐ কার্য্য অর্থাৎ কেবল "হুণ্ডির কার্য্য" করিয়া থাকেন। এই সকল মহাজনের গদী বা কুঠিকে "সরাওগী কুঠি" বলে। সরাওগী কুঠি এবং ব্যাঙ্ক প্রায় এক জিনিষ অর্থাৎ এই দুই কার্য্যের উদ্দেশ্য এক,—কেবল টাকার কারবার করা। পরন্তু হুণ্ডি খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত জে, এন্, তাতা।

সুবিখ্যাত এডুকেশন গেজেট হইতে এই মহাত্মার জীবনী সংকলিত করিয়া দিতেছি। জীবিত লোকের জীবনী লিখিতে নাই, ইহাই অনেকের ধারণা। পরন্তু সে ধারণার মতঐক্য নাই তাহাও দেখিতে পাইবেন, কারণ ইনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন; অথচ ইঁহার জীবনী লেখা হইয়াছে।

এই মহাপুরুষ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নাওসারি নগরে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ে আসিয়া তত্রত্য একটী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে ৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে বাণিজ্য বৃত্তি শিক্ষার জন্য পিতার বাণিজ্য কুঠিতে প্রবেশ করেন। ১৮৫৯ সালে বাণিজ্য করিবার জন্য চীনদেশে গমন করেন। তাঁহারই উদ্যোগে জাপান, হংকং, সাংঘাই পারিস ও নিউইয়র্কে বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হয়। ৪ বৎসরকাল চীনদেশে

বাস করিয়া ১৮৬৩ অব্দে বোম্বাইয়ে ফিরিয়া আইসেন। ইহার দুই বৎসর পরে লণ্ডন নগরে "ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক" স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ তাঁহার অংশীদার হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ অব্দে বোম্বাইয়ে তুলার কারবারে অনেক ধনীকে নির্ধন হইয়া পড়িতে হয়। অনেক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ও মিঃ জে, এন্ তাতার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হন। মিঃ তাতা বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিন্তু তাতা ইহাতে উৎসাহহীন হইলেন না। আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় পিতা পুত্রে এই যুদ্ধের দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। এই কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা আপনাদের দীনতা ঘুচাইয়া পুনরায় ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বে "ব্যাকবে" নামক এক অগভীর উপসাগর আছে। এই উপসাগর বুজাইয়া তথায় বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য মিঃ তাতা এক কোম্পানী গঠন করেন। এই কার্য্য দ্বারা তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাতা পুনরায় অর্থের মুখ দেখিয়া কল কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিলেন। তিনি বিলাত দর্শন করিয়া এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, কলের সঙ্গে হাত কখনও সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারিবে না। তিনি দেখিয়াছিলেন, কার্পাসের জন্মভূমি ভারতবর্ষের জন্য বিলাত হইতে বস্ত্র আমদানি করিতে হয়। বস্ত্রের কারবারে বিলাতী লোক মহা অর্থশালী হইতেছে। বোম্বাইয়ের চিচঁপুগলী নামক পল্লীতে একটা তৈলের কল ছিল। তিনি সেই কল ক্রয় করিয়া তাহা কাপড়ের কলে পরিণত করিলেন। এই কলের নাম রাখা হইল, "আলেকজান্দ্রা মিল।" কলে অনেক লাভ হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে মিঃ তাতা শ্রীযুক্ত কাইগোয়াজি নামকের নিকট বহু অর্থ পাইয়া এই কল বিক্রয় করিলেন।

তিনি ১৮৭২ সালে বিলাতের কাপড়ের কল সমূহের পরিচালন প্রণালী অবগত হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কাপড়ের কল সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার লাভালাভ বিচার না করিয়া তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্য্যটন

করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, নাগপুরই কাপড়ের কল স্থাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ১৮৭৭ সনে নাগপুরে "এম্প্রেস মিল" প্রতিষ্ঠিত হইল। এই কলে যেমন লাভ হইতেছে, ভারতের আর কোন কলে তেমন হয় না। মিঃ তাতা স্বার্থের জন্য এই কল স্থাপন করেন নাই। দেশের উপকার তাঁহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। অন্যান্য কাপড়ের কলের অধ্যক্ষগণ অংশীদার বা শ্রমজীবীর লাভালাভের দিকে দৃষ্টি করেন না। অংশীদারের লাভ হউক বা না হউক, ম্যানেজার শতকরা এক পয়সা লাভ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মিঃ তাতা এই প্রথা রহিত করিয়াছেন। তিনি কলের শ্রমজীবীদের জন্য এই নিয়ম করিয়াছেন যে, যাহারা ২৫ বৎসর কাজ করিবে, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে, ৩০ বৎসর কাজের পর প্রত্যেক শ্রমজীবী মাসে ৫৲ টাকা পেন্সন পাইবে।

শ্রীযুক্ত তাতা ফরাসী উপনিবেশ সমূহে বিনা মাশুলে বস্ত্র রপ্তানি করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৮৫ সালে পণ্ডিচারিতে এক কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্যোগ করেন। কলের জন্য মূলধন সংগ্রহ হইয়াছিল—এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, কুর্লানামক স্থানের ধরনসি কাপড়ের কল বিক্রয় হইবে। মিঃ তাতা সংগৃহীত অর্থে এই কল ক্রয় করিলেন এবং ইহার "স্বদেশী মিল" নাম রাখিলেন। এই কলে, নাগপুরের এম্প্রেস মিলের মত বহুলাভ হইতেছে না বটে, কিন্তু ইহার লাভও কম নহে। পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল সমূহে, কেবল মোটা কাপড় তৈয়ার হইত, ভারতের অনেক স্থানে তেমন মোটা কাপড়ের কাট্‌তি হইত না। সুতরাং তাহা চীন, জাপান, ষ্ট্রেট সেটল-মেণ্ট প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইতে হইত। ঘরে যাহাদের বস্ত্রের অভাব, তাহারা বিদেশে বস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল; এই অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করিবার জন্য মিঃ তাতা সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারই যত্নে স্বদেশী মিলে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুতি হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে সেই বস্ত্রের আজ কত আদর হইয়াছে। এখন বিলাতী বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্র এই কলে প্রস্তুত হইতেছে।

বিলাতী বস্ত্রে দেশ ছাইয়াছে। দেশীয় কলে কেবল সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিলে হইবে না. তাহার প্রচার করিতে হইবে। এই ভাবিয়া মিঃ তাতা ভারতের প্রধান প্রধান নগরে বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই সকল প্রতিনিধির চেষ্টা উদ্যোগেই বোম্বাইয়ের বস্ত্র এখন সহরে সহরে বিক্রীত হইতেছে। [ক্রমশঃ।

—❋:❋—

ত্রিহুতের নীলকর সাহেবরা চিনির কল আনিতেছেন, জর্ম্মণী হইতে। ইতি-মধ্যে এখানে এ জন্য ইমারৎ নির্ম্মাণ হইতেছে। শীঘ্রই এ কল চলিবে।

এই সহরে গ্যাস ষ্ট্রীটের উত্তর তরফে মিউনিসিপ্যালিটীর এক নূতন ধোবাখানা বসিবে। মূলধন সাড়ে দশ হাজার টাকা মাত্র। বস্তুতঃ ধোবার কাজটা বাবুদের হস্তে না পড়িলে, ধোবার কষ্ট নিবারণ হইবেক না। পূর্ব্বে দর্জির যন্ত্রণা ছিল, এখন "বাবু দর্জি" বা টেলার সপের অনুগ্রহে সে কষ্ট দূর হইয়াছে। নাপ্তের কাজটা এখনও আছে, কিন্তু নাপ্তিনীর কাজটা অনেক অংশে উঠিয়াছে, তরল আল্তা বা মেজেণ্টার রঙ্গের ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি! দুঃখের বিষয়, মেজেণ্টারের কারখানা অদ্যাপিও এদেশে ভাল রূপে হয় নাই, যাহা আছে তাহা নামে মাত্র।

জাপানে দিয়াসালাই প্রস্তুতের দুইশত কারখানা আছে। প্রতি বৎসর ২২ লক্ষ গ্রোস দিয়াসালাই জাপান হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। ৬০ হাজার লোক এই কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ১৮৭৮ সনে জাপানীরা দিয়াসালাই প্রস্তুত আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ সনে তথায় ৬ শত পাউণ্ড মূল্যের দিয়াসালাই প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৯৮ সনে তাহারা ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দিয়াসালাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ধন্য জাপান!

আর আমাদের দেশে সালখিয়াতে দিয়াসালায়ের কল হইয়াছিল খুব গর্জ্জন করিয়া। এখনও আছে তাহা; কিন্তু এ কলের দিয়াসালায়ে ভারত আলোকিত হয় নাই,—কারণ ইহার ৫।৭ টা কাটি পুড়াইলে তবে ঈষৎ আলো বাহির হয়! অনেকে বলেন, জাপানের দেয়াসালায়ে জাপান আলোকিত হইয়াছে! ভারত আলোকিত হইয়াছে! এমন কি পরিণামে সমগ্রজগৎ আলোকিত হইবে। আমরা বলি, পূর্ব্বের ন্যায় আর ভাল দিয়াসালাই জাপান হইতে ভারতে আসিতেছে না, উহাও প্রায় সালখিয়ার মত হইয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে, কটনীরেলের পার্শ্বস্থ মধ্য প্রদেশের কোটা নামক স্থানে বাবু অমৃতলাল দাস এক দিয়াসালায়ের কারখানা খুলিবেন। দেখুন, কোটা হইতে দিয়াসালাই দ্বারা ভারত-কোটায় যদি বাতি জ্বলে! এমন দিন কি হবে?

১৩০৭ সালে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর কষ্টমহাউস হইতে বৈদেশিক চিনির ডিউটী পাইয়াছেন, ২৫ লক্ষ টাকা। বিগত মাসে ভ্রমবশতঃ জার্ম্মণ চিনির দর ২২ শিলিং ৬ পেন্সের স্থলে ১১ শিলিং ৬ পেন্স মুদ্রিত হইয়াছে।

১ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। [১০ম সংখ্যা।

THE MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে
শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ "হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে"
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০ আনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। [১০ম সংখ্যা।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A. M, R. A. C, and F. H. A. S.)

পঞ্চম অধ্যায়—ইক্ষুচাষোপযোগী বিশেষ কৃষিযন্ত্র সকল।

ইক্ষুর আবাদ-প্রণালী বহুবিধ। মরিসস্দ্বীপে ৪॥০ বা ৫ ফুট অন্তর এক এক ফুট গভীর খানা খুঁড়িয়া, ঐ খানায় ৩ ইঞ্চি আল্গা মৃত্তিকা ফেলিয়া দিয়া, উহার উপর কলম বসাইয়া, আর ৩ ইঞ্চি আল্গা মৃত্তিকা উহার উপর ফেলিয়া দিয়া, পরে জল দিয়া নিড়ান করিয়া, গাছ বাহির হইলে সার দিয়া দুইবার গাছের গোড়ায় ৩ ইঞ্চি করিয়া মাটি চাপা দিয়া, জমি সমতল করিবার নিয়ম আছে। পরন্তু তথায় আর এক নিয়মে-ইক্ষু আবাদ হয়। ৪।৫ ফুট অন্তর একটি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন খানা না খুঁড়িয়া, একটা করিয়া গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ গর্ত্ত গুলির মধ্যে কলম লাগান হইয়া থাকে। খানা ও গর্ত্ত উভয়ই কোদালি দ্বারা খোঁড়া হইয়া থাকে। এরূপ কোদালীর চাষে খরচ অধিক পড়ে। বলদের দ্বারা যে কার্য্য করাইয়া

যাওয়া যাইতে পারে, সে কার্য্য মানুষের দ্বারা করাইতে গেলেই খরচ অধিক পড়ে। গর্ত্ত বা খানার মধ্যে কলম গুলি থাকিলে অধিক জল দিবার আবশ্যক করেনা, এবং গাছগুলির ঠিক চতুষ্পার্শ্বে আগাছা হয় না বলিয়া, খানার বা গর্ত্তের গাছে তেজ অধিক হয়। পরন্তু মরিসস্‌দ্বীপের ইক্ষুচাষ-প্রণালী দ্বারা আর একটি সুবিধা হয় এই যে, গাছের গোড়ায় অধিক মৃত্তিকার চাপ থাকার জন্য গাছগুলি বায়ুবলে সহজে মৃত্তিকাশায়ী হইতে পারে না। তবে যে দেশীয় প্রণালী ভাল নহে, তাহাও বলিতেছি না। দেশীয় প্রণালী এই যে, জমিতে অনবরত লাঙ্গল দিয়া, ভিলি কাটিয়া, ভিলিতে জল দিয়া, কলম লাগান হয়। ভিলির অপর নাম জুলি। জুলি কাটিবার জন্য এদেশেও কোদাল ব্যবহৃত হয়, ইহাতে খরচ বেশী পড়ে, এজন্য আমি বলি, এদেশে "দ্বিপক্ষ লাঙ্গল" অর্থাৎ Doulbe Mould Board Plough ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১ম, চিত্র। দ্বিপক্ষ লাঙ্গল। এই যন্ত্রের দাম ৭৫৲ টাকা।

এই যন্ত্র জুলি কাটিবার পক্ষে অতি সুন্দর যন্ত্র। তাহার পর গাছের গোড়ায় মাটি দিবার জন্য এবং গাছের মধ্যের জমি নিড়াইবার বা উস্কাইবার জন্য আমেরিকান "হাণ্টার হো" নামক যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

২য়, চিত্র। "হাণ্টার হো" ইহার মূল্য ৫০৲ টাকা।

ইহা ক্রয় করিতে বলা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলিতেছি যে, দেশীয় জমিদার কিম্বা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা যদি এই সকল বিলাতী যন্ত্র ক্রয় করিয়া, এদেশীয় শ্রমজীবীদিগকে উহা "ভাড়া" দিয়া দাম আদায় করেন, তাহা হইলে ইহা দ্বারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর অর্থাজ্জনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। চাষারাও যখন বুঝিবে যে, কোদালির দ্বারা জুলি কাটিতে বিঘা প্রতি ১॥০ টাকার অধিক ব্যয় হয়; কিন্তু দ্বিপক্ষ লাঙ্গল ভাড়া করিয়া আনিয়া বিঘা প্রতি উক্ত কার্য্যের জন্য ৶০ তিন আনা মাত্র ব্যয় পড়িল, তখন উহারা অবশ্যই তাহা ভাড়া কেন না লইবে? ঐরূপ খুর্পি দ্বারা নিড়ান করিতে উপস্থিত বিঘা প্রতি ২৲ টাকা খরচ পড়ে, কিন্তু "হাণ্টার হো" দ্বারা যখন উক্ত কার্য্যের জন্য বিঘা প্রতি ৶০ আনা ব্যয় পড়িবে, তখন এদেশীয় কৃষকেরা কেন উহা ব্যবহার না করিবে? মূর্খ চাষাদিগকে এ বিষয়ের জন্য গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা বুঝাইয়া দিয়া সাহায্য করিবেন। তাহা হইলে শীঘ্রই এদেশীয় চাষ-কার্য্যের উন্নতি হইবে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রদ্বয় ভিন্ন জমী নিড়ান ও উস্কান কার্য্যে আর এক প্রকার বিলাতী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে আমরা বাঙ্গালা নাম দিলাম "বিদে খুর্পি।"
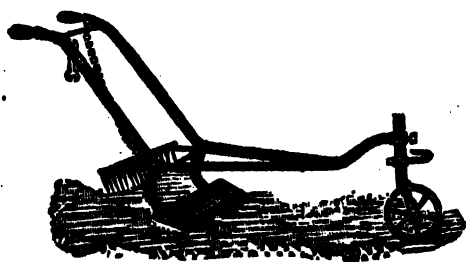
৩য়, চিত্র। বিদে খুর্পি।

ইহা দ্বারা বিদে ও খুর্পির কার্য্য যুগপৎ হইয়া থাকে। ফ্রান্স দেশের আঙ্গুর লতার শ্রেণীর মধ্যে দিয়াও এই যন্ত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এক যোড়া বলদের দ্বারা হাণ্টার হো এবং বিদে খুর্পি উভয় যন্ত্রই চালাইতে পারা যায়।

গাছগুলি যখন এক হাতেরও উচ্চ হইয়া পড়িবে, তখন উহাদের মধ্য দিয়া বলদ সংযুক্ত হাণ্টার হো অথবা বিদেখুর্পি চালান কিছু দুষ্কর হইয়া পড়ে। দুইবার মাটি চাপাইবার ও দুইবার নিড়াইবার বা মাটি

উস্কাইবার পরে, যখন এই দুই যন্ত্র চালান অসুবিধা হইবে, তখনও প্রত্যেক জল সেচনের পরে এক সপ্তাহের মধ্যে একবার করিয়া মাটি উস্কাইতে পারিলে গাছের তেজ বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে। মাটি উস্কান দ্বারা অনেকটা সার প্রয়োগের কার্য্য হয়। আল্গা মাটির চারিদিকে বায়ু সহজে খেলিতে পাইলে, মৃত্তিকা ও বায়ুর মধ্যে নিহিত উদ্ভিজ্জ-খাদ্য সহজে শিকড় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গাছকে সতেজ করে। নিড়ানি বা খুর্পি বা দাউলি দ্বারা মাটি উস্কাইতে গেলে অনেক খরচ পড়ে। একারণ চক্রসংযুক্ত হাতে চালাইবার "হো" ব্যবহার করা উচিত।
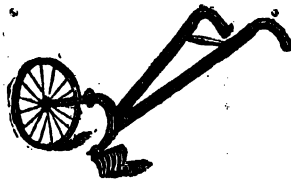
৪র্থ, চিত্র। হাতে চালান "হো"।

ইহা একজন মানুষ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারে। একজন মানুষ ইহার সাহায্যে অনায়াসে দুই বিঘা ইক্ষুজমি হাতে চালান "হো" দ্বারা নিড়াইতে বা উস্কাইতে পারে। কেবল আগাছা উৎপাটন করাই হোর একমাত্র কার্য্য নহে। মাটি উস্কানই ইহার প্রধান কার্য্য। ১০।১২ টাকা ব্যয়ে এই যন্ত্র এদেশে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সম্মুখে একখানি চাকা, এবং তাহার পশ্চাতে একটা ছোট বিদে, পরন্তু উপরিভাগে দুইটী হাতল। এইত গঠন-চাতুর্য্য এবং কারুকার্য্য-যুক্ত! ইহা কি এদেশবাসী নকল করিতে পারিবেন না?

(ক্রমশঃ)

রবার-ষ্ট্যাম্প।

এ শিল্প এদেশে নূতন প্রচলিত হইয়াছে। অতি অল্পদিন মধ্যেই ইহার প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয়, তাহা অনেকে জানিতে ইচ্ছা করেন, অতএব এ প্রবন্ধে রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইতেছে। ইহার দ্বারা উহার সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

যাঁহারা ইহার ব্যবসা করেন, তাঁহাদের নিকট এ সম্বন্ধের অনেক যন্ত্রাদি থাকে। প্রথমতঃ কতকগুলি ব্লক থাকে। ঐ সকলের আকৃতি কোনটী বালার মত, কোনটী অনন্তের মত, কোনটী বা লতা পাতা কাটা ফুলের মত, এইরূপ নানাভাবের ছবি যুক্ত ব্লক আছে। এই ব্লকগুলি অধিকাংশ স্থলেই পিত্তল নির্ম্মিত এবং মধ্যস্থলে গভীর গর্ত্ত যুক্ত। এই গর্ত্তের ভিতর ষ্ট্যাম্পের লিখিতব্য নাম ধামের অক্ষরগুলি সজ্জিত হয়।

ব্লকের ভিতর নামের অক্ষরগুলি, কম্পোজ অর্থাৎ সাজাইয়া পরে প্যারিস-প্ল্যাষ্টার-চূর্ণ জলে গুলিয়া তৎক্ষণাৎ উহার ছাপ লইতে হয়।

প্যারিস-প্ল্যাষ্টার এক প্রকার শ্বেত বর্ণ প্রস্তর-চূর্ণ। ইহা জলে দ্রব হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জল শুকাইয়া জমিয়া শক্ত হইয়া যায়। ছাঁচের কার্য্যে ইহার অত্যন্ত ব্যবহার হয়। যাহা হউক, এই প্যারিস-প্ল্যাষ্টারের ছাপ লওয়া হইয়া গেলে, তাহার পর অক্ষর কিম্বা ব্লকের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নাই, অক্ষর খুলিয়া প্রেসে ফেরত দিয়া আসিতে পার।

এইবার ছাপা-যুক্ত প্ল্যাষ্টারকে রৌদ্রে শুকাইয়া যে দিকে ছাপা আছে, সেই দিকে একটু রবার বসাইয়া দাও। এ রবার দেখিতে শ্বেতবর্ণ কাগজের মত। কলিকাতায় সাহেবদিগের মনিহারীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। কাঁচি দিয়া ইহাকে কাগজের মত কাটা যায়। প্রয়োজন মত কাটিয়া তোমার প্ল্যাষ্টারের ছাপের উপর বসাইয়া দিয়া, এই রবার-যুক্ত প্ল্যাষ্টারের দুই দিকে দুইখানি কাষ্ঠ দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধিয়া (ব্যবসায়ীরা এস্থানে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই যন্ত্র পাইলেই তাহার মধ্যে উহাকে পুরিয়া যন্ত্রের চারি কোণে স্ক্রু আঁটিয়া দিয়া ঐ যন্ত্র সহিত) প্ল্যাষ্টারের ছাপের উপর রবারটীকে উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়।

সিদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকার কাঁচের হাঁড়ী আছে, তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই হাঁড়ীতে জল দিয়া এবং সিদ্ধ করিবার বস্তুটী দিয়া জ্বাল দিতে হয়। পরন্তু উক্ত হাঁড়ীর গাত্রে তাপের মাপ লিখিত আছে। জল যত গরম হইবে, তাপের মাপের উপর ততই বাষ্প উঠিবে, এবং তাহাতেই বস্তুটী সিদ্ধ হইয়াছে কি না, জানা যাইবে। সিদ্ধ হইয়াছে স্থির হইলে, উহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া শীতল স্থানে রাখিতে হয়। এই কাঁচের হাঁড়ীর নিম্নে স্পিরিট্ ল্যাম্পের তাপ দিতে হয়।

আজকাল, লেটার-প্রেসেও ইহাকে সিদ্ধ করা হয়। লেটার-প্রেসের

ভিতর প্ল্যাষ্টার এবং উহার উপর রবার দিয়া লেটার প্রেসের স্ক্রু ঘুরাইয়া প্রেস করিয়া রাখিয়া, তাহার পর উক্ত প্রেসের নিম্নে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া প্রেসের তলদেশ উত্তপ্ত করিতে হয়। অবশ্য এরূপ করিতে হইলে, লেটার-প্রেসের চারি কোণে চারিখানি ইষ্টক দিয়া কিছু উচু করিতে হয়, নচেৎ ল্যাম্প জ্বলিবে কোথায়?

রবার খণ্ড ছাপের উপর চাপে ও তাপে ফাঁপিয়া ছাপের অগভীর ছিদ্র স্থানে আশ্রয় লইয়া এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, নামের ছিদ্র মধ্যে উহা প্রবেশ করে। যত দিন ঐ রবার জীবিত থাকে, ততদিন ঐ নামের অক্ষর বহিয়া থাকে। ইহাকেই রবার ষ্ট্যাম্প বলে। তাহার পর শীতল হইলে, ঐ রবারের অক্ষরকে শিরিস বালসমপেরু দিয়া হ্যাণ্ডেলে আটকাইয়া দেওয়া হয়।

এইত গেল মোটামুটী কথা। এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার এই আছে, প্রেসের টাইপ ছাড়া হাতের অক্ষরের রবার ষ্ট্যাম্প অর্থাৎ স্বহস্তের সহিও অবিকল রবার ষ্ট্যাম্পে উঠিবে। পরন্তু উহা করিবার মোটামুটি কথা এই, প্রথম সীসার প্লেটের উপর মোমের পোঁচ দিয়া, হস্ত লিখিত কাগজের উপর উড্‌পেন্‌সিল দিয়া বুলাইয়া উহার ছাপ মোমের উপর তুলিয়া, তৎপরে সীসার প্লেটের উপর উক্ত ছাপ কুঁদাইয়া দিতে হয়। এ সকল বিষয় গুরুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। অবিকল নাম কুঁদান হইলে, তাহার পর, প্যারিস প্ল্যাষ্টারের উপর ছাপ তুলিয়া, জ্বাল দিয়া কিম্বা প্রেসের চাপে এবং তাপে রবারে উক্ত ছাপ তুলিয়া, "সিগ্নেচার" ষ্ট্যাম্প করা হয়। প্যারিস প্ল্যাস্‌টার ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য, উহা জলে এবং তাপে সহজে গলে না।

গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানা।

২৪ পরগণা জেলায় গোবরডাঙ্গায় পূর্ব্বে অনেক কাঁচাচিনি বা "ব্র" সুগারের কারখানা ছিল। তখন ভারতের চিনি বিদেশে রপ্তানী হইত, কাজেই এ সকল কারখানার অবস্থা ভাল ছিল,—কারখানাও অনেক ছিল। এখন আর ভারতের চিনি বিদেশে যায় না, বিদেশ হইতে ভারতে চিনি

আমদানী হয়। তাই পূর্ব্বে যে গোবরডাঙ্গায় ২০০।২৫০ শত চিনির কারখানা ছিল, গত বৎসর তথায় ১৩টী কারখানা ছিল, এ বৎসর ১০টী হইয়াছে। গোবরডাঙ্গার কারখানা-গুলি হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, উহার অধিকাংশ চিনি খেঁজুরে গুড় হইতে জন্মে। "সাচীগৌড়" করিবার জন্য খেঁজুরে এবং ইক্ষুগুড় দু'য়ে মিশাইয়া করা হয়। কিন্তু তাহা অতি অল্প।

শীতকালের প্রারম্ভে ইঁহারা চাহুড়ে এবং বাহুড়ে প্রভৃতি স্থানে গিয়া কৃষকদিগের নিকট হইতে গুড় ক্রয় করেন। দানাদার গুড়ে চিনি ভাল হয়, ফলন বেশী হয় এবং চিনির তেজ ভাল হয় বলিয়া দানাদার গুড়ের দর বেশী হয়, এবং যে গুড়ের দানা নাই—কাঁদার মত, তাহার দর কম। ঐ সকল দেশে ৭ দিন অন্তর গুড়ের হাট হয়। যতদিন খেঁজুর গাছে রস থাকে, ততদিন হাট থাকে এবং কারখানাওয়ালারা গুড় ক্রয় করিয়া উহা যেমন একদিকে সংগ্রহ করেন, অপরদিকে উক্ত গুড় কারখানায় আনিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিনি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। অতএব এই সময়কে "চিনির মরসুম" কহে। শীত ফুরাইলে তখন পূর্ব্বোক্ত সংগৃহীত গুড় দ্বারা চিনি প্রস্তুত হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই গুড় নাদে, কিম্বা চিনি করিয়া "আউড়ি" তে রাখা হয়। ধানের যেমন গোলা হয়, চিনির আউড়িও অনেকটা ঐরূপ। পরিস্কৃতগৃহে, বায়ুবদ্ধ করিয়া উক্ত ঘরে চিনি ঢালিয়া রাখা হয়। পরে ক্রমশঃ বস্তায় পুরিয়া উহাকে বিক্রয় করা হয়।

জলাশয়ের নিকট ভিন্ন চিনির কারখানা হয় না। গোবরডাঙ্গা চিনির কারখানা-গুলির পার্শ্বেই যমুনার বাঁমোড়, চাঁদপুরের কারখানা-গুলির পার্শ্বেই কপোতাক্ষ এবং শান্তিপুর সূত্রগড়ের কারখানা-গুলির পার্শ্বেই হরিপুরের খাল অর্থাৎ চিনির কারখানা জলাশয়ের নিকট হইবার প্রধান কারণ এই যে, গুড় শুষ্ক করিবার জন্য পাটাশেওলা বা কানিশেওলা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব কারখানার প্রথম দ্রব্য শেওলা; দ্বিতীয় দ্রব্য বড় বড় গামলা; তৃতীয় দ্রব্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গাম্‌লা ইহাকে "নাদ" বলে, এই গুলির তলদেশে ছিদ্র আছে। গুড় মৃত্তিকা-কলসীতে থাকে, সেই কলসীকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। উহা ভাঙ্গিয়া গুড় বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গাম্‌লা অর্থাৎ নাদে রাখিয়া, উক্ত নাদ-পাত্রের তলদেশের ছিদ্র খুলিয়া দিয়া, বৃহৎ গাম্‌লার উপর বসাইয়া রাখা হয়, এবং উক্ত পাত্রস্থিত গুড়ের উপর

পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখা হয়। এই অবস্থায় ৭০দিন থাকে। ইহাকে "পেতে দেওয়া" বা গুড় পাতিয়া দেওয়া বলে। প্রত্যেক কারখানায় ১৫০।২০০ শত "পেতে দেওয়া" হয়। পরন্তু ছোট ছোট কারখানায় পেতের সংখ্যা অল্পও থাকে। এই শ্রেণীর চিনির কারখানা-গুলির মূলধন ২০০।১৫০ শত টাকা হইতে ২।১০ হাজার টাকা বা ততোধিক টাকা মাত্র। কোন কোন স্থানে চুবাড়িতে গুড়ের পেতে দেওয়া হয়।

যাহা হউক ৭ দিন পরে পাটাশেওলা তুলিলে দেখা যায় যে, গাম্‌লা বা পেতের উপরিভাগের গুড় শুকাইয়া অল্প সাদা এবং জমাট বাঁধিয়াছে, এবং উহার রস ঝরিয়া গিয়া, পেতের নিম্নস্থ গাম্‌লায় গিয়া রস পড়িয়াছে। তখন কারখানার কারিগরেরা উক্ত জমাট বাঁধা শুষ্ক গুড় লৌহের খুরপির মত যন্ত্র দিয়া উহা চাঁচিয়া বা কাঁকিয়া চিনি বাহির করিয়া লয়। পরে এইরূপ কারখানাস্থ সমুদয় পেতের পাটাশেওলা তুলিয়া অল্প অল্প করিয়া সমুদয় পেতে চাঁচিয়া যে চিনি পাওয়া যায়, তাহা একত্র করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া মুগুর দিয়া পিটিয়া বস্তায় পুরিয়া উক্ত বস্তা সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। এই বস্তায় যে চিনি থাকে, তাহাকে "দলুয়াচিনি" কহে। বোরার মধ্যে চিনি পুরিলে, থলের ছিদ্র দিয়া চিনি বাহির হওয়া সম্ভব বলিয়া, থলের মাপে বালিশের-ওয়ারের মত সেলাই করিয়া কাপড় দেওয়া হয়। এ দেশী কারখানায় পুরাতন ছেঁড়া নেকড়া ঐরূপ করিয়া দেওয়া হয়, ইহাকে "নোথা" বলে। যদিও বোরা এবং নোথা এদেশী কারখানাওয়ালারা ক্রয় করেন বটে, কিন্তু গ্রাহকের নিকট নোথা এবং বোরার দাম বলিয়া প্রত্যেক বস্তায় ৶০ আনা হিসাবে দাম ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু এদেশীয় চিনির কলে কিম্বা বৈদেশিক চিনির কলওয়ালারা যে নোথা দেন, তাহা নূতন কাপড় এবং উহার দাম নাই, এমন কি বোরার দাম পর্য্যন্ত লাগে না।

দলুয়াচিনি হইয়া গেলে, উক্ত পাত্রের গুড় যে অংশ শুষ্ক হয় নাই, তাহাতে পুনরায় পাটাশেওলা দিয়া রাখা হয়। এবং দলুয়া করিবার চেষ্টা করা হয়। ঐ পাত্রের নিম্নস্থ গুড়ের এবং উহার তলদেশের গাম্‌লায় যে রস ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেই রসের, অপর নাম মাৎগুড়। পরন্তু এই মাৎ বা রস লইয়া পূর্ব্বোক্ত ভিজাগুড়ের সঙ্গে একত্র করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। এই সকল কারখানায় ২।৫ মন গুড় জ্বাল দেওয়া যায়, এরূপ ভাবের লৌহ কটাহ থাকে। জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে, এই

উত্তপ্ত গুড় মাটীর জালায় ফেলিয়া শীতল করিয়া জমাইয়া লইতে হয়। তৎপরে এই গুড় জালা হইতে বাহির করিয়া থলে বিশেষের উপর রাখিয়া (এই থলেকে "ছালা" বলে।) কসিয়া লইয়া অর্থাৎ গুড় সহিত থলে গুড়াইয়া নিংড়াইয়া লইতে হয়। তাহার পর উহা পুনরায় জ্বাল দিয়া পূর্ব্বোক্ত নাদে ফেলিয়া অর্থাৎ পেতের উপর পাটাশেওলা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ৭ দিন পরে আবার পাটাশেওলা তুলিয়া শুষ্ক গুড় কাঁকিয়া বা চাঁচিয়া বাহির করা হয়। পরে ১৫০।২০০ শত নাদের শেওলা তুলিয়া ঐরূপ অল্প অল্প চিনি সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া মুগুর দ্বারা পিটিয়া বস্তাবন্দী করিয়া দেয়। এই বস্তায় যে চিনি থাকে, তাহাকে "গোঁড়" চিনি কহে। ইহার অপর নাম নাদের দলুয়া। কেহ কেহ বলেন, এই চিনি প্রস্তুত করিতে ১৫ দিনে তিনবার শেওলা পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

যাহা হউক, গোঁড় চিনি হইয়া গেলে, উহার যে রস বা মাৎ থাকে, সেই মাৎ, এবং গোঁড় চিনি হইবার সময় পাত্রের তলদেশে যে গুড় থাকে, সেই গুড়, এই উভয়ে একত্র করিয়া জ্বাল দিয়া, উহা জালায় রাখিয়া শীতল করা হইলে, পরে ছোট থোলের মধ্যে উক্ত গুড় পুরিয়া নিংড়াইয়া লইয়া পেতেয় রাখিয়া, পাটা শেওলা দিয়া যে চিনি হয়, তাহাকে "খাঁড় চিনি" বলে। তাহার পর যে মাৎগুড় পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা আর চিনি হয় না, উহা মদ্য এবং তামাক মাখিবার জন্য বিক্রয় হয়; মণ ১৷৷০ কিম্বা সময় ক্রমে ২৲ টাকাও হয়। গোবরডাঙ্গার অনেক কারখানাওলারা ইক্ষু গুড় হইতে প্রস্তুত গোঁড় চিনির সঙ্গে খেঁজুরে গোঁড় চিনি, (যাহা গোবরডাঙ্গার কারখানায় হয়) এই দু'য়ে মিশ্রিত করিয়া "সাটী গোঁড়" চিনি প্রস্তুত করেন।

দানাহীন কর্দ্দমবৎ গুড় দ্বারা প্রায় চিনি হয় না, উহা ছালায় অর্থাৎ থোলেয় পুরিয়া বস্তা করিয়া, উক্ত বস্তার বুকে বাঁশ দিয়া চাপ দেওয়া হয়, এই চাপ দিন কতক রাখা হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা গুড়ের রস ঝরিয়া গিয়া কিছু শুষ্ক হয়। পরন্তু এই গুড়কেই "খিস্তে" চিনি বলে, পশ্চিমের হিন্দুস্থানীরা ইহাকে "শর্ক্কর" কহে।

অন্ততঃ ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহারা একমণ গুড় হইতে যে চিনি পাইতেন, এখন আর তাহা পান না। ফলন কমিয়াছে, তাই এতদ্দেশীয় কারখানা-ওয়ালারা অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে খেঁজুর গাছের রাত্রির রসে কৃষকেরা গুড় করিত। রাত্রির রস দেখিতে জলের মত, ইহা দ্বারা গুড় ভাল হইত।

এখন দিনমানের অল্প গাঁজা রস,—ইহা দেখিতে খড়ি-গোলাবৎ—এই অবস্থায় জ্বাল দিয়া গুড় করা হয় বলিয়া ইহা দ্বারা তেজস্কর গুড় হয় না, কাজেই চিনির ফলন কমিয়া যায়। গুড়ের বর্ণ লোহিত কেন? অর্থাৎ জ্বাল দিয়া উহার কার্ব্বণ বা কয়লা বাহির করা হয় বলিয়া গুড় দেখিতে রাঙ্গাবর্ণ। যাহা হউক, এক হাজার টাকার গুড়ে ১২৫ মণ হইতে ১৪০ মণ চিনি হইতে পারে।

কারখানার খরচা লোকের মাহিনা; (প্রত্যেক কারখানায় অন্ততঃ ৭।৮ জন লোক চাই)। বাটীর ভাড়া বা উহার মেরামত খরচা; মাটীর বিবিধ পাত্র ক্রয়; পাটাশেওলা ক্রয়; চিনি কলিকাতা পাঠাইবার রেল-ভাড়া, মুটে এবং গরুরগাড়ী ভাড়া; কারখানায় গুড়জ্বাল দিবার জন্য কাষ্ঠ ক্রয়, (এখনও গোবরডাঙ্গার কারখানায় পাথুরে কয়লা প্রবেশ করে নাই।); বাজে খরচ এবং চিনি বিক্রয় করিবার কমিস্যানি বা আড়ত এবং মেতি ইত্যাদি; ইহা ভিন্ন ধনীর টাকার ব্যাজ দিতে হয়, শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে। এই সকল খরচার উপর চিনির পড়তা হয়। অতএব আড়াই হাজার মণ গুড় হইতে চিনি করিবার জন্য অন্ততঃ এক হাজার সাতশত টাকা খরচ হয়। ইহার কমে কিছুতেই হয় না। ২৫০০/০ মণ গুড় হইতে চিনি করিলে উক্ত সমুদয় খরচা ধরিলে মণ করা ॥৶০ আনা খরচ পড়ে। হিসাব দেখুন,—

২৫০০/০ গুড়ে জন্য পাটাশেওলা লাগে	৮০৲
মাহিনা ৮ জনের বৎসর	৭০০৲
বাটী ভাড়া বা মেরামত খরচ	১৫০৲
রেলভাড়া /০ হিসাবে	৫৩৸০
জ্বালাইবার কাষ্ঠ	২০০৲
আড়ত, মেতি বা চিনি বিক্রয় করিবার কমিস্যানি মণকরা ।/০ হিসাবে	২৬৮৸০
ব্যাজ ও বাজে খরচ	৩১৫॥০
	সমষ্টি—১৭৬৮৲ টাকা।

১৭৬৮৲ টাকা খরচা করিয়া ২৫০০/০ হাজার মণ গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয় ৮৬০/০ মণ। অতএব হিসাব করিয়া দেখিলে সহজে বুঝা যাইবে যে, মণকরা ॥৶০ এগার আনা খরচ পড়ে; অধিকন্তু যখন এদেশীয় চিনির কারখানায় সুবিধা ছিল, সেই সময়ের গোবরডাঙ্গাস্থ একটী কারখানার হিসাব এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বিক্রয়		মূল্য	খরিদ	
দলুয়া চিনি	৪৯৯/০	৬৪৮৫৲ (দলুয়া ও গৌড়চিনি)	গুড় ক্রয় ২৫৪৮/০	
গৌড়চিনি	৩৬১/০		এফরেজে দর ২৸/১০ হিসাব	৭২৫০৲
চিটেগুড়,	১২০১/০	৩৪২৮৲	কারখানার খরচ অর্থাৎ যদি ২৫৪৮/০ মণ গুড় হইতে চিনি হয়, উহার প্রতি মণে প্রায় ॥৶০ আনা খরচ ধরিলে	১৭৬০৲
কারখানায় কাষ্ঠ পোড়ান হয়, এইজন্য কয়লা বিক্রয় করিয়া আদায় …		৫০৲	প্রতি মণে প্রায় ॥৶০ আনা পড়ে।	
জল্‌তি	৪৮৭/০			
	২৫৪৮/০ মণ	৯৯৬৩৲		
বাদ খরচ		৯০১০৲	মোট	৯০১০৲
লাভ		৯৫৩৲		

উপস্থিত এই ২৫৪৮/০ গুড় হইতে একমণে কত চিনি ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহার হিসাব যথা,—

১/০ মণের হিসাব ২৫৪৮/০ মণের মিল।

	১/০ মণে	২৫৪৮/০ মণে
দলুয়া চিনি	/৭৸/১৫	৪৯৯॥৫৸৵০
গৌড়চিনি	/৫॥৵/১৫	৩৬১।১৸৶০
চিটাগুড়	।৮৸/১০	১২০১।৩॥৶০
জল্‌তি	/৭॥৵০	৪৮৫॥৮॥০

অতএব মোটামুটি হিসাবে,—

১/০ মণে,—

দলুয়া	/৭৸৵০	দর ৬॥০	হইলে	১।১০ দাম
গৌড়	/৫॥৵০	„ ৬৲	„	৸/৵০
চিটে	।৮৸৵০	„ ২॥০	„	১৶০
জল্‌তি	/৭॥৵০	…	…	০

১/০ মনে আদায়	৩/০
তাহার পর উহা করিতে খরচা	॥৶০
এবং গুড় খরিদ ধরুন	২৸/০
	৩॥০

তবেই লোকসান প্রতি মণে ৶০ আনা।

এখন এ চিনির কাট্‌তি খুব কম। পরিষ্কৃত কলের চিনি ফেলিয়া "র" সুগার বা কাঁচা চিনি কে খাইবে? পরন্তু এই চিনিকে কলে রিফাইন করিয়াই কলের চিনি হয়, "র" সুগার ভিন্ন কল চলে না। এদেশীয় কলের চিনি অপেক্ষা বিদেশীয় কলের চিনির দাম শস্তা, কাজেই এদেশীয় কলেও ইহা প্রবলভাবে কাটে না।

এখন ধরুন, যদি ২৸/০ আনায় একমন গুড় পাওয়া যায় এবং উহা হইতে চিনি করিতে যদি মণ করা ॥৶০ আনা খরচ লাগে, তাহা হইলে ৩॥০ খরিদ হইল এবং চিনি ও চিটের দর যাহা ধরা হইয়াছে, উহার বাজার ঠিক থাকিলে তবে ক্ষতি কম লাগে, নচেৎ ক্ষতি বেশী হয়; কিন্তু ২৸/০ মণ গুড় প্রায় হয় না, উহার দর বেশী। পরন্তু "র" সুগার বা কাঁচা চিনির

কাটতি অভাবে এ কার্য্য মাটী হইয়া যাইতেছে। অতএব এদেশে চিনির কল বৃদ্ধি এবং অপর পক্ষে বিদেশীয় চিনির উপর অতিরিক্ত ডিউটী করিয়া দিয়া উহার আমদানী কমান হইলে, তবে এদেশীয় চিনির কার্য্য ভাল চলিবে। প্রত্যেক পেতেয় তিনমণ গুড় ধরে; তাই ইহারা ৩৷৴০ মণের উপরি পড়তা ধরেন। আমরা উহা ১৷৴০ মণের উপর পড়তা করিয়া দেখাইলাম। গোবরডাঙ্গার ওজন ৮০ সিক্কা অর্থাৎ পাকী মণের উপর অর্থাৎ যে মণ কলিকাতায় চলে। ঐ মণের উপর পড়তা ধরা হইল।

শ্রীউমেশচন্দ্র রক্ষিত।

টাকশাল।

এখন ইংরাজী ১৯০১ সাল চলিতেছে। আগামী পৌষ মাসে জানুয়ারী মাস পড়িবে, সেই সময় ইংরাজী ১৯০২ সাল হইবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর গত বর্ষের অর্থাৎ ১৯০০ সালের টাকশালের এইরূপ হিসাব দিয়াছেন।

উক্ত বৎসর কালের মধ্যে টাকশালে ১২ মাসে প্রায় ১৭ কোটী টাকা প্রস্তুত হইয়াছে। পরন্তু উক্ত টাকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া টাকশালে মোট লাভ হইয়াছে, ৩০ লক্ষ ৫৫ হাজার পাউণ্ড। ইহার পূর্ব্ব বৎসর টাকশালে এত লাভ হয় নাই। ত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড আয় দাঁড় করাইতে টাকশালের খরচ—যথা, কয়লা, লোকের বেতন, কল মেরামত ইত্যাদিতে ব্যয় হইয়াছে, ১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড; অতএব খরচ খরচা বাদে নিট আয় ২৯ লক্ষ ৩০ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড।

টাকশালের উক্ত আয় বা লাভ হইতে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর স্বর্ণ সঞ্চয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। অতএব ইতিমধ্যেই বিগত বর্ষের আয় হইতে ১২ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ক্রয় করিয়াছেন। ২৯ লক্ষ ৩০ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড লাভ হইতে ১২ লক্ষ পাউণ্ড স্বর্ণ ক্রয়ের জন্য বাদ গিয়া, টাকশালের খাতায় তহবিল মজুত আছে ১৭ লক্ষ ৩৯ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড; ইহা অবশ্য ১৯০০ সালের তহবিল মজুত ছিল ধরিতে হইবে।

টাকশালের গুদামে রূপা মজুত থাকে বলিয়াই তহবিল মজুত বেশী টাকা রাখিতে হয়। কিন্তু চলিত সন অর্থাৎ ১৯০১ সাল, যাহা এখন

চলিতেছে, এই সনে যদি বেশী টাকার আবশ্যক না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড তহবিল মজুত হইতে আরও ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০০ শত পাউণ্ড স্বর্ণ ক্রয় করিবার জল্পনা কল্পনা করা হইয়াছে।

আমাদের ধারণা, টাকশালের খাতায় রৌপ্য মজুত হইতে স্বর্ণ মজুত করা হইতেছে মাত্র,—ক্রমে রৌপ্য মজুত উঠিয়া গিয়া, স্বর্ণের টাকা লইয়া—সোণার টাকশাল হইয়া যাইবে। স্বর্ণমুদ্রা যতই প্রচলিত হইবে, আমরা বৈদেশিকের সঙ্গে ততই কার্য্য করিতে পারিব, হুণ্ডির বাঁটার দায় হইতে অনেক টাকা আমাদের বাঁচিয়া যাইবে। এদেশীয় টাকা বৈদেশিকেরা ষোল আনা বলিয়া লয়েন না, উহা রূপার দরে বিক্রয় হয়। আমরা মহারাণীর মুখ দেখিয়া টাকাকে ষোল আনা বলিয়া গ্রহণ করি; এই জন্য বৈদেশিকেরা আমাদের নিকট বাঁটা লয়, পরন্তু এই অসুবিধা নিবারণোদ্দেশে ভারতে স্বর্ণ-মুদ্রা চালান হইতেছে। সাধারণ প্রজার জন্য ইহা নহে, ব্যবসায় জন্য ইহা চালান উদ্দেশ্য।

নোট।

পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে কাগজের নোট প্রচলিত ছিল। তাহার পর ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ ডোকলক বা জুনা খাঁ যখন ভারত শাসন করেন, সেই সময় তাঁহাকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে নোট প্রচলিত হয়। কিন্তু সম্রাট্ জুনাখাঁর নোট চীনের কাগজের নোটের মত হয় নাই, ইনি তাম্রপাতে হস্তের পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া উহার গাত্রে পার্শিতে লেখাইয়া দিতেন "এই পাঞ্জা দর্শন মাত্র এত টাকা দিবে।" এইরূপ এক শত টাকা হইতে দশ বিশ হাজার টাকার পাঞ্জা ছিল। পরন্তু তাৎকালিক বৈদেশিক বণিকেরা এই পাঞ্জা বা নোট গ্রাহ্য করিতেন না, অর্থাৎ লইতেন না; কিন্তু সম্রাটের প্রজাপক্ষে ইহার বিস্তর ব্যবহার ছিল। তাহার পর য়ুরোপের অন্যান্য মহাদেশে কাগজের নোট প্রচলিত হয়।

ভারতবর্ষে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম কোম্পানীর কাগজ প্রচলিত করেন। কিন্তু তখনকার ভারতীয় বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলিতে বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থ নোট প্রচলিত ছিল। এই ব্যাঙ্কনোট সাধারণ প্রজার মধ্যে ব্যবহার না থাকিলেও ইহা বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল।

পরন্তু এই ব্যাঙ্ক-নোটকেই অনেকে হুণ্ডি বলিতেন, এখনও এই নোট সমুদয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সকল দেখিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এদেশে নোট প্রচারে ব্রতী হইলেন।

১৮৫৯ অব্দে লর্ড ক্যানিং যখন ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি। সেই সময় এদেশে "করেন্‌সি নোট" প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। ঐ নোট গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং চালাইলেন না, বাঙ্গাল-বেঙ্কের দ্বারাই চালাইলেন। নোট চালাইবার বিষয়ে ব্যবস্থা এই হইল যে, যত টাকার নোট বাহির হইবে, তাহার বার আনা পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইয়া জমা থাকিবে, আর সিঁকি পরিমাণ নগদ টাকা মজুত থাকিবে। এইরূপ করাতে প্রথম বর্ষেই প্রায় দুই কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইয়া গেল। সুতরাং ঐ কাগজের উপর গভর্ণমেণ্টের যে সুদ লাগিতেছিল, তাহা আর দিতে হইল না। প্রথম কোষাধ্যক্ষ উইলসন্ সাহেবই এইরূপ করেন্সি-নোট প্রচলিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তবে তিনি সমুদয় সাম্রাজ্যটীকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করিয়া, এক বিভাগের নোট অন্য বিভাগে চলিবে না, এরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আর নোট বিক্রীত হইয়া যত টাকা হইবে, তৎসমুদায় কোম্পানির কাগজে এবং নগদে মজুদ রাখিতে বলেন নাই। এই জন্য তাৎকালিক ছোটলাট সার চার্লস্ উড্ সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তৎপরে দ্বিতীয় কোষাধ্যক্ষ লেইঙ সাহেব যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতেই সম্মতি হইল; এদেশে করেন্সি-নোট চলিল।

অতএব করেন্সি-নোটও এক প্রকার হুণ্ডি-বিশেষ। লেইঙ সাহেব নগদ এবং কোম্পানির কাগজ মজুত রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু প্রথম কোষাধ্যক্ষ উইলসন সাহেবের মতে ভারতবর্ষটীকে বিভাগ করিয়া, এক বিভাগের নোট অন্য বিভাগে যে চলিবেক না, এ মতটী যে রক্ষা করা না হইয়াছে, এমন নহে; অদ্যাপিও কলিকাতার নোট বোম্বে কিম্বা বোম্বের নোট রেঙ্গুন কিম্বা মান্দ্রাজি নোটের সঙ্গে চলে না। পরস্পর প্রদেশের নোট পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই চলিতেছে। কেবল যাঁহাদের উক্ত সমুদয় বিভাগের সঙ্গে কারবার আছে, তাঁহারাই নোট বিশেষ বাছিয়া ব্যবহার করেন না, অর্থাৎ যে প্রদেশের নোট হউক না কেন, তাহা লইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। নচেৎ বিশেষ আপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য বোম্বাই নোট কলিকাতায় কেহ কার্য্যসূত্রে আপত্তি সত্ত্বেও বিশেষ

ঘটনাচক্রে পড়িয়া লইতে হইলে, উহা বোম্বে ব্যাঙ্ক কিম্বা রেলওয়ে, কোম্পানীকে অথবা লবণের শুল্ক দিবার সময় কাষ্টম-হাউসে দিয়া টাকা লইতে হয়। পরন্তু ২০৲ এবং ৫৲ টাকার নোট, কিছুদিনের কথা হইল, একবার জাল হইয়াছিল। নোটজাল, প্রায়ই হইয়া থাকে; কিন্তু জালনোট ধরা পড়িলে অর্থাৎ উহা যাহার নিকট হইতে ধরা পড়ে, সে ব্যক্তির টাকা মারা যায়। গরিব প্রজারা সকলেই ত জালিয়াত নহে, জাল করে একজন; সে ত ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত হয়, কিন্তু নির্দোষ প্রজার টাকা মারা পড়ে! প্রজারা ইহার কিছুই জানে না, টাইপ বা লেখার তারতম্য বুঝে না, মূর্খতাবশতঃ লইয়া থাকে; কিন্তু জাল হইলে টাকা পায় না। এই জন্য যশোহর এবং নদীয়া জেলার অসভ্য লোকেরা অদ্যাপিও ২০৲ এবং ৫৲ টাকার নোট গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি করে, অনেক স্থলে লয় না।

অধিক টাকা বহন করা ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ছিল বলিয়া নোট প্রচারে এই অসুবিধা দুর হইয়াছে। পরন্তু দেশের টাকা অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ধাতু দেশেই থাকে, অথচ মালের আদান প্রদানে বিদেশের সহিত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। এই দুই বলবৎ উপকার নোট প্রচলনে হইয়াছে। ৫ টাকা হইতে ১০০০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত করেন্সি-নোট চলিতেছে। ৫০ টাকার নিম্নের নোটের নম্বর রাখিতে হয় না, নচেৎ ৫০৲ টাকা হইতে সমুদয় বড় বড় নোটের নম্বর রাখিয়া আদান প্রদান করিতে হয়। উহাকে "নম্বরী" নোট বলে। নম্বরী নোট হারাইলে বা চুরি গেলে উহার নম্বর করেন্সি আফিসে লেখাইয়া দিতে হয়; তাহা হইলে উহা ধরা পড়িবার খুব সম্ভাবনা থাকে। বিগত বৎসর গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের রাজস্ব-বিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী ক্রনিয়েট সাহেব করেন্সি-নোট বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এখনও বিশেষ চেষ্টিত আছেন,—কারণ এই কার্য্যের মত ফাঁকা লাভ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের আর অন্য কোন কার্য্যে নাই। নোট বৃদ্ধির জন্য বড় বড় ব্যাঙ্কের এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সকলেই মতামত দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, পোষ্টাফিস বিভাগ হইতে ১৲ ২৲ টাকা এবং ॥০ আনার নোট চলিবে। ফলে যেন তেন প্রকারেণ পরিণামে এ দেশে নোট বৃদ্ধি হইবে নিশ্চয়ই।

শ্রীযুক্ত জে, এন, তাতা।

(২)

উৎকৃষ্ট তুলা না হইলে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে তুলা জন্মে, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট নয়। ভারতের জমি বেশ উর্ব্বরা, কিন্তু বীজের দোষে ভাল তুলা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট মিসর দেশ হইতে তুলার বীজ আনাইয়া তাহা প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের পরীক্ষান্তে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতের জলবায়ু ও মৃত্তিকাতে মিসর দেশীয় বীজে গাছ জন্মিবে না।

মিঃ তাতা এই সিদ্ধান্তে তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মিসর দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া ইংরাজেরা কাপড় প্রস্তুত করেন। মিসর দেশ হইতে ভারতে তুলা আনিয়া কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে, বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। সুতরাং মিঃ তাতা মিসর দেশীয় বীজের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। মিসরের অনুরূপ স্থান ভারতের কোথাও পাওয়া যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বয়ং নানাস্থান দর্শন করিয়া বুঝিলেন, সিন্ধু দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা মিসরের অনুরূপ। সেখানে মিসর দেশীয় তুলার বীজ বপন করিয়া তিনি সফলকাম হইয়াছেন। তিনি তুলার কৃষি-প্রণালী দর্শনের জন্য মিসর দেশে গিয়াছিলেন এবং সেই কৃষি-প্রণালী স্বয়ং শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেই প্রণালী অনুসারে তুলার চাষ করিবার জন্য মহীশূরে প্রায় ৩ হাজার বিঘা জমি গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। নাগপুর গবর্ণমেণ্ট-ক্ষেত্রে এতদিন যে তুলার চাষ হইত, তাহাতে কোন ফল হইত না। মিঃ তাতার পরামর্শানুসারে রবি শস্যের ন্যায় তুলার চাষ করায় অতি উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিতেছে।

ভারতের বাণিজ্য কার্য্যে যে সকল জাহাজ নিযুক্ত, তাহার মধ্যে পি এণ্ড কোম্পানী, অষ্ট্রীয়ান লয়েড কোম্পানী ও ইটালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানী বিখ্যাত। ইহারা ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থ দেখেন। ভারতীয় বাণিজ্যে প্রচুর টাকা পান বটে, কিন্তু ভারতবাসীর হিতের দিকে দৃক্‌পাত করা উচিত মনে করেন না। বোম্বাই হইতে চীন ও জাপানে বহু লক্ষ টাকার সূতা রপ্তানি হয়। এই সকল সূতা ইউরোপীয় জাহাজে প্রেরিত হইয়া থাকে। লণ্ডন হইতে বোম্বাইয়ের যে দূরত্ব, বোম্বাই হইতে হংকঙ্গের সেই দূরত্ব। অথচ বোম্বাই হইতে হংকঙ্গের জাহাজ ভাড়া, লণ্ডন হইতে বোম্বাইয়ের

জাহাজ ভাড়ার অপেক্ষা অনেক বেশী। প্রথমে কেবল পি এণ্ড ও কোম্পানী বোম্বাইয়ের সূতা চীন ও জাপানে লইয়া যাইতেন। শ্রীযুক্ত তাতা প্রভৃতি কলওয়ালাগণ সেই ভাড়া কমাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে অনুরোধ গ্রাহ্য হইল না। তখন বোম্বাইয়ের কলওয়ালাগণ অষ্ট্রীয়ার লয়েড ও ইটালীর রুবাটিনো কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কম ভাড়ায় সূতা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন পি এণ্ড ও কোম্পানী, অষ্ট্রীয়া ও ইটালীর জাহাজ-কোম্পানীর সহিত একযোট হইয়া পুনরায় ভাড়া বাড়াইয়া ফেলিলেন।

মিঃ তাতা উৎসাহ উদ্যমে অতুলনীয়। তিনি এক জাপানী-জাহাজ কোম্পানীর সহিত এই চুক্তি করিলেন যে, জাপানী জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজে মাল দিবেন না। ইউরোপীয় কোম্পানীরা প্রতি ২৮ মণে ১৭৲ টাকা ভাড়া লইতেন, জাপানী কোম্পানী ১৩৲ টাকা ভাড়ায় মাল বহিতে সম্মত হইলেন। ১৮৯৩ সনের ১লা নবেম্বর হইতে শ্রীযুক্ত তাতা ও অন্যান্য কলওয়ালাদের সহিত জাপানী-জাহাজ-কোম্পানীর চুক্তি পত্র স্বাক্ষর হইল।

তখন ইউরোপীয় জাহাজ-কোম্পানীত্রয় প্রথমতঃ ২৲ টাকা, তারপর ১৲ টাকা ভাড়া নির্দ্ধারণ করিলেন। ১৭৲ টাকা হইতে একবারে ১৲ টাকা ভাড়া স্থির হইল। পি এণ্ড ও কোম্পানী, লয়েড কোম্পানী ও রুবাটিনো কোম্পানী এই আশা করিয়াছিলেন যে, বোম্বাইয়ের লোক অল্প ভাড়ার প্রলোভনে চুক্তিপত্র রহিত করিবে, তখন জাপানী জাহাজ মাল না পাইয়া ভারতবর্ষ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে এবং ইউরোপীয় কোম্পানী তখন ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবেন।

তাতা কিন্তু এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। বোম্বাইয়ের কলওয়ালা-গণ ১৲ টাকার পরিবর্ত্তে ১৩৲ টাকা দিয়া জাপানী জাহাজে মাল পাঠাইতে লাগিলেন। বিলাতে পি এণ্ড ও কোম্পানীর অতুল প্রতিপত্তি। এই কোম্পানী তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবেরীর শরণাগত হইলেন। লর্ড রোজবেরী স্বজাতির স্বার্থরক্ষার জন্য একদিন জাপান দূত ভাইকাউন্ট এয়োকিকে বলিলেন, "জাপানী জাহাজ-কোম্পানী ইংরেজ জাহাজ-কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজ গবর্ণ-মেণ্ট দুঃখিত হইয়াছেন।" জাপান গবর্ণমেণ্ট লর্ড রোজবেরীর কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। কিন্তু জাপানীরা আপনাদের গবর্ণমেণ্টকে দৃঢ়তা অবলম্বন

করিতে অনুরোধ করিল। জাপানীরা এই জাহাজ-কোম্পানীকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। এদিকে মিঃ তাতা একখানি পুস্তিকা লিখিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানীর কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। বিলাতের লোক পি এণ্ড ও কোম্পানীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নীরব হইয়া গেলেন।

জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার আর কোন উপায় না দেখায়, অবশেষে ১৮৯৪ সালের জুন মাসে ইউরোপীয় জাহাজ সকলের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এখন ১২৲ টাকাতে ২৮ মণ সূতা বা বস্ত্র চীন ও জাপানে যাইতেছে। এই মহা দ্বন্দ্বে মিঃ তাতার ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি আপনার দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ভারতের বাণিজ্য প্রসারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

মিঃ তাতার উদ্যোগে জাহাজ ভাড়া কমিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় জাহাজ ব্যতীত ভারতীয় বাণিজ্যের কখনও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দাস গোকুলদাস তেজ-পাল এক জাহাজ-কোম্পানী স্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। মিঃ তাতা এই কোম্পানীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায়, অবিলম্বে ভারতীয় জাহাজ আবার প্রাচীন কালের মত পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া উপনীত হইবে।

বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য তাতা আর এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুদক্ষ কারিগর না হইলে কখনও সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে না। বোম্বাইয়ের কল সমূহে নূতন নূতন শ্রমজীবী আসিয়া কার্য্য করে। ২।৪ বৎসর কার্য্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক তাহারা চলিয়া যায়। কার্য্য-কর্ম্মে একটু পরিপক্কতা লাভ করিতে না করিতেই তাহারা কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শ্রমজীবীগণ যাহাতে কলের কার্য্যেই আজীবন খাটিয়া নিপুণতা লাভ করিতে পারে, তাতা তাহার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ভারতবাসীর কল্যাণ-সাধন করাই তাতার জীবন-ব্রত। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বিশিষ্ট, উৎসাহ ও উদ্যমশীল, শিক্ষিত যুবকদিগকে বেতন দিয়া কাপড়ের কলের কার্য্য শিখাইতেছেন। শিক্ষিত যুবকগণ তাঁহার কলে কার্য্য শিক্ষা করিয়া নানাস্থানে কলের ম্যানেজারী করিতেছেন। কেহ বা উইভিং মাষ্টার, কেহ বা এঞ্জিনিয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তাতার ব্যবসায়-বুদ্ধি কেবল কাপড়ের কলে আবদ্ধ নাই। তিনি সাধারণ লোকের বাসের জন্য বোম্বাই সহরের নানাস্থানে স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। দরিদ্র লোক এই সকল গৃহে অল্প ভাড়ায় সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছে। তিনি মহীশূর রাজ্যে জাপানী প্রণালীতে রেশম-শিল্প প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত লোহারা ও পিপুল গাঁওয়ের লৌহখনি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। এখানে শীঘ্রই নানাপ্রকার লোহা প্রস্তুত করা হইবে। লৌহ-ই ধাতুর রাজা। বরাকরে উৎকৃষ্ট লৌহ হইতেছে। তাতাও যদি উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত করিতে পারেন। তবে ভারতে শীঘ্রই নানাপ্রকার কল নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি লানোলি ও অন্যান্য স্থানের জলস্রোতের সহায়তায় তাড়িত উৎ-পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। এই কার্য্যে সফল হইলে নানাপ্রকার কল এই তাড়িত বলে পরিচালিত হইতে পারিবে। তখন বোম্বাইয়ের ট্রাম গাড়ী এই কলে পরিচালিত হইবে। বোম্বাই সহর সহজে তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত হইবে। তিনি আপ্‌লো বন্দরের নিকট সমুদ্র বান্ধিয়া সেথানে এক বিশাল হোটেল নির্ম্মাণ করিতেছেন। শীঘ্রই হোটেল বাড়ীর কার্য্য শেষ হইবে। তাঁহার জন্মস্থান নাওসারি নগরে আর্টিসিয়ান ওয়েল অর্থাৎ এমন কূপ খনন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ২।৩ সহস্র ফিট মাটীর তল হইতে নির্ম্মল জলের প্রস্রবণ উঠিয়া নগরবাসীকে দিবারাত্রি অজস্র জলদান করিবে।

মিঃ তাতার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, উচ্চশিক্ষা ব্যতীত ভারতবাসীর কখনও কল্যাণ হইবে না। এইজন্য অনেক দিন হইল, তিনি এক ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। এই ভাণ্ডারের টাকার সুদ হইতে পার্সি যুবকগণ ইংলণ্ডে গমন করিয়া বিদ্যালাভ করিতেছেন। ১৮৯৪ সাল হইতে তিনি এই উদার নিয়ম করিয়াছেন যে, ভারতের সকল শ্রেণীর যুবকগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই বৃত্তি পাইতে পারিবে। এই বৃত্তি পাইয়া বহুসংখ্যক যুবক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাঁহারা এখন নানাপ্রকার উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে একজন বাঙ্গালী এই বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য অধ্যয়ন করিতেছেন।

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে যত প্রকার উদ্যোগ হইয়াছে, তাতার-প্রস্তাবিত "মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান বিদ্যালয়" তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের

২৮এ সেপ্টেম্বর ভারত-ইতিহাসের এক প্রসিদ্ধ দিন। তিনি এই দিন ঘোষণা করেন যে, মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ২০ লক্ষ টাকা দান করিবেন। প্রথমে প্রস্তাব হইয়াছিল যে, এই বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতির মৌলিক অনুসন্ধান হইবে। এ সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক রামসেকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতবর্ষে লইয়া আইসেন। অধ্যাপক রামসে ভারতের বিবিধ স্থান দর্শন করিয়া ও ভারতের প্রকৃত অভাব অবগত হইয়া, কেবল রসায়ন তত্ত্বানুসন্ধান করিতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন। আমরা অবগত হইলাম, বাঙ্গালোরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং রসায়নের চর্চ্চাই এখানকার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

তাতা রাজনীতি-চর্চ্চায় বড় লিপ্ত হন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশানুরাগী কমই দেখিতে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যখন টাকশালে রৌপ্য-মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের উপর মাসুল স্থাপন করেন, তখন তিনি গবর্ণমেণ্টের এই নীতিতে দোষ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কাপড়ের উপর মাসুল স্থাপন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাঁহার ৮ গুণ বেশী ট্যাক্স দিতে হইতেছে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে টাকা দিতে কাতর নহেন। কিন্তু ভারত-জাত কলের কাপড়ের উপর মাসুল বসিয়া দেশীয় শিল্পের অনিষ্ট হয়, ইহা তাঁহার অভিমত নহে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যাঁহাদের আয় বার্ষিক ৫০ হাজারের বেশী, তাঁহাদের আয়ের শতকরা ২০৲ টাকা ইন্‌কম ট্যাক্স আদায় হউক; কিন্তু কাপড়ের উপর মাসুল বসান না হয়।

তাতা নাম-কিনিবার প্রয়াসী নহেন। তিনি লুক্কায়িত থাকিয়া দেশের কল্যাণ করিতে ভালবাসেন। তাঁহার বিশ্বাস, স্বদেশের সেবা করিবার জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষের হীনতা অবশ্যই ঘুচিয়া যাইবে এবং একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই ভারতের দুঃখ মোচন হইবে।

রেলওয়ে ফরম।

(২)

গতবারে আমরা রেলওয়ের "এ" ফরম এবং "বি" ফরমের কথা স্থূল ভাবে বলিয়াছি; আবশ্যক হইলে; উহার অবিকল নকল বাহির করিব। এখন কথা হইতেছে যে, মহাজন পক্ষ হইতে অধিকাংশ স্থলে মাল রেল-গুদামে কুলি-মজুরেরা লইয়া গিয়া রসিদ করিয়া আনে। রসিদ করিতে অনেক ব্যয় হয়, নচেৎ মালের রসিদ পাওয়া যায় না। এই সহরের প্রত্যেক মহাজনের খাতা দেখুন—যাঁহারা রেলে মাল পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের খাতায়, রেলের রসিদ খরচ বলিয়া অনেক পয়সা প্রতিদিন লিখিত আছে। যাহা হউক, এই পয়সা দিয়াও সময়ে সময়ে আমাদের অভাবনীয় অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। সকলের সম্মুখে, দিন-মানে জোর সঙ্গে বস্তা কাটিয়া মাল বাহির করিয়া লয়, অথবা ২০ বস্তা দিলে ১৮ বস্তার রসিদ দেয়, অথবা পয়সা দাও, তবে গুদামে মাল প্রবেশ করিতে দিবে। এ সকল কথা যথা-সময়ে "হিতবাদী" পত্রে লিখিত হইয়া-ছিল। পরন্তু যে কুলি মজুর বা জমাদার দিয়া আমাদের রেলের কার্য্য করান হয়, তাহারা "এ" ফরম কিম্বা "বি" ফরমের কোন বিষয়ই বুঝে না, অনেক মহাজন ইহা বুঝেন কি না সন্দেহ! এই অবস্থায় যেমন মণি-অর্ডারের ফরম যাঁহারা লিখিতে না জানেন, তাহাদের যেমন উহা লেখাইয়া লইতে হয়, এবং উহা লিখিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক প্রায় বড় বড় পোষ্টাফিসের বাহিরে বসিয়া থাকে, সাধারণের জানা উচিত যে, ইহা-দের সঙ্গে পোষ্টাফিসের যেমন কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ যাঁহারা রেল-ওয়ে ফরওয়ার্ডিং কিম্বা রিস্কনোট অর্থাৎ "এ" "বি" ফরম লিখিয়া দেন, তাহাদের সঙ্গে রেলওয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহারা রসিদ-পিছু স্থল-বিশেষে এক আনা, দুই আনা, কোথাও বা দুই পয়সাও পাইয়া থাকেন। তাহার পর, মাল রেজেষ্ট্রী করা বাবুদিগকে, মার্কম্যান এবং মাল ওজন করি-বার ফিরিঙ্গী সাহেবদিগকে পয়সা দিতে হয়। যে বেশী পয়সা দেয়, তাহার সম্বন্ধে দৈবাৎ গোলযোগ হয়, নচেৎ অল্প পয়সা দিলে নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। এ সময় "এ" ফরম "বি" ফরমে লেখান হয়, অথবা মহাজনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে উহারাই লেখাইয়া দেয়, কখন বা মহাজনের গদীতে ফরম সহি করিবার জন্য পাঠান হয়। সহি করিলে রসিদ পাওয়া

যাইবে, নচেৎ রসিদ পাওয়া যায় না, তাই মহাজনের কর্ম্মচারীরা উহা ভাল করিয়া না বুঝিয়াও সহি করিয়া দিয়া থাকেন। তাহার পর, বস্তা কমিলে বা মালের ওজন কমিলে, অদৃষ্টবাদী হিন্দু মহাজনেরা উহা হইয়া থাকে, নালিশ করিলে কিছুই হয় না বলিয়া, অবাধে কিল খাইয়া কিল চুরি করেন। ঘাড় পাতিয়া এই সকল অত্যাচার সহ্য করেন। এই যে ঘৃত কমিয়া গেল, কিছুতেই উহা ধরিয়া দেওয়া হয় না, শেষে বলা হয়, কম ভাড়ার জন্য "বি" ফরমে লিখিয়া মাল আনিয়াছেন, অতএব রেল কোম্পানী দায়ী নহে। কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, রেল-কোম্পানী যদি সকলের নিকট বেশী ভাড়া লইয়া নিজেদের দায়িত্বে ঘৃত আনয়ন করেন, তাহা হইলে সকল মহাজনই উহা দিতে পারেন। ঘৃত লইবার সময় যদি বলা হয়, তুমি কম ভাড়ায় মাল দিবে, না বেশী ভাড়ায় মাল দিবে। কম ভাড়ায় মাল দিলে, কিন্তু উহার থানকে থান নষ্ট হইলে আমরা থান মিলাইয়া দিব না; এই কথা বলিয়া "বি" ফরমে কোন মহাজনকে লেখান হয় কি? নিশ্চয়ই হয় না, মহাজনের অজ্ঞতা-বশতঃ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এ কার্য্য সাধিত হয়। পরন্তু ইহাও বলা উচিত যে, এক জনের কাছে কম ভাড়া লইয়া, অপরের কাছে বেশী ভাড়া লইলে চলিবেক না, কারণ উহা এক বাজারে আসিয়া বিক্রয় হইবেক। যাঁহার কম ভাড়াতে ঘৃত আসিবে, তাঁহার পড়তা সুবিধা থাকিবে, এই জন্য এক বাজারে দুই প্রকার ভাড়ায় উহা আনা চলে না। পরন্তু এই কারণেই আমরা সে দিন হাবড়া রেলের গুড্‌স্ ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কাছেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, ঘৃতের ভাড়া এক প্রকার করা হউক, এবং রেল কোম্পানীর দায়িত্বে উহা বহন করা হউক; নচেৎ এ অত্যাচার আর কখনই কমিবে না। পরন্তু এই জন্যই ভিতরে ভিতরে আমাদের অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিতে হইতেছে, ফলাফল পরে জানাইব। ঘৃত ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইলে তজ্জন্য মহাজনদিগের কোন আপত্তি নাই; "থানে" মিলাইয়া দেওয়া হয় না, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা নহে কি? ৫০ টিন ঘৃত দিলাম, উহার ঘৃত যাহাই থাকুক, এখানে ৫০ টিন মিলাইয়া দেওয়া উচিত। পথিমধ্যে এক কানেস্ত্রা ঘৃত ঝরিয়া গিয়া অথবা উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া নষ্ট হইয়াছে, স্বীকার করি; কিন্তু উহার খালি টিন কোথায় যায়?

ঘৃতের ভাড়া রেল-কোম্পানী এই হিসাবে লয়েন ;—(১) "ওনার্‌স রিস্ক" অর্থাৎ মহাজনের দায়িত্বে যাহা সচরাচর আইসে, প্রতি মাইলে এক মণের উপর ১এর ৩ পাই, অর্থাৎ বাঙ্গালা ৻৫ এক পয়সার ৯ ভাগের ১ ভাগ। (২) "রেলওয়ে রিস্কে" অর্থাৎ রেল কোম্পানীর দায়িত্বে, (যাহা আদৌ আইসে না) ঐ প্রতি মাইলে প্রতি মণের উপর ২এর ৩ পাই, অর্থাৎ এক পয়সার ৯ ভাগের দুই ভাগ। ইহা ভিন্ন বাক্সবন্দী না থাকিলে, কেবল টিনপূর্ণ ঘৃতের মাশুল, ঐ প্রতি মাইলে প্রতি মণে ৫এর ৬ পাই, অর্থাৎ মণকরা প্রায় ৻৫ এক পয়সা। ভাড়ার ইতর-বিশেষে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু ঐ এ, বি, ফরমের আইনের জন্যই একপক্ষে রেল-কোম্পানী নিজে যেমন সাবধান হইয়াছেন, অপর পক্ষে "রেলের চোর" এবং ঘুস্‌খোরের সংখ্যা তেমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দয়াময় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর এক্ষণে আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিলে, আমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। আশা করি, রেলের ঘুস্‌খোরের দল সাবধান হইবেন! চিনিপটি হইতে "মহাজনবন্ধু"র জন্ম এই জন্যই হইয়াছে। আমরা অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি,—অনেক পয়সাও দিয়াছি,—তাহা দিয়াও তোমাদের "মন" পাই নাই! যত পয়সা পাইয়াছ, ততই অত্যাচার আরও প্রবল ভাবে করিয়াছ! মনে ভাবিয়াছিলে, তাহা হইলে ক্রমেই তোমাদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু জানা উচিত যে, সকল বিষয়ের একটা সীমা আছে। ঘুসের লাভের একটা সীমা যদি তোমরা করিতে, তাহা হইলে কোন কথা থাকিত না, দুই আনা এক আনা বা দুই চারি আনা রসিদ-পিছু এই সামান্য পয়সা দিয়া কোন্ মহাজন তাহা আবার বলিতে যাইত? কিন্তু এত পয়সা পাইয়াও তোমাদের লোভের সীমা হইল না, শেষে বস্তা বস্তা মাল খাইতে লাগিলে, কানেস্ত্রা কানেস্ত্রা ঘৃত তোমাদের উদরে হজম হইতে লাগিল! মহাজনদিগের গাত্রে চোঙ্গা বসাইয়া তাঁহাদের রক্তপান ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে!! তাই বলিতেছি, এইবার হইতে সাবধান হইয়া যাও। মনে রেখ, রেল কোম্পানী অপেক্ষা তোমাদের আয় মন্দ হয় না। প্রত্যহ কত রসিদ হয়? কত পাও তোমরা? এই জন্য রেলের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিশেষ ভাবে জানান হইয়াছে, এবং আরও হইবে। তাঁহাদের আশ্বাস এবং অভয়-বাণী পাইয়াছি।

সংবাদ।

এ বৎসর রেঙ্গুন হইতে অপর্য্যাপ্ত চাউল আমদানী হইতেছে। মধ্যে দুই বৎসর রেঙ্গুনের চাউল কলিকাতায় আইসে নাই। সন ১৩০২ সাল হইতে রেঙ্গুনের চাউল কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ হইয়াছে; শুনা যায়, তৎপূর্ব্বে উহা আসে নাই। অল্পদিন হইল, তথায় চাউলের আবাদ হইতেছে। ইতিমধ্যে বেশ উন্নতি হইয়াছে। লাকোদার সাহেবরা ইহা আমদানী করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা হইতে টাকি পর্য্যন্ত যমুনা নদীর উপর দিয়া এক খানি ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। শুনিতেছি, এই ষ্টীমারে একটী ষ্টেসন বাদুড়ে হইয়াছে। বাদুড়ে গুড়ের হাট হয়, পূর্ব্বে নৌকা করিয়া যাতায়াত হইত, এক্ষণে ষ্টীমারে হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশী চিনির কার্য্য পূর্ব্বের মত নাই।

জাপানে জাহাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রবল ভাবে হইতেছে। এই কার্য্যে ৮ হাজার লোক খাটিতেছে।

১৮৯৯ সালের ১লা জুলাই হইতে ২ আইন অনুসারে এই নিয়ম হইয়াছে যে, ২০৲ টাকার কমই হউক আর বেশীই হউক, যে কোন চেকে এক আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হইবে।

হায়দরাবাদের নবাব জাফরজঙ্গের রাজপ্রাসাদে একটী নূতন সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসান হইয়াছে। ইহাই এখন হইতে ভারতের মধ্যে প্রধান দূরবীক্ষণ যন্ত্র হইল।

কাণপুরের কৃষি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ পি, ভি, সুবিয়া এবং ভাগলপুরের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সুন্দরলাল, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিট্ চাষের সম্বন্ধে নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছেন।

নিজ মাদ্রাজে চিনির কল নাই। তথাকার নিলুকুপ নামক স্থানে ২টা, শ্যামলকোটে ১টা, এই তিনটা চিনির কল আছে। ইহার কর্ত্তা চেম্বার সাহেব। ইহা ভিন্ন আর্কটে ১টা, এবং হায়দরাবাদে ১টা চিনির কল আছে। শুনা যায়, এই ২টী চিনির কল বন্ধাবস্থায় রহিয়াছে। তাহা ভিন্ন কাণপুরে ১টা এবং দ্বারভাঙ্গায় ১টা চিনির কল আছে।

মাদ্রাজের নিলুকুপে, শ্যামলকোটে এবং আর্কটের কলে তালের চিনির কার্য্য হয়। হায়দরাবাদে ইক্ষু ও খেঁজুরে চিনি ব্যবহৃত হয়। দ্বারভাঙ্গায় কেবল ইক্ষু চিনির কার্য্য হয়।

১ম বর্ষ] পৌষ, ১৩০৮। [১১ম সংখ্যা।

THE MERCHANT'S FRIEND.

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল-সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১ নং চিনিপটি বড়বাজারস্থ স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল ও শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়দিগের বিখ্যাত চিনির কারবারের ঠিকানা হইতে শ্রীসত্যচরণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ 'হিন্দু-ধর্ম্ম-যন্ত্রে'
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন দ্বারা মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ আনা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] পৌষ, ১৩০৮। [১১শ সংখ্যা।

শর্করা বিজ্ঞান।

(লেখক শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A, M. R. A. C, and F. H. A. S.)

ষষ্ঠ অধ্যায়—জমি প্রস্তুত।

ইক্ষু লাগাইতে হইলে গভীরভাবে জমি খনন করিয়া চাষ করা আবশ্যক। সাধারণতঃ এদেশে কোদালী দ্বারা জমি কোপাইয়া পরে অন্যান্য আবাদ করার নিয়ম আছে। কিন্তু কোদাল দ্বারা জমি কোপাইতে খরচ অনেক পড়িয়া যায়।

৫ম চিত্র। শিবপুর লাঙ্গল।

শিবপুর লাঙ্গল ব্যবহার দ্বারা কোদালের কার্য্যই হইয়া থাকে, অথচ এই লাঙ্গল ব্যবহার করিলে বিঘা প্রতি চারি আনা মাত্র খরচ পড়ে। এদিক ওদিক করিয়া শিবপুর লাঙ্গলের দ্বারা দুইবার চাষ দিবার পরে আর

উক্ত লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া পঞ্চফাল চক্র-হল (Five-lined Grubber) ব্যবহার করাতে আরও কিছু সুবিধা আছে। এক বিঘা জমি
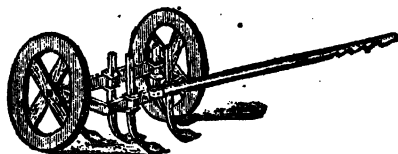
৬ষ্ঠ চিত্র। পঞ্চফাল চক্র-হল।

লাঙ্গল দিতে যদি ।০ আনা খরচ হয়, তবে এক বিঘা জমি এই যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা সুগভীর ভাবে চাষ দিয়া লইতে কেবল ৵০ আনা খরচ পড়ে। ইহাতে ঘাস, আগাছা ও শিকড় সংগ্রহও হইয়া থাকে। প্রত্যেক বার লাঙ্গল বা চক্র-হল ব্যবহার করিবার পরে জমি সমতল করিবার ও জমির ঢেলা ভাঙ্গিবার জন্য "মৈ" ব্যবহার করা আবশ্যক। মৈ দিবার জন্য "হ্যারো" বা বৃহৎ বিদে যন্ত্র ব্যবহার করিলে ভাল হয়। তাহা এই,—

৭ম চিত্র। বৃহৎবিদে।

এই যন্ত্র ব্যবহারের পর জমি প্রস্তুত হইয়া গেলে, যদি জমি ঘটনাক্রমে দিন কতক পতিত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উহাতে ঘাস ইত্যাদি বাহির হইবার সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক স্থলে এদেশে পুনরায় লাঙ্গল, মৈ অথবা বিদেশেও ঘাস মারিবার জন্য এবং জমি আল্‌গা করিয়া দিবার জন্য লাঙ্গল, চক্রহল ও বৃহৎবিদে ব্যবহার করা হয়; কিন্তু আমি বলি, তাহা না করিয়া "বাথার" নামক যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত।

৮ম চিত্র। বাথার যন্ত্র।

এই বাথার দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশে কিন্তু এ যন্ত্রের ব্যবহার আদৌ নাই। অতএব ইহার ব্যবহার যাহাতে এদেশে

হয়, তাঁহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহা হইলে এদেশে ইহার দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের সমূহ উপকার দর্শিবে। ব্লাথার দ্বারা লাঙ্গলের তিনগুণ কার্য্য হয়। ঘাস ও আগাছা কাটিয়া দেওয়ার জন্য, জমি উপর উপর আল্‌গা করিয়া দিবার জন্য এবং জমি সমতল করিয়া দিয়া বীজ রোপণের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য বাথার অতি শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। দ্বিপক্ষ লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা ভিলি বা জুলি প্রস্তুত করণান্তর কিরূপে কলম লাগাইতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ডাকের কথা।

পূর্ব্বে এদেশে ডাকঘরের অনেক গোলযোগ ছিল। মাইল পিছু বা দেশের দূরত্ব হিসাবে চিটির মাশুল লওয়া হইত। এখন এ প্রথা যদিও ভারতের মধ্যে নাই বটে, কিন্তু লণ্ডনে কিম্বা জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে কলিকাতা হইতে পত্র লিখিতে হইলে দশ পয়সার টিকিট লাগে। এই প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য লণ্ডনের বড় বড় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা হইতেছে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, লণ্ডনের পোষ্ট বিভাগে আমাদিগের ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক কদর্য্য প্রথা তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভারতের পোষ্ট বিভাগের নিয়মাবলী জর্ম্মণী, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে খাস বিলাত এখনও বেঠিক আছে। তাই ইংলণ্ডবাসীরা এ জন্য অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন।

লণ্ডনবাসীরা বলেন "ভারত এবং জর্ম্মণীর ন্যায় বিলাতী মণি-অর্ডারের ফরমে কুপন থাকা চাই।" বিলাতে তাহা নাই, আমাদের দেশে আছে। আমরা ঐ স্থানটুকুতে সংবাদ লিখিয়া দিয়া থাকি, তদ্দ্বারা এক পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ডের কার্য্য হয়। আমাদের ভারত যেমন দরিদ্র,—অতএব এখানকার মত সুব্যবস্থাই হইয়াছে। লণ্ডন ধন-কুবের বলিয়া বোধ হয়, তথায় উহা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা ভারতের ন্যায় ভ্যালুপেয়েবল পোষ্ট চালাইতে চাহেন। বিলাতে ভিঃ পিঃ পোষ্ট নাই, পার্শেল আছে। ভ্যালুপেয়েবল পোষ্ট দ্বারা

এ দেশের গভর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদিগের তাগাদাগিরির কার্য্য করেন। ইহা অনেকটা মণি-অর্ডারের উল্টা নিয়ম ভাবে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ মণি-অর্ডার দ্বারা দুই আনা ফি লইয়া দাতার টাকা বহন করিয়া গ্রহীতাকে দেওয়া হয়, ভিঃ পিঃ পোষ্ট দ্বারা গ্রহীতার টাকা ঐ ৵০ আনা ফিতে দাতাকে আনিয়া দেওয়া হয়। ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই নিয়মের দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয়েন, অতএব এ নিয়ম করা ভালই হইয়াছে। তবে এখানে ইহার মধ্যেও আমাদের কিছু সংস্কার হওয়া উচিত। অনেক বদ্‌মাইস গ্রাহক ভিঃ পিঃ পোষ্টে সংবাদ পত্র কিম্বা পুস্তক পাঠাইতে বলিয়াও যথাসময়ে উহা পাঠাইলে "রিফিউস" অর্থাৎ লইব না বলিয়া ফেরত দিয়া দাতার অনর্থক ক্ষতি করেন, অর্থাৎ মাল ফেরত আইসে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট কিছু বলেন না। পাঠাইতে বলিয়া, কেন লইল না, তজ্জন্য প্রমাণ লইয়া যথার্থ পাঠাইতে বলিয়াছে কি না জানিয়া গ্রাহকের দণ্ড করা উচিত। তাও বলি, ফলে এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সামান্য টাকা বলিয়া কেহই আদালতে নালিশ করেন নাই, করিলে কি হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। তাহার পর ইহার সংস্কারের জন্য এদেশ বাসীর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, লণ্ডনে পোষ্টকার্ড এবং খামের টিকিটের মূল্য সত্ত্বেও উহার কাগজের দাম ধরা হয়। ভারতে যদিও তাহা হয় না বটে, কিন্তু রেজেষ্ট্রী কাপড়ের খামের দাম উহার গাত্রে ৵০ আনা মূল্য লেখা থাকিলেও আমাদের ৵৫ পয়সা দিয়া উহা ক্রয় করিতে হয়। বিলাতে এবং ভারতে এ নিয়ম উঠিয়া যাওয়া ভাল।

চতুর্থতঃ, মণি-অর্ডারের সঙ্গে একটা চেকমুড়ির মত অংশ থাকে, উহা গ্রহীতার সহি লইয়া দাতাকে ফেরত আনিয়া দিতে হয়, কিন্তু বিলাতে এ নিয়ম নাই। তাই মহা গোলের কথা উঠিয়াছে। ভারতেও কিন্তু রেজেষ্ট্রীপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার সহি ফেরত আনাইতে চাহিলে দুই পয়সা ইহার জন্ত ধরিয়া দিতে হয়। এ ব্যবস্থাও আমাদের দরিদ্র দেশে মণি-অর্ডারের সহি ফেরতের মত করা উচিত।

[illegible] আপত্তি লণ্ডনে এই হইয়াছে যে, সকল প্রকার সংবাদপত্র আধ [illegible] (আমরা চাহিব এক পয়সায়) বিলি করা উচিত। ধনকুবের লণ্ড- [illegible] এক একখানা সংবাদপত্র ওজনে ভারি মন্দ নহে! যদি ওজন উঠিয়া

যায়, তাহাহইলে ভারতের সংবাদপত্রেরও ওজন যেন না থাকে। যে ওজনের যে শ্রেণীর সংবাদপত্র হউক না কেন, ভারতে ৫ পয়সা লইয়া বিলি করা উচিত। ইতিপূর্ব্বে পোষ্টাপিসে টাকা জমা দিলে, কাগজে লাল সিলমোহর করিয়া ছাড়া হইত, টিকিট মারিতে হইত না, কিন্তু এদেশীয় সংবাদপত্রওয়ালারা পোষ্টাপিসের কেরাণীদিগকে কিছু কিছু ঘুস দিয়া, ইচ্ছামত সংখ্যক পত্রে সিলমোহর করাইয়া লইতেন, ইহাতে কাগজ বেশী বিলি হইত, পোষ্টাপিসের খাতায় দাম কম জমা হইত, অতএব এই অভিসন্ধিতে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সন্দেহ হওয়াতে মধ্যে এই নিয়ম করা হয় যে, ৫ পয়সা মূল্যে যদিও সংবাদ-পত্র বিলি হইবে বটে, কিন্তু উক্ত পত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া উহাতে ৫ পয়সার টিকিট মারিয়া দিতে হইবেক। ফলে এই নিয়মে এক দফা এদেশীয় সমুদয় সংবাদপত্র রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল, ৫ পয়সা টিকিট মারিয়া চলিতে লাগিল। তাহার পর আবার নিয়ম হইল যে, সংবাদ না থাকিলে ৫ পয়সা মূল্যে বিলি হইবেক না। এজন্য এদেশীয় মাসিক পত্রগুলি বিভ্রাটে পড়িলেন, অনেকে কিছু কিছু সংবাদ দিয়া, পূর্ব্বের ৫ পয়সা টিকিট বাহাল রাখিলেন। কিন্তু অনেককে অদ্যাপিও ১০ পয়সার টিকিট মারিতে হইতেছে। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, মাসিক পত্রে সংবাদ আছে, অথচ তাহাকে ৫ পয়সায় বিলি করা হয় না। এখন প্রায় সকল মাসিক পত্রেই সংবাদ আছে, অথচ ৫ পয়সায় বিলি করাইতে অনেক বেগ পাইতে হয়। কারণ পোষ্টাপিসের কেরাণীদিগের দৌরাত্ম্যে ন্যায্য কথাও "দশ চক্রে ভগবান ভূতের" মত হইয়া পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

প্রবাদ বাক্য।

দশ চক্রে ভগবান ভুত।

বাঙ্গালায় অনেক প্রবাদ বাক্য আছে, কিন্তু উহাদের ভাবার্থ সকলে পরিজ্ঞাত নহেন। আমরা প্রবাদ বাক্যগুলির যথাযথ ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। "অস্ত দশ চক্রে ভগবান ভূত" যে প্রবাদ কথাটী আছে, তাহার ভাবার্থ বলা যাইতেছে।

কোন সময়ে এক রাজার সভায় ভগবান নামে এক পণ্ডিত আগমন করেন। রাজা তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আসিয়া দর্শন দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাই পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সৎ পরামর্শ এবং মন সুস্থ থাকিবার উপায় বলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থ অপরাপর পারিষদ্‌বর্গের কিছু ঈর্ষার উদ্রেক হইল। তাঁহাদের সকলেরই এখন চেষ্টা হইল— ভগবানকে কিরূপে তাড়ান যায়। তাহার পর সকলে পরামর্শ করিয়া দ্বারবানকে বলিয়া রাখিলেন যে, "ভগবান্ পণ্ডিত রাজসভায় আসিবার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে বলিও, তাঁহাকে মহারাজ সভাস্থলে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন।" ফলেও তাহাই হইল। পণ্ডিতজী সভাস্থলে আসিতে চাহিলে, দ্বারবান প্রবেশ করিতে দেয় না।

কিছুদিন পরে, সভাস্থলে পণ্ডিতজী আসেন না কেন বলিয়া মহারাজ এই কথা উত্থাপন করেন। পারিষদ্‌বর্গ বুঝাইয়া দিল যে, "ভগবান পণ্ডিত মারা গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া রাজা দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে রাজা নগর ভ্রমণে বাহির হইবেন, রাজপথ লোকারণ্য; রাজা বাহির হইবেন, সকলে তাঁহাকে দেখিবেন, এমন সময় ভগবান পণ্ডিত মনে করিলেন, আমিও অনেক দিন রাজাকে দেখি নাই; অতএব অদ্য রাজদর্শন করিব এইরূপ ভাবিয়া তিনি রাজপথে বাহির হইয়া দেখিলেন, বড় গোল। এত গোলে তাঁহাকে দেখা হইবে না বলিয়া তিনি সেই পথের এক বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের উপর উঠিয়া বসিলেন। রাজা চারি-ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কয়েক জন পারিষদ লইয়া বাহির হইয়া ক্রমে যখন সেই অশ্বত্থ গাছের নিকট আসিলেন, তখন ভগবান পণ্ডিত "মহারাজ! মহারাজ!!" বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, গাড়ি থামিল, রাজা বলিলেন "ভগবান পণ্ডিতের মত পরিচিত স্বরে বৃক্ষের উপর হইতে কে ডাকিল?" তৎক্ষণাৎ পারিষদেরা কহিল, "মহারাজ! গাছের দিকে চাহিবেন না, ঐ বৃক্ষে ভগবান মরিয়া ভূত হইয়া রহিয়াছে!" রাজা তাই করিলেন, বৃক্ষের দিকে চাহিলেন না। গাড়ী চলিয়া গেল।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, "কেবল বড় লোকের মন যোগাইয়া চলিলে কার্য্য হয় না, তাঁহাদের গমস্তারও মন যোগাইতে হয়; নতুবা চক্রের মাহাত্ম্যে

ঐরূপ একটী জীয়ন্ত মানুষকেও ভূত হইতে হয়;—মহাজন বাক্যও তাই,—

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
পশ্য চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান ভূততাং গতঃ॥

মিছিরির কারখানা।

মিছিরি অদ্যাপিও বিদেশ হইতে আমদানী হয় নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, এ শিল্প ইয়োরোপ খণ্ডে প্রচলিত নাই। উক্ত সকল প্রদেশে মিছিরির পরিবর্ত্তে "লোজেন জুস" হয়। সময়ে সময়ে কলিকাতায় ইয়োরোপ খণ্ড হইতে মিছিরির দানার মত চিনি আমদানী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ঠিক মিছিরি নহে। যাহা হউক, উহা মিছিরি হইলেও, দুই একটা আফিসে সময়ে সময়ে আসিয়াছিল, কিন্তু এদেশ-বাসীকে উহার আস্বাদন ভালরূপে দেওয়া হয় নাই বলিয়া, উহা এখনও এদেশে প্রচলিত হয় নাই। তাহার পর কাশীপুরের চিনির কলের সাহেবরাও কল প্রতিষ্ঠা করিয়া মিছিরি করেন নাই। তাঁহারা তখন জানিতেন, চিনির কলে রম হয় এবং সিরাপ হয়; কিন্তু চিনির কলে যে মিছিরি হয়, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত বিষয় ছিল। তৎপরে এদেশ-বাসীর সাহায্যে এক্ষণে উক্ত কলের সঙ্গে মিছিরির ব্যবসায়ও প্রবলভাবে আরম্ভ করিয়াছেন। পরন্তু এই কলের মিছিরির জন্য এদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত মিছিরির কারখানা-গুলির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, এবং অনেক কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে দেশী চিনির দ্বারা মিছিরি হইত, এক্ষণে বিদেশীয় কলের চিনি দ্বারা মিছিরি হয়। কলিকাতায় কয়েকটী মিছিরির কারখানা আছে, এ সকল কারখানায় এক্ষণে কেবল কলের চিনি দ্বারা মিছিরি প্রস্তুত হয়। অধিকন্তু মফঃস্বলের স্থানে স্থানে, নাটোর প্রভৃতি স্থানেও মিছিরির কারখানা আছে, কিন্তু সকল কারখানাতেই কলের পরিষ্কৃত চিনির মিছিরি হয়। দেশী চিনির দর বেশী এবং উহা দ্বারা মিছিরি করিতে গেলে, দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা উহার "গাদ" অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়,

এজন্য পরিশ্রম এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়া মিছিরির পড়্‌তা বেশী হয়; কাজেই দেশী চিনি এখন মিছিরির কার্য্যে চলে না।

মিছিরির কার্য্যে রিফাইন খৃষ্টাল সুগার অর্থাৎ পরিস্কৃত মোটা দানা চিনি ব্যবহৃত হয়, নচেৎ মিছিরির দানা ভাল হয় না। দানা ভাল না হইলে, উহা কম দরে বিক্রয় হয়। জর্ম্মাণ প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আমাদের দেশে যে বিটচিনি আমদানী হয়, উহার মধ্যে "গুঁড়া বিট্" অর্থাৎ মিহিদানা বিট্ বা গ্রুফ মার্কা বিট্ চিনি এক প্রকার; অন্য প্রকার মোটা দানা বিট্ চিনি—এই দুই প্রকার বিট্ চিনি আমদানী হয়।—এই মোটা দানা বিট্ চিনির দ্বারা মিছিরির কার্য্য হইয়া থাকে। বিট্‌চিনির অভাবে কাশীপুরের কলের খৃষ্টাল সুগার ব্যবহৃত হয়। কাশীপুরের কল এদেশীয় হইলেও এই কলের চিনি বিট্ চিনি অপেক্ষা শস্তা নহে বলিয়া, বিট্ চিনির অভাবে ইহা চলে। পরন্তু কাশীপুরের কলের চিনি এবং বিট্ চিনি দুই অভাব হইলে, মোটা দানা মারিশস্ চিনিও মিছিরির কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিছিরির কারখানায় বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য;—কড়া ও তাড়ু রস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কারখানায় চাই অন্ততঃ তিন্‌টা উনান এবং একখানা বড় কড়া অর্থাৎ দুই মণ আড়াই মণ চিনির রস হইতে পারে, এমন ভাবের, এবং ছোট ছোট দুইখানা কড়া, অর্থাৎ এই কড়াদ্বয়ে অন্ততঃ ৮।১০ সের রস ধরে এরূপ হওয়া চাই। এই তিনখানি কড়া পূর্ব্বোক্ত তিন্‌টা উনানে রাখিয়া প্রথম বড় কড়াতে একবস্তা চিনি অর্থাৎ অন্যূন ২৷০ মণ হইবে, উপযুক্ত পরিমিত জল দিয়া উক্ত কটাহে করিয়া জ্বাল দেওয়া হয়। পরন্তু তিন্‌টা উনানেই জ্বাল দিবার জন্য রীতিমত ভাবে পাথুরে কয়লার অগ্নি ব্যবহৃত হয়। রস ফুটিতে আরম্ভ করিলে, এই রসে সাইট্রিক এসিড দেওয়া হয়, কেহ কেহ নাইট্রিক এসিডও ব্যবহার করেন। এসিড অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর, মিছিরির রস হইয়াছে, ইহা যখন কারিগরেরা বুঝিতে পারে, তখন এই বৃহৎ কটাহ হইতে রস তুলিয়া ছোট কটাহে অর্থাৎ অপর উনানস্থিত সেই ৮।১০ সেরা যে কটাহ আছে, তাহাতে রাখা হয়। এইরূপ একখানা বড় কটাহ এবং তৎসঙ্গে দুইখানা ছোট কটাহ এবং তিন্‌টা উনান করিবার প্রয়োজনের কারণ বোধ হয়, বৃহৎ কটাহ হইতে রস কুড়ায়

তুলিতে তুলিতে পাকের তারতম্য ঘটিয়া মিছিরি ভাল হয় না, তাই তাপের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তিন্‌টা উনান এবং ছোট কটাহদ্বয় এবং এক বৃহৎ কটাহ ব্যবহৃত হয়। পরন্তু ছোট কটাহ হইতে উত্তপ্ত রস শীঘ্র শীঘ্র কুঁদা বা কুঁড়িতে ফেলিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

কুড়ি বা কুঁদার আকৃতি বাঁয়া তব্‌লার,—বাঁয়ার মত। উহার তলদেশে ৫টী বা ততোধিক ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রগুলি দ্বারা উহার ভিতর সূতা জড়ান হয়। সূতা জড়াইবার জন্য কুঁদার মুখে কাটি দিতে হয়, এই কাটির জন্য মিছিরির কারখানায় বাঁশের প্রয়োজন হয়। কুঁদার ভিতর সূতা দ্বারা মাকড়সার জালের মত করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূতার আশ্রয়ে চিনির রস দাঁড়াইয়া দানা বাঁধিবার পক্ষে সুবিধা হয়। মিছিরির এই দানাকে "কলম" বলা হয়। কুঁদার ছিদ্র দিয়া সূতা জড়ান হইলে, তখন কুঁদার পশ্চাৎ দিয়া উক্ত ছিদ্র কাগজে আটা মাখাইয়া উক্ত কাগজ বসাইয়া বন্ধ করা হয়, এজন্য মিছিরির কারখানায় অনেক পুরাতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ব্যবহৃত হয়। ৬।৭ জন লোকের কম একটা মিছিরির কারখানা চলে না, উনান ৩টার কমে হয় না। বৃহৎ কারখানা করিলে, ৬টা, ৭টা, যত ইচ্ছা উনান করা চলে। এই কার্য্য করিতে অন্ততঃ ৫ শত টাকা হইতে যত টাকার ইচ্ছা কারবার করা যায়। তবে শুনা যায়, আজ-কাল অনেকে এক শত টাকায় মূলধন লইয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ করি-য়াছেন; কিন্তু অল্প মূলধনে কারখানা করিলে, তাঁহাকে সকল বিষয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া, উহা একটী দরিদ্রভাবের কারখানার মত হইয়া যায়। এজন্য এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র কারখানাগুলির স্থায়িত্ব-আশা কম। চিনির দানা আর কিছুই নহে, উহার ভিতর জল থাকে বলিয়া উহা ঐরূপ দানাদার হয়। পরন্তু দানাদার চিনির দানাকে আরও বড় করা হয় মাত্র; অর্থাৎ মিছিরির দানাকেও চিনির বৃহৎ দানা বলা যাইতে পারে। পরন্তু এই দানার ভিতর চিনির রস করিবার সময় যে জল দেওয়া যায়, অথবা সাধারণ বায়ুর জলজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া মিছিরির দানাতে জল বেশী থাকে বলিয়া, এক মণ চিনি গলাইলে, উহা দ্বারা মিছিরি ৷৷৹ সের এবং রস ৷৫ সের, মোট ১/৫ সের দ্রব্য পাওয়া যায়। এই রস দ্বারা বাটা চিনি অর্থাৎ পেষা বা নকল কাশীর চিনি হয়।

এখন ধরুন, মোটাদানা বিটচিনি একমণ ৮৷৹ টাকা। উহা দ্বারা

মিছিরি করিয়া ৸০ ত্রিশ সের মিছিরি পাওয়া গেল। এখন মিছিরির দর এক মণ ৯৲ টাকা। অতএব ৸০ সের মিছিরির মূল্য ৬৸০ আনা; পরন্তু ।৫ সের রসের মূল্য ধরুন ২৲ টাকা, মোট ৮৸০ আনা আদায় হইল। কিন্তু চিনি ১৴০ মণ ৮।০ টাকা ক্রয় করিয়াছি, অতএব উহা বাদে মুনফা থাকে মণ করা ৷৷০ আট আনা। কিন্তু ইহাতেও খরচা আছে, কুঁড়ি বা কুঁদা প্রত্যেকটী ৲১৫ পয়সা বা চারি পয়সায় ক্রয় করিতে হয়। তবে আজকাল অনেকে লৌহ অথবা পিত্তলের কুঁদা করিয়াছেন। এই ধাতুময় কুঁদা অপেক্ষা (বিশেষতঃ যখন মিছিরির রসে এসিড দেওয়া হয়) মৃণ্ময় কুঁদা ব্যবহার করা ভাল। যাহা হউক, কুঁদা ভিন্ন, বাঁশ, কাগজ, আটা, সূতা, ঘুটে ও বিচালী (উনান ধরাইতে লাগে) এবং কয়লা ইত্যাদির খরচা মণ করা ।০ চারি আনা ধরিলে, মিছিরির কার্য্যে মণ করা চারি আনা লাভ থাকে।

প্রত্যহ একটা উনানে ৬।৭ জন লোক দ্বারা ৪০৴০ মণ চিনির মিছিরি হইয়া থাকে,—ইহাদ্বারা ৩০ মণ মিছিরি এবং ১৫ মণ রস হয়।

জমা—

৩০ মণ মিছিরি ৯৲ হিসাবে মণ ধরিলে
উহার দাম হয়—— ২৭০৲

১৫ মণ রস ৫৷৷০ টাকা মণ ধরিলে
উহার দাম হয়—— ৮২৷৷০

তৎপরে ৪০ মণ চিনির মিছিরি করিতে অন্ততঃ ২০ বস্তা চিনি লাগে, অতএব উক্ত বস্তার বোরা এবং নোথা—অর্থাৎ চিনির বস্তার ভিতর গামছার মত এক খণ্ড কাপড় থাকে, তাহাকে মোথা বলে, উহা বিক্রয় করিয়া অন্যূন আদায় হয়—— ৩৲

মোট—— ৩৫৫৷৷০
বাদ খরচ—— ৩৪৬৷৶১০

মুনফা—— ৯৴১০

খরচ—

৪০ মণ চিনি ৮।০ হিসাবে—
৩৩০৲

৩০ মণ মিছিরি করিতে অন্ততঃ ১৯০ খানা মাটীর কুঁদা চাই, যদিও ৬ খানা কুঁদায় ১ মণ মিছিরি ধরে। এই হিসাবে ১৮০ খানা কুঁদায়, হিসাব মত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা আনিতে অথবা সূতা বাঁধিতে অনেক নষ্ট হয়, এইজন্য ১৯০ খানা কুঁদা ৲১৫ হিসাবে ধরা হইল,—— ৮৸৶১০

খরচ মণকরা ৵০ হিসাবে
৪০ মণে—— ৭৷৷০

মোট খরচ—— ৩৪৬৷৶১০

অর্থাৎ প্রত্যহ ৯৲ আয়, ইহা নিতান্ত মন্দ ব্যবসায় নহে। তবে পূর্ব্বে এ কার্য্যে আরও আয় ছিল; যাহা হউক,

এক্ষণে কলের মিছিরি হইয়া ইহাদের অনেক অসুবিধা হইয়াছে। খরচা মণকরা ।• আনার মধ্যে কুড়ি বা কুঁদার মূল্য ৴১৫ ধরিয়া বাকী ৶৹ আনার মধ্যে লোকের মাহিনা, ৭ জন লোক প্রত্যহ খাটিলে ৩।• টাকা ধরুন! কারণ ইহার ভিতর ভাল কারিগর আছে, তাহাদের বেতন অধিক দিতে হয়, তাই তিন টাকা চারি আনা ধরা হইল। তৎপরে ধরুন,—এই ৩।• আনা, এবং প্রত্যহ কুঁদার দাম লাগে ৮৸৵১০, মোট হইল ১২৶১০। কিন্তু আমরা খরচ ধরিবার সময়, মণকরা ৶৹ আনা খরচ ধরি, এইজন্য প্রত্যহ ৪• মণ মিছিরি তৈয়ারী হইলে ৭৷৷• টাকা লাগে এবং কুঁদার খরচ ৮৸৵১•, তাই মোট ১৬৷৶১০ ধরা হইয়াছে, অতএব এখন উহা হইতে ১২৶১০ বাদ গেলেও আমাদের হস্তে ৪।৹ মজুত আছে। এই চারি টাকা চারি আনার মধ্যে নিজেদের খাদ্য, করগেট ইত্যাদি, কাগজ, বাঁশ, আঁটা এবং কয়লা প্রভৃতি খরচ লাগে।

অবশ্য মিছিরির দর এবং চিনির দর সমান থাকে না, হয় ত মিছিরির দর কখন বাজারে বেশী আছে এবং চিনির দর কম, সে সময় উক্ত বাঁধাবাঁধি আয় অপেক্ষা লাভ অধিক হইতে পারে। তবে মোটের উপর এই জানা কর্ত্তব্য যে, মোটা দানা চিনির দর যাহা থাকিবে, তাহা অপেক্ষা মণকরা বার আনা মিছিরির দর বেশী থাকিলে উহাদের মণকরা চারি আনা লাভ হইতেছে, ইহা সহজে জ্ঞাতব্য। পরন্তু মিছিরির কুঁদা ধাতু নির্ম্মিত করিলে, উহার খরচা আরও কমিয়া যায়। কিন্তু এদেশীয় কারখানার মিছিরি খুব শুষ্ক হয় না। এই জন্য ইহারা কুঁদা ভিন্ন—কুঁদা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে না। কিন্তু কাশীপুরের কলের মিছিরি এত সুন্দর ভাবে শুকান হয় যে, উহা কুঁদা হইতে বাহির করিলেও ঠিক প্রস্তরের মত চাপ বাঁধা থাকে। উক্ত মিছিরির চাপ, বোরা মোড়াই করিয়া কলওয়ালারা বিক্রয় করেন। কিন্তু এদেশীয় মিছিরি কারখানায় উহা প্রায় হয় না। পরন্তু এই শুকাইবার তারতম্যে দেশী মিছিরি প্রত্যহ ওজনে কমিতে থাকে, কাশীপুরের কলের মিছিরিতে তাহা হয় না। দেশীয় কারখানার মিছিরি এবং কলের মিছিরিতে বর্ণেরও যথেষ্ট ইতরবিশেষ আছে, কলের মিছিরির বর্ণ উজ্জ্বল শুভ্র হীরকের মত। ভারতবর্ষে মিছিরির কল বা কলের মিছিরি বলিলে, একমাত্র কাশীপুরের টর্ণার মরিসেন কোম্পানীর কলকে বুঝাইয়া থাকে। ভারত মধ্যে কাশীপুরের চিনির কলেই কেবল

উপস্থিত মিছিরি হইতেছে। যাহা হউক, এদেশীয় কারখানাওয়ালারা বলেন, কলের চিনির তেজ বেশী বলিয়া, উহা দমন করিবার জন্য এসিড ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু সকল দেশীয় কারখানার সমুদয় কুঁদার মিছিরি সমান ভাবে শুষ্ক বা বর্ণ হয় না বলিয়া, কারখানার মিছিরি ১ নম্বর, ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর হইয়া থাকে, কলের মিছিরিরও ১ নম্বর ২ নম্বর এবং ৩ নম্বর আছে। কুঁদায় তপ্তরস ঢালা হইলে, যখন সূতার গাত্রে মিছিরির দানা বান্ধে, সেই সময় কুঁদার ছিদ্র যাহা আটা দ্বারা কাগজ মারা থাকে, উহা খুলিয়া দিয়া রস ঝরাইয়া লওয়া হয়। পরন্তু এই রসেই বাটা চিনি হয়।

মহাজনের কথা।

যে শিল্পের বাণিজ্য নাই, অর্থাৎ এদেশীয় শিল্প জাহাজে করিয়া লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় নাই—সে শিল্পের বা সে কার্য্যের সুযোগ সুবিধাও নাই। পূর্ব্বে তুলা, ইস্পাত, রেশম এবং চিনি প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হইত, কাজেই এ সকল কার্য্যে—সুযোগ সুবিধা ছিল। এখন পূর্ব্বের সঙ্গে অনেক স্থলে ঠিক উহার বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে বিদেশে যাইত, এখন তথা হইতে সেই সকল দ্রব্য এদেশে আসিতেছে। অতএব আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, অন্য দেশের উন্নতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধিত হইয়াছে। অতএব এখন এদেশে দেশীয় শিল্পগুলির বিষয় উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বিদেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিবার জন্য ;—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এদেশবাসীদিগের উচিত, এখন কেবল সহজে এবং অল্প খরচায় অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করিবার কল কৌশল বাহির করিয়া এ দেশকে রক্ষা করা মাত্র।

আজকাল আমাদের দেশের অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাই, এ দেশের দ্রব্য বিদেশে বাহির হইয়া গিয়া এদেশ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। আবার কেহ কেহ এই জন্য আমদানী রপ্তানীর তুলনা করিয়া বুঝাইতে অগ্রসর হয়েন যে, দেশের ঘন ঘন দুর্ভিক্ষও আমদানী রপ্তানীর জন্যই হইয়া থাকে। দেশে টাকার অভাব অথবা শস্যের অভাব, এই দুই অভাবের মধ্যে কোন্ অভাবে কি ভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহারও মীমাংসা এদেশবাসী করিতেছেন। কেহ বলেন. শস্যের জন্য দুর্ভিক্ষ.

কেহ বলেন, টাকা নাই বলিয়া দুর্ভিক্ষ হয়। পরন্তু আমাদের কংগ্রেস হইতে বেদ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মহামতি দত্ত সাহেব বলিয়াছেন, "খাজানার" জন্যই এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে। ফলে আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা বুঝি, যত দিন কারবার চলে, তত দিন কোন তারিখে আমাদের সিন্দুকে আসিয়া ৫০ হাজার টাকা মজুত হইতেছে, আবার পর দিন হয় ত ২৫ হাজার বাহির হইয়া গেল। তৎপর দিন এত টাকা আসিল যে, ৭৫ হাজার টাকা তহবিল মজুত হইল। তৎপর দিন হয় ত সে টাকা দেনা দিতে কুলাইল না, আবার আমাদের ধার করিবার জন্য মহাজনের নিকট যাইতে হইল। আবার তাহার পরদিন পাওনা টাকা এত আসিল যে, ধার শোধ দিয়া তহবিল মজুত রহিল ৯০ হাজার টাকা। এইরূপ ব্যাপার প্রতিদিন আমাদের কারবারের খাতায় সংঘটিত হইতেছে। বাহিরের লোকে বলিতেছে, উহাদের বেশ চলিতেছে, কার্য্যের উন্নতি অবস্থা। কিন্তু বুদ্ধিমান্ আপনি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার খাতা দেখিয়া বলুন দেখি, আমার কার্য্যে লাভ না ক্ষতি? বস্তুতঃ এ অবস্থায় খাতার লাভ লোকসান নির্ণয় করা যায় না। উহা নির্ণয় করিতে হইলে, কারবার বন্ধ করিতে হয়, মজুত মাল বিক্রয় করিয়া, পাওনা আদায় করিয়া, দেনা মিটাইয়া দিলে, তখন যাহা তহবিল মজুত থাকিবে, তাহাই প্রকৃত লাভ। এইরূপ দেশের বিষয়েও বুঝিতে হয়। ধরুন, ভারতবর্ষ আমাদের একটী ফারম। এই ফারমের সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশের কার্য্য বিনিময় চলিতেছে। মালের আমদানী রপ্তানী বা আদান প্রদানের জন্য কখন ভারতের তহবিলে টাকা বেশী মজুত হইতেছে, কখন বা কম টাকা মজুত হইতেছে। এই অস্থায়ী-অসম্ভব-আশ্চর্য্য-চলিত হিসাব ধরিয়া ভারতের উন্নতি অবনতি মীমাংসা করিতে যাওয়া বাতুলতা প্রকাশ মাত্র। ফলে, বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া ভারতের মজুত মাল বিক্রয় করিয়া ভারতের দেনা মিটাইয়া দিলে এবং ভারতের পাওনা আদায় হইলে, তখন যাহা ভারতের তহবিল মজুত থাকিবে, সেইটাই ভারতের লাভ! চলতা কার্য্য চলিতেছে ভাল, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। নচেৎ ঠিক হিসাব করিয়া বলা, কার্য্য বন্ধ ভিন্ন হয় না। এই জন্যই আমরা দেশের লোকের পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক তর্কে যোগ দিতে পারি না। আমরা জানি, যাহা হইতেছে, ঈশ্বর করিতেছেন। আমরা কার্য্য করিতে আসিয়াছি, কার্য্য করিয়া যাইব।

বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি আর কিছুই নহে, আমাদের ধারণা, উহা (Competition) প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মা'র এক ছেলে হইলে সে যাহা করে, তাহাই শোভা পায়; কিন্তু দুই তিন ছেলে হইলে একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহজে আসিয়া পড়ে। ধরণী দেবীর এখন আর কেবল এক দুধের গোপাল ভারত নহে! জর্ম্মণী, আমেরিকা, লণ্ডন, চীন, রুসিয়া, জাপান প্রভৃতি এখন তাঁহার অনেক ছেলে! পরন্তু এখন এই সব ছেলেই এক দেশে এক স্থানে ঘুরিতেছে,—যাহার যেমন বুদ্ধি, সে সেইরূপ উপার্জ্জন করিতেছে। জর্ম্মাণী এবং আমেরিকা ভ্রাতৃদ্বয়ের অবস্থা এখন ভাল হইয়াছে। কি জন্য, কি কার্য্য করিয়া, অবস্থা ভাল হইয়াছে, তাহা ত আমরা দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি, কারণ এক মায়ের ছেলে ত আমরা। অতএব এস ভাই, আমরা সকলে এ দেশীয় শিল্পগুলি দেখিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে ঐ শিল্পের উন্নতি অবস্থা যে জন্য ঘটিয়াছে, তাহার কারণগুলি মিলাইতে চেষ্টা করি। যদি তাহা নাও পারি, তবু এদেশীয় পুরাতন শিল্পগুলি ত লিপিবদ্ধ থাকিবে, তাহাও লাভ! ভুঁয়া তর্কের সময় নাই, কাজ কর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্য প্রস্তুত হও। প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি। যিনি উহা যখন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারই উন্নতি, নচেৎ অবনতি। ফলে এরূপ উন্নতি অবনতিও জোয়ার ভাটার জলের মত কখন হয়, কখন যায়। ইহার সঙ্গে আমদানী এবং রপ্তানীর উড়া সম্বন্ধ, উহা ধরিয়া দেশের অবস্থার সময় নির্ণয় হয় না। তবে আমরা যে আমদানী এবং রপ্তানীর হিসাব দেখিয়া থাকি, উহা দ্বারা কেবল বাজার দর এবং কার্য্যের অবস্থা বুঝিবার জন্য উহার হিসাব রাখি; নচেৎ উহা দ্বারা দেশের ভাল মন্দ বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা!

গুটীপোকা।

অনেকে বলেন, চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম গুটীপোকা হইতে রেশমোৎপত্তি হয়। ভারতের বহু পুরাতন পুঁথি গুলিতেও "চীনাংশুক" অর্থাৎ রেশমী বস্ত্রের উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণকার শ্রীকৃষ্ণকেও চীনাংশুক পরাইয়াছেন। বঙ্গে "কোষকার" দেশ অর্থাৎ রেশমের দেশ বলিয়া অনেক গ্রন্থে উল্লেখ আছে; কিন্তু উপস্থিত কোষকার দেশ কোথায়, এ সম্বন্ধে নানা মত হইয়াছে। ফলে ভারতেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে রেশম-শিল্প যে প্রচ-

লিত ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ভারতের রেশম ফ্রান্স, পারস্য, ইংলণ্ড, জর্ম্মণী প্রভৃতি স্থানে যাইত, এখনও যায়; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রপ্তানী কম হইয়াছে। কারণ উক্ত সকল প্রদেশে উপস্থিত এ শিল্পের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের মালদহ জেলার মধ্যে জোতআরাপুর এবং ভোলাহাট গ্রামে এবং মেদিনীপুর, হুগলী, ঘাটাল, তমলুক, মণ্ডলঘাট, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বালুচর, খাগড়া, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের অপরাপর প্রদেশেও এই পোকার চাষ আছে। তবে পূর্ব্বের মত এখন আর ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে এ চাষের শ্রীবৃদ্ধি নাই। এখন রেশমের কুঠি এদেশ-বাসীর হস্তে আছে, ইহা শুনা যায় না; ইংরাজ-বণিকের হস্তে ভারতের রেশমের কুঠি এখনও কয়েকটী রহিয়াছে। রেশমের কুঠিকে এ দেশের কোন কোন স্থানের লোক "বাণক" বলে, এবং যাহারা এই শিল্প করে, তাহাদের "বস্নী" বলে।

গুটীপোকা প্রজাপতি-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। স্বভাবতঃ বন জঙ্গলে বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগণার বনে কুল, শাল এবং পলাশ গাছে অপর্য্যাপ্ত গুটী পাওয়া যায়। এজন্য চাষ করিতে হয় না, সাঁওতালেরা বন হইতে কাঠ কাটিয়া বাড়ী আসিবার সময় এই গুটী এবং ধুনা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চাষীদের বিক্রয় করে। পরে রেশমী-চাষীরা ইহা হইতে যে রেশম বাহির করে, তাহাকে "তসর" কহে। তুঁদপাতা খাইয়া যে গুটী হয়, তাহার রেশমকে "গরদ" কহে। পরন্তু তসর গুটীর চাষ তুঁদ-গুটীর ন্যায় করিতে হয় না বলিয়া এই রেশমের মূল্যও কম। এই তসর-গুটী এবং তুঁদ-গুটীর আকৃতি প্রকৃতির বিভিন্নতাও আছে। তসর-গুটী বড় আমড়ার ন্যায় গোলাকৃতি, কিন্তু তুঁদ-গুটীর দেহ অঙ্গুলির ন্যায় লম্বা এবং স্থূল। তুঁদ-গুটী পক্কাবস্থায় সাত দিন সিদ্ধ না করিলে, উহা কাটিয়া পোকা বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তসর-গুটী ১৫।২০ এমন কি ১ মাস ফেলিয়া রাখিলেও উহা হইতে পোকা বাহির হইয়া যায় না। পরন্তু তসর-গুটী কাটিয়া যে পোকা বা প্রজাপতি বাহির হয়, তাহা দেখিতে বড়ই সুন্দর। কিন্তু তুঁদ-গুটীর প্রজাপতি বাহির হইলে উহা দেখিতে তত সুশ্রী নহে। তবে গুটীপোকা মাত্রেরই প্রজাপতিগুলি সাধারণ প্রজাপতি অপেক্ষা অনেক

বড়। তসর-গুটী ঈশ্বরের চাষে অর্থাৎ বন্যবৃক্ষে মত পলু হয়, তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া অবশিষ্ট মানুষ যাহা পায়, তাহা ভগবানের কৃপায় নহে, কি? পরন্তু তুঁদ-গুটী মানুষের চাষে হইয়া থাকে। অতএব সাধারণের জানা রহিল যে, গুটীপোকা দ্বিবিধ, অর্থাৎ কুল, শাল, পলাশ গাছের গুটী এবং মানুষের প্রতিপালিত তুঁদ গাছের গুটী, এই দ্বিবিধ গুটী। ইহার মধ্যে যে তুঁদ গুটী বা পলু পোষা হয়, তাহারও তিন জাতি বলিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত। উক্ত তিন জাতিকে এদেশবাসীরা বড়পলু, ছোট পলু এবং নিস্তারি পলু বা মান্দ্রাজী পলু বলে।

কলিকাতায় অনেকে যেমন পায়রা পোষেন, ঘাটাল অঞ্চলের শ্রমজীবী গরীব দুঃখী চাষীরা বিশেষতঃ তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা পলু পুষিয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধ ঘাটালের জনৈক চাষীর কথা মত ইহার ঘটনা কিছু সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিলাম।

চাষা বলিল,—আমরা ইহার চাষ বৎসরের মধ্যে সাত বার করি। কেবল চৈত্র বৈশাখ মাসে হয় না, কারণ তাপের সময় এ পোকা অধিকাংশ মরিয়া যায়। ইহা পুষিবার জন্য আমরা ঘর প্রস্তুত করি। বাখারি এবং কাষ্ঠ দিয়া ঘর করি। তাহার ভিতর বাখারি দিয়া পায়রার খোপের মত করি। এই ঘরের মধ্যে অধিক বাতাস বা রৌদ্র কিম্বা মাছি পর্য্যন্ত না যাইতে পারে, এমন ভাবে করি।

এই স্থানে আমরা প্রশ্ন করিলাম,—ঘরের তাপ সম পরিমাণ রাখিবার জন্য তাপ-নির্ণায়ক-যন্ত্র ব্যবহার কর কি? উত্তরে, আজ্ঞে সে কি! এ কথা গুলি রেশম-কুঠির বাবুরা বলেন বটে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা করি নাই। তবে ঘরের মেজে পরিষ্কার রাখি।

প্রশ্ন। ঘরের মেজে শুষ্ক রাখিবার জন্য তুতে এবং চূণের গুঁড়া ছড়াও কি? উত্তরে, "আজ্ঞে না।" তাহার পর শুনুন, যে গুটীর পোকা বাহির হয় নাই, সেই গুটী দুইটি আনিয়া একটী নূতন হাঁড়ীতে রাখিয়া, সাত দিন সেই হাঁড়ীর মুখবন্ধ করিয়া রাখিলে পরে, আট দিনের দিন সেই হাঁড়ী খুলিয়া ফেলিলে, দেখা যায় যে, গুটীর মুখ ফাঁক হইয়া গিয়া পোকার মুখ দেখা যাইতেছে। তখন সেই গুটী ভাঙ্গিয়া পোকা বাহির করিতে হয়। সে পোকা দেখিতে প্রায় সবুজ বর্ণ, আরস্থলার ন্যায়।

তৎপরে, ঐ কীটকে একখানি বড় কাগজের উপর কিম্বা একখানি

পরিষ্কার কাপড়ের উপর রাখিতে হয়। তখন তাহারা উড়িতে পারে না, কিন্তু চলিয়া বেড়াইতে পারে। এই ভাবে পোকার নর নারী বাছিয়া যদি দুইটী পোকা একত্র রাখা যায়, তাহা হইলে চুপ করিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়াও থাকে। পোকার নর নারী আমরা দেখিলে চিনিতে পারি; নরগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অল্প লম্বা আকারের, এবং নারীগুলি স্থূল স্থূল ঈষৎ গোল আকারের হইয়া থাকে। এখন ধরুন, প্রাতঃকালে এই পোকা দুইটী নর নারী বাছিয়া বৃহৎ কাগজে কিম্বা কাপড়ে রাখা হইয়াছে। সমস্ত দিন পোকাদ্বয় এক ভাবে একত্র থাকিলে, সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ইহাদের ডিম্ব দেখা যায়। এক এক জোড়া পোকাতে অনেক ডিম্ব পাড়িয়া থাকে।

সন্ধ্যার সময় যখন ইহাদের ডিম্ব দেখা যায়, তখন পোকা দুটিকে কাপড় হইতে তুলিয়া, বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়। পরে সেই ডিম্বযুক্ত কাপড় খানিতে অন্য একখানি মোটা কাপড় দিয়া আচ্ছাদন করিয়া, আবার সাত দিন রাখিতে হয়। আট দিনের প্রাতে সেই কাপড় তুলিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, শুঁয়া পোকার কাঁটার ন্যায় খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছানা বাহির হইয়াছে। সেই দিনই তুঁদ পাতা আনিয়া এবং সেই পাতা গুলিকে খুব মিহি করিয়া কুচাইয়া, সেই দিবস প্রাতে ৬টা ও ১০টা, অপরাহ্ন ৪টা এবং সন্ধ্যা ৭টা এই চারিবার কীট-শাবকদিগকে খাইতে দিতে হয়। সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে পাতার উপর করিয়া আস্তে আস্তে উঠাইয়া সেই পুষিবার গৃহে খোপে খোপে রাখিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক খোপে ১২টা কি ১৪টা পোকা রাখা হয় এবং প্রত্যেক গৃহে চারি শত, পাঁচ শত পর্য্যন্ত পোকা রাখিবার স্থান হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পোকাগুলিকে খোপের ভিতর সে দিন তুঁদপাতা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরদিন এই পোকার ঘুম হয়। ঘুমের দিন আর পাতা খাইবে না, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু এই ঘুমের দিন আমাদের খুব সাবধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে হয়, স্নান করিতে হয়, বাড়ীতে সেদিন পাঁচ ফোড়ন দিয়া কোন ব্যঞ্জন রাঁধিবার যোটী নাই, হলুদ দিয়া কোন তরকারী করিবার যোটী নাই। পোকার ঘুমের দিন, আমরা রাত্রিকালে সর্ব্বদাই সজাগ থাকি, রাত্রে ৩।৪ বার উঠিয়া পোকাদের ঘুমের তদন্ত লই। এ কঠোর ব্রত চারি দিনে সাঙ্গ

হয়; কারণ এ পোকাগুলি জীবনের মধ্যে চারিদিন ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা, পর পর চারিদিন নহে। প্রথম দিন নিদ্রিত হইলে, তারপর দিন, জাগ্রত হয়। ফলে, প্রথম দিনের জাগরণ সময়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ কখন কাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তাহা জানিয়া তাহাকে টাট্‌কা তুঁদপাতা কুচাইয়া খাইতে দিতে হইবে। পরন্তু ঘুম চেনা চাই, নচেৎ এই ঘুমেই অনেক পোকা চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়ে, আর উঠে না। তখন সেগুলাকে বাছিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। নচেৎ ঘর শুদ্ধ পোকা মরিয়া যায়। প্রথম ঘুম কাটিয়া গেলে, আমাদের পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

তাহার পর তিন দিন কেবল এই দেখিতে হয় যে, কোন্ খোপের তুঁদপাতা শুকাইয়াছে, তাহা বদলাইয়া দেওয়া এবং কোন্ ঘরের কোন্ পোকা পাতা খায় নাই, যেটা পাতা খায় নাই, সেটা বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া। এমন কি সময়ে সময়ে আমাদের ঘরশুদ্ধ পোকা মরিয়া যায়। এত খাটিয়া, ঘরশুদ্ধ পোকা মরিলে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয়। এই পোকা প্রতিপালন করিতে অনেক তুঁদপাতা লাগে। আমাদের দেশে এইজন্য ইহার আবাদ করিতে হয়। অথবা যাহাদের ক্ষেত্রে তুঁদগাছ আছে, তাহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। তুঁদ গাছ দেখিতে জবাফুলের গাছের মত এবং পাতাও জবাফুলের পাতার মত। এক বিঘা তুঁদ চাষে ১৫৲ ১৬৲ টাকা খরচা হয়। যাহা হউক, প্রত্যেক খোপে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত করিয়া তুঁদপাতা রাখিয়া, তবে তাহার উপর পোকা রাখিতে হয়। তুঁদগাছের বিষয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে; আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এই গাছকে তুণী গাছ বলিয়াছেন, পরন্তু ইহা অনেক ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, প্রথম ঘুম হইয়া গেলে, তিন দিনের পর চারি দিনের দিন, আবার পোকাগুলির দ্বিতীয় ঘুম হয়। দ্বিতীয় ঘুম কাটিয়া গেলে, পোকা গুলি কিছু বড় বড় হয়। কিন্তু আবার তিন দিন জাগ্রত থাকিয়া, পাতা খাইয়া, চারি দিনের দিন পুনশ্চ নিদ্রিত হয়, ইহাকে তৃতীয় ঘুম বলে। তৃতীয় ঘুমের দিন পোকাগুলির মস্তক কিঞ্চিৎ কাল কাল দেখায়। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সে কাল দাগ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই তৃতীয় ঘুমের তিন দিন পরে চতুর্থ ঘুম। এই সব ঘুমের দিনই আমাদের রাত্রি

জাগরণ করিতে হয়, সেই প্রথম ঘুমের দিনের সমুদয় নিয়ম পালন করিতে হয়। চতুর্থ ঘুম ভাঙ্গিলে যে পোকা বাঁচিয়া থাকে, তাঁহারা আর মরিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা থাকে না। এইবার পোকাগুলি বড় হয়, বেড়াইয়া বেড়ায়, খোপের বাহিরে আইসে। এ সময় আমরা ডাল শুদ্ধ তুঁদগাছ খোপের কাছে রাখি; উহারা আসিয়া ডালে উঠে, এবং পাতাগুলি এমন ভাবে খায় যে, কেবল পাতার শিরাগুলি পড়িয়া থাকে।

চতুর্থ ঘুমের চারি দিবস পরে ইহারা মস্তক নাড়িয়া মুখ দিয়া এক প্রকার লালা নির্গত করিতে থাকে। এই লালা-নির্গমের সময় পোকা গুলি যে যেখানে, যে ভাবে থাকে, তাহাকে আর সে স্থান হইতে নড়িতে হয় না। এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে তিন দিন এত লাল পড়ে যে, পোকা গুলি আপনার লালে আপনি আবদ্ধ হইয়া যায়। এই আবদ্ধ অবস্থাকেই "গুটী" বলে। গুটী পাকিতে আরম্ভ হইলে ৩।৪ দিনেই ঘর শুদ্ধ গুটী পাকিয়া উঠে। পক্ক অবস্থায় ঘরের ভিতর দুই দিন থাকিলে পরে সেই সকল গুটী আমরা বিক্রয় করিয়া ফেলি। ইহা ওজন দরে বিক্রয় হয়। আমরা খুব কম ।৶০ দশ আনা হইতে খুব বেশী বড় জোর ১৷০ সিকি মূল্যে /১ সের গুটী বিক্রয় করিয়াছি। আমরা সমুদয় গুটী বিক্রয় করি না, বীজের জন্য কিছু রাখি। যাহা হউক, ৪৫ দিনে ইহার একটা চাষ শেষ হয়। তৎপরে ৭ দিন পরেই দ্বিতীয় চাষ এইরূপ পর পর ৭টা চাষ হয়, কেবল একটা চাষ অর্থাৎ গ্রীষ্মের দেড় মাস বন্ধ থাকে। পোকাগুলি ২০ দিন পাতা খায়। প্রতি চাষে ২৲ টাকা ২৷৷০ টাকার তুঁদ পাতা লাগে। ঘর করিবার ব্যয় আমরা ধরি না। যদি প্রতি বারে অর্দ্ধ মণ গুটী হয়, তাহা হইলে সাত বারে ৩৷৷০ মণ গুটী হয়। কিন্তু তাহা হয় কৈ? ধরুন ৩/০ মণ গুটী ।৶০ আনা সের বিক্রয় করিলে ৭৫৲ টাকা বৎসর পাওয়া যায়; কিন্তু তাও পাই না, বিস্তর গুটী মারা পড়ে। সমুদয় দেশে পোকার ঘুম বলে না, কোন কোন স্থানে বলে "পোকার রোজে" বসা। আমরা বলি ঘুম।

অপরিষ্কার পাতা খাইতে দিলে পলুর এক প্রকার রোগ হয়, তাহাকে "কালশিরা" রোগ বলে। পরন্তু এই রোগ গ্রীষ্মকালে অথবা পলুর গাত্রে অল্প গরম লাগিলে হইতে পারে। এই জন্য গ্রীষ্মকালে এ চাষ হয় না এবং এই জন্যই গৃহের তাপ সমান রাখিতে হয়। বেশী ঠাণ্ডা লাগিলে বা গরম

লাগিলে. পলুর আকস্মিক সর্দ্দিগর্ম্মী রোগ হয়; ইহাতেও হয়ত ঘর শুদ্ধ পলু মারা যায়। এ রোগকে পলুর রসা রোগ বলে। ইহা ভিন্ন পলুর আরও রোগ আছে, কটা বা পেবরিণ, চুলোকেটে, কুরকুট্টে ইত্যাদি। উক্ত সকল রোগের মধ্যে যে কোন একটী রোগ হইলেই ঘরশুদ্ধ পলু মারা পড়ে। কোন কোন স্থানের এই চাষীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাও শুনা যায়। ঐ সকল রোগ প্রথম যখন তাহাদের ধরে, তখন দেখা যায় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়া সহজে রোগ ধরা পড়ে, এবং যে পর্য্যন্ত ধরিয়াছে, তাহা ফেলিয়া দিলে, তবু অনেক পলু ভাল থাকিতে পারে।

তুঁতে এবং চূণ দিয়া ঘর নিকাইলে, ঘর শুদ্ধ থাকে। শুনিয়াছি, তুঁতে রোগ সংক্রমণ নিবারণ করে এবং চূণে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। পলুর ঘরে গন্ধকের ধূম দিলে "ওড়াবীজ" নষ্ট হয়।

আমরা যাহাদিগকে গুটী বিক্রয় করি, তাহারা উহা লইয়া গিয়া একদিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া, পরে গরম জল করিয়া তাহাতে ফেলিয়া, একবার সিক্ত করিয়া লয়। তাহার পর উহার মুখের দিকে অল্প ছিদ্র করিয়া, শীতল জলের গামলায় রাখিয়া উহার ভিতর হইতে রেশম বাহির করে। পরন্তু এ জন্য একপ্রকার চরকা কল আছে। একটা গুটী হইতে শীঘ্র রেশম বাহির করিতে গেলে "খেঁই" ছিঁড়িয়া যায়, তাই ৫।৭টা গুটীর খেঁই ধরিয়া চরকা কলে জড়াইয়া রেশম বাহির করা হয়।

মহাত্মা কার্ণেগি।

আপনাদের "মহাজনবন্ধুতে" এদেশীয় বাঙ্গালী মহাজন এবং বোম্বায়ের কলওয়ালা পার্শী ধনকুবেরদিগের-জীবনী প্রকাশিত হইতেছে দেখিলাম। অতএব আমরা একটী আমেরিকান লৌহ কারখানা-ওয়ালার জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

এই মহাপুরুষের নাম মিষ্টার আণ্ড্রু কার্ণেগি। আজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি মিষ্টার হারিকিন্স নামক এক মহোদয়ের সঙ্গে একযোগে একটী ক্ষুদ্র লোহার কারখানা খুলেন। কারখানা যে দিন খোলা হইল, সেইদিন চার্চ্চে গিয়া ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করিয়া, অংশীদ্বয় তাঁহাদের কারবারের খাতায় এরূপ ফিরিস্তি লিখিলেন যে, "কাজ দিন রাত চলিবে, যত লোক

কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে পূর্ণ পরিমাণে খাটিয়া মাল তৈয়ারী করিতে হইবে। মাল বিক্রয় খুব কম লাভে, এমন কি প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে বিনালাভেও খরিদ্দার যোটাইতে হইবে এবং কর্ম্মচারিদিগকে অতি অল্প পরিমাণে বেতন ভিন্ন লাভের অংশ দেওয়া হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এই সূত্র ধরিয়া কারখানা খোলা হইল। কার্য্য সামান্য ভাবে চলিতে লাগিল। মন্দ লোক,—যথা মাতাল, বেশ্যাশক্ত, এই কারবারে আসিয়া অল্প বেতনে প্রথম জুটিয়াছিল। কিন্তু মিষ্টার কার্ণেগি এই সকল মন্দ লোক তাড়াইতে লাগিলেন, এমন কি মাঝারি চলন-সই লোকদিগকেও তাড়াইলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা কারবার চালান হইতে লাগিল। ইহার ফলে এই কারবারের সুনাম শীঘ্রই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

প্রথম বৎসর এই কারখানায় লৌহ-প্লেট, গার্ডার, কড়ি, থাম এবং লোহার চাদর প্রস্তুত হইয়া যে লাভ হইল, উক্ত লাভের টাকা অংশীদারদ্বয় কেবল নিজেদের উদর-খরচা ব্যতীত সমুদয় জমা রাখিলেন। কর্ম্মচারীরাও কিছু কিছু অংশের লাভ পাইয়া তাহারাও জমা রাখিলেন এবং অধিকাংশ কর্ম্মচারীরা বাহির হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উক্ত কারবারকে আরও ধনী করিয়া তুলিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরে এই কারখানাওয়ালারা টাকা যত পাইলেন, সেই মত কার্য্যও বৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন। এইবার এই কারখানা হইতে যুদ্ধ-জাহাজের জন্য প্লেট এবং লৌহজাত সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই বৎসর আরও লাভ হইল, টাকা অধিক হইল। এ বৎসর কর্ম্মচারীও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরন্তু সচ্চরিত্র, সদাশয়, কার্য্য-কুশল, শিক্ষিত ব্যক্তি সকলের দ্বারা যখন ইহা পরিচালিত, তখন ইহার ভাবনা কি? তৃতীয় বৎসরে যেমন এই কারবারের যশঃ-শ্রী, টাকা এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তেমনি এই বৎসর হইতে ইহারা কয়লার খনি, লৌহখনি প্রভৃতি লইয়া নিজেদের কারবারের আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যের মূলে গিয়া দাঁড়াইয়া ব্যবসায় পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদিন কার্য্য চলিলে শেষে ইহারা জাহাজ প্রস্তুত এবং নিজেদের জাহাজ করিলেন। জলেই জল বাঁধে! টাকা দিয়াই টাকা আইসে!! ক্রমে ইহারা রেলপথ প্রস্তুত করিবার কন্‌ট্রাক্ট লইলেন, এবং নিজেদের ১৫০ মাইল রেলপথ করিলেন। এই ফারমের নাম "কার্ণেগি ষ্টীল এণ্ড কোম্পানী।"

এই কারবার হইতে বিগত ১৩০৬ সালে এত ইস্পাত হইয়াছিল যে, সে বৎসর ইংলণ্ডে যত ইস্পাত হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ ইস্পাত কেবল এই কার্ণেগি ষ্টীল এণ্ড কোং ফারম হইতে বাহির হয়। ইহারা প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই কারবার হইতে তথায় রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য লৌহ-দ্রব্যের টেণ্ডার ইহারা দিয়াছিলেন, দর খুব কম ছিল। অথচ স্বজাতি-পোষক সার সিসিল রোডস্ (ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজ-নৈতিক এবং ধনী মহাজন) মহাপুরুষ কম দরের আমেরিকান ব্যব-সায়ীর টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিয়া ইংরাজব্যবসায়ীর টেণ্ডার অপেক্ষাকৃত বেশী দরে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিলেও তাঁহাকে এই কার-বারের সুখ্যাতি করিতে হইয়াছে।

মিষ্টার কার্ণেগি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন "যত বড় কল কারখানার কার্য্য হইবে, ততই "সুবিধা দর" হইবে। ইহা সকলেরই জানা উচিত। কারণ পরিদর্শনাদি নানাবিধ "বাবে" খরচার হার মোটের উপর বড় কারবারে কমিয়া যায়। প্রতিদিন ৬০০ শত মণ কয়লা পোড়াইয়া তাহা দ্বারা কলে দুই মণ লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে এবং ২০ হাজার মণ লৌহ ঐ কয়লা দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ সকল বিষয়েই বড় কারবারের খরচা কমিয়া যায়।"

সম্প্রতি নিউইয়র্কে একটী প্রকাণ্ড যৌথ-কোম্পানী সৃষ্ট হইয়া কার্ণেগি ষ্টীল কোম্পানীর সমস্ত কারবার কিনিয়া লইয়াছেন। ঐ কারবারে মিষ্টার আণ্ড কার্ণেগির নিজের অংশ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ যাহা ছিল, তাহা দ্বারা তিনি ৪ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ এখানকার হিসাবে ৬০ কোটী টাকা পাইয়াছেন। ইনি ৪০ বৎসর মাত্র কারখানা করিয়া ৬০ কোটী টাকা অর্জ্জনপূর্ব্বক এক্ষণে "পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনে ব্রজেৎ" ভাবে সংসারে রহিলেন।

অধিকন্তু মিষ্টার কার্ণেগির মনও উচ্চ। তিনি উক্ত টাকার সদ্ব্যয় করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যেই স্বদেশে বড় বড় কারখানার সহিত শিল্পীদের জন্য লাই-ব্রেরী এবং মিউজিয়ম স্থাপনের জন্য অনেক টাকা দান করিতেছেন। বাঙ্গালী দোকানদার এবং মহাজনেরা লেখাপড়াকে "বাব" মনে করেন! পরন্তু বৈদেশিকেরাও "বাব" মনে করেন বটে, কিন্তু উক্ত বাবের অর্থ স্বতন্ত্র। তাঁহাদের নিকট বাব অর্থাৎ লেখাপড়াই বাগফিরায়—সে বাগের অর্থ

সুযোগ সুবিধা। অর্থাৎ জগতের মধ্যে পাশ্চাত্য ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের এই বোধ হয় "যে দেশ লেখাপড়া দ্বারা যত সভ্য হইয়াছে, সে দেশের পণ্যদ্রব্যও তত সুলভ হইয়াছে।" কিন্তু আমাদের বঙ্গের ভাগ্যে ইহার ঠিক বিপরীত ফল হইয়াছে। অর্থাৎ ঠিক লেখা পড়া এখনও এদেশের ভাগ্যে পূর্ব্বের মত হয় নাই।

যাহা হউক, আজকাল মহাত্মা কার্ণেগির কথা জগতের সমুদয় পত্রেই আলোচিত হইতেছে। তাই আমরা ইহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিলাম। উপস্থিত এই মহাত্মা ডণ্ডি নগরে এক পুস্তকালয় স্থাপনার্থ ১১ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, এবং ইহার অপর ৪টী শাখা পুস্তকালয় স্থাপনার্থ প্রত্যেকটীর জন্য ৬।০ হাজার পাউণ্ড মুদ্রা দান করিয়াছেন। ধন্য মহাত্মা কার্ণেগি! ইনি জাতিতে স্কচ্।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

প্রবন্ধ লিখিবার নূতন পন্থা বা কায়দা দেখিতে পাইলেই আমাদের পত্রে তাহার উল্লেখ করিবার সবিশেষ চেষ্টা করা যাইবেক।

প্রবাসী,—মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই মহাপুরুষ বাঙ্গালাভাষার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। প্রবাসীতে মাসিক-সাহিত্য সমালোচন কেবল ছবি দ্বারা বুঝান, ইহা বাঙ্গালায় নূতন। একটী বানর দর্পণ ধরিয়াছে, অপর বানর তাহাতে মুখ দেখিতেছে! পরন্তু প্রবাসীতে "ছড়ার" অভাব নাই!! মাসিক সাহিত্যে "প্রবাসী" প্রথম শ্রেণীর পত্র।

নবপ্রভা,—মাসিক পত্র। কলিকাতার ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। এই পত্রে "সীতা নাটক" নূতন প্রণালীতে লিখিত।

পূর্ণিমা।—বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় "সমালোচনা" নূতন ধরণে লিখিত। পূর্ণিমা মাসে ক'বার?

বীরভূমি,—মাসিক পত্রিকা। বীরভূম জেলা, কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকার পুরাবৃত্ত সংগ্রহ প্রবন্ধগুলি নূতন ধরণের।

দারোগার দপ্তর।—মাসিক প্রকাশিত। বাঙ্গালাভাষার নূতন দ্রব্য।

[ক্রমশঃ।

সংবাদ।

ঘুসুড়ীর একটী তুলা-পেঁজা কলে এদেশীয় অনেক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা কার্য্য করেন। এক একটী স্ত্রীলোক এক একটী মেসিনের উপর বসিয়া কার্য্য করিতেছে। এইরূপ সেই গৃহে অনেক মেসিন আছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন প্রত্যেকে এক একটী হারমোনিয়ম বাজাইতেছে।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় তাঁহার বেনিয়াটোলাস্থ বাটী হইতে "সপ্তম এডওয়ার্ড টনিক" যাহা তাঁহারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরের জন্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই মহৌষধ গরীব দুঃখী মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকলকেই বিনামূল্যে দান করিতেছেন। ধনদান, বিদ্যাদান, জলদান প্রভৃতি অনেক মহাত্মা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, ইনি যথার্থ "প্রাণদান" করিতেছেন। আমাদের বেনেটোলার গৌরব-রবি মহাত্মা বটকৃষ্ণ বাবু! পরমেশ্বর তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সুখী করুন।

ফিজিদ্বীপে ইক্ষু-ক্ষেত্র সমূহে প্রায় ২০ হাজার ভারতবাসী কার্য্য করিতেছে।

ভারতীয় টাকায় স্বর্গীয়া মহারাণীর মুখের বামভাগ মুদ্রিত হইত, এবার হইতে উহাতে নূতন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের মুখের দক্ষিণ পার্শ্ব মুদ্রিত হইবে।

শুনা যাইতেছে, বায়ু হইতে চিনির উপাদান পাওয়া গিয়াছে। অতএব বাতাস হইতে চিনি বাহির হইবে।

এ বৎসর কংগ্রেস বিডন ষ্ট্রীটে হইয়াছে। পরন্তু এইবার হইতে কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্পমেলা হইল।

মহীশূরে রেশমের কারবার ভালরূপ চলিতেছে। আজকাল তথায় বৎসরে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেওয়ান ৺সার শেষাদ্রি আইয়র মহোদয় এই কারবারের উন্নতি-বিধান জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তথায় আজকাল জাপানী প্রণালীতে রেশম উৎপাদন করা হইতেছে।

অতঃপর জাপানে শিল্পশিক্ষা করিতে যাইতে হইলে, চরিত্রতা সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া যাইতে হইবে, এরূপ আদেশ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, বিদ্যুতের সাহায্যে টাইপ-রাইটরে লেখা চলিবে।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

১ম বর্ষ।] মাঘ, ১৩০৮। [১২শ সংখ্যা।

শর্করা-বিজ্ঞান।

(লেখক শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—M. A, M. R. A. C. and F. H. A. S.)

সপ্তম অধ্যায়—উৎপাদন পর্য্যায়।

কোন্ ফসলের পরে ইক্ষু লাগান যাইতে পারে, বা লাগাইলে অধিক লাভ হয়, ইহা জানা বিশেষ আবশ্যক। ইক্ষু এক বৎসর কাল জমিতে থাকিয়া, জমির সত্ত্ব অনেক টানিয়া লয়। এ কারণ একই জমিতে ক্রমাগত ইক্ষু লাগাইলে জমি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং সারেরও নিতান্ত অধিক আবশ্যক হয়। আবার একই স্থানে অনেক দিবস ধরিয়া ইক্ষু জন্মাইলে, ঐ স্থানে ইক্ষুর হানিজনক পোকা ও "ধসা" ব্যাধির বীজাণু সকল অধিক পরিমাণে জন্মিয়া গিয়া, ইক্ষুর আবাস এককালীন ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এইরূপ নানা কারণে ইক্ষু উৎপাদনে কিরূপ পর্য্যায়ে হওয়া উচিত, ইহা স্থির করা আবশ্যক। খড়ি ইক্ষু লাগাইতে হইলে উপর্য্যুপরি চারি বৎসর একই স্থানে ইক্ষু জন্মাইয়া লাভ অধিক হয় বলিয়া, এই ইক্ষু সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ভিন্ন উপায়

নাই। কিন্তু চারি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া খড়ি ইক্ষুও একই জমিতে রাখা কখনই উচিত নহে। ৮।১০ বৎসর একই গোড়া হইতে এই ইক্ষু বাহির হইতে পারে বটে; কিন্তু ব্যাধি সকল জন্মিয়া গিয়া পাছে ইক্ষু-চাষের সমূহ ক্ষতি হইয়া যায়, একারণ চারি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া খড়ি ইক্ষু একস্থানে রাখিয়া দিবার প্রয়াস পাওয়াও অন্যায়। অগ্নি দ্বারা ধসা ব্যাধির বীজ এবং কীটের ডিম্বাদি নষ্ট করিয়া, পরে চাষ ও সার দিয়া ও জল সেচন করিয়া, খড়ি-আঁক জন্মাইলে ব্যাধির সম্ভব থাকে না বটে, কিন্তু অগ্নি দ্বারা শুষ্ক পত্রাদি দগ্ধ করাতে জমির ক্ষতি হয়। কীট মারিতে গিয়া অগ্নি দ্বারা পিপীলিকাও মরিয়া যায়। পিপীলিকা দ্বারা ইক্ষু-দণ্ডের অনেক উপকার হইয়া থাকে। কাজেই পিপীলিকা যাহাতে না মরে, তাহার বিধান করিতে হয়; অধিকন্তু অগ্নি-সংযোগে পত্রাদি দগ্ধ করিলে জমির সারভাগও হ্রাস হয়।

সাধারণতঃ আশু ধান্যের পরেই ইক্ষু লাগানর নিয়ম আছে, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে আশু ধান্য কাটিয়া লইয়া, কার্ত্তিক হইতে ভাল করিয়া চাষ আবাদ করিয়া, মাঘ ফাল্গুন মাসে আগা বসাইয়া দেওয়াই, সাধারণ নিয়ম। ইহা অপেক্ষা ফাল্গুন মাসে আলু উঠাইবার পরে অঙ্কুরিত "টিকলি" বসান ভাল। আলুতে অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার না করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না, অথচ আলু গাছ জন্মাইবার কারণ সমস্ত সারটী ব্যবহৃত হইয়া যায় না; অবশিষ্ট সার দ্বারা ইক্ষুর উপকার দর্শে। আলু জন্মাইবার ও উঠাইবার কারণ জমি ওলট্ পালট্ হইয়া উত্তম চাষ হইয়া যায়। ইহার পরে মৈ দিয়া, দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল চালাইয়া ভিলি কাটিয়া, সহজেই ইক্ষুর কলম বসাইবার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অন্য কোন রবি-শস্য কর্ত্তনের পরেও ইক্ষু লাগাইবার সময় থাকে বটে, কিন্তু আলু উঠাইবার পরে জমি যেরূপ সুন্দর অবস্থায় থাকে, সর্ষপ বা কলাই বা অন্য কোন রবিশস্য উঠাইবার পরে জমির অবস্থা ভাল করিয়া লইয়া ইক্ষু লাগাইতে গেলে, এ চাষের প্রশস্ত সময় বাহির হইয়া যায়। যাহা হউক, আশু ধান্য উঠাইবার পরে ইক্ষু লাগান অপেক্ষা কলাই, মুগ বা ছোলা উঠাইবার পরে চৈত্র মাসে ইক্ষু লাগান ভাল; কেন না এরূপ করিলে, মধ্যে আর একটা ফসল জমি হইতে জন্মাইয়া লইতে পারা যায়।

ইক্ষু-রোপণের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিয়ম এই যে, চৈত্র বা বৈশাখ মাসে জমিতে ঘন করিয়া বর্ব্বটী, শণ বা ধইঞ্চা বুনিয়া দিয়া, ভাদ্রমাসে অর্থাৎ ঐ সকল শস্যের পুষ্প দেখা দিলেই শণ বা ধইঞ্চা গাছগুলি কাটিয়া জমিতেই পচাইয়া, (অথবা বর্ব্বটী গাছগুলিতে গরু চরাইয়া দিয়া) পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই শণ বা ধইঞ্চার কাটিগুলি উঠাইয়া লইয়া, জমিতে চাষ দিয়া চূণ ছিটাইয়া, আলু লাগাইয়া, ফাল্গুনে সেই আলু উঠাইয়া, তৎপরেই উক্ত ক্ষেত্রে ইক্ষু রোপণ করা উচিত। এই উপায় দ্বারা চাষ করিলে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া আলু এবং ইক্ষুর ফলন বেশী হয়; কারণ শণ বা ধইঞ্চা চাষে জমির তেজ বাড়ে। কিন্তু একটা কথা এই আছে যে, শণ বা ধইঞ্চা কাটি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, ক্ষেত্রের আশু ধান্য বিক্রয় করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থলাভ হয় বলিয়া, এদেশীয়েরা আশু ধান্যের পরই ইক্ষু লাগাইয়া থাকে। পরন্তু আলু এবং ইক্ষুর ফলন বেশী এবং জমি ভাল থাকে বলিয়া, শেষে দুই পথের অর্থলাভই সমান হইতে পারে; অধিকন্তু শেষোক্ত পথে জমি ভাল থাকে, ইহাও মন্দ লাভ নহে। অপিচ এইরূপ পর্য্যায়ে কার্য্য করিতে পারিলে আলু ও আক উভয় ফসলের জন্যই সারের খরচ অনেক বাঁচিয়া যাইবে। ধইঞ্চা জন্মাইয়া জমি যেরূপ সহজে উর্ব্বরা ও আগাছা শূন্য করিয়া লওয়া যায়, এরূপ সহজে এ কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবার আর কোন উপায় আমার জানা নাই। চারি মাসের মধ্যে ধইঞ্চা গাছগুলি আট দশ হাত উচ্চ হইয়া উঠে। পানের বরোজে ধইঞ্চা কাটি ব্যবহার হয়, হিন্দুরা মৃতদাহের সময় ধইঞ্চা কাটি ব্যবহার করে, পরন্তু জ্বালানী কাষ্ঠরূপেও ইহা ব্যবহার করা চলে। ধইঞ্চা, শণ এবং বর্ব্বটী কি কারণে জমির উর্ব্বরতাশক্তি এত বৃদ্ধি করে, এ বিষয় অবগত হইতে হইলে, শিকড়শুদ্ধ একটা ধইঞ্চা, শণ বা বর্ব্বটী গাছ উঠাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। শিকড়ে ছোট ছোট স্ফোটকের ন্যায় শত শত গণ্ড দেখা যাইবে। ঐ গণ্ডগুলি পেষণ করিলে যে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, উহা বিশেষ সারবান্। এতদ্ব্যতীত ধইঞ্চা প্রভৃতি গাছের পাতা পচিয়াও সার হয়। পচন কালে চূণের সাহায্য পাইলে পাতা ও শিকড় আরও সত্বর সারপদার্থে পরিণত হয়। বিঘা প্রতি দুই মণ চূণ ছিটাইয়া দিলেই যথেষ্ট। ধইঞ্চা গাছ জন্মাইয়া পরে আলু লাগান, আলুতে, যে ভাল করিয়া সার দেওয়ার সমতুল্য, তাহা দেখাইবার জন্য

শিবপুর-কৃষিক্ষেত্রের বাৎসরিক বিবরণী হইতে নিম্নে একটী তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

	একার প্রতি কত উৎপন্ন হইয়াছে।	
	১৮৯৮ সাল।	১৯০০ সাল।
ধইঞ্চা জন্মাইবার পরে বিনাসারে ইক্ষু জন্মাইয়াছে।	৭,১৯০ পাউণ্ড	৩,১৮৭ পাউণ্ড।
ধইঞ্চা জন্মাইয়া পরে একার প্রতি ১০ মণ রেড়ির খোল দিয়া ইক্ষু হইয়াছে।	৭,১১০ "	...
ধইঞ্চা জন্মাইয়া, একার প্রতি ১০ মণ মহুয়ার খোল দিয়া ইক্ষু হইয়াছে।	...	৩,৬৫৫ "
ধইঞ্চা না জন্মাইয়া একার প্রতি ৩০০ মণ পচা গোবর সার দিয়া ইক্ষু হইয়াছে।	৪,১১৫ "	...
ধইঞ্চা না জন্মাইয়া, একার প্রতি ৫০০ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার করিয়া, ইক্ষু হইয়াছে।	...	২,০৩৭ "

গোবর-সার ব্যবহার করা অপেক্ষা ধইঞ্চা জন্মাইয়া আলু লাগান কত ভাল, তাহা দুই বৎসরের ফল হইতেই বুঝা যাইতেছে। ধইঞ্চা জন্মাইয়া আলু লাগাইতে পারিলে, খোল দিবারও আবশ্যক নাই, ইহাও প্রায় প্রমাণিত হইয়াছে। পাতা ও শিকড় পচিয়া যে সার হয়, তাহা ৩।৪ মাসের মধ্যে জমি হইতে নির্গত হইয়া যায় না। একারণ আলু উঠাইবার পরে ধইঞ্চা সারের অবশিষ্টাংশ ইক্ষুর উপকারার্থ ব্যয়িত হয়। সাধারণ কৃষিকার্য্যের আনুষঙ্গিক ভাবে যদি ইক্ষুর চাষ করিতে হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাসে আশুধান্য লাগাইয়া, আশ্বিন মাসে ঐ ধান্য কাটিয়া ভাল করিয়া সার দিয়া, আলু লাগাইয়া, পরে ফাল্গুন মাসে আলু উঠাইয়া আক্ লাগানও মন্দ নিয়ম নহে। কিন্তু এ নিয়মে চাষ করিলে সারের জন্য খরচ কিছু অধিক হয়। [ক্রমশঃ।

তন্তুবয়ন যন্ত্র।

দড়ি টানিলে মাকু আপনা হইতে সরিয়া যায়, এই তাঁত যন্ত্রের একটা হুজুক আজকাল উঠিয়াছে। কিন্তু এই হুজুকের অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশীয় তাঁতিরা অনেকে ইহা ব্যবহার করিয়াছে। তবে সকল জেলার কথা বলিতে পারি না, যশোহর জেলা এবং হুগলী জেলার অনেক স্থানে ইহার ব্যবহার তাঁতিরা জানে। আমাদের নিজ কলিকাতা সহরের হাতিবাগানের নিকট জনৈক তাঁতি অনেক দিন হইতে এই তাঁত ব্যবহার করিতেছে। পরন্তু তাহারই নিকট হইতে এবং তাহার যন্ত্র দেখিয়া এই তাঁত যন্ত্রের চিত্র নিম্নে অঙ্কিত হইল। অধিকন্তু এই প্রবন্ধের প্রত্যেক প্যারায় "১" "২" প্রভৃতি যে চিহ্নাঙ্ক দিয়া লিখিত হইল, উক্ত "১" "২" প্রভৃতির সঙ্গে ছবির "১" "২" প্রভৃতি চিহ্নিত অংশের মিল আছে। অতএব পাঠ করিবার সময় ছবির সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিবেন।
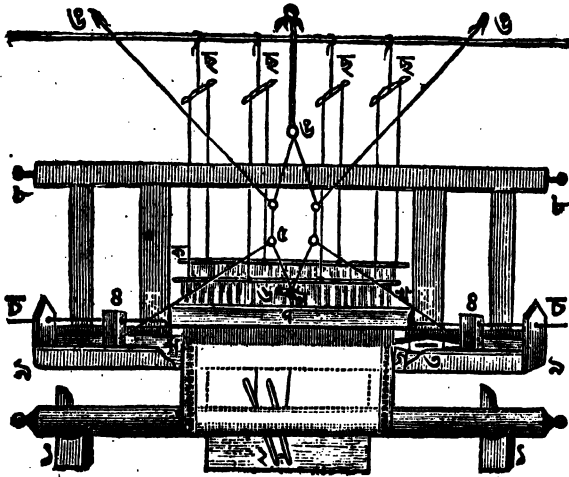
১। ছবির দুইটা এক চিহ্নের উপর একটা রোলার বসান আছে। কাপড় খানিকটা করিয়া যেমন বুনা হয়, এই রোলারে তাহা জড়াইয়া রাখা হয়। রোলারের মধ্যস্থলে শ্বেতাংশস্থানে ধরুন কাপড় বুনিয়া জড়ান রহিয়াছে, তাহাই চিত্রে দেখান হইয়াছে। পরন্তু এই রোলারের দ্বারা আর একটী উপকার এই হয় যে, ইহার সাহায্যে সূতার টান থাকে। এই

রোলার ভিন্ন উক্ত তাঁত যন্ত্রের সর্ব্ব পশ্চাতে আর একটী রোলার আছে। তাহা এ ছবিতে দেখান হয় নাই, কারণ উহা ঢাকা পড়িয়াছে। অধিকন্তু তাহার গঠন গোল নহে, চারি চৌকা। এক চৌকা কাপড় বুনা হইলে, উহা যেমন সম্মুখের রোলারে জড়াইয়া লওয়া হয়; সেই সঙ্গে পশ্চাতের এক চৌকা "গুছান সূতা" ছাড়িয়া দিতে হয়।

২। এই স্থানে মাটীতে একটী গর্ত্ত কাটা। এই গর্ত্তের উপরে তাঁতি বসিয়া থাকে। উক্ত গর্ত্তের ভিতর দুইটী কাটি "ঝাঁপের কাটির" সঙ্গে কৌশলে দড়ি দিয়া বাঁধা। হারমোনিয়াম বাজাইবার মত পা' নাড়াইলে, উহা দ্বারা ঝাঁপের কাটি দুই থাক উচুনীচু হয়। "ক" "খ" চিহ্নিত ঝুলান কাটি গুলিকেই "ঝাঁপের কাটি" বলে। ঐ কাটি দুই থাকের সঙ্গে "সানায়" যত ছিদ্র আছে, তত থাই সূতা ধরুন "ক" চিহ্নিত ঝাঁপের কাটির সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূতার দ্বারা আল্গা নলী বাঁধা হইয়াছে। ইহা হইল, পোড়েন সূতার "এক থাক"। তাহার পর "খ" চিহ্নিত ঝাঁপের কাটির সঙ্গে "ক" চিহ্নিত ঝাঁপের কাটিতে সজ্জিত সূতার পার্শ্ব দিয়া "খ" চিহ্নিত ঝাঁপের কাটির গাত্রে ঐরূপ প্রত্যেক নলী বাঁধা হইয়াছে। ইহা হইল সজ্জিত সূতার দ্বিতীয় থাক। এইরূপ কৌশলে সূতা সাজাইয়া ঝাঁপদ্বয় বাঁধিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা সূতার খেঁই গুলি কাঁচির ভাবে সাজান হইয়া যায়। কাঁচির যেমন বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যস্থ কড়াতে উপর চাপ দিলে উহার মুখ "হাঁ" হয়, নচেৎ ঠোঁটদ্বয় সমান থাকে, ইহাও তদ্রূপ। মনে করুন, দুইখানি কাগজ একস্থানে আছে। উহার একখানি ঈষৎ উঁচু না করিলে, নিম্নের খানি বাহির হয় না বা দেখা যায় না, কাপড়ের টানা সূতাও ঐ ভাবে সাজান হয়। "ক" ঝাঁপ তুলিলে "খ" ঝাঁপের সূতা দেখা যায়, কাজেই সূতা ফাঁক হইয়া কতক উপরে উঠে। আবার "ক" ঝাঁপ উপরে উঠিলে, "খ" নিম্নে পড়ে, এই সময়ে দুই ঝাঁপের সূতা দুই পথে যায় বলিয়া, কাজেই দুই থাক সূতার মুখ ফাঁক হইয়া পড়ে। এমন ফাঁক হয় যে, উহা সানার ভিতর দিয়া আসিয়া "গ" চিহ্নিত স্থানে কতক সূতা নিম্নে পড়িয়া থাকে, কতক ঈষৎ উর্দ্ধে উঠে; এই উচ্চতা সানার কাটির উচ্চতানুসারে হয়। যাহাহউক, "গ" চিহ্নিত স্থানের মুখের টানা কাপড় বা সজ্জিত সূতা কতক উচ্চে এবং কতক নিম্নে পড়িলে উহার মুখ ফাঁক হয় বলিয়া, ঐ ফাঁক দিয়া মাকু চলাচল করে।

৩। চিত্রের তিন্ চিহ্নিত দ্রব্যটিকে মাকু বলে। ইহা হইল কাপড় বুনিবার প্রধান যন্ত্র। পোড়েন সূতার নলী উহাতে আট্‌কান থাকে, এই নলী সূতা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটিতে জড়াইয়া রাখে, এই কাটি শুদ্ধ সূতার নলীটি মাকুর ভিতর পরাইয়া দিতে হয়, আবার উহা ফুরাইয়া গেলে, আর একটি নলী মাকুতে পরাইতে হয়। বস্তুতঃ এই সূতাই কাপড় বুনিবার পোড়েন সূতা। যাহা হউক, হস্ত দিয়া যে মাকু ঠেলা হইত, তাহা লোহার। পরন্তু এই কলের মাকু কাষ্ঠের করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার দুই মুখ লোহা দিয়া বাঁধান। লৌহ মাকুর নলীর সূতা উপর দিয়া উঠিত, কাষ্ঠের মাকুর সূতা উক্ত মাকুর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত দিয়া বাহির হয়। বাবলা বা তেঁতুল কাষ্ঠ দিয়া এই মাকু প্রস্তুত হয়। পরন্তু এই মাকুর নিম্নে দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ চক্র আছে।

৪। এই চিহ্নিত স্থানদ্বয়ে এক একখণ্ড কাষ্ঠ ছিট্‌নী রহিয়াছে। ঐ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বয় এক একটী লৌহ শিকে আবদ্ধ। "ঘ" চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত লৌহ শিখটি আছে, তৎপরেই সানার মুখ। পরন্তু ঐ স্থান পর্য্যন্তই কাষ্ঠ ছিট্‌নী আসিতে পারে, তৎপরে আর যাইবার স্থান নাই। উক্ত কাষ্ঠ ছিট্‌নীদ্বয়ের নিম্নে আর একটী করিয়া গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্তদ্বয় দড়ি বাঁধা।

৫। দড়ি গাছটি "৫" চিহ্নিত স্থানে গিয়া একটী ঢোলকের কড়ার মত "কড়াতে" বাঁধা হইয়াছে। আশ পাশ আর তিনটি কড়া আছে, তাহাও চিত্রে দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রত্যেক তিন দিকের তিনটি করিয়া দড়ি আসিয়া বাঁধা পড়িয়াছে। কড়াতে দড়ি না বাঁধিলেও হয়; তবে কড়ার ভিতর দড়ি না বাঁধিলে অনেকক্ষণ উহা টানিলে দড়ির বাঁধন গুলি সরিয়া আসিতে পারে, ইহাতে তাহা হয় না। পরন্তু "৫" এবং "৬" চিহ্নগুলির দিক হইতে পরস্পর দড়ি বাঁধিবার কৌশলগুলি যাহা চিত্রে দেখান হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লউন। কারণ দড়ি খাটাইবার কথা আর বলিব না।

৬। এই চিহ্নিত স্থানে দড়ি দুইটার মুখে একটী কাষ্ঠের হাণ্ডেল বা এক খণ্ড কাষ্ঠফলক বাঁধা আছে; অধিকন্তু এই কাষ্ঠফলক ধরিয়া ঈষৎ কাৎ ভাবে একটি "হেচ্‌কা" মারিয়া টান দিলে, "৪" চিহ্নিত ছিট্‌নী বা কাষ্ঠ খণ্ড ছুটিয়া "ঘ" চিহ্নিত স্থানে আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়। পরন্তু ছিট্‌নী ছুটিলেই উহার কোলস্থিত "৩" চিহ্নিত স্থানে যে মাকু আছে, তাহাকেও বেগে সরাইয়া দেয়, অর্থাৎ ঐ কাষ্ঠখণ্ড ধাক্কা মারিলেই মাকু "গ" চিহ্নিত

স্থানের টানা সূতার ফাঁক দিয়া অপরদিকের "ঙ" চিহ্নিত স্থানের ছিট্‌নীতে আসিয়া আঘাত মারে, ইহাতে উক্ত ছিট্‌নী "চ" চিহ্নিত স্থানে সরিয়া যায়, আবার "৬" চিহ্নিত কাষ্ঠফলক হেলাইয়া দড়ি গাছটি টানিলে তথা হইতে মাকু এদিকের "ঙ" চিহ্নিত ছিট্‌নীতে আসিয়া ঘা'মারে, কাজেই উহা সরে, আবার দড়ি টানিলে উহা বামদিকের "চ" চিহ্নিত ছিট্‌নীর কাছে সরিয়া যায়, এইরূপ ৬ চিহ্নিত স্থান ধরিয়া অনবরত দড়ি টানিলে, মাকু অনবরত এদিক ওদিক করিয়া বেড়ায়, ইহার ফলে কাপড় বুনা হয়।

৭। দুই দিকের "ঘ" চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত এই কাষ্ঠখণ্ড লম্বা, পরন্তু এই কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে খুব নিকট নিকট এক একটী সূক্ষ্মছিদ্র করা, তাহাতে খড়কের কাটির মত "শরের" কাটি দিয়া যেন কাষ্ঠখণ্ডের দাঁত করা হইয়াছে। পরন্তু এই সরের কাটির দাঁত গুলি যেমন "৭" চিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ডের গাত্রে বিদ্ধ আছে, সেইরূপ উহার নিম্নেও ঐ ভাবের এক খণ্ড কাষ্ঠফলকে কাটিগুলির অপর মুখ গাঁথা আছে। তাহা চিত্রে দেখান হয় নাই, কেন না, উহা কাপড়ের নিম্নে পড়িয়াছে। পরন্তু এই যন্ত্রকেই "সানা" বলে। ঐ সরের খড়িকার কাটিগুলির ফাঁক দিয়া দুই থাই করিয়া সূতা, যথা "ক" এবং "খ" ঝাঁপের পোড়েন সূতাদ্বয় আসিয়াছে। এই হেতু "ক" ঝাঁপ তুলিয়া দিলে, "গ" চিহ্নিত স্থানে দেখা যায় যে, "ক" ঝাঁপের সমুদয় সূতাগুলি উপরে উঠিয়াছে, এবং "খ" ঝাঁপের সমুদয় সূতা নিম্নে শয়ানভাবে রহিয়াছে। ইহার ফলে "গ" চিহ্নিত স্থানের মুখ ফাঁক হয়। কাজেই ইহার ভিতর দিয়া মাকু যাইবার পথ পায়। তৎপরে "খ" চিহ্নিত ঝাঁপ তুলিয়া দিলে ("২" চিহ্নিত স্থানে মাটীর ভিতরে ঐ কাটিতে যাহা পায়ের চাপে ঝাঁপ তুলা ফেলা হয়।) "ক" চিহ্নিত ঝাঁপের সূতা শয়ান ভাবে থাকে, "খ" চিহ্নিত ঝাঁপের সূতা তখন উপরে উঠে, তাই আবার "গ" চিহ্নিত স্থানের মুখ ফাঁক হয়, তাই ভিতর দিয়া মাকু পলায়। "৬" চিহ্নিত কাষ্ঠফলক টানিয়া যেমন অনবরত মাকু চালাইতে হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অনবরত উক্ত ঝাপদ্বয়কেও উঁচু নীচু করিতে হয়, নচেৎ "গ" স্থান দিয়া মাকু যাইবে কেন? অতএব এই দুই কাজ এক সঙ্গে করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আর একটি কাজ ঐ সঙ্গে করিতে হয়। মোট তিনটী কাজ এক সঙ্গে করা চাই। প্রথম পা'য়ের সাহায্যে ঝাঁপ তোলা ফেলা। দ্বিতীয় দক্ষিণহস্তের সাহায্যে দড়ি টানিয়া মাকু

সরান, তৃতীয় বাম হস্ত দ্বারা সানা প্রত্যেক বার সরাইয়া আনিতে হয়। ইহার ফলে মাকু পোড়েন সূতা যাহা ছাড়িয়া যায়, তাহা কোলের কাছে আনিয়া "ঠাস" করিয়া রাখা হয়। এই কারণ বশতঃ চিত্রের দুইদিকের দুইটি "৮" চিহ্ন হইতে, দুইটী "৯" চিহ্নিত অংশ পর্য্যন্ত সমুদয় যন্ত্রটী "টানা পাখার" মত সরিয়া থাকে। পরন্তু এই জন্যই চিত্রের দুইটী "৮" চিহ্নিত স্থানের মুখে দুইদিকে দুইটী স্ক্রুপ আঁটা লৌহ-শিক রাখা হইয়াছে। ঐ স্থানদ্বয় অপর একটী বাঁশে বা তাদৃশ কোন কাষ্ঠের উপর আল্লাভাবে বা একটু দড়ি বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

এই বার চিত্রস্থ "ছ" চিহ্নিত অংশগুলির কথা বলিতেছি। উহারা ঝাঁপের খিল, উহাদের দ্বারা ঝাঁপ সমান রাখা হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গর্ত্তের নিম্নে কাটিদ্বয় দ্বারা যেমন ঝাঁপ তোলা ফেলা হয়, সেই কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এই খিল যন্ত্রের ব্যবহার হয়। অর্থাৎ ধরুন, পা'য়ের কাটীর চাপে যেমন ঝাঁপ নীচু হইল, ঐ সঙ্গে খিল যন্ত্রও কাৎ হইয়া পড়িল। চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ খিলগুলি কাৎ ভাবে আছে। তৎপরে (চিত্রের "২" চিহ্নিত স্থানের কাটি) পায়ের চাপ ছাড়িয়া দিলে, উহাও সোজা হয়। পরন্তু সেই সঙ্গে ঝাঁপদ্বয়ও সোজা হয়। পূর্ব্বে ইহা ইষ্টক বাঁধিয়া করা হইত। তাহাতে কেবল উহা দ্বারা একটা ভার বা চাপের জন্য টানের কার্য্য সাধিত হইত মাত্র, নচেৎ ইষ্টক-খিলে ঝাঁপ সমান করা হইত না, তাহা তাঁতিরা হস্ত দ্বারা করিত। এখনও এই ইষ্টক খণ্ড অনেকে অনেক তাঁতে দেখিতে পাইবেন। মধ্যে কোন কোন স্থানের তাঁতিরা উহা কাটি বাঁধিয়া করিয়াছিল। কিন্তু সামান্য কাটির জন্য উহা দ্বারা তাহারা বিশেষ কিছু উপকার পায় নাই। এখন কিন্তু উহা রীতি-মত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যথার্থ খিল যন্ত্র করা হইয়াছে। এই জন্য আর ঝাঁপ দ্বয় তাঁতিদের হস্ত দ্বারা সরাইতে হয় না। ফলে এই তন্তুবয়ন যন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা এখনও "পূর্ণসংস্কার" হয় নাই, সে পক্ষে অনেক বাকী। সূতা গুছান, সানায় সূতা পরান, এবং ঝাঁপে সূতা ফেলিতে যে কষ্ট এবং সময় নষ্ট হয়, ইহাতেও সেই কষ্ট এবং সেই সময় নষ্ট হইয়া থাকে।

সূতা গুছান এবং সানায় সূতা পরান ব্যাপার বড়ই কষ্টকর। উহা একজনের দ্বারা হয় না। চেটা বা পাটি, অথবা পোলে বুনিবার মত

ইহাও বুনা হয়। তবে চেটা বা পাটি বুনিতে মাকু লাগে না, হস্ত দ্বারা যে ভাবে এ কার্য্যগুলি সাধিত হয়, ইহাও সেই-কার্য্য, অথচ সূক্ষ্ম সূত্রের উপর, কাজেই হিসাব করিয়া সানায় সূতা পরাইতে হয়। পরন্তু এই নূতন তাঁত যন্ত্রে ঝাঁপে সূতা পরান কিছু নূতন ধরণের বলিয়া মনে হয়। ফলে এ যন্ত্র এবং ইহার কার্য্য-প্রণালী আমাদের বোধ হয়, বুদ্ধিমান তাঁতিরা একবারমাত্র দর্শন করিলেই শিখিতে পারেন। বুদ্ধি থাকিলে ঐ ছবি দেখিয়াই নিজেদের মস্তিষ্ক কিছু পরিচালিত করিলেই, উহাতে কার্য্য চালাইবার মত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধ লেখা হইল। সাধারণের বুঝিতে কিছু কষ্ট হইলেও, দেশীয় তাঁতি যাঁহারা এই কার্য্য করেন, তাঁহারা ইহা শুনিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। অধিকন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য কোন কথা থাকিলে, তাহা সাদরে বলা যাইবেক, অর্থাৎ তাঁহারা ঘরে বসিয়া একার্য্য করিতে পারিবেন, এ জন্য কোথাও যাইতে হইবেক না। আমাদের তাঁতিরা বলিল, "মহাশয়! দড়ি টানিয়া "মাকু" চালান দ্বারা কার্য্যের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে বটে; কিন্তু পূর্ব্বের লৌহ-মাকু ছোট ছিল এবং আমরা একসঙ্গে "মাকু" ঠেলা, "ঝাঁপ" সরান এবং "সানা" টানা, এই তিনটি কার্য্য যাহা করিতাম, তাহা ধীরে সুস্থে হইত। এখন তাড়াতাড়ি মাকু চলে, ইহাতে পা'য়ের দোষে যদি "ক" ঝাঁপের স্থলে "খ" ঝাঁপ অথবা "খ" স্থলে যদি "ক" ঝাঁপ উঠে, তাহা হইলেই বুনান-কার্য্যে ভুল হইল, সে বারের মাকু যে সূতা ছাড়িয়া গেল, তাহা বাহিরেই রহিল। পরন্তু এ তাঁতের মাকু বড়, ইহা যাইবার সময় সূতা প্রায়ই ছিঁড়ে। আবার তাহাকে বাহির করিয়া ফেলিয়া, ছুচ দিয়া আবার এক থাই সূতা সেইস্থানে পরাইতে অনেক সময় যায়। এই সকল কারণে এবং সামান্য সুবিধার জন্য এদেশীয় অনেক তাঁতি নূতন তাঁত এখন পছন্দ করেন না। কালে কিন্তু এই তাঁত সর্ব্বত্রই চলিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। কারণ ইহাতে একটু সুবিধা আছে কি না! যাহা হউক, সূতা গুছান এবং উহা তাঁতে ফেলিবার একটা কৌশল এদেশীয় বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা বাহির করুন না কেন! তাহা হইলেই সমুদয় গোল মিটিয়া যায়।"

অধিকন্তু তাহারও একটা শুভ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ কেলকার মহোদয় বহুদিন হইতে বস্ত্র-শিল্পে লিপ্ত আছেন। আজ কয়েক মাস হইল, তিনি টানা সূতা প্রস্তুত করিবার একটী কল

এবং সূতায় মাড় মাখান'র জন্য আর একটী কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা বড়ই আনন্দের কথা নয় কি? তাহা হইলেই "তন্তুবয়ন যন্ত্রের" পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু কেলকার মহাশয়কে এই কার্য্যের জন্য বিলাতের বিখ্যাত দাদাভাই নওরাজী ৭৫০্ টাকা এবং আমাদের ময়মনসিংহস্থ গৌরীবেড়িয়ার সুবিখ্যাত জমীদার মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ও ৪০০্ টাকা দান করিয়াছেন। পরন্তু এই জমীদার মহাশয়ও আমাদের "মহাজনবন্ধু"র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ইঁহার মত শিল্পবাণিজ্য-হিতৈষী ব্যক্তি এদেশে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। জমীদার মহাশয়ের জয় জয়কার হউক।

চিনির উপকারিতা।

(লেখক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগচী।) *

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত চির-অপরিবর্ত্তিত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এক-চতুর্থাংশ শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভ্রান্ত, অথবা বিজ্ঞানও যৌগিক পদার্থের মত অর্থাৎ সময়ে সময়ে বিজ্ঞানের ভ্রম সংশোধিত হইতেছে বা হইয়াছে। পরন্তু এই সংস্কারই যে পূর্ণ

---

* এই ডাক্তার মহাশয় কলিকাতা পুলিস হস্পিটালের সহকারী চিকিৎসক এবং সুবিখ্যাত চিকিৎসা বিষয়ক পত্র "ভিষক্-দর্পণের" সম্পাদক। উপরোক্ত "ভিষক্-দর্পণ" বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত এবং আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রের বার্ষিক মূল্য ৬্ টাকা। কেবল বড় বড় ডাক্তারেরা উহাতে লিখিয়া থাকেন। "মহাজনবন্ধু" যেমন কেবল ব্যবসায় কথা লইয়া লিখিত হয়, "ভিষক্-দর্পণ" সেইরূপ কেবল চিকিৎসা বিষয় লইয়া পরিচালিত হয়। ডাক্তারদিগের নিকট এ পত্র না থাকিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদের শিক্ষার অসম্পূর্ণভাব থাকিয়া যায়। আজ দশ বৎসর "ভিষক্ দর্পণ" চলিতেছে। এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলি বঙ্গভাষার গৌরব স্বরূপ। এইরূপ রাশি রাশি কাজের কাগজ কবে এদেশে দেখিব! গল্পের এবং ছড়ায় কাগজের গ্রাহক আর কেহই হইব না, এই প্রতিজ্ঞা কর। উহা না লইয়া এই সকল কাজের কাগজ লও, তবেত দেশে সুবাতাস বহিবে। যাহা হউক, ডাক্তার মহাশয় আমাদের যে প্রবন্ধ দিয়াছেন, তাহা সুদীর্ঘ। সুতরাং ক্রমশঃ তাহা মহাজনবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে। মঃ বঃ সঃ।

সংস্কার তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিত্য নূতন নূতন মত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। লেখক প্রথম বয়সে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার সময়ে শৈত্যকে অনেক পীড়ার উদ্দীপক-কারণ বলিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর আজ, এই শেষ বয়সে দেখিতেছেন যে, শৈত্যকে সেই সমস্ত স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া, বিশেষ বিশেষ রোগ জীবাণু সেই সেই স্থান অধিকার করিতেছে। শৈত্য এখন পীড়ার উদ্দীপক-কারণশ্রেণী হইতে প্রায় বহিষ্কৃত। এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, পুরাতন চিকিৎসক মাত্রেই একটু লক্ষ্য রাখিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ২০।৩০ বৎসরের পূর্ব্ব হইতে এ পর্য্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক বিষয় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে "চিনি" একটী।

আমরা যখন চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তখন প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলাম যে, চিনি কেবল বিলাসিতার দ্রব্য। নচেৎ খাদ্য হিসাবে উহার কোনও উপকারিতা নাই। তখন আমাদের ধারণা ছিল, উহা খাইলে দন্তের ক্ষতি হয়, পেটে কৃমি হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, কাহার বা মল তরল বা পেট গরম হয় এবং নাসিকায় সর্দ্দি পুরাতন হয়, অর্থাৎ ক্রুর শ্লেষ্মা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজেই বালকেরা মিষ্ট দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিলে, আমরা তাহা অনিচ্ছা-সত্ত্বে দিয়া থাকি। এই অনিচ্ছার কারণ কেবল আমাদের ভ্রান্তি সংস্কার—অপকার হইবে। (বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকের ধারণা, জ্বর হইতে উঠিলেও অর্থাৎ জ্বর ভাল হইয়া গেলেও, বিশেষতঃ কুইনাইন খাইবার পর বা কুইনাইন খাওয়া হইয়াছিল বলিয়া মিষ্ট দ্রব্য খাইতে নাই। এ সকল ক্ষেত্রে মাগীরা বালক বলিয়া কেন, আমাদেরও পর্য্যন্ত মিষ্টি দেয় না! মঃ বঃ সঃ) যাহা হউক, যে বালক অধিক মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার যদি অন্য কোন কারণে অসুখ করে, তাহা হইলেও মাগীরা বলে "ঐ মিষ্টি খেয়ে হ'য়েছে।" কেবল মাগীদের দোষ দিই কেন, এদেশীয় অনেক বড় বড় ডাক্তারেরও এই ধারণা ছিল যে, "অমুক ব্যক্তির মধুমূত্রের পীড়ার কারণ—তিনি বড়লোক, অনেক মিষ্টি খাইয়াছেন, কাজেই ঐ পীড়া হইয়াছে।" সাহেব-জ্ঞানে জ্ঞানী আমরা, জল উচু নীচু বলিবার জাতি আমরা, সাহেবগুরু আমাদের যাহা বলিবে, আমরা তাহাই বলিব। সে সময় বিলাতে চিনি ছিল না; যাহা ছিল তাহা দুর্ম্মূল্য। তখন ভারত হইতে উহাদের

দেশে চিনি যাইত; "ছিল না বলিয়াই উহা খাইতে নাই।" এমন কি, সে সময় সাহেবী দেশেও মিষ্ট খাওয়া এতদূর নিষিদ্ধ ছিল যে, অনেক বিদ্যালয়ের বালকের নিকট মিষ্ট অর্থাৎ শর্করা-মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিলে, বিক্রেতাকে দণ্ডিত হইতে হইত। শিক্ষক বিদ্যালয়ের সন্নিকট-বর্ত্তী খাদ্য বিক্রয়ের দোকান সমূহের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন য়ুরোপখণ্ডে বিট্‌মূল হইতে অপর্য্যাপ্ত চিনি বাহির হইতেছে। আর ভারতের চিনি তথায় যায় না, তথা হইতে এখন ভারতে চিনি আমদানী হয়। কাজেই মাল বাড়িলে, কাটাইবার উপায় করিতে হয়; অতএব চিনির সুখ্যাতি চাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তনও চাই! অপিচ সে মোহ এখন কাটিতেছে, সে স্রোতে এখন উজান বহিয়াছে। এক্ষণে সুচিকিৎসকগণ তারস্বরে প্রচার করিতেছেন যে, খাদ্যের মধ্যে শর্করা বিশেষ আবশ্যক এবং অতি উপকারী পদার্থ। পরন্তু এই জন্য দেশ-বিশেষের সামরিক বিভাগের খাদ্যের মধ্যে চিনির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ডাক্তার গার্ডনার মহাশয় বলেন, চীনদেশ ইক্ষুর আদি স্থান। তথা হইতে ভারতে, তৎপরে ভারত হইতে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রে ইক্ষু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। খেজুরে চিনি এদেশের প্রাচীন নহে, তাহা "খাজুর বিশ্বমিত্রের সৃষ্টি" এই প্রবাদ বাক্যে এবং কোন দেবকার্য্যে "খেজুরে চিনি" দেওয়া হয় না বলিয়াই এতদ্দারা ইহা সপ্রমাণিত হইতে পারে। (এখন আর খেঁজুরে চিনি কেন, কলের চিনিও প্রায় বাদ পড়ে না, সবই ঠাকুরদের দেওয়া হয়, আমরা সভ্য হইলেই আমাদের দেবতারাও কাজে কাজেই সভ্য হয়, মঃ বঃ সঃ) পরন্তু উক্ত ডাক্তার মহাশয় আরো বলেন যে, "১৯০০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে ৭৯৩৩০০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল বিট্ মূল হইতেই ৫৫২৩০০০ টন চিনি হয়, অবশিষ্ট ২৪১০০০০ টন চিনি ইক্ষু প্রভৃতি হইতে হইয়াছিল।" মান্দ্রাজের কল গুলিতে কেবল তালের চিনি পরিষ্কৃত হয়, অতএব তালের এবং এদেশীয় খেজুরে চিনি অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। বঙ্গে দেশী চিনি বলিলে যে কোন চিনি হউক, দোবরা একবোরা প্রভৃতি কিম্বা কাশীপুরের কলের চিনি এ সমুদয়ের মূল খেজুরে চিনি। এই খেজুরে চিনিই পূর্ব্বে জাহাজ জাহাজ বিলাতে যাইত।

যাহাহউক, এদেশে শর্করার ব্যবহার প্রাচীন কাল হইতে হইয়া আসিতেছে, অতএব এ দেশের তুলনায় ইংলণ্ডে শর্করার প্রচলন অল্প দিবস বলিতে পারা যায়। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের লোকে চিনি যে কি পদার্থ, তাহা তাহারা জানিত না। ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ হইতে ১০,৩০০০০ পাউণ্ড চিনি লণ্ডনে প্রথম আমদানী হয়। তৎকালে তথায় প্রত্যেক পাউণ্ড চিনি ১ শিলিং ৯ পেন্স হইতে অর্দ্ধপেনী পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল।

পরন্তু বিট্‌ মূল হইতে চিনি প্রস্তুত বিষয়ে আমরা যতদূর নূতন মনে করি, বাস্তবিক ইহা তত আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই। কেন না, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমে জনৈক জর্ম্মনীর বৈজ্ঞানিক মিষ্টার Maggraf ইহা আবিষ্কার করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ আবিষ্কারের ফল বিশেষ কোন কার্য্যকারী হয় নাই। ঐ খৃষ্টাব্দে সাইলেসিয়াতে সর্ব্বপ্রথম বিট্‌মূল হইতে চিনি প্রস্তুতের এক কারখানা স্থাপিত হয়। পরন্তু নেপোলিয়ান বোনার্পাট এই বিট্‌মূল হইতে চিনি প্রস্তুতের জন্য বিস্তর সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। অল্প কয়েক বৎসর মাত্র বিলাতে চিনির খরচ কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হইয়াছে ; তাহা নিম্নলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলেই সহজে বুঝা যাইবে।

১৮৬৩	খৃষ্টাব্দে	জনপ্রতি	৩০ পাউণ্ড।
১৮৬৬	”	” ”	৩৮ ”
১৮৮৭	”	” ”	৭০ ”
১৮৯০	”	” ”	৮৬ ”

অর্থাৎ ব্রিটীশ দ্বীপের প্রত্যেক লোকে এখন প্রত্যহ ৪ ঔন্স করিয়া চিনি খরচ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কিয়দংশ বিস্কুট ইত্যাদিতে মিশ্রিত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইলেও তথাকার প্রত্যেক লোকে প্রত্যহ যে ৩ ঔন্স পরিমাণ চিনি ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বিলাতে চিনি শস্তা হইবার ফলেই ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাও সহজে অনুমেয়।

যখন ১ পাউণ্ড চিনির মূল্য তথায় ৭ পেন্স ছিল, তখন তথাকার লোকে চিনি ব্যবহার করা বিলাসিতার লক্ষণ মনে করিত। তৎপরে ১৮৬৪, ১৮৭০, এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ক্রমে ক্রমে চিনির মাশুল হ্রাস করিয়া দিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে

তথায় ঐ মাশুল একবারে রহিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে চিনির মূল্য অনেকটা সুলভ হয়, কাজেই দেশের লোক বেশী খাইতে লাগিল। পরন্তু কোন্ দেশে, লোকপ্রতি বৎসর কত চিনি খরচ হয়, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে সেই তালিকাটী উদ্ধৃত করিলাম।

স্থান	জনপ্রতি	খরচ।
গ্রেটব্রিটনে	৮৬-১৫	পাউণ্ড।
ইউনিটেটষ্টেট	৬৫-৫০	„
ডেনমার্ক	৪৩-৬০	„
সুইজারল্যাণ্ড	৪২-৯০	„
ফ্রান্স	২৮-১৪	„
জর্ম্মনী	২৭-১৪	„
বেলজিয়ম	২২-৬০	পাউণ্ড।
হল্যাণ্ড	২৫-৯০	„
অষ্ট্রীয়া	১৬-৮০	„
রুসিয়া	১১-২৫	„
ইটালী } স্পেন }	৭-০০	„

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, গ্রেটব্রিটনের লোক যত চিনি ভক্ষণ করে, এত আর কোন দেশের লোকে করে না। আমেরিকার লোকে তদপেক্ষা অল্প। কিন্তু ইহারাও গ্রেটব্রিটনের জ্ঞাতিভ্রাতা। [ক্রমশঃ।

জাপানী ভাষা শিক্ষা।

বঙ্গবাসী আজ পৃথিবীর অনেক স্থানে রহিয়াছেন। যে দেশে যিনি আছেন, সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করা অগ্রে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। পরন্তু যেমন তাঁহাদের নিকট হইতে ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে, সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালাভাষাও তাঁহাদের শিখাইয়া আসিতে হইবে। বঙ্গভাষার প্রচার না হইলে এ জাতি কখনই শিল্প বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না, ইহা বাঙ্গালী মাত্রকেই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইংরাজী ভাষা আজ "বিশ্বজনীন" ভাষা হইয়াছে বলিয়াই, ইংরাজের এত উন্নতি। জাপানীরাও ইহা বুঝিয়াছেন; দেখিতেছেন, অন্যদেশের লোক অল্পদিন মধ্যেই জাপানের উন্নতি দেখিয়া, তাহাদের নিকট শিল্পাদি শিক্ষা করিতে আসিতেছেন; অতএব মনে করিতেছেন, এই সময় আমাদের ভাষাটাকেও পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। বস্তুতঃ ভাষার প্রচার বৃদ্ধি না হইলে, কিছুতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা হয় না। কাজেই জাপানী অধ্যাপকেরা নিয়ম করিয়াছেন

যে, বৈদেশিক ছাত্রেরা আমাদের দেশে শিল্পাদি শিক্ষা করিতে আসিলেই জাপানী ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া, তবে তথাকার স্কুলাদিতে প্রবেশ অধিকার পাইবেন। ভালই হইয়াছে। জাপানী ভাষা শিখিতে আমাদের বেশী দিন যাইবেক না, ছয় মাসে উক্ত ভাষা শিক্ষা করা যায় এবং দুই বৎসরে জাপানী প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধে "জাপানীভাষা" শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের অধিকাংশ শব্দগুলি দেখাইব। ইহা দ্বারা জাপানী বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারমুক্ত হইবে মাত্র, এইরূপ আশা। প্রবন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। কিন্তু স্থান কম, ক্রমশঃ বলিব। এই জাপানী ভাষার প্রবন্ধ, বড়বাজার মনোহর দাসের চক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন এবং তগুলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহাশয়দ্বয় কৃপা করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। জাপানী ভাষা এইরূপে সাজান হইবে। (১) পর্য্যটন বিষয়ক শব্দ, (২) দোকান সম্বন্ধীয় শব্দ, (৩) খাদ্যাদি সম্বন্ধীয় শব্দ, (৪) দেশের নৈসর্গিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় শব্দ, (৫) ব্যবসাদি শব্দ, (৬) সাধারণ সম্বন্ধীয় শব্দ, (৭) উহাদের চলিত কথা, (৮) অঙ্ক বা সংখ্যা, (৯) মাস, বার, তারিখ, ঋতু এবং সময় সম্বন্ধীয় শব্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমশঃ সমুদয় পাইবেন, অদ্য কেবল এক অধ্যায় দিতেছি। প্রথম অধ্যায় পর্য্যটন বিষয়ক শব্দ ; যথা,—

ছাড় পত্র—রায়ো কোমেন জো।
টিকিট—কিপ্পু।
রেলওয়ে ষ্টেসন—স্টেই শিয়োন।
ডাকঘর—ইউবিঙ্কিয়োকু।
টেলিগ্রাফ আফিস—ডেনসিন কিয়োকু।
সরাই, হোটেল—যাডোয়া।
গাড়ি—বাসা।
গাড়োয়ান—গ্যীয়ো সাবেটো।
স্নান—ফুঁরো, য়ু।
বিছানা—নেডোকো।
ঘর—হেয়া।
জাহাজ—জোকিসেন বাকিসেন।
জাহাজের পার্শ্বচক্র—ফুনে।
মাঝিয়া—সেনডো।
আমার ছাড়পত্র ফিরাইয়া দাও—
মেনজো ও কায়েসী নাসাই।
রেলের ভাড়া—কিসাচিন, চিনসেন।
বৃষ্টি পড়িতেছে—আমে গাফুরিকোমু।
আমাকে আমার বিল দাও—
কান্‌জোওকুরে।
আমাকে আমার রসিদ দাও—
উকেটোরি কু ডাসাই।
কোন সময় ট্রেন ছাড়িবে—
জোকিসা নো ডেরু ওয়া নান জী।

প্রথম শ্রেণীর টিকিট—জোটো।
দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট—চিউটো।
তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট—কাটো।
রিটারণ টিকিট—ওকুকু।
এখন কত সময়?—নান ডোকিডেস।
আমি যাইতে ইচ্ছা করি—এ ইকিটাই।
আমাকে একটু জল দেবেন—
মিডজু ওমোট্টে কিটে ওকুরে।
কে ওখানে রয়েছে?—ডারে ডী?
আর একটা কথা পছন্দ করবেন—
হোকানো কোটোবা ওটসকাইনাসাই।
তোমার মনিব বাড়ীতে আছেন কি?—
ডান্না সন্ ও উচি ডেঙ্গোজা রিমাস্কা।
ও বাড়ীটা কি? নান নো ইএ ডেস্কা?
যে পর্য্যন্ত না আমি ফিরিয়া আসি, এইটা
রাখিয়া দাও—কায়েরু মাডে কোরেয়ো
আড্জু কাট্টে কুডাসাই।
এই চিঠিটা ডাকে দাও—কোনো টেগা
মাই ওয়ুবিননি ইরাট্টে কুড়াসাই।
আমার কোন চিঠি আছে কি?—
টেগামি আরিমাস্কা?
তোমার দূতকে আমার কাছে পাঠাইবে
—আনাটানোস্কাই ওয়াট্টেকু ডাসাই।
আমি ক্ষুধার্ত্ত খাইতে চাই—টাবেটাই।
একটু আগুণ করে দেবেন—হীও স্কেরো।

তুমি কোথায় যাইতেছ?—ডো চিরা
ওইডে নাসাইমাস্কা?
আন্দাজ কত মাইল? নান্ রিহোডো।
আমাকে রাস্তাটা বলে দেবেন—
মিচিও ওগিয়েটে কুডাসাই।
কতটুকু?—ইকুর।
এক ঘণ্টার জন্য কত? ইচি জিকান
ইকুরা।
শীঘ্র কর, আর দ্রুত যাও—হায়াকু।
আস্তে যাও—সোরো স্যোরো।
থাম—মাটে কিম্বা টেমারে।
একটু থাম—স্কোসী মাটে।
মাথার উপর ঠিক সোজা—মাস্গু।
ডান্ দক্ষিণ—মিগি।
বাঁ—হিডারি।
সাবধান হও ওদিকে দেখ—
আবুনাইয়ো!
একত্র—পাশাপাশি,—ইসসোনি।
যথেষ্ট—সবঠিক—য়োইওসি।
এখানে, সেখানে—আচি, কোচি।
এইদিকে, এখানে, এইটাতে,—কোচিরা।
ঐ দিকে, সেখানে সেইটাতে, আচিরা।
তুমি কোথায় যাইতেছ? ডোকো মারু?
কি—নানি? কখন—ইটস্থ?
আসে—সাকি। পশ্চাতে—উসিরো।

দোকানদারী কথা।

থাইসিস বা যক্ষ্মারোগী যেমন ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, চিনি-পটীর কার্য্যও সেইরূপ যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। উপ-

স্থিত চিনিপটীর কার্য্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয়! অধিকন্তু, যক্ষ্মারোগীর যেমন একটী লক্ষণ, তাহাদের চক্ষের তারা উল্টাইয়াছে, খাবি খাইতেছে, তবু তাহারা মরিব ইহা ভাবে না, তখনও রোগী আত্মীয়-স্বজনকে শোক করিতে হস্ত নাড়িয়া নিষেধ করে; বস্তুতঃ এরূপ যক্ষ্মারোগী আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চিনিপটীর মহাজনদিগেরও আজকাল কার্য্যের অবস্থা অবিকল ঐরূপ হইয়াছে। পরন্তু, যক্ষ্মারোগের আর একটী লক্ষণ, তীব্রদৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ইহা কার্য্যের নয়। দুরদৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞান তীক্ষ্ণ হয় না। রোগী যদি খুব দূরে "পাঁচ" দেখিল, কিন্তু গণিয়া বলিল "তিন" না হয় "দুই"। বস্তুতঃ বাণিজ্য-সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ দুরদৃষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। "আদার ব্যাপারী" হইয়া, আমাদের জাহাজের সংবাদ রাখিতে হইতেছে।

দেশের সংবাদ কাহাকেও রাখিতে দেখিলে আমরা বলিয়া থাকি, "ও কিছু নয়" উহা কেবল মাথা-গরমের কাজ, উহা দ্বারা আমাদের কিছুই উপকার হয় না, যাঁ'দের কাজ নাই তা'রাই "ও সব" করে। অত ভাবিবার দরকার কি? "খাও, দাও, উপায় কর, গাড়ী ঘোড়া চড়, স্ত্রীকে দশখানা গহনা দাও; বাগান কর, মাছ ধর" ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাই হইল সুখের চরম! বস্তুতঃ এবার এ সুখে ছাই পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গোলামের জাতি আমরা, আমাদের কেহ "বাবু" "মহাশয়" বলিলেই অগ্রে গলিয়া যাই, দশটা লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিলেই আমরা পূরা মনিব হইয়া উঠি। দেশের কথা কি আমাদের মস্তিকে স্থান পায়? যিনি দেশের কথা ভাবিতে পারেন, তিনি ঐরূপ স্বার্থপরভাবে জীবন কাটাইতে যথার্থই জীবিত অবস্থায় মৃতের মত হইয়া পড়েন। আজ একটু বলিবার সুযোগ আসিয়াছে বলিয়াই ঐ কথাগুলি বলিয়া ফেলিলাম। বস্তুতঃ বৈদেশিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কার্য্য করিতে গেলেই একটু দেশের কথা ভাবিতেই হইবে, নচেৎ উপায় নাই।

ইংরাজ দেশের কথা ভাবেন, যথায় যে ব্যবসায় করিতে যান, তথায় যত বৎসর থাকেন, সে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের এবং উহা কত বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ আমদানী রপ্তানীর একটা হিসাব প্রতি বৎসর রাখিয়া থাকেন। আপনারাও মহাজন, ঐ সকল বণিকের সঙ্গে কার্য্যও করিয়া থাকেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বদেশের বা অন্ততঃ নিজেদের পটীর একটা

আমদানী-রপ্তানীর কিছু হিসাব রাখেন কি? "ও সব বাজে কথা, এবং বাজে কাজ" বলিয়া উড়াইয়া দেন। বস্তুতঃ ঐ হিসাব ধরিয়া, বৈদেশিক বণিক অন্ততঃ ৫ বৎসর যে দেশে থাকেন, সে দেশের সমুদয় শস্য এবং সে দেশের সমুদয় টাকা পর্য্যন্ত "ভোজবাজীর" খেলার মত, স্বদেশে লইয়া যাইতে পারেন। অর্থাৎ ৫ বৎসর ধরিয়া দেখিলাম যে, এদেশে কত মাল জন্মায়; যে পরিমাণে মাল জন্মায়, তাহার একটা হিসাব বুঝিয়া, তৎপরে উহার উপর ২০ বা ২৫ গুণ মাল বেশী করিয়া কনট্রাক্ট করিয়া দিলাম,—দরের দিকে তখন তাকাইব না! এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকা বলিলেও লওয়া চাই অর্থাৎ "কনট্রাক্ট করা চাই, তাহার পর দাও কন্‌ট্রাক্টের মাল, যত পার দাও, শেষে না পার, ডিফারেন্সের টাকা ধরিয়া দাও। হতভাগ্য আমরা, এদেশে কত মাল জন্মাইয়া থাকে, তাহার স্থলে কত বিক্রয় করিতেছি, তাহার সংবাদ রাখি না! কাজেই মাল দিতে না পারিয়া, তখন শুকনা টাকাগুলি নিজেদের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া, সাহেবী সিন্দুকে উঠাইয়া দিয়া আসি। এই হইল, অধিকাংশ বৈদেশিক বণিকের "রপ্তানীর" কাজ। অর্থাৎ আমাদের দেশের মাল এবং ঐ সঙ্গে নগদ টাকা দক্ষিণা-স্বরূপ ধরিয়া লইয়া যাওয়ার কাজকেই "রপ্তানীর কাজ" বলে। তৎপরে "আমদানীর কাজ" অর্থাৎ তাঁহাদের দেশের মাল, আমাদের দেশে আনিয়া বিক্রয় করা। এ জন্যও লেখাপড়া হয়, কনট্রাক্ট হয়; এবং হিসাব করিয়া এ দেশে মাল আনা হয়। আমরা কিন্তু ইহার কিছুই সংবাদ রাখি না। "মাল ক্রয় করিতেছি, ইহাপেক্ষা কম দর কিছুতেই হইতে পারে না, লও ২ শত টন।" জাহাজ আসিল, তোমার মাল ৭৷৷০ টাকা দরে লওয়া, সেই মাল তখন ৬৷৷০ টাকা দর হইল। অতএব তোমার ১৲ হিসাবে ক্ষতি হইল, তখন তুমি ভাবিতে লাগিলে, বোধ হয় এবার বিলাতে বেশী মাল হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে, উহা ভাবাই মহাভ্রম! বিলাতে তখন সে মালের দর বেশী, অথচ এখানে কেন কম হয়? তাহা তুমি ভাব না; তাই আবার ৬৷৶০ দরে মাল সওদা করিলে, জাহাজ আসিয়া উহার দর ৬৲ টাকা হইল, তখন তুমি ভাবিতে লাগিলে, বিলাতী কল যত পুরাতন হয়, ততই বোধ হয় উহাদের দর শস্তা হয়। কি সর্ব্বনাশ! তবু এ পর্য্যন্ত প্রকৃত রোগ ধরা পড়িল না। উহা যে বিদেশীয় বণিকের খেলা। ইহা আমাদের মস্তিষ্কে উঠিল না! এই আমদানী খেলার

ভিতর "মাল দেখাইব। কনট্রাক্ট করিব। অথচ বেশী মাল আনিব না। অথচ তোমাদের নিকট হইতে শুক্‌না টাকা লইব।" এই কয়েকটী কার্য্য সমাধা করিতে যে সকল কোশলের প্রয়োজন হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপে অদ্য আমরা বলিতে পারি, "বিটুচিনির খেলা।" এই খেলা বন্ধ না হইলে, অপর কোন পোর্টের চিনি আর কলিকাতায় আসিবে না, শীঘ্রই এ কার্য্যের একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে। এই খেলা বন্ধ করিবার উপায় কি? পূজনীয় শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁ এবং শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তচন্দ্র দাঁ মহাশয়দ্বয় যে পরামর্শ দিতেছেন, তদ্দ্বারা চিনিপটীর অনেক উপকার হইতে পারে। সত্বরেই সেই সভাকে সঙ্গে করিয়া যৌথ-কারবার করা উচিত, নচেৎ আর উপায় নাই! কিন্তু ইহা দালালেরা করিতে দিবে কি? এক জনকে বধ করিব, তাহাকে তাড়াইব, এ জন্য বেশ ঐক্য হইয়াছিল; এখন আর তাহা হয় না কেন? "অতিরিক্ত দালাল" "আউতি সওদা" ঐ সঙ্গে অধিকাংশ স্থলে "জালদোষ এবং পান দোষ প্রবেশ" ইত্যাদি দোষগুলিই চিনিপটীর অবনতির মূল; ইহাই অনেকের ধারণা। বস্তুতঃ অপর শত শত অত্যাচারে অর্থাৎ চোর, বিশ্বাস-ঘাতক, বা মন্দ গ্রাহকদিগের জন্য চিনিপটীর অর্থের যত ক্ষতি না হইয়াছে, এই এক বিট্ চিনির খেলাতেই চিনিপটীর টাকা যাদুমন্ত্র-বলে কোথায় উড়িয়া যাইতেছে! তবু ত আমাদের চৈতন্য হয় না, তবু ত দেশের কথা ভাবিতে চাই না। চিনিপটীর কমিটী যদি ঐ সকল কারণগুলি বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে একদিনে বা তখনি কার্য্য হয়! কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, উপস্থিত সৎ পরামর্শে যখন অনেক দালালের অনেক অসুবিধা রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারদিগের যখন স্বাধীনতা-লোপের আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন অনেক দোকানদার এ শুভকার্য্যে আপত্তি করিবে নিশ্চয়! কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদিগের ইহা ভাবিয়া দেশের এবং নিজেদের মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্ত বাবুর কথামত যৌথ-কার্য্য করিয়া দেখা উচিত! আমাদের ধারণা, তাহা হইলে, আর যত কল্যাণ না হউক, অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত সমুদয় অত্যাচারগুলির মূল নষ্ট হইবে, এক গুলিতে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় পাখী-গুলি মারা যাইবে। কাজেই কার্য্যের সুবাতাস বহিবে। নচেৎ ফাঁকা দর বাঁধিয়া কিছু হইবে বোধ হয় না। যাহা হউক, আমরা সাধারণকে বলি, বিটুচিনির খেলা হইতেছে। কেহই আর আউতি সওদা করিও না, যে দরে চিনি কিনিবে, তাহাতেই ঠকিবে। এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে,

মাথার ঘাম পা'য়ে পড়িয়া যায়; ইহা মনে করিও না যে, সেই পয়সা, টেক্স খাজানা না দিয়া, দোকান না করিয়া, গোমস্তা না রাখিয়া, কেবল একটা কনট্রাক্টে সহি করিলেই উপার্জ্জন হইবে। কয়াল, চাঁপাদার শ্রেণীর মত লোক যাঁহারা দোকানদার হইয়াছেন, তাঁহারা এ প্রবন্ধ অবশ্যই বুঝিবেন না, এবং আমরাও ইহা তাঁহাদের বুঝিতে বলিতেছি না। ইহা বুঝাই প্রকৃত দোকানদারী। নচেৎ সে দোকানদার নহে নিশ্চয়ই!

যাহা হউক, বৈদেশিক বণিকের আমদানী বা রপ্তানী-খেলা বড়ই ভয়াবহ। আমদানী-খেলা অধিকাংশই বন্দরে হয়, অতএব বন্দর অর্থাৎ পোর্ট বা সহরের এদেশীয় মহাজনেরা সাবধান হইবেন। কিন্তু মফঃস্বলে গিয়া য়ুরোপীয় বণিকেরা যে যে স্থলে বসিয়াছেন, তথাকার মহাজন এবং কৃষকেরা রপ্তানীর কার্য্যে সতর্ক হইবেন। কারণ, এদেশের মাল অধিকাংশই মফঃস্বল হইতে যায়। এ প্রবন্ধে আরও ভাবিবেন, কেবল চিনি বলিয়া নহে; পাট, গম, চাউল, ছোলা, গালা, চামড়া যে কোন দ্রব্যে এইরূপ কন্ট্রাক্টের খেলা হইতে পারে। যখন এই খেলা হয়, তখন তাঁহারা দরের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। যত দর বলুন, তাহা লইবে। ইহাই এ রোগের লক্ষণ। আর এক কথা, সকল মহাজনের উচিত, স্ব স্ব স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের একটী তালিকা প্রতি বৎসর তথাকার সমুদয় মহাজনের খতিয়ান দেখিয়া করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; কারণ ইহা ধরিয়াই খেলা আরম্ভ হয়। আরও মহাজনদিগের উচিত, নিতান্ত গোমূর্খ লোক গোমস্তা না রাখিয়া, একটু লেখাপড়া জানা, সংবাদপত্র-পাঠকশ্রেণীর মত লোক দিয়া কার্য্য করান, এবং নিজেরাও দেশের সংবাদ রাখিয়া ব্যবসায় করা কর্ত্তব্য।　　শ্রীঃ—

৺রামানন্দ রায়ের জীবনী।

ইনি ১১৭২ সালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কীর্ণাহারের উপকণ্ঠে গোয়ালডাঙ্গা নামক স্থানে দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ব্যবসায় দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ১২৫৩ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

কীর্ণাহারের ৩ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী খাসপুর গ্রামে হাটু রায় নামে একজন মধ্যবিত্ত গন্ধবণিক বাস করিতেন। মুরসিদাবাদের নবাবের নেজামতে চাকুরী করিয়া ইহাঁরা 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। খাসপুরে ইহাঁদের ৩৬০ বিঘা

জমি, পুষ্করিণী ও বাগান ছিল। কিন্তু কতিপয় দুর্দ্দান্ত মুসলমানের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হাটু রায় কীর্ণাহারে মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। কিছু কাল মাতুলালয়ে থাকিয়া গোয়ালডাঙ্গায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। উক্ত স্থানে হাটু রায়ের পুত্র ৺জয়রাম রায় এবং তৎপুত্র ৺পরীক্ষিৎ রায় ঝাল মসলার সামান্য দোকান করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সেই নির্ধনং অবস্থাতেই পরীক্ষিৎ রায়ের রামানন্দ, রামশম্ভু, রামসুন্দর, রামকমল, রামশঙ্কর, রামকুমার ও রামেশ্বর নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

রামানন্দ রায় কীর্ণাহারের ভট্টাচার্য্যদিগের এবং পরোটা-নিবাসী ৺গুরুপ্রসাদ রায়ের নিকট টাকা ধার করিয়া কীর্ণাহারে তুলার ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে গোয়ালডাঙ্গায় একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খননকালে রামানন্দ মৃত্তিকার নীচে ১৭ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। (১) এই অর্থপ্রাপ্তিই রামানন্দের উন্নতির সূত্রপাত। তখন রামানন্দ ইলামবাজার, সুপুর এবং দুবরাজপুরে গদী স্থাপন করিয়া যথাক্রমে রামশম্ভু, রামশঙ্কর ও রামকুমার এই তিন ভ্রাতাকে তুলার ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন।

কীর্ণাহারের কারবারে বিশেষরূপ উন্নতি দেখিয়া রামানন্দ মুরসিদাবাদে আর একটী গদী নির্দ্দিষ্ট করেন। এক সময়ে মুরসিদাবাদে ৫৲ টাকা দরে তুলা খরিদ করিয়া কাটোয়া ৺মগারাম দের গদীতে তুলিয়া রাখেন। সেই তুলা ২৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থলাভ করেন।

কোন কারণ বশতঃ কীর্ণাহারের তদানীন্তন অবস্থাপন্ন ৺রামচন্দ্র দত্তের সহিত রামানন্দের মনোবাদ ঘটে। এই মনোবাদও রামানন্দের উন্নতির অন্যতম হেতু। রামানন্দ মুরসিদাবাদে বোম্বাই নিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ মহাজনের গদীতে তুলা খরিদ করিতেন। রামানন্দের নিকট উক্ত মহাজনের অনেক টাকা পাওনা ছিল। রামচন্দ্র দত্ত শত্রুতা-সাধনের জন্য সেই মহাজনের গদিতে রটনা করিয়া দেয় যে, রামানন্দ রায় "ফেল" হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া কর্ম্মচারীগণ রামানন্দের নিকট সমস্ত টাকা চাহিয়া

(১) এইরূপ কিম্বদন্তী যে, গোয়ালডাঙ্গায় কিঙ্কিনীশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত মুদ্রা সকল তাঁহারই প্রোথিত ধন। কিঙ্কিনীশ্বর রাজার নাম অনুসারে এই স্থানের নাম প্রথমে 'কিঙ্কিনহার' ও তৎপর 'কিরিন্নার' হয়। অল্প দিন হইল, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিরিন্নার নাম 'কীর্ণহার' বা 'কীর্ণাহারে' পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকে এবং স্থানীয় সাধারণ লোকে অদ্যাপি 'কিরিন্নার' বলিয়া থাকে।

পাঠান। রামানন্দ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মুরসিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ করেন, অধিকন্তু ৫ হাজার টাকা ডিপজিট্‌ রাখিয়া আসেন। কর্ম্মচারীগণ মহাজনের নিকট এই কথা লিখিয়া পাঠায়। মহাজন রামানন্দের ঈদৃশ ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া প্রত্যুত্তরে কর্ম্মচারীগণকে লিখিয়া পাঠান যে, অতঃপর বোম্বাই হইতে মুরসিদাবাদে তুলা আসিতে যে পড়তা পড়িবে, রামানন্দকে সেই দরে তুলা দিবে, এবং সে ইচ্ছা করিলে সমস্ত টাকা বাকী রাখিতে পারিবে। এইরূপে শস্তা দরে মাল প্রাপ্ত হওয়াতে অপরাপর ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা সুলভ মূল্যে তুলা বিক্রয় করিয়াও অনেক বেশী লাভ করিতে লাগিলেন।

একারণ তাঁহার তুলার কারবার এতই প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, মাল আমদানী রপ্তানীর সময় গো-গাড়ি দ্বারা রাস্তা পরিপূর্ণ থাকায় লোকের যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইত। তুলার ব্যবসায়ে রামানন্দ অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এস্থলে তাঁহার সম্পত্তির কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল।

তিনি কীর্ণাহারে সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে সুশোভিত করেন এবং কতিপয় সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠা-কল্পে বহুতর অর্থব্যয় করেন। তিনি প্রতি বৎসর মহাসমারোহের সহিত ৺সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা করিতেন; এতদুপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিত। তিনি মৃত্যুর ৫।৬ মাস পূর্ব্বে কাটোয়াতে তুলা দান করিয়া প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

জমিদারীর দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। অনেকের প্ররোচনায় তিনি কেবল ৪০।৪৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রাচীনগণের নিকট শুনা যায় যে, জমিদারী খরিদ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিলে, তিনি সমস্ত বীরভূম জেলাটী খরিদ করিতে পারিতেন।

কীর্ণাহারের ৺রামজীবন ভট্টাচার্য্যের জমিদারীর অংশ খরিদ করাতে তাঁহার অংশীদারগণের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে রামানন্দকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য তাহারা একটা মানুষ মারিয়া রামানন্দের বাড়ীর মধ্যে ফেলিয়া দেয়। এই মোকদ্দমা তদন্তের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত হন। তিনি রামানন্দের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং অসংখ্য টাকার তোড়া স্তরে স্তরে সাজান দেখিয়া

বলিয়াছিলেন "যাহার এত টাকার সম্পত্তি, সে কথনও মানুষ খুন করিতে পারে না।—তাহার ক্লিণের অভাব?"

এক সময়ে রামচন্দ্র দত্ত কুপী পুষ্করিণীর সন্নিকটে মুপুর হইতে প্রেরিত ১৬ হাজার টাকা নষ্ট করিয়া ফেলে; সামান্য টাকা বিবেচনা করিয়া রামানন্দ তাহার নামে নালিশ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি কথনও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। ইনি মধুপুরের ৺কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহের নিকট ৩ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখেন। সিংহ মহাশয় উক্ত টাকা দীর্ঘকাল নিজ ব্যবসায়ে খাটাইয়া স্বীয় অবস্থার অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কলিকাতা বড়বাজার সোণাপটীতে তাঁহার কুঠী বর্ত্তমান আছে। রামানন্দ ঐ টাকার সুদ গ্রহণ করেন নাই। আরো শুনা যায়, ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথক হওয়ার সময় এত অধিক পরিমিত টাকা সঞ্চিত ছিল যে, আড়ী মাপিয়া টাকা ভাগ করিতে হইয়াছিল। কেবল নেপালী টাকাই ৯৬ হাজার ছিল। রামানন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া কত নিঃস্ব লোক যে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। দুই জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

কীর্ণাহারের অন্যতম স্বনামধন্য পুরুষ ৺মহেশ্বর দাস রামানন্দের অপার করুণা-কণা লাভ করিয়া স্বীয় সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়-বলে কিরূপে লক্ষ-পতি হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণী বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মহাজন বন্ধুতে' প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কীর্ণাহার নিবাসী ৺শ্রীরাম সরকার রামানন্দের জমিদারীতে নায়েবী করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। শ্রীরাম সরকারের পুত্র ৺শিবচন্দ্র সরকারের উপনয়নের সময় রামানন্দ তাঁহার মুখ দেখিয়া কাকুনে মহল দান করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র বাবু উক্ত সম্পত্তি এবং পিতার উপার্জ্জিত অর্থ পাইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি-বলে বহুতর জমিদারী খরিদ করেন এবং কাল ক্রমে কীর্ণাহারের প্রধান জমিদার হয়েন। তাঁহার পুত্রত্রয় শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেশচন্দ্র, সৌরেশচন্দ্র, শৌবেশচন্দ্র সরকার কীর্ণাহারের বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রধান-স্বদেশবৎসল, পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী এবং বিদ্যোৎসাহী জমীদার।

শ্রীঅন্নদাচরণ বিশ্বাস।